সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

[প্রথম খণ্ড]

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদ: আবূ উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান

ভাষান্তর: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

Contents

سلسلة الاحاديث الصحيحة

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

[১ থেকে ৫০০ হাদীস]

(প্রথম খণ্ড)

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদ: আবু উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান

ভাষান্তর: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

এম.এম. (হাদীস- মুমতায) স্টার মার্কস, ইফতা, ইসলামিক ল, (ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট)

সাবেক লেকচারার, জামেয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ (র.)

ডিপার্টমেন্ট অব মর্ডান এ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড রেটরিক, ঢাকা

শিক্ষাসচিব, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশনায়

আতিফা পাবলিকেশন্স

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্
(প্রথম খণ্ড)

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
ভাষান্তর: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

প্রকাশনায়
আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা)
(জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শ্বে) বাংলাবাজার, ঢাকা
☎ ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮

পরিবেশনায়
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশীন
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা, ☎ ০১৯১১ ৭২৫ ৯২০
সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার
ঢাকা, ☎ ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭.

কলকাতার একমাত্র পরিবেশক
হাতেম বুক ডিপো
বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ
☎ ৮৯৭২০৬৮৬৮৯, ৭৭৯৭৮৭২৯২১

মূল্য : ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)

মুদ্রণ : নিটোল প্রিন্টার্স, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা

ISBN No. 978 984 8929 100

উৎসর্গ

সর্বমহলে সত্যবাদী ভূষিত হয়েও যিনি
হক্ব প্রকাশ করতে গিয়ে পদে পদে
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
তাঁর চরণতলে।
(আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলাইহি ওয়া আলিহি)

তাজরীদকারক-এর

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ـ

এটি এক খুবই উপকারী কিতাব। আমাদের শাইখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইবনু নূহ আননাজাতি আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহু তা'আলা রহমাতান ওয়াসিআতান-এর "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর সকল হাদীসের পূর্ণাঙ্গ মত্ন এ কিতাবে একত্রিত করেছি। "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর সূচিপত্রে শাইখ রহিমাহুল্লাহ অধ্যায়গুলো যে ধারাক্রমে সাজিয়েছিলেন, আমি অধ্যায়গুলো সেভাবেই রেখেছি। যেন ইলমে হাদীসের অনভিজ্ঞদের জন্য তা পাঠ করা ও চিন্তা-গবেষণা করা সহজ হয় এবং আলোচক, খাতিব ও বক্তাগণের জন্য তা সম্বল হয়ে যায়। কারণ, দীর্ঘ তাখরীজ বিবর্জিত শুধু হাদীসের মতনগুলো উল্লেখ করার দরুন এর পাঠকগণ দ্রুত সময়ে ও সহজে তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

হাদীসসমূহ যে সকল অধ্যায়ের অধীনে আনা হয়েছে তা হলো এরূপ: (১) উত্তম চরিত্র, অনুকম্পা ও (আত্মীয়তার) সম্পর্ক প্রসঙ্গ; (২) সৌজন্যতা ও অনুমতি প্রার্থনা; (৩) আমাল ও সালাত; (৪) কুরবানী, জাবাহ, খাবার-পানীয়, আকীকাহ ও পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন; (৫) ঈমান, তাওহীদ, ধর্ম ও ভাগ্য; (৬) শপথ, মান্নত ও কাফ্ফারা প্রসঙ্গ; (৭) ক্রয়-বিক্রয়, উপার্জন ও দুনিয়া বৈরাগ্যতা প্রসঙ্গ; (৮) তাওবাহ্, উপদেশ-নসীহত; (৯) জান্নাত ও জাহান্নাম; (১০) হাজ্জ ও উমরাহ্; (১১) দণ্ডবিধি কায়-কারবার ও বিধানাবলী; (১২) খিলাফাত, বাইআত, আনুগত্য ও শাসন ব্যবস্থা; (১৩) যাকাত, দানশীলতা, সাদাকাহ ও দান প্রসঙ্গ; (১৪) বিবাহ, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা, সন্তানদের সৌজন্যতা শিক্ষা দান, তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুন্দর নাম রাখা প্রসঙ্গে; (১৫) সফর,

জিহাদ, গযওয়া ও প্রাণিদের উপর দয়া প্রদর্শন; (১৬) নাবী ﷺ-এর জীবন-চরিত হুলিয়া মুবারাক প্রসঙ্গ; (১৭) সিয়াম ও কিয়াম; (১৮) চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা; (১৯) পবিত্রতা ও উযূ; (২০) ইল্‌ম, সুন্নাত ও হাদীসে নাববী; (২১) বিপর্যয় তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ; কিয়ামাতের লক্ষণ ও পুনরুত্থান; (২২) কুরআনের ফাযীলাত, দু'আ, জিকির-আজকার ও মন্ত্র; (২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা (ক্রীড়া-কৌতুক) ও চিত্র প্রসঙ্গ; (২৪) পৃথিবীর সূচনা, নাবীগণ ও সৃষ্টিকূলের আশ্চর্য রহস্যাবলী; (২৫) অসুস্থতা, জানাযা ও কবর প্রসঙ্গ; (২৬) মাহাত্ম্য ও কদার্যতা প্রসঙ্গ; (২৭) ওয়াজ ও উপদেশ; (২৮) বিবিধ।

হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে আমার তাজরীদ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হয়েছে–

১. হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি এবং পাওয়া যাওয়ার শর্তে হাদীস বর্ণনার কারণও উল্লেখ করেছি।

২. আমি শুধু হাদীসের মতনই উল্লেখ করেছি আর "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর মধ্যে কোথায় হাদীসটি পাওয়া গিয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। সানাদ ও আবিষ্কারের সম্ভাব্য স্থানের বিষয় সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করিনি।

৩. আমি অনেক হাদীস এরূপ পেয়েছি যেগুলো বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রকারের হাদীসের ব্যাপারে আমরা দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। আর তা হচ্ছে–

ক. যদি আমরা একই মাখরাজ তথা উভয় হাদীসের মূলগ্রন্থ একই পাই; শব্দগুলোও একই ধরনের হয় আবার অর্থ একই থাকে; তবে আমরা একবারই মাত্র হাদীসটি উল্লেখ করতে যথেষ্ট মনে করেছি এবং উভয়টির নম্বর বন্ধনীর এ প্রকারের হাদীস কমসংখ্যক এসেছে। আমরা দু'বারের অধিক এমন পাইনি। দেখুন– ১২৪ ও ১৯১৩ নং হাদীস্ব দ্বয়ে মধ্যে উল্লেখ করেছি। যেমন– আপনারা নিম্নের নাম্বারসমূহে লক্ষ্য করবেন: ২৫, ২৯৫, ৪২৯, ৫৩৭, ৫৮৫, ৭২৪, ৭৪৭, ৭৭২, ৮৮১, ৮৩৪, ১৪২৩, ১৪২৯, ২১২৮, ৩০৭৮, ৩২৩২ ও ৩৫৮১।

খ. যদি আমরা মাখরাজ বিভিন্ন পাই এবং শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা দেখি যদিও তা খুবই সহজে অল্প শব্দের মধ্যে পার্থক্য হওয়া দ্বারা হোক না কেন, আমরা উভয় স্থানে তা বহাল রেখেছি। যেমন– আপনি নিম্নের নম্বরসমূহে লক্ষ্য করবেন: ১৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৬৭, ৬৬৬, ৬৭১, ৬৬৯, ৬৭৭, ৬৯৪, ৭০০, ৭৯৭, ৮১০, ১০০১, ১১৩৮, ১৫৮৫, ১৫৮৬।

কিছু কিছু স্থানে শাইখ এ তাকরার তথা দ্বিরুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি ঐ নম্বরে এরূপ বলেছে– (৬৭৭ এ কিতাবের নম্বরে)।

এ বিষয়টি আমরা হাদীসের তাখরীজের পর জেনিছি যে, তা তাখরীজকৃত ও "পঞ্চম খণ্ডে" এই "সিলসিলা" ২০৮৪ নং হতে লেখা হয়েছে।

আমি বলব, আমরা প্রথম পদ্ধতির অধীনে পূর্বে নম্বরসহ যা উল্লেখ করেছি তা এ প্রকার অবহিত করণ হতে উত্তম ও উপযুক্ত পন্থা। আল্লাহই পথপ্রদর্শক ও ক্ষমতাদাতা।

৪. অধিকাংশ অধ্যায়ে শাইখ হাদীস চয়নে যে দ্বিরুক্তি করেছেন তা আমরা যথাযথভাবে বহাল রেখেছি। শাইখ রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাসের বিপরীত সপ্তম খণ্ডে অধিকহারে এ রকম হয়েছে যে, তা উল্লেখিত সূচীর পাঠে সামঞ্জস্য গঠনে অক্ষম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপরই হাদীসটি উক্ত অধ্যায়ে রেখে দিয়েছি। যেমন এ কিতাবের ২৬৮৩ নং হাদীস সূচীতে তা (المرض والجنائز) ও (الفتن) অধ্যায়ে আছে এক্ষেত্রে আমি শুধু (الفتن) অধ্যায়েই এনেছি। কারণ (المرض) এর সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। তবে المواعظ والرقائق। এর অধ্যায়ে পুনরুল্লেখ করা হত তবে ভাল হত। এ ব্যাপারে ও এর পূর্বের বিষয়ের সম্পর্কে অবহিত হতে হবে যে, এ কিতাবে যে নম্বরসমূহ এসেছে তা "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর অপর নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। বিষয়টির গুরুত্ব এ কারণে হয়েছে যে,

৫. আমি যখন শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি এবং তা এককভাবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্বস্থানে সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি। তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে তিনি যা কিছু বুঝিয়েছেন এবং আমরা তাঁর নিকট থেকে শুনেছি এসব গুলোকেই এ বক্তব্যটি অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি যেসকল বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেগুলো "সিলসিলা আয্‌যঈফা"র মধ্যে থাকায় কিংবা তাঁর ইলমী মাজলিসের প্রসিদ্ধিতার দরুন ছাপা হয়নি।

এ নম্বরের টীকাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন: ৩৫, ১২৩৮, ১২৪১, ১৩০৩, ১৮৬৯, ২৩৬১, ২৪০৫, ২৪২১, ২৯৬৬, ৩১৩৭, ৩৪৭৮।

এ কিতাবে আমি এক হাদীস পেয়েছি তা হুবহু 'যঈফুত তারগীবে' রয়েছে। এর হুকুম সম্বন্ধে শাইখের রায়-দ্বয়ের শেষ রায়টি জানি না। ফলে অবহিত কারণপূর্বক তা আপন অবস্থায় বহাল রেখেছি। দেখুন– ২০২/ক নম্বরে।

৬. "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্" যা সাত খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে তার সকল হাদীসের মতনকে এ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ঐসকল হাদীসের মধ্যে যা মাওকূফ সূত্র আছে তা মারফূ-এর হুকুম রাখে (লক্ষ্য করুন- ৪৭১, ২৬৬৫, ৩১৯৫ নম্বরে)। আর যেটির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে মারফূ-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়নি (দেখুন- ১৬০৪ নম্বর)।

৭. হাদীসসমূহের শব্দাবলী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছি। অনেক সময় শাইখ যে সকল উৎসগ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন সে উৎসসমূহের প্রতি আমি দৃষ্টি রেখেছি। একপর্যায়ে বিষয়টি সঠিক রয়েছে আবার বিচ্যুতিও প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা সংযোজন করেছি কিংবা অবহিত করেছি সে ব্যাপারে আমি স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছি। যেমন আপনি- ৫০৮, ২৩৩৮, ৩১১৭, ৩১৩৫, ৩২৯৮, ৩৫৯৭, ৩৬৫৯ ইত্যাদিতে দেখতে পাবেন।

৮. "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-তে আমি কিছু হাদীস পেয়েছি যার সামঞ্জস্যে অধ্যায় গঠন করা হয়নি (হাদীসগুলোকে নির্দিষ্ট কোন সূচিতে একত্রিকরণ করা হয়নি)। অধ্যয়নের পর আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর কতিপয় আয্-যঈফাতেও এসেছে। আমি আয্-যঈফার অধ্যায়ের অধীনেই রেখেছি এবং এ ব্যাপারে অবহিত করেছি। কতিপয় দ্বিরুক্তি হয়েছে যার তাখরীজ পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। তা আমি প্রথম স্থানেই রেখেছি (দেখুন- ২১৫, ২১৬)।

৯. "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর প্রথম সংস্করণ হতে শাইখ রহিমাহুল্লাহু যেসকল হাদীস বিলোপ করেছেন আমিও তা বিলোপ করেছি। তবে শাইখের এগুলো থেকে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি অবহিত করিনি।

পরিশেষে মাকতাবাহ আল মাআরিফ-এর স্বত্ত্বাধিকারী শাইখ সা'দ আর রশিদ আল্লাহ তাঁকে হিফাজাত করুন এ ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত। তাঁর আহ্বানে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। এ কিতাবের ব্যাপারে এতটুকুই আমার চেষ্টা। যদি আমি এতে সঠিকতায় পৌঁছে থাকি তবে তা আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা। যদি এর বিপরীত হয় তবে তা আমার নিজের পক্ষ হতে ও শাইত্বানের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

واخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

বিনয়বানত

আবূ উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান

৮ই সফর, ১৪২৪ হিজরী

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ، اما بعد :

যখন ইসলামের দাওয়াত আরম্ভ হয়, তখন এ দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা ছিল যে, এ পথের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দিকনির্দেশনা আসে তা গ্রহণ করা। আর যা করতে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকল তখন এ মূলনীতিটি বারংবার নানাভাবে লোকদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে–

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো আর তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো। তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"
(সূরা: মুহাম্মাদ– ৩৩)

যতদিন পর্যন্ত উম্মত এ মূলনীতির উপর অটল ছিল; ততদিন কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদলেহন করেছে। কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের নানা দল তৈরি হয়েছে– যারা আক্বীদা, বিধি-বিধান, মূলনীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের নিক্তিতে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছে। ফলত এর ফলাফল হলো, উম্মতগণের পশ্চাদমুখীতা।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ-এর অতি উপযুক্ত সমাধান দিয়েছেন এ বলে :

لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح اولها ـ

অর্থাৎ, "পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যে মতালম্বনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো পরিশুদ্ধ হতে সক্ষম নয়।"

অর্থাৎ, নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখজনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের উক্ত বিষবাষ্প আজও গ্রাস করে রেখেছে। আর তারা এর অনুসরণে পিছপা হচ্ছে। এরও সমাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে গেছেন।

Contents

উম্মতের সংশোধনের মূল হাতিয়ারই হচ্ছে একচেটিয়া কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তবে খুশির বিষয় হল এই যে, বিংশ শতাব্দীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তা করার তাওফীক লাভ করেন।

সম্মানিত পাঠককে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবসমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব এবং এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর লেখনীসমূহ হতে বিশাল জনগোষ্ঠি হিদায়াতের সন্ধান পেয়েছে। আর আমরা সেসকল হিদায়াতপ্রাপ্ত ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এ পুস্তক

✍ অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা কোন হাদীস বাদ দেই নি।

✍ সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছি।

✍ সাধারণদের কথা চিন্তা করে পুরো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

✍ তাজরীদকারক হচ্ছেন, শাইখের যোগ্যতম উত্তরসূরী। সুতরাং পুস্তকটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সর্বশেষ রায়ের অনুলিপী।

✍ মূলতঃ বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলো তাজরীদকারক একত্রিত করেছেন বিধায় মূল সহীহার সাথে এর ক্রমিক নম্বর না মিললেও হাদীসের শেষে "আস্-সহীহাহ্" লিখে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে সম্মানিত পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন যে, মূল সহীহার হাদীস নম্বর কত।

✍ রেফারেন্স (হাওয়ালা) উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এদেশীয় কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেছি।

✍ খুব শীঘ্রই পুরো সেট পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হবে– ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই যে, গত এক বৎসর পূর্বে পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন করে থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পুস্তক প্রকাশে বিলম্বিত হয়েছে। তবে "আতিফা পাবলিকেশন্স"-এর সম্মানিত প্রকাশকের নেক খেয়ালেই এ বরকতময় কিতাবটি শত অযোগত্য সত্ত্বেও পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই নেক খেয়ালকে কবূল ও মঞ্জুর করুন। আর উভয় জগতে তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন– আমীন।

বিনীত
হাফেয মুফতি মোবারক সালমান
১ জুলাই, ২০১২ ঈসায়ী

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাঁচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুরো নাম, আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণেই তিনি 'আলবানী' নামে অভিহিত হন।

তাঁর পিতার নাম, নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী 'আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরাত করেন।

শাইখ আলবানী দামিশ্কের একটি মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত 'আল-মানার' এর একটি সংখ্যায় ইমাম গায্যালী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন: "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখিয়েছেন।"

যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই পুস্তক

প্রণয়নের কাজে অতিবাহিত করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন্ বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– (ক) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ্; (খ) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ্ ওয়াল মাউযূ'আহ; (গ) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি মানা-রিস সাবীল; (ঘ) মুখতাসার সহীহ্ মুসলিম লিল মুনযিরী; (ঙ) মুখতাসার সহীহুল বুখারী; (চ) সহীহ্ সুনানে আবী দাঊদ; (ছ) যঈফ সুনানে আবী দাঊদ; (জ) সহীহ্ তিরমিযী; (ঝ) যঈফ তিরমিযী; (ঞ) সহীহ্ সুনানে নাসাঈ; (ট) যঈফ সুনানে নাসাঈ; (ঠ) সহীহ্ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ড) যঈফ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ঢ) সহীহ্ জামিউস সগীর; (ণ) যঈফ জামিউস সগীর; (ত) সহীহ্ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব; (থ) সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ; (দ) যঈফ আদাবুল মুফরাদ; (ধ) তাহ্ক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ (ন) আদাবুয যিফাফ; (প) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা; (ফ) সিফাতু সালাতিন্ নাবী ﷺ; (ব) সালাতুত তারাবীহ; (ভ) কিস্সাতুল মাসীহিদ্ দাজ্জাল; (ম) হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমাহ্; (য) হাজ্জাতুন্ নাবী ﷺ; (র) আল ইস্রা ওয়াল মি'রাজ; (ল) রাওযুন নাযীর; (শ) তা'লীকুর রাগীব; (ষ) রিসালাহ বিদ'আত ইত্যাদি।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায তাঁকে "যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস" নামে অভিহিত করেছেন।

ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন আন্নাদওয়াতুল 'আ-লামিয়্যাহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ড. মানি' ইবনু হাম্মাদ আল্জুহানী বলেন, "আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নিচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীসবিশারদ আর কেউ নেই।"

ড. সুহায়িব হাসান বলেন, "আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু'জিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।"

১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিঊন)।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর এই অবদানের কারণে বিশ্ববাসী তাঁকে চিরস্মরণে রাখবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন– আমীন।

কিছু নির্দেশিকা

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। (ক) সহীহ্; (খ) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার। যথা:

ক. সহীহ্ লিযাতিহী: যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ্ বা সহীহ্ লিযাতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ্ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

খ. হাসান লিযাতিহী: যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ্ হাদীসের অবশিষ্ট চরটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

গ. সহীহ্ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ্): যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ্ লিগাইরিহী বলা হয়।

ঘ. হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান): অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলতঃ দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মধ্যে) সহীহ্ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

হাদীস প্রধানত দু'টি কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। (ক) সানাদ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া। (খ) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

ক. মু'আল্লাক: যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

খ. মুনকাতি: হাদীসের সানাদের যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

গ. মুরসাল: যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়। মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারে, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারে– ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্‌র রাজী ও মালিকীদের মধ্যে

আবুল ওলীদ রাজী বর্ণনা করেছেন– কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না– এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

ঘ. **মু'দাল:** হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

ঙ. **মুদাল্লাস:** সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ, বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শাইখের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শাইখের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদ্‌লীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

চ. **শা'য:** একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ্ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

ছ. **মা'রুফ:** যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।

জ. **মুনকার:** মা'রুফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত।

ঝ. **মাতরূক:** যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ্ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঞ. **মাওযু বা বানোয়াট:** যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে। তবে তার হাদীসকে মাওযূ বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ্ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

ট. **মুবহাম:** যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষগুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতীত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ঠ. **মুদ্‌রাজ:** যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

কতিপয় পরিভাষা

ক. **মুতাওয়াতির:** মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

খ. **খবরু ওয়াহিদ:** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। খবরু ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার। যথা:

১. **মাশহুর:** আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহুর বলা হয়। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহুর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহুর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

২. **'আযীয:** সেই হাদীসকে বলা হয়; যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৩. **গরীব:** যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

গ. **মারফূ:** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস

ঘ. **মাওকূফ:** সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকূফ'।

ঙ. **মাক্বতূ:** তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

চ. **মুত্তাসিল:** যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

ছ. **মাহ্ফূয:** যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাহ্ফূয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

জ. **মাজহুল:** যে বর্ণনাকারীর সত্তা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহুল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ঝ. **জাহালাত:** যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্তা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

ঞ. **তাবে':** তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

ট. শাহেদ: শাহেদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষন করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

ঠ. মুতাবা'আত: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। মুতাবা'য়াত আবার দুই প্রকার।

১. মুতাবা'আত তাম্মাহ: যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

২. মুতাবা'আত কাসিরাহ; যে সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াত কাসিরা' বলা হয়।

ড. মুসাহ্হাফ: আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে। পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয়, শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজি হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এ পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তি নামের বা হাদীসের বাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নোকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

ঢ. মুসনাদ: যে হাদীসের সানাদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'

ণ. সহীহ্: যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফাযতের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ্ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ্ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

১১. হাসান: যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ক্রটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

الأخلاق والبر والصلة

উত্তম চরিত্র, অনুকম্পা ও (আত্মীয়তার) সম্পর্ক বজায় রাখা প্রসঙ্গ

١ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. (الصحيحة: ٣١٦٦)

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করে দেন। (আস্-সহীহাহ- ৩১৬৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ তার الْأَدَبُ الْمُفْرَدُ-এর হা. ৫৬৮ ইমাম বাইহাক্বী তার السُّنَنُ الْكُبْرٰى-এর (৬/২৬২) ইবনে আদি তার الْكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ-এর (২/৫৮৮, ৬/১৩০, ৭, ২৪৯৫) রিওয়ায়াত করেছেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৫৬৮ (ইফা. ঢাকা হা. ৫৭০); বাইহাক্বী তাঁর 'আস্-সুনান'-এ ৬/২৬২ নং।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম ও মুস্তাদরাক হাকিমের শর্তে সহীহ্।

٢ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ مَرْفُوعًا: آخِرُ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (الصحيحة: ٦٨٤)

২. আবূ মাসউদ বদরী (রা) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। পূর্ববর্তী নাবুওয়াতের বাণীসমূহ হতে মানুষেরা সর্বশেষ যা পেয়েছে তা হলো যখন তোমার লজ্জা-শরম নেই তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই কর। (আস্-সহীহাহ- ৬৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু আসাকীর তাঁর 'তারীখে দামেশ্ক'-এ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুনাভী (র) 'ফয়যুল ক্বাদিরে বলেন: "এর সানাদটি যঈফ। কেননা, এর (সানাদে) ফাতহুল মিসরী বর্ণনাকারী যঈফ। কিন্তু এর সাক্ষ্য রয়েছে ইমাম বায়হাক্বী (র)-এর "শু'আবুল ঈমানে"। তিনি (র) ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে উক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ বুখারীতে "কিতাবুল আম্বিয়া" (بَابُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ) ও কিতাবুল আদাব (بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) এবং "আদাবুল মুফরাদে" হা. ৫৯৭ [ইফা. ঢাকা, হা. ৫৯৯; সহীহ্ আল-আদাবুল মুফরাদ লিলআলবানী হা. ৪৬৬; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৯/৪৮৫১]; সাহাবী ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ...। শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٣ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَدَ كَعْبًا، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا : مَرِيْضٌ، فَخَرَجَ يَمْشِيْ حَتَّى أَتَاهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا كَعْبُ! فَقَالَتْ أُمُّهُ: هَنِيْئًا لَكَ الْجَنَّةَ يَا كَعْبُ! فَقَالَ: مَنْ هٰذِهِ الْمُتَأَلِّيَةُ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: هِيَ أُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ يَا أُمَّ كَعْبٍ؟! لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَا لَا يَعْنِيْهِ، أَوْ مَنَعَ مَا لَا يُغْنِيْهِ . (الصحيحة: ٣١٠٣)

৩. কা'ব ইবনু উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী কারীম ﷺ কা'বকে দেখতে না পেয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বললেন, তিনি অসুস্থ। অতঃপর মহানবী ﷺ হেঁটে তার নিকট গেলেন। যখন তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বললেন: হে কা'ব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। (তা শুনে) তার 'মা' বললেন: হে কা'ব! তোমার জন্য জান্নাতের অভিনন্দন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহর (ফায়সালার) ব্যাপারে এই তাড়াহুড়াকারিণী কে? সে

(কা'ব) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উনি আমার 'মা'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কা'বের মা! তা তুমি কিভাবে জানবে? হয়ত কা'ব এমন উক্তি করেছে যা তার জন্য সমীচীন ছিল না। অথবা সে এমন ব্যাপারে নীরব ছিল যা তার জন্য ক্ষতির কারণ হত না। (আস্-সহীহাহ- ৩১০৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি কা'ব ইবনু উযরা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী হাদীসটি তার الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ-এর ৯/৯৩, ১৯/৯২ ও ১০৩ এবং তাঁর الْمُعْجَمُ الأَوْسَطُ-এর (৭/১৬০) হা. ৭১৫৭-এর রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া ইমাম ইবনু আবীদ দুনিয়া তার "الصَّمْتُ"-এর ৭৮/১১০; ইমাম الْمُنْذِرِيُّ তাঁর রচিত আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব-এর (দারু ইবনু রজব, মিসর) ৪/৬০ পৃষ্ঠা হা. ৪৭৮৮; (ইসলামিক ফা. ৪/১৮৪ পৃষ্ঠা হা. ৯৮)। زُبَيْدِيُّ তাঁর إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ-এর (৭/৪৬১) খতীবে বাগদাদী তাঁর تَارِيخُ بَغْدَادَ-এর (৪/২৭৩) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তাঁর الْمُصَنَّفُ-এর হা. ৯৭৪৪ এবং ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল তার مُسْنَدُ-এর (৩/৪৫৯) ও (৬/৩৮৯)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

আল্লামা হায়ছামী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ১০/৩১৪০০)।

٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ: الأَلَدُّ الْخَصِمُ. (الصحيحة: ٣٩٧٠)

৪. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী কারীম ﷺ বলেন: অতি ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৭০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আয়িশা (রা) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী তাঁর "সহীহ্ বুখারী" হা. ৪৫২৩; ফাতহুল বারী হা. ৭১৮৮; সহীহ্ মুসলিম- ৮/৫৭; عَبْدُالرَّزَّاقِ তার تَفْسِيرُ-এর (১/৮১) جُمَيْرِيُّ তার কিতাবের ২৭৩; اِبْنُ رَاهْوِيَةٍ (১২৪৩)

তিরমিযী হা. ২৯৭২; নাসাঈ- ২/৩১১ (হা. ৫৪২৩); ইবনু হিব্বান হা. ৫৬৬৭; বায়হাক্বী- ১০/১০৮; বায়হাক্বীর 'আল-আসমা ওয়াস্-সিফাত' হা. ৫০১; আহমাদ- ৬/৫৫, ৬৩, ২০৫; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৭/৩৫৮৯)।

٥ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ؟ قَالُوا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلٰى بَعْضٍ لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ . (الصحيحة: ٨٤٥)

৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা জান العضه। (চোগলখুরী) কী? তারা (সাহাবীগণ) বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (তা) সঠিকভাবে অবগত রয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেন: (তা হলো) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের নিকট লাগানো। (আস্-সহীহাহ- ৮৪৫)

হাদীসটি হাসান।

আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৪২৫ (ইফা. ঢাকা হা. ৪২৭; সহীহ্ আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৩২৭); ত্বহাবী তাঁর "শরহু মুশকিলিল আছার"-এ ৩/১৩৯; সুনানে বায়হাক্বী- ১০/২৪৬-৪৭।

আলবানী (র) বলেন: "হাদীসটির সানাদ হাসান এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।" তাছাড়া হাদীসটির আরো সাক্ষ্য থাকার কথা তিনি (র) উল্লেখ করেছেন।

٦ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيْلٍ لَّهُ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، عَنْ أَبِيْهِ وَكَانَ يُكَنّٰى: أَبَا الْمُنْتَفِقِ، قَالَ: أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: هُوَ بِعَرَفَةَ، فَذَهَبْتُ أَدْنُو مِنْهُ فَمَنَعُونِي، فَقَالَ: أُتْرُكُوهُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ، حَتّٰى إِذَا اخْتَلَفَ عُنُقُ رَاحِلَتِهِ وَعُنُقُ رَاحِلَتِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! نَبِّئْنِي بِمَا يُبَاعِدُنِي مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (١) تَعْبُدُ (وَفِي رِوَايَةٍ: أُعْبُدْ) اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. (٢) وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. (٣) وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. (٤) وَتَصُومُ رَمَضَانَ. (٥) وَتَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ. (٦) وَانْظُرْ مَا تُحِبُّ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَّأْتُوهُ إِلَيْكَ، فَافْعَلْهُ بِهِمْ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يَّأْتُوهُ إِلَيْكَ، فَذَرْهُمْ مِنْهُ ـ (الصحيحة: ٣٥٠٨)

Contents

৬. মুহাম্মাদ ইবনু জিহাদাহ বনী আনবারের এক বন্ধুর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর উপাধি ছিল, আবুল মুনতাফিক। তিনি বলেন, আমি মাক্কায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে (সাহাবীগণ) বললেন: তিনি আরাফায় অবস্থান করছেন। আমি সেখানে গেলাম। অতঃপর তাঁর নিকট যেতে চাইলে সাহাবীগণ আমাকে বাধা প্রদান করলেন। (এটা দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে ছেড়ে দাও (আসতে দাও)। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। (আলোচনার পর) যখন তাঁর উট ও আমার উটের ঘাড় পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে আল্লাহর আযাব হতে দূরে রাখবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (উত্তরে) তিনি বললেন: (ক) আল্লাহর ইবাদাত করো (কোন কোন বর্ণনায় تَعْبُدُ-এর স্থানে أُعْبُدْ ব্যবহার হয়েছে।) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। (খ) ফরজ সালাতসমূহ আদায় কর। (গ) ফরজ যাকাত আদায় কর। (ঘ) রামাযানের রোজা পালন কর। (ঙ) হাজ্জ ও উমরাহ পালন কর। (চ) মানুষের সাথে ঐরূপ আচরণ কর, যেমন আচরণ তাদের নিকট থেকে তুমি পেতে পছন্দ কর। একইভাবে তাদের সাথে এরূপ আচরণ পরিহার কর; যেরূপ আচরণ তাদের পক্ষ হতে তোমার প্রতি তুমি অপছন্দ করে থাক। (আস্-সহীহাহ- ৩৫০৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ (র) عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ يُكَنَّى: أَبَا الْمُنْتَفِقِ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার 'الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ'-এর (৪/১৬) পৃষ্ঠা হা. ৩২২২। দুলাবী তাঁর "اَلْكُنَى وَالْأَسْمَاءُ"-এ ১/৫৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির অধিক مُتَابِعَاتٌ এবং شَوَاهِدُ এর কারণে সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) এছাড়া আরো বর্ণনা করেছেন সহীহার হা. (৩/১৩৭৭)। বিভিন্ন مُتَابِعَاتٌ ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ্ গণ্য করা হয়েছে।

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ. قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ؟ قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ: يُوْسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ.

قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ؟ قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْئَلُونَنِي؟ اَلنَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقُهُوا. (الصحيحة: ٣٩٩٦)

৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম মানব কে? তিনি বললেন: যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বোত্তম মানব)। সাহাবীগণ বললেন, আমরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, সর্বোত্তম মানব ইউসূফ 'আলাইহিস সালাম যিনি আল্লাহর নাবী; আবার নাবীর পুত্র অনুরূপভাবে তাঁর পিতাও নাবীর পুত্র। তাঁর দাদা আবার খালিলুল্লাহ [ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম]-এর পুত্র। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তবে আরবের সম্ভ্রান্তদের (মর্যাদার উৎস বা আকর) সম্পর্কে জানতে চাও? মানুষ সম্ভ্রান্ত (মর্যাদার আকর) জাহেলী যুগের সম্ভ্রান্তগণ ইসলামী যুগেও সম্ভ্রান্ত যদি তারা বিদ্যায় অগ্রগামী হয় (অর্থাৎ, ঈলম ও 'আমালে প্রাবল্যতা লাভ করে)। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৯৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা(রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির إِسْنَادُ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। সানাদের عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَبَا হলো- حَفْصِ الْعُمَرِيِّ আর سَعِيْدُ হলো- اِبْنُ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ।

হাদীসটি ইমাম দারেমী তার اَلْمُسْنَدُ-এর হা. ২২৩; সহীহ্ বুখারী হা. ৩৩৫৩, ৩৪৯০ এবং সহীহ্ মুসলিম- ৭/১০৩; (بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ); তাছাড়া বুখারী তার সহীহার হা. ৩৩৭০, ৩৩৮৩ ও ৪৬৮৯-এ أَبِي سَعِيْدِ-এর উল্লেখ ব্যতীত রিওয়ায়াত করেছেন। এমনিভাবে 'ইবনে হিব্বান' তার সহীহার হা. ৬৪৮; নাসায়ী তার 'اَلسُّنَنُ الْكُبْرٰى'-এর হা. ১১২৪৯ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ-এর তরীকে এই সানাদ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বুখারী তার اَلْأَدَبُ الْمُفْرَدُ-এর হা. ১২৯; ইমাম নাসায়ী তার اَلسُّنَنُ الْكُبْرٰى-এর হা. (১১২৫০)-তে عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ-এর তরীক سَعِيْدُ থেকে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর হা. ৯৫৬৮-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। বাগাভী'র "শরহুস সুন্নাহ" ১৩/১২৫।

٨- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَفَعَهُ: اِتَّقُوا اللهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ.

(الصحيحة: ٨٦٩)

৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। (আস্-সহীহাহ- ৭৬৯)

হাদীসটি যঈফ।

তাবারানী তাঁর "আল-আওসাত"-এ (৬/১৮); আত্-তারগীব [মুহাম্মাদ তামির বলেন: "হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান (আত্-তারগীব দারু ইবনে রজব, মিসর) ৩/৭ পৃষ্ঠা; হা. ৩০১৯] আত্-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/১১৮ পৃষ্ঠা।

আলবানী (র) হাদীসটির সানাদকে যঈফ বলেছেন। [যঈফ আত্-তারগীব- ২/১২৪৫ নং; আয্-যঈফাহ- ৫/৫৩৬৯ নং]

তিনি সহীহাতেও যঈফ বলার সাথে সাথে অপর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন: ইবনু জারীর ও 'আবদ বিন হুমায়িদ ক্বাতাদাহ থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِى الدُّنْيَا وَخَيْرٌ لَّكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ অতঃপর লিখেছেন- وَبِذٰلِكَ يَصِيْرُ حَسَنًا (এটি হাসান মানে উত্তীর্ণ)।

শেষে লিখেছেন: হাদীসটি وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ (সূরা আন্-নিসা- ১) আয়াতের ব্যাখ্যা করে। (আস্-সহীহাহ্ হা. ৮৬৯) অবলম্বনে।

٩- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِى الْمِيْزَانِ: اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ . (الصحيحة: ٨٧٦)

৯. আবূ দারদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মিযানে (কিয়ামাত দিবসে পাপ-পুণ্য মাপ্বার পাল্লায়) সর্বাপেক্ষা ভারী বস্তু হলো, উত্তম চারিত্র। (আস্-সহীহাহ- ৮৭৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ দারদা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম ইবনু হিব্বান তার 'اَلصَّحِيْحُ' -এর হা. (২/৪৮১)।

শাইখ শুআইব আল-আরনাউত বলেন: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ نَافِعٍ، وَهُوَ الْكَيْخَارَانِيُّ، فَقَدْ أَدَّى لَهُ

أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي (الْأَدَبُ الْمُفْرَدُ)، وَهُوَ ثِقَةٌ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو: هُوَ أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: هُوَ يَحْيِ

হাদীসটি الْخَرَائِطِيُّ তার مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ পৃষ্ঠা ১০; বায়হাক্বী তার "শুআবুল ঈমান" ৮০০৫ এবং الْقَسْمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ তার কিতাবে হা. ২৭৫১৭ ও ২৭৫১৮ এবং ২৭৫৩২; তিরমিযী তার 'সুনানে' হা. ২০০৩; ইমাম তাবারানী তার 'الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ' (২৪/৬৫৩) এবং তার الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ-এর (৪২১০) এবং তার الْمُعْجَمُ الصَّغِيرُ এবং مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ এর ২১৭৯ يَزِيدُ بْنُ زربع-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। দারাকুতনী তার الْعِلَلُ-এর (৬/২২৩) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। الطَّبَرَانِيُّ তার الْكَبِيرُ-এর (২৪/৬৪৭) এবং (২৫/১৭৮) এ আবূ নুঈম তার الْحِلْيَةُ-এর (৫/৭৫) الْقُضَاعِيُّ তার مُسْنَدُ الشِّهَابِ-এর হা. ২১৪ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার الْمُسْنَدُ-এর হা. ২৭৪৯৬, ২৭৫৫৩ ও ২৭৫৫৫।

١٠۔ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ، وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى. قَالَ: اِجْتَنِبِ الْغَضَبَ. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اِجْتَنِبِ الْغَضَبَ.

(الصحيحة: ٨٨٤)

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমাকে এমন কতিপয় বাক্য সম্পর্কে অবহিত করুন যে অনুযায়ী আমি জীবন-যাপন করতে পারি। অধিক কিছু বলবেন না, যার দরুন আমি তা ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ কর। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলে (আবার উক্ত বাক্যের প্রার্থনা করলে) তিনি বললেন, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ কর। (আস্-সহীহাহ- ৮৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি سَعْبَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটির ইসনাদ সহীহ্। **সানাদের** سَعْبَانُ **হলেন** اِبْنُ عُيَيْنَةَ আর الزُّهْرِيُّ হলেন مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ

شِهَابٍ হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার "الْمُسْنَدُ"-এর হা. ২৩৪৬৮ ও ২৩১৭১ এ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে আবি শায়বা তার الْمُصَنَّفُ-এর (৮/৫৩৫) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ-এর সূত্রে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিক তার الْمُوَطَّأ এর (২/৯০৫) زُهْرِيٌّ থেকে عَبْدُ الرَّزَّاقِ তার الْمُصَنَّفُ-এর হা. ২০২৮৬ বাইহাক্বী তার السُّنَنُ-এর (১০/১০৫) তিরমিযী তার فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ-এর عَبْدُ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ তার (২২৮৫) এর-السُّنَنُ হা. ৩২২ রিওয়ায়াত করেছেন।

মুহাক্বিক্ব শু'আয়িব আল-আরনাউত (র)-ও হাদীসটির সানাদকে সহীহ্ বলেছেন (তাহক্বীকৃত মুসনাদে আহমাদ– ৫/২৩৫১৫ নং)

١١- عَنْ رَبِيْعَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَانِيْ أَرْضًا، وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ أَرْضًا، وَجَاءَتِ الدُّنْيَا فَاخْتَلَفْنَا فِيْ عِذْقِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ فِيْ حَدِّ أَرْضِيْ! وَقُلْتُ أَنَا: هِيَ فِيْ حَدِّيْ! وَكَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ كَلَامٌ، فَقَالَ لِيْ أَبُوْ بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا وَنَدِمَ، فَقَالَ لِيْ: يَا رَبِيْعَةُ! رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى يَكُوْنَ قِصَاصًا. قُلْتُ: لَا أَفْعَلُ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: لَتَقُوْلَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ: وَرَفَضَ الْأَرْضَ. فَانْطَلَقَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ، فَجَاءَ أُنَاسٌ مِّنْ أَسْلَمَ فَقَالُوْا: رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ! فِيْ أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعْدِيْ عَلَيْكَ رَسُوْلَ اللهِ، وَهُوَ الَّذِيْ قَالَ لَكَ مَا قَالَ؟ فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَنْ هٰذَا؟ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ، وَهُوَ (ثَانِيَ اثْنَيْنِ)، وَهُوَ ذُوْ شَيْبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِيَّاكُمْ يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُوْنِيْ عَلَيْهِ فَيَغْضَبُ، فَيَأْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِ، فَيَغْضَبُ اللهُ لِغَضَبِهِمَا، فَيَهْلِكُ رَبِيْعَةُ، قَالُوْا: فَمَا

تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ارْجِعُوا. فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَبِعْتُهُ وَحْدِي، وَجَعَلْتُ أَتْلُوهُ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ. فَرَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رَبِيعَةُ! مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا، فَقَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهْتُهَا، فَقَالَ لِي: قُلْ كَمَا قُلْتُ لَكَ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَجَلْ، فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَلٰكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ!. قَالَ: فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ وَهُوَ يَبْكِي. (الصحيحة: ٣٢٥٨)

১১. রবিয়াহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একখণ্ড জমি প্রদান করেন এবং আবূ বাকার (রা)-কে একখণ্ড জমি প্রদান করেন। এক ফলবান খেজুর গাছ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। আবূ বাকার বলেন, গাছটি আমার সীমানাতে রয়েছে। আর আমি বললাম, গাছটি বরং আমার সীমানায় পড়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা (বাদানুবাদ) চলল। আবূ বাকার (রা) আমাকে এমন এক কথা বললেন, যা আমার অপছন্দ হল এবং তিনি তাতে লজ্জিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে রাবিয়াহ আমার প্রতি ঐরূপ (কথা যেমন আমি বলেছি) ফিরিয়ে দাও, যেন তা বদলা (প্রতিশোধ) হয়ে যায়। আমি বললাম, আমি এমন করব না (অর্থাৎ, ঐরূপ কথা বলব না)। আবূ বাকার (রা) আমাকে বললেন, তুমি তা বল। অন্যথায় আমি তোমার বিপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য নিব। আমি বললাম, আমি তা করব না।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আবূ বাকার (রা) জমি ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তখন আসলাম গোত্রের মানুষজন আসলো। তারা বলল, আল্লাহ তায়ালা আবূ বাকার (রা)-এর উপর রহম করুন। তিনি [আবূ বাকার (রা)] কোন ব্যাপারে আপনার বিপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর তিনি আপনাকে কী বলেছে? আমি বললাম, আপনারা জানেন না ইনি কে? (অর্থাৎ

তাঁর মর্যাদা কত অধিক) ইনি আবূ বাকার সিদ্দীক। তিনি দু'জনের দ্বিতীয়জন (অর্থাৎ হিজারাতকালে রাসূল ﷺ-এর গুহায় অবস্থানকালের সঙ্গী) তিনি মুসলমানদের মর্যাদাবান ব্যক্তি। তোমরা তার বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে সাবধান হও! তিনি দেখলে রাগান্বিত হবেন (অর্থাৎ, তোমরা আমাকে সাহায্য করা হতে বিরত থাক) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গেলে তিনিও তাঁর রাগের দরুন রাগান্বিত হবেন। আর তাঁদের রাগান্বিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালাও রাগান্বিত হবেন। ফলে রাবিয়াহ ধ্বংস হবে। তারা (গোত্রের লোকেরা) বলল, আপনি আমাদের কী করতে বলছেন? তিনি (রাবিয়াহ) বললেন, তোমরা ফিরে যাও। আবূ বাকার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। আমি একাকী তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, হে রাবিয়াহ! তোমার ও তোমার বন্ধুর কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এমন হয়েছে। তিনি (আবূ বাকার) আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা আমি অপছন্দ করি। তিনি আমাকেও ঐরূপ কথা বলতে বলেন, যেন তা বদলা (প্রতিশোধ) হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ঠিক আছে। তুমি তার প্রতিশোধ নিও না বরং তুমি বল, হে আবূ বাকার! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। হে আবূ বাকার আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আবূ বাকার (রা) কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। (আস্-সহীহাহ- ৩২৫৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৪/৫৮-৫৯; তাবারানী 'আল-মু'জামুল কাবীর'- ৫/৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৫৭৭।

শু'আয়িব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটি আল-মুবারক বিন ফাযালাতের গোপনীয়তার কারণে যঈফুন জিদ্দান। তিনি ব্যাপকভাবে তাদলীস করতেন। যা তাদলসির ক্ষেত্রে খুবই নিকৃষ্ট। আর তিনি 'আন'আনাহ করেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৬৬২৭)

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি 'আন শব্দে বর্ণিত হয়নি। বরং হাদ্দাছানা শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্ ও বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। নিশ্চয় এতে ইবনু ফাযালাতের 'আন'আনাহ'র ভয় থাকে। এ পর্যায়ে সঠিকভাবেই বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া সবাই ছিক্বাহ।

ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন: যখন হাদ্দাছানা বলে তখন সে ছিক্বাহ।

হায়ছামী (র) বলেছেন: হাদীসটি হাসান (মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ- ৯/৪৫)। (আস্-সহীহাহ্- ৩১৪৫)

١٢- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (الصحيحة: ١٨٣٧)

১২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন: সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী (-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি)। (আস্-সহীহাহ- ১৮৩৭)

হাদীসটি যঈফ।

তাবারানী হাদীস নং ১৩৩২৬।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি যঈফ। কেননা, ফারওয়াতা বিন ক্বায়িস ও নাফি' বিন আব্দুল্লাহ মাজহুল (অজ্ঞাত)। কিন্তু হাদীসটির সাক্ষ্য রয়েছে ইবনু 'আমর এর মারফূ হাদীসে (خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا) ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ২৭১ [ইফা. ঢাকা হা. ২৭২; সহীহ্ আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ২০৫] এবং ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহাতে হা. ৬১৭৭ بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ উল্লেখ করেছেন। (আস্-সহীহাহ্- ১/২৮৬)

١٣- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ، إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ، فَقَالُوا: مَنْ أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (الصحيحة: ٤٣٢)

১৩. উসামা ইবনু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা নাবী কারীম ﷺ-এর নিকট এমনভাবে বসে ছিলাম মনে হয় আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। আমাদের কেউই কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ কিছু মানুষ এলো এবং বলল, আল্লাহর নিকট কোন্ বান্দা সবেচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যে সবচেয়ে বেশি চরিত্রবান (সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বান্দা)। (আস্-সহীহাহ- ৪৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

Contents

হাদীসটি উসামা ইবনু শারীক-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী তাঁর اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ-এর হা. ১৭৯ এ ইমাম তাবারানীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম اَلْمُنَاوِيُّ তাঁর اَلْفَيْضُ الْقَدِيْرُ-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'আল-জামেউস সগীর'-এ (হাদীস নং ১৭৯) তাবারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٤- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا: إِحْفَظْ لِسَانَكَ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ مُعَاذُ! فَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا أَلْسِنَتُهُمْ. (الصحيحة: ١١٢٢)

১৪. হাসান থেকে মুরসাল সানাদে বর্ণিত; তোমার জিহ্বা সংযত কর। হে মুয়াজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। জিহ্বাই মানুষকে অধোমুখী করে। (অর্থাৎ জিহ্বা তথা বাকচারিতার দরুনই মানুষ অধিকাংশ সময় বিপদে পড়ে)। (আস্-সহীহাহ- ১১২২)

হাদীসটি সহীহ্।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'জামেউস সগীর'-এ (হা. ২০৫) আল-খারায়িতী'র 'মাকারিমুল আখলাক্ব'-এর সূত্রে হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের সম্মিলিতি বর্ণনা ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটিকে আলবানী (র) সহীহ্ বলেছেন।

١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ: فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ. (الصحيحة: ١٢٨٥)

১৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; যখন তোমাদের খাদেম (কর্মচারী বা সেবক) তোমাদের কারো জন্য খাবার নিয়ে আসে, যে (খাবার প্রস্তুত করতে গিয়ে আগুনের) তাপ ও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছে। তাকে (খাওয়ার জন্য) সাথে বসাবে; যদি সে অস্বীকৃতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ খেতে না চায় তবে) তার হাতে এক লোকমা (গ্রাস) দিবে। (আস্-সহীহাহ- ১২৮৫)[1]

১. আস্-সহীহাতে হাদীসটি আল্লামা আলবানী (র) ২৫৬৮ নং হাদীসে পুনরুল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের ২৩৮ নং হাদীসে তা বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।
–তাজরীদকারক।

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর– সহীহ্ বুখারী'র بَابُ إِذْ أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ এবং بَابُ الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ; ইমাম দারেমী তার 'اَلْمُسْنَدُ' ২/১০৭; ইমাম আহমাদ তার 'اَلْمُسْنَدُ'-এর (২/২৮৩, ৪০৯ ও ৪৩০)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম الْهَيْثَمِيُّ তার مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ-এর (৪/২৩৮) -এ ইমাম যাবেদী তার 'إِتِّحَافُ السَّادَةِ'-এর (৬/৩২৬); ইবনে হাজার তার التَّلْخِيصُ الْجَبِيرُ-এর (৪/১৩); كَنْزُ الْعُمَّالِ-এর হা. (২৫০১০); ইবনে কাদীর তার তারিখের (৩/২৬৪)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوعًا (مُرْسَلًا): إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللهِ فَلْيُبَيِّنْ لَهُ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ فِي الْأُلْفَةِ، وَأَبْقَى فِي الْمَوَدَّةِ.

(الصحيحة: ١١٩٩)

১৬. আলী ইবনু হুসাইন থেকে মারফূ (মুরসাল) সানাদে বর্ণিত। যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে তখন সে যেন তাকে বলে দেয় (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার ভালবাসার বিষয় তাকে জানাতে হবে।) কারণ তা হৃদ্যতার জন্য উত্তম এবং বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য উপযোগী। (আস্-সহীহাহ– ১১৯৯)

হাদীসটি মুরসাল।

ওয়াকী' তাঁর 'কিতাবুয্ যুহ্দে' ২/৬৭/২ সহীহ্ সানাদে 'আলী বিন হুসাইন থেকে মারফূ সূত্রে।

আলবানী বলেন: আলী বিন হুসাইন বিন আলী (রা) সম্মানিত ছিক্বাহ বর্ণনাকারী এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী। মূলত হাদীসটি মুরসাল সহীহ্ সানাদে বর্ণিত। এর সাক্ষ্য হিসেবে মুজাহিদের মুরসাল বর্ণনা আছে ইবনু আবীদ দুনিয়ার 'কিতাবুল ইখওয়ানে' যেভাবে 'ফাতহুল কাবীরে' ১/৬৭ বর্ণিত হয়েছে। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসও রয়েছে।....

١٧ـ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ. (الصحيحة: ١٢١٩)

১৭. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত; যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোন গৃহবাসীর মঙ্গল চান তখন তাদের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দেন।
(আস্-সহীহাহ- ১২১৯)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ; আর বায্যার জারিব (রা) থেকে বর্ননা করেছেন। ইমাম মুনযিরী (র) বলেন: তাঁদের উভয়ের বর্ণনাকারীদের বর্ণনা সহীহ্। [আত্-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/৪৭৪ পৃষ্ঠা; হা. ৭; আলবানীর সহীহ্ আত্-তারগীব- ৩/২৬৬৯) আলবানী (র) এর কয়েকটি সানাদের কথা বর্ণনা করেছেন।

١٨ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (١) إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ. (٢) وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا. (٣) وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ. قَالَ: وَقَالَ: (٤) اَلرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِنَ الشَّيْءِ يُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ. (٥) فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثْهُ أَحَدًا، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: (٦) وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِى النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ: ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ. (الصحيحة: ٣٠١٤)

১৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: (ক) যখন কিয়ামাত নিকটবর্তী (আসন্ন) হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। (খ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদীই অতিসত্য স্বপ্ন দেখতে পাবে। (গ) মুসলিমের স্বপ্ন নবুওতের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (রাসূল ﷺ আরো) বলেন, (ঘ) স্বপ্ন তিন প্রকার। প্রথমতঃ শুভ স্বপ্ন; যা আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ। দ্বিতীয়তঃ শাইত্বানের পক্ষ হতে পেরেশানীমূলক স্বপ্ন। তৃতীয়তঃ মানুষের কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। (অর্থাৎ, সে দিনে বা জাগ্রত অবস্থায় যা কল্পনা করে স্বপ্নে তা-ই দেখে।) (ঙ) যখন তোমাদের কেউ স্বপ্নে অপ্রীতিকর কিছু দেখে; তখন সে যেন তা কারো নিকট বর্ণনা না করে এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন, (চ) আমি স্বপ্নে বেড়ি

(অর্থাৎ পায়ে বেড়ি পরানো)-কে পছন্দ করি এবং শৃঙ্খল (অর্থাৎ গলায় শৃঙ্খল বা বেড়ি পরানো কিংবা হাতকড়া)-কে অপছন্দ করি। (পায়ের) বেড়ি দ্বীনের উপর অটল থাকা বুঝায়। (আস্-সহীহাহ্- ৩০১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে আহমাদ- ২/৫০৭।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

অনুরূপ বর্ণনা: সহীহ্ মুসলিম- ৭/৫৬; হা. ৬০৪২; তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী- হাদীস নং ২২৭০; তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাঊদ- ৫০১৯।

١٩ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلْ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ. (الصحيحة: ١٠٤٣)

১৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কারো খাদেম (সেবক) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে- যে (আগুনের) গরম ও (কাজের) কষ্ট সহ্য করেছে। যদি তার সাথে খেতে না বস তবে যেন তার খাবার হতে এক লোকমা (গ্রাস) হলেও তাকে (খাদেমকে) দেয়। (আস্-সহীহাহ্- ১০৪৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ২/২০৪; ৪৬৪।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। সহীহ্ মুসলিমে কিছুটা ভিন্নভাবে (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٠ـ عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيْهِ سِلَاحًا، فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللّٰهِ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَشِيْمَهُ عَنْهُ. (الصحيحة: ٣٩٧٣)

২০. আবূ বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন: যখন কোন মুসলিম তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের উপর (তাকে হত্যার উদ্দেশে) তরবারী উত্তোলন করবে; তখন ফেরেশতারা তরবারী কোষাবদ্ধ না করা

পর্যন্ত তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। (অর্থাৎ, হত্যার বাসনা ত্যাগপূর্বক তরবারী খাপে না রাখা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর লানাত করতে থাকে)। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৭৩)

হাদীসটি হাসান।

বায্যার তাঁর 'মুসনাদে' ৩/১০৩/৩৬৪১। শাইখ আলবানী (র)-এর কাছে হাদীসটি হাসান, তিনি এর উপর আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

٢١ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تُحَقِّقُوا. وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا. وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا. وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُوا. وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا. (الصحيحة: ٣٩٤٢)

২১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তখন তোমরা তাতে অটল থেকো না। যখন হিংসা করবে, তখন সীমাতিক্রম করবে না। যখন কিছু অশুভ মনে করবে তখন তা সম্পাদন করবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। যখন ওজন করবে তখন (পাল্লা) হেলিয়ে দিবে (অর্থাৎ বেশি দিবে)। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৪২)

হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান।

সুয়ূতী (র) তাঁর 'আল-জামে'উস সগীর' ও 'কাবীর'-এ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির বিশ্লেষণের পর আলবানী (র) বলেন- فَإِنَّ هٰذَا الْقَوْلَ الَّذِي نُسِبَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَصْلَ لَهُ "হাদীসটি নাবী ﷺ-এর বাণী হিসেবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার কোন ভিত্তি নেই।

তিনি অন্যত্র বলেন; হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান (আবূ বকর শাফেঈ তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ'- ৪/৩৯/২; আলকামিল লি-ইবনু আদী- ১/২৩৫ ও ৪/৩১৫।

আলবানীর আয্-যঈফাহ হাদীস নং ২৪৯৩; যঈফ জামেউস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু হাদীস নং ৪৬৫।

٢٢ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ، سَكَنَ غَضَبُهُ. (الصحيحة: ١٣٧٦)

২২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয় তখন যদি সে أَعُوْذُ بِاللهِ (আউযুবিল্লাহ) বলে তবে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাবে। (আস্-সহীহাহ- ১৩৭৬)

হাদীসটি সহীহ্।

আস্-সাহমী তাঁর 'তারীখে জুরজান'-এ পৃষ্ঠা ২৫২; আল-কামেল লি ইবনু 'আদী- ১/২৯৭; বিভিন্ন হাদীসের সাক্ষ্য ও সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٢٣ـ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِىْ لِبَابَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا: إِذَا لَقِىَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فَأَخَذَ بِيَدِهٖ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ. قَالَ عَبْدَةُ: فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هٰذَا لَيَسِيْرٌ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُلْ هٰذَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ فِىْ كِتَابِهٖ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ (الأنفال: ٦٣) فعرفت فضل علمه على غيره. (الصحيحة: ٢٠٠٤)

২৩. আবদাতা ইবনু আবূ লিবাবাহ মুজাহিদ থেকে এবং তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করে তখন তাদের অঙ্গুলিসমূহ হতে গুনাহ এমনভাবে ঝরতে থাকে যেমন শীতকালে গাছ থেকে পাতা ঝরতে থাকে। আবদাহ বলেন, আমি মুজাহিদকে বললাম, এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। মুজাহিদ বললেন, এমন বলো না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে (কুরআন মাজীদে) বলেন: যদি আপনি তাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করতেন তথাপি তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হতেন না বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে হৃদ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা

আল-আনফাল– ৬৩ আয়াত) তখন আমি তার ঈলমের (বিদ্যার) গভীরতা অন্যান্যদের তুলনায় অনুভব করলাম। (আস্-সহীহাহ- ২০০৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবদাতা ইবনু আবূ লিবাবাহ মুজাহিদ থেকে আর মুজাহিদ ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ'আন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার "আত্-তারিখুল আওসাত" পৃষ্ঠা ১৬৫-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: شَوَاهِدُ ও مُتَابِعَاتٌ-এর ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্।

٢٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ. (الصحيحة: ٣٠٤٧)

২৪. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার বাবা হাজ্জ পালন না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কী বল, যদি তোমার বাবার উপর কোন ঋণ থাকত তা তুমি পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কাজেই তুমি তোমার বাবার পক্ষ হতে হাজ্জ পালন কর। (আস্-সহীহাহ- ৩০৪৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু হিব্বান (৬/১২১/৩৯৭১–আল-ইহসান তাহক্বীক্ব ইবনু হিব্বান); ত্বাহাবী তাঁর 'শরহু মুশকিলিল আছার'-এ ৩/২২১; তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরে' ১২/১৫/১২৩৩২)।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্, ছিক্বাহ ও সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

মুহাক্বিক্ব শু'আয়িব আল-আরনাউত (র) বলেন: "বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের, তবে ইব্রাহীম বিন হাজ্জাজ আস্-সামী ছাড়া।" (তাহক্বীক্বকৃত ইবনু হিব্বান– ৯/৩০২/৩৯৯০)

٢٥ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ: أَرْحَامَكُمْ أَرْحَامَكُمْ! . (الصحيحة: ١٥٣٨، ٧٣٦)

২৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী করীম ﷺ মৃত্যু শয্যায় বলেন, তোমাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তোমাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। (অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো তা ছিন্ন করো না)। **(আস্-সহীহাহ- ১৫৩৮, ৭৩৬)**

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু হিব্বান হা ২০৩৭; হাফিয ইরাক্বী 'আল-মাজলিস ৮৬ মিনাল আমালী"।

মুহাক্বিক্ব শু'আয়িব আরনাউত (র) বলেন: "সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। (তাহক্বীক্বকৃত ইবনু হিব্বান- ২/১৭৯/৪৩৬)

٢٦ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا: اِرْحَمُوا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوْا يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ، وَوَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَوَيْلٌ لِلْمُصِرِّيْنَ الَّذِيْنَ يُصِرُّوْنَ عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

(الصحيحة: ٤٨٢)

২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত; তোমরা (মানুষের উপর) অনুগ্রহ কর (তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে) তোমাদের অনুগ্রহ করা হবে। তোমরা (মানুষকে) ক্ষমা কর (তবে) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। ধ্বংস কর্কশভাষীদের জন্য (অর্থাৎ কঠোরভাষী যারা তাদের জন্য মঙ্গল নেই) এবং ধ্বংস ঐ সকল দৃঢ়পদ ব্যক্তির জন্য যারা জেনে-শুনে স্বীয় (মন্দ) কর্মসমূহের উপর অটল থাকে। **(আস্-সহীহাহ- ৪৮২)**

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৩৮০ (ইফা. ঢাকা, হা. ৩৮২); আহমাদ- ২/১৬৫, ২১৯।

আলবানী (র) বলেন: এই হাদীসটির সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

ইমাম মুনযিরী (র) তাঁর 'আল-আত্-তারগীব'-এ বলেছেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন জাইয়্যেদ সানাদে। [আত্-তারগীব (ইফা, ঢাকা) ৩/২৪০ পৃষ্ঠা; হা. ৩; সহীহ্ আত্-তারগীব- ২/২৭৩/২২৫৭, ২/৩২২/২৪৬৫]

Contents

٢٧ـ عَنْ يَزِيدِ بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَرِقَّاءكُم! أرِقَّاءكُم، أَرِقَّاءكُم، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاؤُوا بِذَنْبٍ لاَ تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ وَلاَ تُعَذِّبُوهُمْ. (الصحيحة: ٧٤٠)

২৭. ইয়াযিদ ইবনু জারিয়াহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জের দিন বলেছেন, তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকো, তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। (অর্থাৎ, তাদের অধিকার আদায় করো, তাদের প্রতি অত্যাচার কর না এবং আল্লাহকে ভয় কর) তোমরা যা খাও তাদেরও তা খাওয়াও, তোমরা যা পর তাদেরও তা পরাও। যদি তারা কোন অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে ইচ্ছা কর না। তবে আল্লাহর বান্দাদের বিক্রয় করবে। তাদের কষ্ট দিবে না। (আস্-সহীহাহ- ৭৪০)

আল-মাজমায়'– ৪/২৩৬; আহমাদ– ৪/৩৫-৩৬।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির বিভিন্ন দুর্বলতা উল্লেখ করার সাথে সাথে অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ্ গণ্য করেছেন। (আস্-সহীহাহ্- ৪৩২)

অন্যত্র তিনি (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আহমাদ, তাবাক্বাতু ইবনু সা'দ সূত্রে: সহীহ্ আল-জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু– ১/৯০৫ নং)

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটির সানাদ যঈফ। কেননা (সানাদের অন্যতম রাবী) 'আসিম বিন 'উবায়দুল্লাহ যঈফ বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, ইবনু 'আসিম বিন উমার বিন আলখাত্তাব (রা)। 'আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জারিয়াহ ছাড়া অন্যান্যরা সিক্বাহ এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

তবে ইমাম বুখারী ও আসহাবুস সুনান (আবূ দাউদ, তরিমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ) তার থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ– ৪/৩৫/১৬৪৫৬)

٢٨ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِسْتَحْيُوا، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. (الصحيحة: ٣٣٧٧)

২৮. উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা লজ্জা পোষণ করে থাক। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাপোষণ করেন না। তোমরা স্ত্রীদের পায়ুপথ ব্যবহার করো না। (আস্-সহীহাহ- ৩৩৭৭)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী তাঁর 'আস্-সুনানুল কুবরাতে' ৫/৩২২/৯০০৯; বায্যার তাঁর মুসনাদ 'اَلْبَحْرُ الزَّخَارُ'- ১/৪৭৪/৩৩৯; আলখারায়িতী তাঁর مُسَاوِئُ الْأَخْلَاقِ ৯/২০-২১০/৪৬৬-৬৭; আবূ ইয়ালা তাঁর 'আলমুসনাদুল কাবীর'-এ ২/৩৪৪/৭৭৯।

শাইখ আলবানী (র) একই মর্মে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনার পর অন্যান্য সাক্ষ্যমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ইমাম মুনযিরী (র) লিখেছেন, আবূ ইয়া'লা জাইয়েদ সানাদে বর্ণনা করেছেন। [আত্-তারগীব- (ইফা. ঢাকা) ৩/৩৩৭ পৃষ্ঠা; হা. ১৪; সহীহ্ আত্-তারগীব- ২/৩১২/২৪২৬)

٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: اِسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ. (الصحيحة: ١٤٥٦)

২৯. আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তুমি নম্রতা প্রদর্শন কর তোমার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হবে। (আস্-সহীহাহ- ১৪৫৬)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ১/২৪৮; মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আর-রাবি'য়ী তাঁর 'জুজ'উ মিন হাদীসিহি' ২/২১২।

আলবানী (র) বলেন: "এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ, যদিও ওয়ালিদ 'আন'আনাহ বর্ণনা করেছেন।" অতঃপর এর সমর্থনে অন্যান্য মুত্তাসিল ও সহীহ্ সানাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুনযিরী (র) বলেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে মাহদী বিন জা'ফর ছাড়া সবাই সহীহ্ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। [আত্-তারগীব- (ইফা. ঢাকা) ২/৬১৬ পৃষ্ঠা, হা. ৬]

٣٠- عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا: اِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اِصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. (الصحيحة: ١٤٧٠)

৩০. উবাদাহ (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব। (ক) যখন তোমরা কথা বলবে সত্য বলবে; (খ) ওয়াদা করলে তা পালন করবে; (গ) আমানত গ্রহণ করলে তা আদায় করবে; (ঘ) লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে; (ঙ) দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং হাতকে (অন্যায় কর্ম থেকে) সংযত রাখবে। (আস্-সহীহাহ– ১৪৭০)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু খুযাইমাহ– ৩/৯১; ইবনু হিব্বান হা. ১০৭; হাকিম– ৪/৩৫৮-৫৯; আল-খারায়িত তাঁর 'আল-মাকারিম'-এ পৃষ্ঠা ৩১; আহমাদ- ৫/৩২৩; ত্বাবারানী 'আল-মুনতাক্বা' ১/৪৯; বায়হাক্বী তাঁর 'শুআবুল ঈমান'-এ ২/৪৭/১।

আলবানী (র) হাদীসটি পর্যালোচনার শেষে হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ্ মানে উত্তীর্ণ বলেছেন।

আরো দ্রষ্টব্য আত্-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/৩৩১ পৃষ্ঠা, হা. ৪৮; আলবানী (র) এ বর্ণনাটিকে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। (সহীহ্ আত্-তারগীব– ৩/৪০/২৯২৫)

٣١ـ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيْ اِمْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا. فَأَبَيْتُ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا. (الصحيحة: ٩١٩)

৩১. হামযাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (ইবনু উমার) বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল যাকে আমি ভালবাসতাম। উমার (রা) তাঁকে অপছন্দ করতেন। উমার (রা) বললেন, তাকে তালাক দাও। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। তিনি নাবী ﷺ-কে তা অবগত করলেন। নাবী ﷺ বললেন: তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। (আস্-সহীহাহ– ৯১৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হামযাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাঁর বাবার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম হাকিম নাইসাবুরী তার 'اَلْمُسْتَدْرَكُ عَلَى

اَلصَّحِيْحَيْنِ'-এর (৩/৫২৭) আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর (২/২২০, ১৬৪, ২০৬); ইমাম ইবনে হাজার اَلْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ-এর হা. ৪৪৮৪ এ ইমাম বুখারী তার اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ-এর হা. ২৯; ইমাম اَلْهَيْثَمِيُّ তার اَلْمَجْمَعُ-এর (৭/২৪০) এ এবং مَوَارِدُ الظَّمْآنِ-এর হা. ২০২৫ ইমাম مُرْتَضَى اَلزَّبِيْدِيُّ তার اِتِّحَافُ السَّادَةِ-এর (৫/৩৯২)-এ ইমাম হিন্দী তার كَنْزُالْعُمَّالِ-এর হা. ৪৫৫০৮-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٣٢ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: أُعْبُدِ اللهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ زِدْنِى. قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ زِدْنِى. قَالَ: إِسْتَقِمْ، وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ. (الصحيحة: ١٢٢٨)

৩২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; মুয়াজ ইবনু জাবাল (রা) সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন: আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আরো অধিক কিছু বলুন। তিনি (ﷺ) বললেন: যখন (কোন) মন্দ কর্ম করবে তখন (তার পরিবর্তে) সৎ কাজ করবে। তিনি (মুয়াজ ইবনু জাবাল) বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আরো অধিক কিছু নসীহত করুন। তিনি (ﷺ) বললেন: (এগুলোর উপর) দৃঢ়পদ (অটল) থাক এবং তোমার আচরণ উত্তম কর। (আস্-সহীহাহ্– ১২২৮)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু হিব্বান হা. ১৯২২; হাকিম– ৪/২৪৪।

হাকীম বলেছেন– এর সানাদ সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী। তবে সাঈদ বিন আবীল সামিত। ইবনু হিব্বান (র) তাঁকে 'ছিক্বাতে' উসামা বিন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেন। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٣٣- عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَمَتَّ لَهُ بِرَحِمٍ بَعِيْدَةٍ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِعْرِفُوْا أَنْسَابَكُمْ، تَصِلُوْا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً، وَلَا بُعْدَ بِهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيْدَةً. (الصحيحة: ٢٧٧)

৩৩. ইসহাক ইবনু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তিনি [ইবনু আব্বাস (রা)] অনেক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়তার সম্পর্ক তার সাথে আবিষ্কার করলেন এবং তাঁর সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশ পরম্পরা জেনে রেখ। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রেখ। কারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয় তখন তা যতই নিকটবর্তী হোক না কেন, নিকটবর্তী থাকে না। আর যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন তা যত দূরবর্তীরই হোক না কেন, দূর থাকে না। (আস্-সহীহাহ- ২৭৭)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী তাঁর 'মুসনাদে' হা. ২৭৫৭; হাকিম- ৪/১৬১; আস্-সামআনী (র) তাঁর 'আল-আনসাবে' ১/৭ তায়ালিসীর তরিক্বায়।

আর হাকিম বলেন: সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

যাহাবী এতে চুপ থেকেছেন। আর আলবানী (র) বলেন; এটা এককভাবে সহীহ্ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।

٣٤- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدِ الْحَجَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: اُعْفُوْا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.
(الصحيحة: ٤٨٨)

৩৪. আব্বাস ইবনু জুলাইদ আল হাজরী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাদেমকে কতবার ক্ষমা করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। অতঃপর লোকটি আবারো ঐ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার যখন প্রশ্ন করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: দৈনিক সত্তরবার তাকে ক্ষমা কর।

(আস্-সহীহাহ্- ৪৮৮)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ হা. ৫১৬৪; আহমাদ- ২/৯০।

আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্।"

ইমাম মুনযিরী (র) 'আত্-তারগীবের' ৩/১৬৩-তে বলেন: আবূ ইয়ালা জাইয়্যেদ সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযীও তা বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: "তিরমিযীতে উক্ত শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।"

٣٥ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَوْصِنِىْ؟ قَالَ: أَفْشِ السَّلَامَ وَابْذُلِ الطَّعَامَ. وَاسْتَحْيِ مِنَ اللهِ اِسْتِحْيَاءَكَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِكَ. وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. (الصحيحة: ٣٥٥٩)

৩৫. মুয়াজ ইবনু জাবাল থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (প্রতিনিধি হিসেবে) এক গোত্রের প্রতি প্রেরণ করছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সালামের প্রসার ঘটাবে এবং খাবার বিতরণ করবে (অর্থাৎ মানুষদের আহার করাবে) তোমার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে যেমন লজ্জাপোষণ কর তদ্রূপ আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাপোষণ করবে। যখন কোন ত্রুটি কর তখন (তার বিনিময়ে) সৎ কাজ করবে। যতটুকু সম্ভব তোমার আচরণ উত্তম করবে।[১]

(আস্-সহীহাহ্- ৩৫৫৯)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

১. [শাইখ আলবানী (র) বলেন:] সিলসিলা আল-আহাদীস আয্‌যঈফাতে দীর্ঘদিন ধরে এ হাদীসটি আমি সংগ্রহ করেছি। অতঃপর আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, ঐগুলো তার "শাওয়াহেদ" (স্বপক্ষীয় হাদীস) তা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। (অর্থাৎ,==

ইবনু নাসর আল-মারুযীর 'আল-ঈমান' ১/৩২৬; বায্যার তাঁর 'কাশফুল আসতারে' হাদীস নং ২১৭২।

আলবানী (র)-এর বিভিন্ন সানাদ সম্পর্কে অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।

তবে একই মর্মে কিছু ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হাদীসকে তিনি যঈফও বলেছেন। (যঈফ জামে' সগীর হা. ৯৯৩; আয্-যঈফাহ হা. ২৭৩০)

٣٦ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا، أَوْ تَقْضِى عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا.

(الصحيحة: ١٤٩٤)

৩৬. আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; সার্বোত্তম আমাল হলো তোমার ভাইয়ের সাথে তুমি প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করবে এবং তাকে রুটি (আহার্যদ্রব্য) খাওয়াবে।

(আস্-সহীহাহ- ১৪৯৪)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু আবীদ দুনিয়া قَضَاءُ الْحَوَائِجِ পৃষ্ঠা ৯৮; দায়লামী- ১/১/১২৩।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান ও বর্ণনাকারীদের ছিক্বাহ বলেছেন। সর্বশেষ তিনি হাদীসটিকে বিভিন্ন হাদীসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন।

== আস্-সহীহাতে এর তাখরীজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখন আমি এর ব্যাপারে মনোনিবেশ করব। যাতে পাঠকগণ এক প্রকাশ্য বর্ণনা পেতে পারেন। সুতরাং আমার বক্তব্য হল, প্রথম বাক্য তা আবদুল্লাহ ইবনু সালামের রিওয়ায়াতে আলোচিত হয়েছে যা ইমাম তিরমিযী (র) উল্লেখ করে সহীহ্ বলেছেন। তা (৫৬৯) নং হাদীসে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্য তা সাঈদ ইবনু ইয়াযিদ আল-আনসারীর হাদীসে আহমাদ ও অন্যান্যদের রিওয়ায়াতে উত্তম সানাদে বর্ণিত হয়েছে (৭৪১) নং হাদীসে তা আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় বাক্য ও সর্বশেষ বাক্য তা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের হাদীসে ইবনু হিব্বান ও অন্যান্যদের বর্ণনায় হাসান সানাদে বর্ণিত হয়েছে (১২২৮) নং হাদীসে আলোচিত হয়েছে। অতএব, এখন হাদীসটি সহীহ্ হয়ে গেল- আল-হামদুলিল্লাহ।

(তাজরীদকারক বলেন:) ঐসকল হাদীস যা শাইখ [নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)] নম্বরসহ এ কিতাবে ইঙ্গিত করেছেন যথাক্রমে (৪৬১, ১০২ ও ৩২) নং হাদীসে তা দেখে নিন। -তাজরীদকারক।

٣٧ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوْعًا: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. (الصحيحة: ٢٦٣٩)

৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; সর্বোত্তম সাদাকা হল, পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করা। (আস্-সহীহাহ- ২৬৩৯)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

আল-মুন্তাখাব মিনাল মাসানিদ- ২/৪৩; বায্যার- হা. ২০৫৯ প্রভৃতি।

শাইখ আলবানী (র) লিখেছেন- তিনি প্রথমে হাদীসটির যঈফ হওয়া দেখে তা যঈফুল জামে'তে (হাদীস নং ১০১২) আনেন। অতঃপর দেখেন হাফেয মুনযিরী (র) এটিকে হাসান লিগাইরিহী বলে উল্লেখ করেছেন। তখন তিনি এটি সহীহাতে সংযোজিত করেন।

٣٨ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَخْدِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي الْأَسْفَارِ، وَكَانَ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَجُلٌ يَخْدِمُهُمَا، فَنَامَا، فَاسْتَيْقَظَا، وَلَمْ يُهَيِّئْ لَهُمَا طَعَامًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ هٰذَا لَيُوَائِمُ نَوْمَ نَبِيِّكُمْ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَيُوَائِمُ نَوْمَ بَيْتِكُمْ) فَأَيْقَظَاهُ فَقَالاَ: اِئْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُقْرِئَانِكَ السَّلاَمَ، وَهُمَا يَسْتَأْدِمَانِكَ. فَقَالَ: أَقْرِهُمَا السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُمَا أَنَّهُمَا قَدِ ائْتَدِمَا! فَفَزِعَا، فَجَاءَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالاَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَعَثْنَا إِلَيْكَ نَسْتَأْدِمُكَ، فَقُلْتَ: قَدِ ائْتَدَمْتُمَا. فَبِأَيِّ شَيْءٍ ائْتَدَمْنَا؟ قَالَ: بِلَحْمِ أَخِيْكُمَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى لَحْمَهُ بَيْنَ أَنْيَابِكُمَا. قَالاَ: فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، قَالَ: هُوَ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا. (الصحيحة: ٢٦٠٨)

৩৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আরবদের একে অন্যকে সফরের সময় সেবা (খেদমত) করত। আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সাথে এক ব্যক্তি ছিল যিনি তাদের খেদমত করত। তারা উভয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন। (কিন্তু খাদেম) তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেনি (বরং সে ঘুমিয়েছিল) তাদের একজন অন্যকে বলছিল, এ (খাদেম) তোমাদের নবীর ঘুমের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করেছে (অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তোমাদের গৃহের ঘুমের সাথে সাদৃশ্যতা রেখেছে) অতঃপর তারা তাকে (খাদেমকে) জাগিয়ে দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বল, যে আবূ বাকার ও উমার (রা) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার কাছে তরকারী (অর্থাৎ খাবার) চেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের সালাম জানাবে এবং বলবে যে, তারা উভয়েই খাবার গ্রহণ করেছে। (এ কথা শুনে) তারা ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং (উভয়েই) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট খাদেমকে খাবার চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আপনি বলেছেন যে, আমরা খাবার খেয়েছি। তো আমরা কী দিয়ে খাবার খেলাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইয়ের গোশ্ত দিয়ে। আল্লাহর শপথ! আমি তার গোশত তোমাদের নখের মধ্যে দেখছি। তারা [আবূ বাকার ও উমার (রা)] বললেন, আমাদের ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাদের ক্ষমা করবে। (আস্-সহীহাহ- ২৬০৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আল-খারায়িতী "مَسَاوِئُ الْأَخْلَاقِ" হা. ১৮৬; যিয়া আল-মাকদেসী তাঁর 'আলমুখতারাহ'-এ (২/৩৩/২)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ আবূ বদর আল-গাবারী ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

٣٩ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّؤُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يُؤْلِفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُؤْلِفُ وَلَا يُؤْلَفُ. (الصحيحة: ٧٥١)

৩৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত; মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি; যে তাদের মধ্যে চরিত্রগত দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম, নম্র স্বভাবী, অতিথিপরায়ণগণ, যারা (অন্যকে) ভালবাসে এবং (অন্যের) ভালবাসা পায়। ঐ ব্যক্তিদের মাঝে কল্যাণ নেই– যারা অন্যকে ভালবাসে না এবং (অন্যের) ভালবাসা পায় না। (আস্-সহীহাহ্– ৭৫১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ তার اَلسُّنَنُ-এর হা. ৪৬৮২; ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর (২/২৫০, ৪৭২, ৫২৭); দারেমী তার اَلسُّنَنُ-এর (২/৩২৩); হাকিম তার الْمُسْتَدْرَكُ-এর (১/৩); তাবারানী তার اَلْمُعْجَمُ الصَّغِيْرُ-এর (১/২১৮) اَلْهَيْثَمِيُّ তার اَلْمَجْمَعُ-এর (৪/৩০৩, ৮/২১-২২)-এ مَوَارِدُ الظَّمْآنِ-এর হা. ১৯১১ ও ১৯২৬ এবং الْمُنْذِرِيُّ; ২৫৪১; اِبْنُ حَجَرٍ তার اَلْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ-এর হা. ২৫৪১; اَبُو نُعَيْمٍ তার حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ-এর (৩/৪১১); اَلتَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ তার এর (৯/২৪৮); ইবনে মাজার فَتْحُ الْبَارِيْ-এর (১০/২৫৮); মেশকাতের হা. ৩২৬৪, ৫১০১-এ اَلْعَجْلُوْنِيُّ তার كَشْفُ الْخَفَاءِ-এর (১/২০০)-এ اَلْمُرْتَضَى اَلزَّبِيْدِيُّ তার اِتْحَافُ-এর (৫/৩৫৫, ৭/৩৫৮); اَلْعِرَاقِيُّ তার اَلْمُغْنِيْ عَنْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ-এর (২/৪৫); ইমাম বুখারী তার اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ-এর (২/১৩০) اَلْآجُرِّيُّ তার اَلسُّنِّيُّ তার عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এর হা. ৬৪; اِبْنُ الْبَرِّ তার اَلشَّرِيْعَةُ-এর হা. ১১৫; اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ-এর (২/৭৪-৭৬); اَلتَّمْهِيْدُ-এর (৯/২৩৭-২৪৪) এ ইমাম اَلْهِنْدِيُّ তার كَنْزُ الْعُمَّالِ-এর হা. (৫১৩০, ৫১৩১, ৫১৭৯, ৫২০২, ৫২০৩, ১০৫৩১); اَبُوْ نُعَيْمٍ তার تَارِيْخُ اِصْفَهَانَ-এর (২/৬৭) এবং اِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ তার الكامل-এর হা. (১৭-২০ ও ২২৫) এছাড়াও শাইখ আলবানী তাঁর آدَابُ الزِّفَافِ-এর হা. ১৬১-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: অসংখ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান মানে উত্তীর্ণ।

٤٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (الصحيحة: ٢٨٤)

৪০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি– যে তার স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে ভাল। (আস্-সহীহাহ- ২৮৪)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী– ১/২১৭-১৮; আহমাদ– ২/২৫০, ৪৭২; আবূ দাঊদ হা. ৪৬৮২; মুসান্নাফে আবী শায়বাহ ১২/১৮৫/১; আবূ নাঈম তাঁর 'আল-হিলইয়া'-এর ৯/২৪৮; হাকিম– ১/৩।

হাকিম বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বরং এটি হাসান হাদীস। কেননা, মুহাম্মাদ বিন 'আমর সামান্য যঈফ। আর এটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। সুতরাং তিনি এটিকে সমার্থক (হাদীস) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।...

٤١ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ. (الصحيحة: ٩٣٨)

৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদের ঐ ব্যক্তির সংবাদ দিব না? যে (জাহান্নামের) আগুনের জন্য হারাম অথবা যার জন্য (জাহান্নামের) আগুন হারাম? (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) প্রত্যেক হিতৈষী, নম্র ও শান্তের জন্য (জাহান্নামের আগুন হারাম)। (আস্-সহীহাহ- ৯৩৮)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী– ২/৮০; ইবনু হিব্বান– ১০৯৬, ১০৯৮; আল-খারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক্ব' ১১, ২৩; আহমাদ– ১/৪১৫; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর'

৩/৮৩/২; আবূল কাশেম কুশায়রী 'আল-আরবাঈন' ১/১৯২; বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' ১/৯৪।

শাইখ আলবানী (র) বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বলতার উল্লেখ করার পর লেখেন– وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِمَجْمُوْعِ هٰذِهِ الشَّوَاهِدِ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ "উক্ত বাক্যে সম্মিলিতভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ হাদীসটি সহীহ্– আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"

٤٢ـ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوْعًا: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى صَدَقَةٍ يُحِبُّ اللّٰهُ مَوْضِعَهَا؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللّٰهُ مَوْضِعَهَا. (الصحيحة: ٢٦٤٤)

৪২. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আমি কি তোমাদের ঐ সাদাকার প্রতি পথনির্দেশ করব না! আল্লাহ তাআলা যার পাত্রকে ভালবাসেন? (রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই উত্তর দিয়ে বলেন) মানুষের মাঝে সমঝোতা (সন্ধি স্থাপন) করবে। কারণ, তা এমন এক সাদাকা আল্লাহ তায়ালা তার পাত্রকে পছন্দ করেন। (আস্-সহীহাহ– ২৬৪৪)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

ইস্বাহানী/ইস্পাহানী তাঁর 'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবে' পৃষ্ঠা ৫০; মুনযিরীর তার 'আত্-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/৫৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির বিভিন্ন রাবীর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।

সহীহ্ আত্-তারগীব (৩/৪৬/২৮২০) তিনি হাদীসটিকে 'হাসান লিগাইরিহী' বলেছেন। সম্ভবত অনেক হাদীসে সমার্থক ও সাক্ষ্য হিসেবে তিনি হাদীসের উক্ত হুকুমটি দিয়েছেন।

٤٣ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يَرْفَعُوْنَ حَجَرًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ؟ فَقَالُوْا: يَرْفَعُوْنَ حَجَرًا يُرِيْدُوْنَ الشِّدَّةَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: اَلَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. وَفِى رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ

بِقَوْمٍ يَصْطَرِعُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فُلَانٌ الصَّرِيعُ، مَا يُصَارِعُ أَحَدًا إِلَّا صَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ، فَكَظَمَ غَيْظَهُ، فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ. (الصحيحة: ٣٢٩٥)

৪৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নাবী কারীম ﷺ এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা পাথর বহন করছিলেন। নাবী ﷺ বললেন, এ লোকগুলো কী করছে? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, তারা পাথর বহন করছে এর দ্বারা তারা বীরত্ব প্রদর্শন করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। নাবী ﷺ বললেন: আমি কি তোমাদের ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দান করব না! যে এদের চেয়ে অধিক বীরত্বের অধিকারী? অথবা এরূপ কোন বাক্য বলেছেন। (উত্তরে রাসূল ﷺ জানান) যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (সে-ই সবচেয়ে বড় বীর-বাহাদুর)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নাবী ﷺ এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা (পরস্পরে) কুস্তিতে মত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কী? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, এ অমুক কুস্তিগীর। তার সাথে যে কুস্তিতে লড়ে সে-ই ভূপাতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি কি তোমাদের ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যে তার (ঐ কুস্তিগীরের) চেয়ে অধিক শক্তিশালী? (রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বলেন) ঐ ব্যক্তি যার উপর অন্য ব্যক্তি অত্যাচার করেছে অতঃপর সে রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে সে তার শত্রুর উপর বিজয়ী হয়েছে এবং তার শাইত্বানের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং তার বন্ধুর শাইত্বনের উপরও বিজয়ী হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৩২৯৫)

হাদীসটি হাসান।

বায্যার তাঁর 'মুসনাদে' ২/৪৩৮-৩৯/২০৫৩ ও ২০৫৪।

ইমাম হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' ৮/৬৮ বলেন: "হাদীস দু'টি বায্যার একই সানাদে বর্ণনা করেছেন। এতে শু'আয়িব বিন বায়ান ও ইমরান ক্বাত্তান আছেন। উভয়ে ইবনু হিব্বানের নিকট সহীহ্। তবে অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। বাকী বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি, “বরং এর সানাদ হাসান। যেভাবে হাফিয ইবনু হাজার ‘ফাতহুল বারী’তে (১০/৫১৯) বলেছেন।”.... অতঃপর আলবানী সাক্ষ্যস্বরূপ আরো হাদীস উল্লেখ করেন।

٤٤ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى خُطْبَتِهِ: أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هٰذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ، وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أُحِلَّتْ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِى أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِى، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً! قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ مُتَصَدِّقٍ مُوَفَّقٍ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (مُتَصَدِّقٌ) ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِى هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ

يـمـسـي إِلاَّ وهـو يـخـادِعـك عـنْ أَهـلِـك ومـالِـك وذكـر الـبـخـل أو الـكـذب، والـشّـنـظِـيـر الـفـحَّـاش، وَإِنَّ الله أَوحـى إِلَـيَّ أَن تـواضـعـوا، حَـتّـى لا يـفـخـر أحـد عـلـى أحـدٍ، وَلَا يـبـغِـي أَحـدٌ عـلـى أَحـدٍ.

(الصحيحة: ٣٥٩٩)

৪৪. ইয়াজ ইবনু হিমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর ভাষণে বললেন: জেনে রেখ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তোমাদের ঐসকল বিষয় শিক্ষা দেই যা তোমরা জান না। ঐসকল বিষয় হতে যা আজ আমাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। (আল্লাহ তা'আলা বলেন:) আমি বান্দাহ্‌কে যেসকল সম্পদ দান করেছি তা সবই হালাল। আমি আমার বান্দাদের সকলকে একশ্বরবাদে (অর্থাৎ হিদায়াতের উপর) সৃষ্টি করেছি। (অতঃপর) শাইত্বান তাদের কাছে আগমন করে এবং তাদের স্বীয় (মূল) ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি (তাদের) মানুষদের জন্য যা হালাল করেছি সে (শাইত্বান) তাদের জন্য তা হারাম করে দেয়। আমি তাদের আদেশ করেছি যে, তারা আমার সাথে ঐসকল বস্তুকে শরীক করছে যে ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টি দেন এবং আরব-আজম সকলকে অপছন্দ করেন। তবে আহলে কিতাবদের অবশিষ্টদের (অপছন্দ করেননি) এবং তিনি (আল্লাহ তা'আলা) (আমাকে) বলেন: আমি তোমাকে (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমার দ্বারা (অন্যকে) পরীক্ষা করব। তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানি ধ্বংস করতে পারবে না। জাগ্রত ও ঘুমন্ত ব্যক্তি তা পাঠ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি কুরাইশদের জ্বালিয়ে দিব।

আমি বললাম, হে আমার রব! (যখন আমি তাদের জ্বালাতে যাব) তখন তারা আমার মাথা পিষে ফেলবে এবং তারা তা আটা বানিয়ে ফেলবে। তিনি (আল্লাহ) বলেন, তাদের বের করে দাও যেমন তারা তোমাকে (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ব্যয় (আল্লাহর পথে খরচ) কর। সত্বর আমি তোমাকে খরচে সাহায্য করব। (তাদের বিপক্ষে) বাহিনী প্রেরণ কর আমি (তোমার) পাঁচগুণ

(বাহিনী) প্রেরণ করব। যারা তোমার অনুগত তাদের সাথে নিয়ে তোমার অবাধ্যদের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তিনি বলেন, জান্নাতের বাসিন্দা তিন প্রকার– (ক) ক্ষমতার অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ, দানবীর ও (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্যপ্রাপ্ত। (খ) দয়ালু ব্যক্তি– প্রত্যেক নিকটাত্মীয় ও মুসলিমের প্রতি সুহৃদয়বান ব্যক্তি ও (গ) সচ্চরিত্র (দানবান) ও পরিবার-পরিজনের অধিকারী।

আর জাহান্নামের অধিবাসী পাঁচ প্রকার– (ক) ঐ দুর্বল ব্যক্তি; যার কোন জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের (সমাজের) মধ্যে অনুগত (অর্থাৎ অন্যের আনুগত্যকারী) পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের ধার ধারে না। (খ) ঐ খিয়ানাতকারী যার লোভ-লালসা গোপন হয় না (মিটে না) যদি সামান্য বস্তু (আমানাত হিসেবে) রাখা হয় তথাপি সে খিয়ানাত করে। (গ) এবং ঐ ব্যক্তি যে সকাল-সন্ধ্যায় (সদা-সর্বদা) তোমার পরিবার-পরিজন অর্থ-সম্পদের (যাবতীয়) ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকা দেয়। (ঘ) আর তিনি কৃপণতা কিংবা মিথ্যাবাদীতার কথা উল্লেখ করেন (অর্থাৎ বখীল ও মিথ্যুকদের জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য করেছে।) (ঙ) এবং অসচ্চরিত্রের অধিকারী অশ্রাব্যভাষী।

আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমরা বিনয়ী হও একজন অন্যজনের উপর যেন গর্ব না করে এবং একে অন্যের প্রতি অত্যাচার না করে। (আস্-সহীহাহ– ৩৫৫৯)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম– ৮/১৫৯ পৃষ্ঠা, হা. ৭৩৮৬; بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ; নাসায়ী তাঁর 'আল-কুবরাতে' হা. ৮০৭০-৭১, আব্দুর রাজ্জাক হা. ২০০৮৮; তায়ালিসী হা. ১০৭৯; ইবনু হিব্বান হা. ৫৬৩-৫৪; আহমাদ হা. ১৬২, ২৬৬ প্রভৃতি।

٤٥ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَلنَّمِيْمَةُ الَّتِيْ تُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ. (الصحيحة: ٨٤٦)

৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেন: আমি কি তোমাদের অবহিত করব না? اَلْعَضْهُ। (আল-আজহ) কী? (তিনি জবাবে বলেন:) তা হলো, মানুষের ভাল-মন্দ কথা নিয়ে চোগলখুরী করা।

অপর রিওয়ায়াতে এসেছে, চোগলখোরী তা-ই যা মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। (আস্-সহীহাহ- ৮৪৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ।-এর হা. (৪১৬০, ৭/২২৭); ইমাম নাসায়ী তার اَلْمُجْتَبٰى।-এর (২/২৩৮) ইবনে خُزَيْمَةُ তার اَلصَّحِيْحُ।-এর (৭২০) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ-এর তরীকে এই اِسْنَادُ-এ রিওয়ায়াত করেছেন। شَرْحُ مَعَانِى اَلطَّحَاوِىُّ। তার اَلْمُسْنَدُ।-এর হা. ৩০৪ اَلطَّيَالِسِىُّ। তার اَلطَّبْرَانِىُّ;১৯৫১ اَلصَّحِيْحُ।-এর তার اِبْنُ حِبَّانٍ ;(১/২৬৩) اَلْاٰثَارُ।-এর তার اَلْكَبِيْرُ।-এর হা. ৯৬১২২; আবূ নুঈম তার اَلْحِلْيَةُ।-এর (৭/১৭৮-১৭৯); شُعْبَةُ-এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ মুসলিম (৮/২৮/৬৮০২) بَابُ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ ; বাইহাক্বী তার اَلسُّنَنُ।-এর (১০/২৪৬); مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ-এর তরিকে এই اِسْنَادُ-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ ইয়ালা তার اَلْمُسْنَدُ।-এর হা. (৫৩৬৩); شُعْبَةُ-এর তরীকে এবং الطحاوى। তার 'শরহু মুশকিলিল আছার' (৩/১৩৮)-এ زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ-এর সূত্রে এবং বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর হা. ৪২৫-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ، وَفِيْهِ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ اَنْ يَّتَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ عَسَتْ اِمْرَأَةٌ أَنْ تُخْبِرَ الْقَوْمَ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا خَلَا بِهَا؟ أَلَا هَلْ عَسٰى رَجُلٌ اَنْ يُخْبِرَ الْقَوْمَ بِمَا يَكُوْنُ مِنْهُ إِذَا خَلَا بِأَهْلِهِ؟ فَقَامَتْ مِنْهُنَّ اِمْرَأَةٌ سَفْعَاءُ

الْخَذِّيـنِ فَقَالَتْ: وَاللهِ! إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ! قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا ذٰلِكَ، أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا مَثَلُ ذٰلِكَ؟ مَثَلُ شَيْطَانٍ أَتَى شَيْطَانَةً بِالطَّرِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. (الصحيحة: ٣١٥٣)

৪৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে (নাববীতে) প্রবেশ করেন। সেখানে আনসারী রমণীগণ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ওয়াজ করলেন ও উপদেশ দিলেন এবং তাদের সাদাকা করার জন্য আদেশ করলেন; যদিও তা তাদের অলংকার দ্বারা হয়। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, সাবধান থাকবে কোন মহিলা গোত্রকে (অন্যদের) তার স্বামীর সাথে একাকীত্বে যা হয় তার সংবাদ দান করতে সাবধান! কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে একাকীত্বে তাদের মধ্যে যা হয়েছে তার খবর গোত্রকে (অন্যান্যদের) জানানোর ব্যাপারে (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না)। অতঃপর এক মহিলা তাদের মধ্য হতে দাঁড়াল যার উভয় গালে ফোঁড়া (ব্রণ জাতীয় রোগ) ছিল। সে বলল, আল্লাহর শপথ! পুরুষেরা এরূপ করে থাকে আর মহিলারাও এরূপ করে থাকে (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর একান্তের কথা অন্যদের বলে থাকে) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: তোমরা এমন করো না। আমি তোমাদের জানাবো না ঐরূপ করার উদাহরণ কী? (উদাহরণ হলো) সে শাইত্বানের মত যে এক স্ত্রী শাইত্বানের সাথে রাস্তায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে আর মানুষজন তা দেখছে।

(আস্-সহীহাহ- ৩১৫৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আল-খারায়িতী 'مَسَاوِئُ الْأَخْلَاقِ'-এর (২/৩৯)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান বা اقْرَبُ إِلَى الْحَسَنِ (হাসানের কাছাকাছি) বলেছেন। আর হাদীসটির একাধিক شَاهِدٌ হাদীস রয়েছে যার আলোকে إِسْنَادٌ-টি حَسَنٌ পর্যন্ত উত্তীর্ণ।

٤٧ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحَيِّ بَنِي النَّجَّارِ، وَإِذَا جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ

يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَللهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُّكُنَّ. (الصحيحة: ٣١٥٤)

৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি নাজ্জার গোত্রের এক মহল্লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন অকস্মাৎ কিছু কিশোরী দফ (একপ্রকার ছোট্ট ঢোল) বাজাচ্ছিল। তারা (কবিতাকারে) বলছিল–

আমরা বনী নাজ্জারের কিশোরী

কতই না উত্তম, আমাদের প্রতিবেশী মুহাম্মাদ ﷺ

অতঃপর নাবী ﷺ বললেন: আল্লাহ তা'আলা জানেন আমার হৃদয় তোমাদের ভালবাসে। (আস্-সহীহাহ্– ৩১৫৪)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীরে' ১৫ পৃষ্ঠা (অন্য সংস্করণ ২৫); বায়হাক্বী 'দালালেয়ুন নবুওয়্যাতে' ২/৫০৮।

বুসীরী (র) বলেছেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

অতঃপর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির প্রতি বিভিন্ন আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

٤٨ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَخْرُجُ لِأَلْعَبَ، فَقَالَتْ أُمِّيْ: يَا عَبْدَاللهِ! تَعَالَ أُعْطِيْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيْهِ؟ قَالَتْ: أُعْطِيْهِ. تَمْرًا. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ. (الصحيحة: ٧٤٨)

৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে আসলেন। আমি তখন বালক ছিলাম (অর্থাৎ, ছোট ছিলাম)। আমি খেলাধুলা করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার আম্মা আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! এদিকে এসো, তোমাকে কিছু দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি তাকে কী দেয়ার ইচ্ছা করেছ? সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিব। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার জন্য (আমালনামায়) একটি মিথ্যা (বলার পাপ) লেখা হত। (আস্-সহীহাহ- ৭৪৮)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

আবূ দাঊদ- ২/৩১৩; আহমাদ- ৩/৪৪৭; যিয়া আল মাকদেসী তার 'আলমুখতারাহ'-এ ৫৮/১৮৪/১, আলখারায়িতী مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ ৩৩ পৃষ্ঠা।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসগুলোর বিভিন্ন সাক্ষ্য উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটিগুলোও উল্লেখ করেছেন।

সহীহ্ আত্-তারগীব (৩/৭৩/২৯৪৩) তিনি হাদীসটিকে 'হাসান লিগাইরিহী' বলেছেন।

٤٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَمَا وُجِدَ لَهَا مُنَاخًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْرِجَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي فَأُنِيخَتْ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اَلنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ.

(الصحيحة: ٢٨٠٣)

৪৯. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাক্কা) বিজয়ের দিন তাঁর কান কাটা উটে চড়ে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং তাঁর লাঠি দিয়ে পাথর স্পর্শ করেন (অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন) মাসজিদে উট বাসাতে না পেরে (অর্থাৎ, বসানোর স্থান না থাকায়) উট বাতনে ওয়াদীতে যান এবং সেখানে উট বসানো হয়। অতঃপর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন এবং ছানা পড়েন। এরপর বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জাহেলী যুগের গৌরব-অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দু'শ্রেণীর– (ক) সৎ, পরহেজগার ও আল্লাহর পছন্দনীয়। (খ) এবং অসৎ, হতভাগ্য ও আল্লাহর অপছন্দনীয়। অতঃপর তিলাওয়াত করেন–

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

অর্থাৎ, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের (কাউকে) পুরুষ (আবার কাউকে) মহিলা হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও দলে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।

এক পর্যায়ে আয়াতটি পড়েন। অতঃপর বলেন, আমি (এ বক্তব্য) বললাম এবং আমার জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আস্-সহীহাহ– ২৮০৩)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৩৮১৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। মাকহুল ও তাঁর শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ্ মুসলিমের রাবী। তাঁরা দু'জনে মা'রূফ (প্রসিদ্ধ)। এই হাদীসটির অপর একটি সূত্র ইবনু দিনার বর্ণনা করেছেন।

٥٠ـ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَقْرَبَةَ، قَالَ: اُسْتُشْهِدَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ لِي: اُسْكُتْ أَمَا تَرْضَى أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبُوكَ، وَعَائِشَةُ أُمُّكَ؟. (الصحيحة: ٣٢٤٩)

৫০. বিশ্‌র ইবনু আকরবাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে (গিয়ে) আমার বাবা শাহাদাতবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন আমি কাঁদতে ছিলাম। (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে বললেন, চুপ হও (শান্ত থাক) তুমি কি খুশি হবে না যদি আমি তোমার পিতা হই আর আয়েশা তোমার মা হন?

(আস্-সহীহাহ- ৩২৪৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি বিশ্‌র ইবনু আকরবাহ তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার 'اَلتَّارِيخُ الْكَبِيرُ' এর (২/৭৮); ইমাম ইবনু আসাকীর তার 'তারিখে দিমাশ্‌ক' (৩/২৬৯, ৩৮৯, ১০, ১৬০); ইমাম عَلِيٌّ الْمُتَقِيُّ الْهِنْدِيُّ তার كَنْزُ الْعُمَّالِ-এর হাদীস নং ৩৬৮৬২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ হাসান বা হাসানের কাছাকাছি।"

٥١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَفِيهِمْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي لَسْتُ مِنْهُمْ، عَشِقْتُ امْرَأَةً فَلَحِقْتُهَا، فَدَعُونِي أَنْظُرْ إِلَيْهَا نَظْرَةً ثُمَّ اصْنَعُوا بِي مَا بَدَا لَكُمْ، فَنَظَرُوا فَإِذَا امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ أَدْمَاءُ فَقَالَ لَهَا: أَسْلِمِي حُبَيْشُ قَبْلَ نَفَاذِ الْعَيْشِ.

أَرَأَيْتِ لَوْ تَبِعْتُكُمْ فَلَحِقْتُكُمْ * بِحَلْيَةٍ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ
أَمَا كَانَ حَقٌّ أَنْ يَنُولَ عَاشِقٌ * تَكَلَّفَ إِدْلَاجَ السُّرَى وَالْوَدَائِقِ؟

قَالَتْ: نَعَمْ فَدَيْتُكَ، فَقَدَّمُوهُ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ، فَشَهَقَتْ شَهْقَةً ثُمَّ مَاتَتْ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَحِيمٌ؟

(الصحيحة: ٢٥٩٤)

৫১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ এক সারিয়া (ছোট সৈন্যবাহিনী) প্রেরণ করেন। তারা গানীমাত লাভ করে এবং তাদের মধ্যে (গানীমাতের বস্তুর মধ্যে) এক ব্যক্তি ছিল। সে তাদের বলল, আমি তাদের সদস্য নই। আমি এক মহিলার প্রেমে পড়েছি ফলে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দেন আমি তাকে একনজর দেখব। এরপর আমার সাথে আপনাদের যা মনে চায় তাই করুন। তারা দেখতে পেল, এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ রমণী সে (লোকটি) তাকে (মহিলাকে) বলল–

যদি আমি তোমার অনুগামী হতাম তবে তোমার সাথে অবস্থান করতাম অলংকারে ঝলমলে, কিংবা তোমাকে পেতাম গলায় রশি বদ্ধাবস্থায়। প্রেমিকের কি অধিকার নেই যে (প্রেমিকাকে) শান্তি ও মিলনের প্রাপ্য দিবে।

(রমণীটি) বলল: হ্যাঁ, আমাকে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। অতঃপর তারা (সৈন্যবাহিনী) অগ্রসর হয়ে তার গর্দান কেটে ফেলে। অতঃপর মহিলাটি তার নিকট এসে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে মৃত্যুবরণ করে। যখন তারা (সৈন্যবাহিনী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসে তখন তাঁকে ঐ ব্যাপারে অবহিত করানো হয়। তিনি (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি কোন দয়ালু ব্যক্তি ছিল না? **(আস্-সহীহাহ– ২৫৯৪)**

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর "حَدِيْثُهُ عَنِ النَّسَائِيِّ"-এ ১/৩১৬; সুনানে নাসায়ী আল-কুবরা– ৫/২০১; তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীর– ১১/৩৬৯/১২০৬৬; তাবারানী আল-মুজামুল আওসাত– ২/১৯৬/১৬৯৮ (মাকতাবাহ শামেলা সংস্করণ); বায়হাকীর 'দালায়েলুন নবুওয়্যাত' ৫/১১৭-১৮; ইবনু মানদাহ তার 'আল-মারিফাহ' ২/৮৯/২।

তাবারানী বলেন: "এই সানাদটি ছাড়া ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আর কিছু বর্ণিত হয়নি। মুহাম্মাদ বিন 'আলী বিন হারব একক বর্ণনাকারী।"

শাইখ আলবানী (র) বলেন: নাসায়ী তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন।

হাদীসটি হাসান, যেভাবে হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-এ ৬/২১০ বলেছেন।

٥٢- عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اِخْتَبَأَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْ عَبْدَاللهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، يَقُومُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. (الصحيحة: ١٧٢٣)

৫২. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যেদিন মাক্কা বিজয় হয় আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবূ সরাহ উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি [উসমান (রা)] তাকে নিয়ে আসলেন এবং নাবী ﷺ-এর নিকট দাঁড় করিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আব্দুল্লাহকে বাইআত করান। অতঃপর তিনি তার দিকে মাথা উঠালেন। অতঃপর তার দিকে তিনবার দৃষ্টিপাত করলেন। প্রত্যেকবার তিনি (বাইআত করতে) অস্বীকৃতি জানান। তৃতীয়বারের পরে তাকে বাইআত করান। অতঃপর সাহাবীদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমাদের মাঝে কি কোন সঠিক পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই, যে এই ব্যক্তির নিকট দাঁড়িয়ে যখন আমাকে দেখেছে যে, আমি তাকে বাইআত করা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। তখন তাকে হত্যা করবে? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মনের কথা আমরা জানতে পারিনি। কেন আপনি চোখ দিয়ে আমাদের দিকে ইশারা করলেন না? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: কোন নাবীর জন্য সমীচীন নয় যে, তার চোখের খিয়ানাত থাকবে (অর্থাৎ, আড়চোখে কিছু বলবে)। (আস্-সহীহাহ- ১৭২৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ হাদীস নং ২৬৮৩, ৪৩৫৯; নাসায়ী- ২/১৭০; হাকিম- ৩/৪৫; মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ১/২১৬-১৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্- ইনশাআল্লাহ।

٥٣ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي خَلِيلِي ﷺ بِسَبْعٍ: (١) أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. (٢) وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ، إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. (٣) وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ. (٤) وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَسْئَلَ أَحَدًا شَيْئًا. (٥) وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. (٦) وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ (٧) وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: (لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ). فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ).

(الصحيحة: ٢١٦٦)

৫৩. আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমার বন্ধু (নাবী) ﷺ আমাকে সাতটি কাজ করতে আদেশ করেছেন। (ক) আমাকে দরিদ্রদের ভালবাসতে এবং তাদের সহাবস্থান করতে আদেশ করেছেন। (খ) আমার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি তাকাতে আর আমার চেয়ে উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি না তাকাতে আদেশ করেছেন। (গ) আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন যদিও তা (আত্মীয়তা) শীতল হয়ে যায়। (অর্থাৎ, তারা তেমন গুরুত্ব না দেয়)। (ঘ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন কারো কাছে কিছু না চাই। (ঙ) আমাকে সত্য বলতে আদেশ করেছেন, যদিও তা তিক্ত হয়। (চ) এবং আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আল্লাহ্‌র পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরওয়া না করি। (ছ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন অধিক হারে বলি– لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) কারণ, এ বাক্যগুলো আরশের খনি হতে নেয়া হয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়াতে এসেছে, কারণ এই বাক্যটি জান্নাতের খনিসমূহ হতে একটি খনি। (আস্-সহীহাহ– ২১৬৬)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ– ৫/১৫৯; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ২০৪১; তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর ৫ পৃষ্ঠা; আলখায়রাতী তার 'মাকারিমুল আখলাক্ব' ২৫ পৃষ্ঠা; সুনানে বায়হাক্বী– ১০/৯১; আবূ নাঈমের হিলইয়া– ২/৩৫৭; খতীবের 'তারিখ' ৫/২৫৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।"

٥٤- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ . (الصحيحة: ٢٨٤٢)

৫৪. আবূ যার (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের ভাইগণ (দাস-দাসীগণ) তোমাদের উপহার স্বরূপ। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যার অধীনে তার ভাই থাকবে তাকে যেন সে তা-ই খাওয়ায় যা সে খায়। আর তাকে তা-ই পরায় যা সে পরে। তাদের সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিও না। যদি তাকে এমন কাজ করতে দাও যা তার সাধ্যাতীত তবে তাকে সাহায্য কর।(আস্-সহীহাহ– ২৮৪২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ যার (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ বুখারী– কিতাবুল 'ইতক্ব (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ); এবং তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ২৯-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আর আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٥٥- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. (الصحيحة: ١٥٩٠)

৫৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার; যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক চরিত্রবান। উত্তম চরিত্র অবশ্যই সালাত ও সাওমের মর্যাদায় পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ, উত্তম চরিত্রের মর্যাদা সালাত ও সাওমের তুলনায় নগণ্য নয়।)

(আস্-সহীহাহ- ১৫৯০)

হাদীসটি সহীহ্।

বায্যার তাঁর মুসনাদে হা. ৩৫। তিনি বলেন: এটা যাকারিয়া ছাড়া আর কারো থেকে আমাদের জানা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি, তিনি ছিক্বাহ ও ইমাম বুখারীর শাইখদের একজন।

হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' ১/৫৮ বলেন: 'এটি বায্যার বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।"

٥٦- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. (الصحيحة: ٥٧٠)

৫৬. ইয়াজ ইবনু হিমার নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (নাবী ﷺ) তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন: আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন কর। একজন যেন অন্যজনের উপর গর্ব-অহংকার না করে এবং একে অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার না করে।

(আস্-সহীহাহ- ৫৭০)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম ৮/১৬০/৭৩৮৯ কিতাবুল জান্নাত ওয়াসিফাত না'য়ীমুহ আহলিহা (بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ); ইবনু মাজাহ- ২/৫৪৫; আবূ নাঈম তাঁর 'আল-হিলইয়াহ' ২/১৭।

٥٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ، يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الأَخْلاَقِ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا.

(الصحيحة: ١٣٧٨)

৫৭. সাহল ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা দয়ালু। দয়ালু ও উন্নত চরিত্রবান ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন আর অনর্থক উক্তিকারীকে (বাচালকে) অপছন্দ করেন।

(আস্-সহীহাহ- ১৩৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূশ শাইখ "أَحَادِيثُهُ" ১/১২; হাকিম- ১/৪৮; আবূ নাঈম তাঁর 'আল-হিলইয়াহ' ৩/২৫৫; ৮/১৩৩; 'আস্-সালাফী তার মুজামুস সফর' ১৮/১; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।.....

অতঃপর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির বিভিন্ন সানাদের বিশ্লেষণ শেষে বলেন" "বিভিন্ন ইমামদের এই সমস্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান। যাকে কোন সাক্ষ্যমূলক হাদীস দ্বারা সংশোধন করা যায় না। সুতরাং পরবর্তী কথার উপরই নির্ভর করতে হবে।

শাইখ আলবানী (র) তাঁর 'সহীহ্ জামেউস সগীরে'-ও (হাদীস নং ১৮০১) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٥٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ، (فَقَالَ مَهْ)، قَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ (بِكَ) مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ (نَعَمْ)، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ (قَالَتْ: بَلَى يَارَبِّ!) قَالَ: فَذَاكِ (لَكِ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:) اِقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.

(الصحيحة: ٢٧٤١)

৫৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করেন তখন দয়া আল্লাহ

তা'আলার পাশে অবস্থান করেতে থাকে। (অতঃপর তিনি বলেন থেমে যাও) দয়া বলল, এই স্থানটি বিচ্ছিন্নতা হতে (আপনার নিকট প্রার্থিত) আশ্রয়ের স্থান। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলবে আমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব। আর তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার থেকে তোমার সম্পর্ক আমি ছিন্ন করব? সে (দয়া) বলল, (অবশ্যই) হ্যাঁ, হে আমার প্রভু। তিনি বলেন, তা-ই (তোমার জন্য)। আবূ হুরাইরাহ্ (রা) বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা যদি চাও তবে পাঠ কর–

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (সত্য হতে ফিরে যাবে) যে, যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? (তবে জেনে রেখ) ঐ সকল ব্যক্তিদের আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা কুরআন অনুধাবন করে না নাকি তাদের অন্তরে মোহর মারা রয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ২৭৪১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার الْمُسْنَد-এর (১৪/১০৩) হা. ৮৩৬৭; হাকিম তার الْمُسْتَدْرَك-এর (৪৪/১৬২); أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيّ-এর তরীকে বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর হা. ৫০ এবং তাঁরই 'সহীহ্ বুখারী' হা. ৪৮৩০-৪৮৩২, ৫৯৮৭ ও ৭৫০২ এবং ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ্ মুসলিম'-এর হা. ২৫৫৪; নাসায়ী তার السُّنَنُ الْكُبْرَى-এর হা. (১১৪৯৭); ত্বাবারী তার التَّفْسِير-এর (৫৬/২৬); ইমাম ইবনে হিব্বান তার الصَّحِيح-এর হা. ৪৪১; ইমাম বায়হাক্বী তার السُّنَن-এর (৭/২৬); الْبَغَوِيّ তার شَرْحُ السُّنَّةِ-এর হা. ৩৪৩১ একাধিক طُرُق এ-مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ শুআইব আল-আরনাউত তার তাহক্বীকে বলেন:

إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، أَبُوْبَكْرِ الْحَنَفِيُّ، هُوَ عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْمِصْرِيُّ وَسَعِيْدُ أَبُو الْحُبَابِ، هُوَ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ الْمَدَنِيُّ.

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।"

٥٩ـ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ كِذْبَكَ بِتَصْدِيْقِكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مُرْسَلًا. وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَنَسٍ: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: يَا فُلَانُ! فَعَلْتَ كَذَا؟. قَالَ: لَا وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ! وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: ... فَذَكَرَهُ. (الصحيحة: ٣٠٦٤)

৫৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা তোমার মিথ্যা ক্ষমা করে দিয়েছেন- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ-কে সত্যপ্রতিপন্ন করার কারণে। আনাস, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস ও হাসান বাসরী (র)-এর মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের শব্দগুলো আনাস (রা)-এর হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন: হে অমুক! তুমি এমন কাজ করেছ? সে বলল, না। ঐ সত্তার শপথ! لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।" নাবী ﷺ জানতেন যে, সে ঐ কাজটি করেছে। তখন তিনি তাকে বলেছেন.... অতঃপর তা (হাদীসটি) উল্লেখ করেন। (আস্-সহীহাহ- ৩০৬৪)

হাদীসটি সহীহ্।

'আবদ বিন হুমায়িদ তার 'আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ' ৩/১৭৫/১৩৭৪; আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদে ৬/১০৪/৩৩৬৮; বায্যার- ৪/৭/৩০৬৮; উক্বায়লী তাঁর 'আয্-যুয়াফা'-তে ১/২১৩; ইবনু আদী তার 'কামিল'- ২/৬০৮; সুনানে বায়হাক্বী- ১০/৩৭। এর সানাদ সালেহ।

٦٠/م ـ عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَرزاقَكُمْ، وإِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحِبُّ، ولاَ يُعْطِي الإِيْمَانَ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، وَهَابَ اللَّيلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ، (وَالْحَمْدُ لِلهِ)، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. (الصحيحة: ٢٧١٤)

৬০/ক. আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র বণ্টন করে দিয়েছেন। যেমন তিনি তোমাদের মাঝে রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া দিয়ে থাকেন, আবার যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দিয়ে থাকেন। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলকে তিনি পার্থিব সম্পদ দিয়ে থাকেন।) আর তিনি ঐ ব্যক্তিকেই ঈমান দিয়ে থাকেন যাকে তিনি ভালবাসেন। যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ খরচ হওয়ার ভয়ে কৃপণতা করে, দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পায় এবং রাতে শফর করতে আশংকা করে। তবে সে যেন অধিক হারে পাঠ করে سُبْحَانَ اللهِ "সুবহানাল্লাহ" وَالْحَمْدُ لِلهِ "ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহ" وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ "ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"। (আস্‌-সহীহাহ- ২৭১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

ইসমাঈলী তাঁর 'আল-মুজাম'-এ ১/১১৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্। আল-জাওহারী ছাড়া অন্য সবাই সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের শর্তানুরূপ।" খতীব তাঁর 'তারিখে' তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। যা হাকিম- ১/৩৩ অনুসরণ করেছেন এবং তিনি তা সহীহ্ বলেছেন। আর যাহাবী (র) চুপ থেকেছেন।

٦٠ـ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِظَالِمٍ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (الصحيحة: ٣٥١٢)

৬০. আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে সুযোগ দিয়ে থাকেন। যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেন না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি (নাবী ﷺ) পাঠ করেন– ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ যখন আপনার প্রভু কোন অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পাকড়াও করে তখন তার পাকড়াও এরূপ হয়ে থাকে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক (ভয়ানক)। (আস্-সহীহাহ- ৩৫১২)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী; সহীহ্ মুসলিম; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৯/৪৮৯৭ নং। ইবনু হিব্বান ৭/৩০৭/৫১৫৩; তিরমিযী– ৮/২৭১; নাসায়ী তাঁর 'আস সুনানুল কুবরা' ৬/৩৬৫/১১২৪৫।

ইবনু মাজাহ হা. ৪০১৮; বায়হাক্বী– ৬/৯৪; বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' ১৪/৩৫৮।

٦١ـ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: كُنْتُ فِيْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامٌّ، وَأَخَذَ الْعَرَقُ فِيْ جُلُودِنَا طُرُقًا[১] مِّنَ الْغُبَارِ وَالْوَسَخِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ. إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ لاَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ إِلاَّ كَلَّفَتْهُ نَفْسُهُ (أَنْ) يَأْتِيَ بِكَلاَمٍ يَعْلُو كَلاَمَ النَّبِيِّ ﷺ! فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ هٰذَا وَضَرْبَهُ[২]، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ لِلنَّاسِ لَيَّ الْبَقَرَةِ بِلِسَانِهَا بِالْمَرْعَى! كَذٰلِكَ يَلْوِي اللهُ أَلْسِنَتَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ.

(الصحيحة: ٣٤٢٦)

---

১. যেমন ُقًا দিয়ে মূল কিতাবে আছে 'আর' আল-মাজমা' কিতাবে طَرْقًا আছে 'ক্বফ' বর্ণযোগে এবং আল-হিলইয়া কিতাবে طُرُقًا 'ওয়াও' ও 'ক্বফ' বর্ণযোগে। আর এটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

২. অর্থাৎ, তার প্রকার প্রকৃতি বলেছেন এবং الشُعَبُ কিতাবে তার সমজাতীয় ব্যক্তিবর্গ বুঝানো হয়েছে। মূল বর্ণনায় তার আওয়াজের ন্যায় বুঝানো হয়েছে। –তাজরীদকারক

৬১. ওয়াছিলা ইবনু আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি আসহাবে সুফ্ফার সাথে ছিলাম (অর্থাৎ তাঁদের সদস্য ছিলাম)। আমি আমার ও আমাদের সকল সদস্যদের কারো শরীরে পূর্ণ বস্ত্র দেখতাম না (অর্থাৎ অতি দরিদ্র হওয়ার কারণে কারো নিকটই পুরো শরীর আবৃত করার মত বস্ত্র ছিল না।) ধুলা-বালি ঘামের সাথে মিশ্রিত হয়ে আমাদের চামড়াতে স্তর পড়ে যেত। অকস্মাৎ আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেন এবং বলেন, মুহাজিরগণের দরিদ্রেরা যেন (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ করে। অকস্মাৎ এক সুদর্শন ব্যক্তি তাঁর সামনে এল। নাবী ﷺ যে কথাই বলতেন সে তা গ্রহণ করত না (তার অন্তর তা মানতে নারাজ ছিল)। আর নাবী ﷺ এর কথার উপর (উচ্চ আওয়াজে) কথা বলতে থাকল। যখন সে ফিরে গেল। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তি ও এই প্রকারের মানুষ যারা মানুষের সাথে জিহ্বা ঘুরিয়ে কথা বলে, তাদের তিনি পছন্দ করেন না। গরু যেমন আহারের সময় জিহ্বা ঘুরিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরূপ জাহান্নামে তাদের জিহ্বা ও চেহারা ঘুরিয়ে দিবেন। **(আস্-সহীহাহ- ৩৪২৬)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ওয়াছিলা ইবনু আসকা' (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানী তার 'আল-মুজামুল কাবীর' (২২/৭০/১৭০) রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ্ বুখারীর রাবী।"

٦٢ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ. (الصحيحة ١٦٦٦)

৬২. মিকদাম ইবনু মা'দী কারাব আল কিন্দি (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়ের ব্যাপারে তোমাদের আদেশ করেছেন অতঃপর তোমাদের বাবার ব্যাপারে আদেশ করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে (অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করতে আদেশ করেন)। **(আস্-সহীহাহ- ১৬৬৬)**

হাদীসটি সহীহ্।

Contents

হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ হা. ৩৬৬১ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ-এর সূত্রে; ত্বাবারানী তার الْمُعجم الْكَبِيْرُ-এর (২০/৬৩৭) এবং مُسْنَدُ الشَّامِيِّيْنَ-এর ১১২৮; اَلْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ-এর সূত্রে এর سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ-এর (৪/১৫১); اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ-اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى-এর সূত্রে এবং সকলেই থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৬০-এ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির اِسْنَادُ হলো حَسَنٌ আর এর সানাদের ابْنُ عَيَّاشٍ হলো- اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ আর তিনি صَدُوْقٌ ।

٦٣ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ. (الصحيحة: ١٧٤١)

৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক অসচ্চরিত্রবান, অসৎ পেটুক, অহংকারী, (সম্পদ) সঞ্চয়কারী (সৎ কাজে) বাধাদানকারী জাহান্নামী। আর জান্নাতের বাসিন্দারা হলো, দুর্বল, অত্যাচারিত। (আস্-সহীহাহ- ১৭৪১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম اِبْنُ الْبَيِّعِ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ তার اَلْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ-এর (২/৪৯৯); ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর (২/১১৪)-তে হাদীসটিকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٦٤ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ، مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ . (الصحيحة: ٣٣٨٢)

৬৪. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক নিকটবর্তী যে তাদের সাথে (আলোচনা) সালাম দ্বারা আরম্ভ করে। (আস্-সহীহাহ- ৩৩৮২)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ হা. ৫১৯৭; বায়হাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' ৬/৪৩৩/৮৭৮৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। আবু খালেদ উবাই ছাড়া সবাই সহীহ্ বুখারীর বর্ণনাকারী। সে হল ইবনু খালিদ আলহামসী। আর সে মতপার্থক্য ছাড়াই ছিক্বাহ।

٦٥ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ: أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.

(الصحيحة: ٣٥٢٥)

৬৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি উষ্ট্রী ছিল। যাকে اَلْعَضْبَاءُ আজবা নামে ডাকা হত। ঐ উষ্ট্রীকে অতিক্রম করা যেত না। (অর্থাৎ, তার আগে কেউ যেতে পারত না) এক বেদুঈন (গ্রাম্য ব্যক্তি) তার আরোহীতে আরোহণ করে তাঁর আগে গেল (অর্থাৎ আজবাকে পিছনে ফেলল। এ দৃশ্য মুসলমানদের জন্য খুবই বেদনার কারণ হল। তারা বলল, আজবা পরাজিত হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর বিধান হলো, তিনি পৃথিবী থেকে কোন জিনিসকে ত্রুটিযুক্ত না করে উঠিয়ে নেন না। (আস্-সহীহাহ- ৩৫২৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ বুখারী- কিতাবুর রিক্বাক্ব (بَابُ التَّوَاضُعِ) হা. ৭০১; ইবনু হিব্বান- হা. ৭০১; নাসায়ী- ২/১২২; আবূ দাঊদ ৪৮০২; বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' (৭/৩৪১/১০৫১০); আহমাদ- ৩/১০৩।

٦٦ـ عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ

الْحَيَاءُ، وَالْعَفَافُ، وَالْعَيُّ عَيُّ اللِّسَانِ لاَ عَيُّ الْقَلْبِ وَالْفِقْهِ[১]: مِنَ الْإِيْمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِى الاٰخِرَةِ وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِى الاٰخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا. وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الاٰخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ إِيَاسٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ، فَأَمَرَنِى فَأَمْلَيْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ كَتَبَهُ بِخَطِّهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنَّهَا لَفِى كَفِّهِ مَا يَضَعُهَا. (الصحيحة: ٣٣٨١)

৬৬. ইয়াস ইবনু মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ্ আল-মযুনী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা তাঁর দাদা কুররাহ আল মাযুনী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট লজ্জার (বিষয়ে) আলোচনা করা হলো। তাঁরা (সাহাবীগণ) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লজ্জা কি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও অক্ষমতা– জিহ্বার অক্ষমতা (অর্থাৎ, কম কথা বলা) অন্তরের অক্ষমতা নয় এবং দ্বীনী বিদ্যা ঈমানের অঙ্গ। এগুলো আখিরাতে (মানুষের মর্যাদা ও সওয়াব) বৃদ্ধি করে আর পৃথিবীতে (অর্থ সম্পদ) হ্রাস করে। আখিরাতে যা বৃদ্ধি করে তা পৃথিবীতে যা হ্রাস পায় তার চেয়ে অধিক। (অর্থাৎ, আখিরাতে যে লাভ হয় তা পৃথিবীর আর্থিক স্বল্পতা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।) আর কৃপণতা, অশ্লীলতা ও অসচ্চরিত্রতা মুনাফিকীর অঙ্গ। এগুলো আখিরাতে হ্রাস করে আর পৃথিবীতে বৃদ্ধি করে। পৃথিবীতে যা বৃদ্ধি পায় তা অপেক্ষা আখিরাতে যা কমিয়ে যায় তা অধিক। (অর্থাৎ পার্থিব লাভের চেয়ে পরকালীন ক্ষতি অধিক হয়ে থাকে।) ইয়াস বলেন, আমি এ হাদীস উমার ইবনু আব্দুল আযিয এর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে আদেশ করায় আমি তা লিখে দিলাম। অতঃপর

---

১. মূলত তা اَلْعَقْلُ (বুদ্ধি, প্রজ্ঞা) তা اَلْفِقْهُ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। মাকারিম ইবনু আবিদ দুনিয়া থেকে প্রমাণিত। অন্যান্যদের নিকট اَلْعَمَلُ (আমাল) এটিই অধিক উপযোগী। দেখুন– সহীহুত তারগীব। –তাজরীদকারক।

তিনি তা (ভালভাবে) লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেন। আর এ (লিপিবদ্ধ হাদীসটি) তাঁর হাতে ছিল। তিনি তা (অন্য কোথাও) রাখেননি। (আস্-সহীহাহ- ৩৩৮১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইয়াকুব বিন সুফিয়ান তার 'আল-মারিফাহ' ১/৩১১; বায়হাক্বী তাঁর 'আল-আদাবে' ১৯৯/১৩২; শুআবুল ঈমানে- ৬/১৩৪-১৩৫; ইবনু আসাকীর- ১০/৬-৭; আস্-সুনানুল কুবরা- ১০/১৯৪; বুখারী তাঁর 'তারিখে' ৪/১/১৮১; ইবনু আবীদ দুনইয়া 'মাকারিমুল আখলাক্ব' ১৯/৮৭; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' ১৯/২৯; আবু নুঈম 'আল-হিলইয়াহ' ৩/১২৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সবাই হাদীসগুলো মুহাম্মাদ বিন আবী সারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (র) তাঁর 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদে' ৮/২৬-২৭ যঈফ বলেছেন।

অতঃপর সুনানে দারেমীতে (১/১২৯-৩০/৫০৯) সম্পর্কে বলেন: "এর সানাদ জাইয়্যেদ।"

সুনানে দারেমীর মুহাক্বিক্ব হুসাইন সালিম আসাদও হাদীসটির সানাদকে সহীহ্ বলেছেন। (দারেমী- ১/৫০৯)

٦٧ـ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ مَرْفُوعًا: إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُوفُونَ الْمُطَيَّبُونَ. (الصحيحة: ٢٨٤٨)

৬৭. আবূ হুমাইদ আস্ সায়িদী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; এই উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম বান্দা হলো (ওয়াদা) পূর্ণকারী ও পবিত্র আচরণের অধিকারী। (আস্-সহীহাহ- ২৮৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ মুহাম্মাদ মুখালাদী "আল-ফাওয়ায়েদ' ৪/২৪১/২; বায্যার হা. ১৩০৮; তাবারানী 'আল-মুজামুস সগীর'; আর-রওযুন নাযীর হা. ৯৩৭।

এর সাক্ষ্য মূলক 'আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস- আহমাদ ৬/২৬৮..... কোন কোনটির সানাদ সালেহ কিংবা সহীহ্।

٦٨- عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيِّ مُرْسَلاً: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الْغِيبَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَ حَقًّا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذٰلِكَ الْبُهْتَانُ.

(الصحيحة: ١٩٩٢)

৬৮. আব্দুল মুত্তালিব ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু হানতাব আল-মাখযুমী হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, গীবত কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কোন মানুষের ঐ বিষয় আলোচনা কর যা শুনতে সে অপছন্দ করে। সে (সাহাবী) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তা যদি সত্য হয় তবুও (তা গীবত হবে?)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি মিথ্যা (কোন কিছু) বল তবে তা অপবাদ হবে। (আস্-সহীহাহ্- ১৯৯২)

হাদীসটি মুরসাল সহীহ্।

মুয়াত্তা মালিক- ৩/১৫০; ইবনু মুবারক 'আয্-যুহ্দ' হা. ৭০৪। এর সানাদ মুরসাল সহীহ্।

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; সুয়ূতী 'যাওয়াদুল জামে', আল-খারায়িতী "مَسَاوِئُ الأَخْلَاقِ" গায়াতুল মারাম ফি তাখরীজি আল-হালাল ওয়াল হারাম।

٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَنَّى (لِيْ) هٰذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ؟.

(الصحيحة: ١٥٩٨)

৬৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় জান্নাতে (কোন) ব্যক্তির মর্যাদা (অনেক) বৃদ্ধি করা হবে। সে (তা দেখে) বলবে, আমার জন্য কিভাবে এটা (এ মর্যাদা অর্জন) হল। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার (গুনাহ মাফের) জন্য তোমার সন্তানের (ক্ষমা প্রার্থনা তথা) ইসতিগফার করার কারণে (তুমি এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছ)।

(আস্-সহীহাহ্- ১৫৯৮)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৬৬০; আহমাদ– ২/৫০৯; মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ– ১২/৪৪/১; ইস্পাহানী 'আত্-তারগীব' ২/৮৫; বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' ২/৮৪/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটিকে হাসান এবং বুসিরী সহীহ্ বলেছেন।

٧٠ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ. (الصحيحة: ٧٩٥)

৭০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে (বিনিময়ে) রাতে দণ্ডায়মান (রাত জেগে নফল সালাত আদায়কারী) ও দিনে (নফল) সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির (ন্যায়) মর্যাদা লাভ করবে। (আস্-সহীহাহ্– ৭৯৫)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ হা. ৪৭৯৮; ইবনু হিব্বান হা. ১৯২৭; হাকিম– ১/৬০।

হাকিম হাদীসটিকে শাইখাইনের শর্তে সহীহ্ বলেছেন। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٧١ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّاهِرِ بِاللَّيْلِ الظَّامِئِ بِالْهَوَاجِرِ. (الصحيحة: ٧٩٤)

৭১. আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে (বিনিময়ে) (পুরো) রাত্র জাগরণকারী ও তীব্র গরমে পিপাসার্তকে (পানি দ্বারা) পরিতৃপ্তকারীর (ন্যায়) মর্যাদা লাভ করবে। (আস্-সহীহাহ্– ৭৯৪)

হাদীসটি সহীহ্।

তাম্মাম তাঁর 'আল-ফাওয়ায়িদে' ১৩/২৩৪১-২। এর সানাদ যঈফ।

আল-খারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক্ব' ৬ পৃষ্ঠা; হাকিম– ১/৬০ –প্রভৃতি সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ্।

٧٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمٰنِ، يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا.

(الصحيحة: ١٦٠٢)

৭২. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দয়া আল্লাহর (কৃপার) কোমর ধারণকারী (বৃক্ষের) মূলস্বরূপ। তার সাথে যে সম্পর্ক রাখে তিনিও তার সাথে সম্পর্ক রাখেন। আর তার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

(আস্-সহীহাহ্- ১৬৩২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) এবং ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। ইমাম ইবনু أَبِى عَاصِمٍ তার اَلسُّنَّةُ-এর হা. ৫৩৮; ইমাম বায্যার তার. اَلْمُسْنَدُ-এর (১৮৮৩); তাবারানী তার اَلْمُعْجَمُ-এর (১০৮০৭); أَبِى عَاصِمٍ-এর তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর হা. ২৯৫৩; ইমাম বুখারী তার اَلصَّحِيْحُ-এর ৫৯৮৮; مَنْ :إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন। اِبْنُ الْاَثِيْرِ তার اَلنِّهَايَةُ-এর (২/৩৪৪) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু আসিম তার 'আস্-সুন্নাহ' হাদীস নং ৫৩৮। হাদীসটি সহীহ্ এবং এর ইসনাদ হাসান।

٧٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: عَطَفَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِصْبَعَهُ فَقَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَاصِلَةٌ، لَهَا لِسَانٌ ذَلَقٌ، تَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَتْ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ. (الصحيحة: ٢٤٧٤)

৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি আঙ্গুল হেলিয়ে বললেন: নিশ্চয় দয়া আল্লাহ্ তা'আলার একটি সম্পর্ক স্থাপনকারী মূল স্বরূপ তার তেজী জিহ্বা রয়েছে। যে ব্যাপারে মন চায় কথা বলে থাকে। তার সাথে যে সম্পর্ক রাখে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রাখে আর তার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (আস্-সহীহাহ্- ২৪৭৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবুন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী তার اَلصَّحِيْحُ-এর (৫৯৮৮) এ اِبْنُ الْاَثِيْرِ তার اَلنِّهَايَةُ-এর (২/৩৪৪); ইমাম তায়ালিসী তাঁর 'মুসনাদে' হা. ২৫৫০-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

Contents

٧٤ـ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَأَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّ الرُّوحَ لَتَلْقَى الرُّوحَ (وَفِي رِوَايَةٍ: اِجْلِسْ وَاسْجُدْ وَاصْنَعْ كَمَا رَأَيْتَ). وَأَقْنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰكَذَا (قَالَ عَفَّانُ بِرَأْسِهِ إِلَى خَلْفٍ) فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ ﷺ. (الصحيحة: ٣٢٦٢)

৭৪. উমারাহ ইবনু খুযাইমাহ ইবনু ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত; তাঁর পিতা বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপালে সিজদা করছি। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই এক রূহ অন্য রূহের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। [অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, (বস এবং সিজদা কর যেভাবে তুমি (স্বপ্নে) দেখেছ।) রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে মাথা উঁচু করলেন (আফ্ফান তাঁর মাথা পিছন দিকে ইশারা করলেন) অতঃপর (বর্ণনাকারী) তাঁর কপাল নাবী ﷺ-এর কপালের উপর রাখলেন।

(আস্-সহীহাহ্- ৩২৬২)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী তাঁর 'আস-সুনালুল কুবরা' ৪/৩৮৪/৭৬৩১; মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ- ১/৭৮/১০৫৬৪; আহমাদ- ৫/২১৪-১৫; ইবনু সা'আদ- ৪/৩৮০-৮১; তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীর' ৪/৯৭/৩৭১৭। সানাদ সহীহ্ ও বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়েদে' (৭/১৮২) বলেন: আহমাদ একটি সানাদে বর্ণনা করেছেন: এটি মুত্তাসিল। তাবারানীর বর্ণনাকারীরা ছিক্বাহ।

٧٥ـ عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا مَضَى وَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ: كَيْفَ وَجَدْتَّ الْإِمَارَةَ؟. فَقَالَ: كُنْتُ كَبَعْضِ الْقَوْمِ، كُنْتُ إِذَا رَكِبْتُ رَكِبُوا، وَإِذَا نَزَلْتُ نَزَلُوا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَ السُّلْطَانِ عَلَى بَابِ

عَنَتٍ، إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ! لَا أَعْمَلُ لَكَ وَلَا لِغَيْرِكَ أَبَدًا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ!. (الصحيحة: ٣٢٣٩)

৭৫. হুমাইদ থেকে বর্ণিত; তিনি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে এক দলের কর্তৃত্বভার দিলেন। অতঃপর যখন তার মেয়াদ শেষ হল এবং সে তাঁর (ﷺ) নিকট ফিরে এল (তখন রাসূলুল্লাহ) তাকে বললেন, শাসন পরিচালনা কেমন লাগল? তিনি (সাহাবী) বললেন, আমি এক গোত্রের (নেতার) মত ছিলাম। আমি যখন আরোহণ করতাম তখন তারা (আমার অনুগামীরা) আরোহণ করত। আর যখন আমি (আরোহী থেকে) অবতরণ করতাম তখন তারাও অবতরণ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: নিশ্চয় ক্ষমতার অধিকারীরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে। তবে আল্লাহ্ যাকে হিফাজাত করেন। (তখন) ঐ লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার (পক্ষ হতে) কোন কর্তৃত্বভার নিব না আর অন্যদের (পক্ষ হতে)ও কখনো কর্তৃত্বভার নিব না। অতঃপর (এটা শুনে) নাবী ﷺ হেসে ফেললেন; ফলে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ পেল। (আস্-সহীহাহ্- ৩২৩৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হুমাইদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার 'মুজামুল কাবীর' (৪/৫৫/৩৬০৩)।

আর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির سَنَدُ-কে حَسَنٌ বলেছেন।

٧٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِـ(الْجِعِرَّانَةِ) ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى قَوْمِهِ، فَكَذَّبُوهُ وشَجُّوهُ، فَكَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي الرَّجُلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبْهَتِهِ. (الصحيحة: ٣١٧٥)

৭৬. ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'য়িরানাতে (এক স্থানের নাম) হুনাইনের (যুদ্ধের) গনীমত বণ্টন করেন। তখন লোকজন তাঁর নিকট ভিড় করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে তাঁর গোত্রের নিকট পাঠিয়েছেন। (কিন্তু) তারা তাঁকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছে এবং রক্তাক্ত করেছে। অতঃপর তিনি তাঁর কপাল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা কর। কারণ, তারা জানে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, মনে হয় আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি ঐ ব্যক্তিটির কথা বলছেন যিনি কপাল (থেকে রক্ত) মুছছেন। (আস্-সহীহাহ্- ৩১৭৫)

হাদীসটি হাসান।

বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৭৫৭।

আহমাদ- ১/৪২৭, ৪৫৬। এর সানাদ হাসান।

٧٧ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: اَنَّ رجلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصِلُهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون، قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تسفهم الملّ، ولا يزال معك من الله ظهير (ما دمت على ذلك). (الصحيحة: ٢٥٩٧)

৭৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার (কিছু) আত্মীয় রয়েছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি (আর) তারা তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি (প্রতিদানে) তারা দুর্ব্যবহার করে এবং আমি ধৈর্যধারণ করি আর তারা অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। (তখন) তিনি (ﷺ) বললেন: তুমি যেমন বলেছ তা যদি (সত্য) হয়- তবে তুমি তাদের (একাকীত্ব হতে) জেড়াবদ্ধ করেছ। সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবে (যতদিন তুমি এমন কাজ করতে থাকবে)। (আস্-সহীহাহ্- ২৫৯৭)

হাদীসটি হাসান।

আবূ ইসহাক আল-হারাবী তাঁর 'আল-গরীব'-এ ৫/৬৪/২।

হাদীসটির সানাদের সবাই ছিক্বাহ কেবল যাহির বিন মুহাম্মাদ ছাড়া। অনেকে ছিক্বাহ ও সালেহ বলেছেন।

٧٨ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَزَلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَضْيَافٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَدَعَا النَّبِيُّ بِوَضُوئِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَبَادَرُوا إِلَى وَضُوئِهِ فَشَرِبُوا مَا أَدْرَكُوهُ مِنْهُ. وَمَا انْصَبَّ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ وَرُؤُوسَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَا دَعَاكُمْ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: حُبًّا لَكَ، لَعَلَّ اللهَ يُحِبُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَحَافِظُوا عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، فَإِنَّ أَذَى الْجَارِ يَمْحُو الْحَسَنَاتِ كَمَا تَمْحُو الشَّمْسُ الْجَلِيدَ. (الصحيحة: ٢٩٩٨)

৭৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে কিছু অতিথি (মেহমান) আসল। নাবী ﷺ উযূর জন্য পানি চাইলেন। অতঃপর উযূ করলেন। তখন তারা (মেহমানগণ) তাঁর উযূর পানির দিকে দৌঁড়ে গেল এবং তারা যতটুকু (পানি) পেল তা পান করল আর মাটিতে যতটুকু পতিত হয়েছে তা (ঐ মাটি) দ্বারা তাদের চেহারা, মাথা ও বক্ষসমূহ মাসাহ করল। অতঃপর নাবী ﷺ তাদের বললেন: কোন্ জিনিস তোমাদের ঐদিকে উৎসাহিত করল? (অর্থাৎ, কেন তোমরা এমন করছ?) তারা (ইয়ামানী মেহমানগণ) বলল, আপনার ভালবাসা (আমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে)। হে আল্লাহর রাসূল! (উদ্দেশ্য হলো) আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের ভালবাসেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাদের) বললেন: যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের ভালবাসুক তাহলে তিনটি গুণের প্রতি যত্নবান হও। (ক) সত্য কথা বল; (খ) আমানাত (ঠিকমত) আদায় কর; (গ) প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। কারণ, প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার সওয়াবকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমন সূর্য (-এর উত্তাপ) বরফকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (আস্-সহীহাহ্- ২৯৯৮)

হাদীসটি হাসান।

আল-খালয়ী তাঁর 'ফাওয়ায়িদে' ১৮/৭৪/১। হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান।

অপর কয়েকটি সানাদ পর্যালোচনার শেষে আলবানী (র) বলেন: আমাদের কাছে হাদীসটি 'হাসান' বা এর কাছাকাছি।

Contents

٧٩- قَالَ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. رَوَى مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . (الصحيحة: ٩٤٠)

৭৯. নাবী ﷺ বললেন: প্রত্যেক ধর্মের (জন্য) চরিত্র রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হলো, লজ্জাশীলতা। (এ হাদীসটি) আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। (আস্-সহীহাহ্- ৯৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৪১৮১; আলখারায়িতী তাঁর 'মাকারিমুল আখলাক্ব' পৃষ্ঠা ৪৭; তাবারানী সগীর পৃষ্ঠা ৫।

শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর বিভিন্ন সানাদের সমালোচনাগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, সম্মিলিত বর্ণনার (সাক্ষ্যের) ভিত্তিতে আনাস ও ইয়াযীদ বিন তালহার (রা) হাদীসগুলো সহীহ্।

٨٠- عَنْ أَبِيْ عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِلهِ آنِيَةً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوْبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ، وأحبها إليه ألينها وزرقها . (الصحيحة: ١٦٩١)

৮০. আবূ আনবাহ আল-খাওলানী নাবী ﷺ-এর হতে (হাদীসকে) মারফূ আখ্যায়িত করে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় যমীনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আল্লাহর পাত্র রয়েছে। আর তোমাদের প্রভুর পাত্র হলো, তার সৎ বান্দাদের অন্তর। তাঁর (আল্লাহর) কাছে (সর্বাধিক) প্রিয় হলো, যে (পৃথিবীবাসীর মধ্যে) সবচেয়ে অধিক নম্র ও কোমল (হৃদয়ের অধিকারী)। (আস্-সহীহাহ্- ১৬৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ আনবাহ আল-খাওলানী মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবরানী তার 'আল-মুজামুল কাবীর' ১/৪০। ইমাম আহমাদ তাঁর 'আয্-যুহ্দ' এ হা. ৩৮৪সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম مُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ তার إِتِّحَافُ سَادَةِ الْمُتَّقِيْنَ-এর (৬/২০৯) এবং ইমাম ইরাবী الْمُغْنِيْ فِيْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ-এর (২/১৭৩)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ ও সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

٨١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الشُّهَدَاءُ وَالأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَمَجْلِسِهِمْ مِنْهُ. فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا، وَجَلِّهِمْ لَنَا؟ قَالَ: قَوْمٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ، مِنْ نُزَّاعِ الْقَبَائِلِ، تَصَادَقُوا فِي اللهِ، وَتَحَابُّوا فِيهِ، يَضَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. (الصحيحة: ٣٤٦٤)

৮১. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহর কিছু (এমন) বান্দাহ রয়েছেন যাঁরা নবীও নন আবার শহীদও নন। (অথচ) কিয়ামাতের দিন আল্লাহর (অধিক) নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁর নিকট স্থান পাওয়ার দরুন নবীগণ ও শহীদগণ তাঁদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। অতঃপর (একথা শুনে) এক গ্রাম্য ব্যক্তি তার হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট তাদের গুণাগুণ বলুন, আমাদের (নিকট) তাদের (পরিচয়) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন? (জবাবে) তিনি বললেন, (তারা) মানুষদের মধ্য হতে একটি দল। (যারা) গোত্রসমূহের (নিকট) অপরিচিত (অর্থাৎ, খুবই সাধারণ প্রকৃতির ব্যক্তি) তারা পরস্পরের সাথে আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব রাখে এবং এ উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য নূরের মিম্বর স্থাপন করবেন। (কিয়ামাত দিবসে আজাবের ভয়ে) মানুষজন ভয় পাবে। (কিন্তু) তারা ভয় পাবেন না। তারা আল্লাহ তা'আলার ওলী (বন্ধু) যারা (এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, আয়াতটি হলো–) ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ তাদের ওপর কোন ভয় থাকবে না আর তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (আস্-সহীহাহ্– ৩৪৬৪)

হাদীসটি সহীহ্।

আল-মুস্তাদরাক ৪/১৭১। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে সাক্ষ্যমূলক হাদীস নাসায়ী তাঁর 'কুবরাতে' ৬/৩৬৪/১১২৩৬; আবূ ইয়ালা তাঁর 'মুসনাদে' ১০/৪৯৫/৬১১০; ইবনু হিব্বান ২৫০৮; বাইহাক্বী 'শুআবুল ঈমান' ৬/৪৮৫/৮৯৯৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্।"

٨٢- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ. (الصحيحة: ٥٢٢)

৮২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় সঠিক পথ প্রদর্শনকারী মুসলিম ব্যক্তি, অধিক সিয়াম পালনকারী, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দ্বারা অধিক সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমমর্যাদা লাভ করবে তার পবিত্র অভ্যাস ও উত্তম আচরণের কারণে। (আস্-সহীহাহ্- ৫২২)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ২/২২০, ১৭৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে সাক্ষ্যমূলক হাদীস (إِنَّ اللهَ لَيَبْلُغُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ)। আল-মুস্তাদরাক- ১/৬০; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٨٣- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. (الصحيحة: ٧٩٢)

৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (আস্-সহীহাহ্- ৭৯২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার الْمُسْنَد-এর (৬৭৬৭); ইমাম الطَّيَالِسُ তার الْمُسْنَد-এর হা. (২২৪৬); ইমাম السُّنَنُ-এর হা. ১৯৭৫; ইমাম বাইহাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' এর হা. ৭৯৮৫; شُعْبَة-এর তরীকে এই সূত্রে রিওয়ায়াত

করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে– ২/৪৪৫ 'أَخْلَاقًا' শব্দে বর্ণিত হয়েছে (بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ)।

শুআইব আল-আরনাউত বলেন: এর إِسْنَادُ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্ এবং এর এলন الأَعْمَش আর ابْنُ نُمَيْرٍ-এর হলেন عَبْدُ اللّٰهِ আর মাসরূক হলেন ابْنُ الاجدع ।

٨٤ـ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. قَالُوا: قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ . (الصحيحة: ٧٩١)

৮৪. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্য হতে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান লাভকারী ব্যক্তি হলো সে-ই; যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্য হতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় এবং কিয়ামাতের দিনে আমার থেকে সর্বাধিক দূরে স্থান লাভকারী ব্যক্তি হলো اَلثَّرْثَارُوْنَ (আছ্ছারছারুন– বাচাল), اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ (আল-মুতাশাদ্দিকুন– অধিক ঠাট্টাকারী) ও اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ (আল-মুতাফাইহিকুন) তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমরা اَلثَّارْثَارُوْنَ (আলছারছারুন) ও اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ (আল-মুতাশাদ্দিকূন)-এর ব্যাপারে জানলাম। (কিন্তু) اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ (আল-মুতাফাইহিকূন) কারা? (জবাবে) তিনি বললেন, (তারা হলো) অহংকারী ব্যক্তিবর্গ। (আস্-সহীহাহ্– ৭৯১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার 'اَلسُّنَنُ'-এর (১/৩৬৩); খাতীব তাঁর 'তারিখে' (৪/৬৪); সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ্ জামেউস সগীর হা. ২২০১-এ আর তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٨٥- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعُودُهُ فِي نِسَاءٍ، فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحْوَهُ، يَقْطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى فُؤَادِهِ) مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ دَعَوْتَ اللهَ فَشَفَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . (الصحيحة: ٣٢٦٧)

৮৫. হুসাইন ইবনু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত; (তিনি বলেন,) আমি আবূ উবাইদাহ ইবনু হুজাইফা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি তার ফুফু ফাতিমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাঁর নিকট গেলাম। (সেখানে দেখতে পেলাম) একটি মশক তাঁর দিকে (উপরে) লটকানো রয়েছে। (মশক হতে) টপকিয়ে পানির ফোঁটা তাঁর (ﷺ)-এর উপর পড়ছিল (অপর এক বর্ণনায় আছে, পানি তাঁর বুকের উপর পড়ছিল) জ্বরের তীব্র উষ্ণতা যা তিনি অনুভুব করছেন তার (যন্ত্রণা দূর করার) জন্য। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন তবে তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করেন নাবীগণ। এরপর যারা তার পরে আসেন (অর্থাৎ তাদের মহানুভবতায় মহান যাঁরা) এরপর তাদের পরবর্তীগণ এরপর তাদের পরবর্তীগণ (অর্থাৎ, সৎ ব্যক্তিগণ অধিক যন্ত্রণায় ভোগেন)। **(আস্-সহীহাহ্- ৩২৬৭)**

হাদীসটি হাসান।

নাসায়ী তার 'আস সুনানুল কুবরা'-এর ৪/৩৫৫/৭৪৯২, ৩৭৯-৮০; হাকিম- ৪/৪০৪; আহমাদ- ৬/৩৬৯.....। এর সানাদ জাইয়্যেদ। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ কেবল আবু উবায়দা ছাড়া। ইবনু হিব্বান ছিক্বাহ বলেছেন। ....

হায়ছামী বলেছেন: আহমাদ ও তাবারানী তাঁর 'কাবীরে' বর্ণনা করেছেন.... এর সানাদ হাসান।

٨٦ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا . (الصحيحة: ٣٠٦٣)

৮৬. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় সর্বাধিক পেরেশানীদায়ক (মিথ্যা) বস্তু হলো, (তা-ই যা) স্বপ্নের মধ্যে চক্ষুদ্বয়কে ঐ সকল বস্তু দেখায় যা তারা দেখেনি। (আস্-সহীহাহ্- ৩০৬৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার 'الـمـسـنـد'-এর (২/৯৬) হা. ৫৭১; সহীহ্ বুখারী হা. ৭০৪৩ (بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ) এ عَبْدُ الصَّمَدِ-এর তরিকে এই إِسْنَادُ এ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ابْنُ عَبَّاسٍ، وَاثِلَةُ بْنُ اسقع، ابوشريح الْخَزَاعِيُّ ইত্যাদি। যাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারীর (১২/৪৩০) হাদীসটি ابْنُ حَجَرٍ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বুখারীর শর্তে সহীহ্ আর এর রাবীগণ শায়িখাইনের রাবী।

٨٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا، لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اِسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ. وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ! ثَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، (قَالُوا: وَاللهِ مَا

بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ)، وَقَامَ الْحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ! إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا. فَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا﴾. (الصحيحة: ٣٠٧٥)

৮৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মূসা 'আলাইহিস সালাম (অধিক) লজ্জাশীল ও পর্দাকারী ব্যক্তি ছিলেন। (অধিক) লজ্জায় তাঁর (দেহের) চামড়ার কোন অংশ দেখা যেত না। (ফলে) বনী ইসরাঈলের (অনেক) কষ্টদানকারী তাঁকে (ঠাট্টা করার দ্বারা) কষ্ট দিয়েছে। তারা বলে (থাকে) তিনি (মূসা আলাইহিস সালাম) তাঁর (দেহের) চামড়ায় কোন ত্রুটি (অসুখ) থাকার কারণেই এরূপ পর্দা করে থাকেন। (ঐ রোগটি) হয়ত কুষ্ঠ রোগ অথবা অণ্ডকোষের রোগ কিংবা (অন্য কোন মারাত্মক) ত্রুটিযুক্ত রোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে তারা যা বলে থাকে তা থেকে পবিত্র প্রমাণিত করার ইচ্ছা করলেন।

একদিন মূসা 'আলাইহিস সালাম (জনশূন্য এলাকায়) একাকী গেলেন। অতঃপর পাথরের উপর (পরিধেয়) কাপড় রাখলেন এরপর (নদী কিংবা জলাশয়ে নেমে) গোসল করতে লাগলেন। গোসল সেরে কাপড় নেয়ার জন্য (পাথরের নিকট) গেলেন। (তখন) পাথর কাপড় নিয়ে (আল্লাহর কুদরতে) দৌঁড়াতে লাগল। মূসা 'আলাইহিস সালাম তার লাঠি নিয়ে (পাথরের পিছু পিছু ছুটলেন এবং) পাথরকে ডাকতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, হে পাথর! আমার কাপড় (রেখে যাও)। হে পাথর! আমার কাপড় (রেখে যাও)। এক পর্যায়ে পাথর বনী ইসরাঈলের এক (নেতৃস্থানীয়) দলের (লোকদের) কাছে গিয়ে থামল। তারা তাঁকে (মূসাকে) বিবস্ত্র অবস্থায় দেখল (যে তিনি) আল্লাহর সৃষ্টির (মাঝে) খুবই চমৎকার। আর তারা (যা বলত তার ত্রুটির ব্যাপারে) তাঁকে ত্রুটিহীন দেখতে পেল। (তারা বলল, আল্লাহর শপথ! মূসার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই)। পাথর দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর মূসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর বস্ত্র নিয়ে পরিধান করলেন। আর লাঠি দিয়ে

(অনবরত) তিনি পাথরকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্র শপথ! পাথরটিতে তিন অথবা চার কিংবা পাঁচটি (গভীর) দাগ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র বাণী: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ ব্যক্তিদের মত হয়ো না যারা মূসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিষ্কলঙ্ক করেছেন। আর তিনি আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান ছিলেন। (আস্-সহীহাহ্- ৩০৭৫)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী হা. ২৭৮, ৩৪০৪, ৪৭৯৯ (بَابُ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى); সহীহ্ মুসলিম- ১/১৮৩, ৭/৯৯; (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ); আবূ আওয়ানাহ- ১/২৮১; তিরমিযী হা. ৩২১৯; তাহাবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) 'শরহু মুশকিলিল আসার' ১/১১; জারীর তাবারী- ২২/৩৭; আহমাদ- ২/৩২৪, ৩৯২, ৫১৪, ৫৩৫ প্রভৃতি।

٨٨ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَصَفُّوهُمْ صُفُوفًا لِيُكْثِرُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَطْعَنْ بِرُمْحٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ بِسَيْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ، فَأُعْجِلْتُ عَنْهُ أَنْ آخُذَ سَلَبَهُ، فَانْظُرْ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا، فَأَعْطِنِيهَا!

فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ.

فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ، لَا يَفِيْءُ اللهُ عَلَى أَسَدٍ مِّنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا!

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . (الصحيحة: ٢١٠٩)

৮৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; হুনাইন যুদ্ধের দিন হাওয়াযিনরা (গোত্রবাসীরা) মহিলা, শিশু, উট ও বকরী নিয়ে (অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদসহ রণাঙ্গনে) আসে। তারা তাদের সারিবদ্ধ করল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (সারির) চেয়ে অধিক মনে হয়। অতঃপর মুসলিম ও মুশরিকগণ যুদ্ধ করতে শুরু করল। মুসলমানগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল। যেমন (কুরআনে) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُوْلُهُ আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! এবং বললেন: হে আনসারদের দল! আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পরাজয় করেন। তিনি (কাউকে) তীর নিক্ষেপ করেননি এবং (কাউকে) তরবারীর আঘাতও করেননি। নাবী ﷺ ঐদিন বলেছিলেন, যে কোন কাফেরকে হত্যা করবে তার জন্য নিহতের গানীমাত অর্জিত হবে। সেদিন আবূ কাতাদা বিশজনকে (মুশরিককে) হত্যা করেছিলেন এবং তাদের সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন।

আবূ কাতাদা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক ব্যক্তির ঘাড়ের রগে আঘাত করলাম তার নিকট যুদ্ধের এক ঢাল ছিল আমি তার সম্পদ নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম। (তবে তা নিতে পারিনি) দেখুন হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তিকে? সে সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা (গানীমাতের সেই ঢাল) নিয়েছি। আপনি এ ব্যাপারে রাজি থাকুন এবং আমাকে তা প্রদান করুন। অতঃপর নাবী ﷺ চুপ থাকলেন আর নাবী ﷺ-এর কাছে যা-ই চাওয়া হোক না কেন, তা তিনি প্রদান করতেন; কিংবা চুপ থাকতেন। অতঃপর উমার (রা) বললেন, না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ

গানীমাতের সম্পদ তার এক সিংহকে রেখে অপর সিংহকে দেন না। আর তা তিনি তোমাকে প্রদান করেছেন। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন। (আস্-সহীহাহ্- ২১০৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। ابْنُ الْبَيِّعِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمِ তার الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ-এর (২/১৩০)-এ হাদীসটিকে সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্ বলেছেন। আর ইমাম আয্-যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٨٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ نَاسٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ: إِنِّي لَأُحِبُّ هٰذَا لِلّٰهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعَلَّمْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَقُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ، فَقَالَ: أُحِبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ. (الصحيحة: ٣٢٥٣)

৮৯. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর নিকট কয়েকজন ব্যক্তি ছিল। ঐ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির লাভের) জন্য ভালবাসি। নাবী ﷺ বললেন; তুমি তাঁকে কি তা (একথা) জানিয়ে দিয়েছ? সে (লোকটি) বলল: না। তিনি (ﷺ) তাঁকে বললেন; তাঁর কাছে যাও এবং তাঁকে তা জানিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার নিকট গিয়ে তা জানিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বলল, আমি তোমাকে ঐ কারণে ভালবাসি যে কারণে তুমি আমাকে ভালবাস। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর সে নাবী ﷺ-এর নিকট ফিরে আসলেন এবং তাঁকে ঐ ব্যাপারে অবহিত করলেন তিনি সে বলেলেন। নাবী ﷺ বললেন: তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে (হাশরের ময়দানে উঠবে) যাকে তুমি ভালবাস। আর তোমার জন্য তা-ই (মিলবে) যা তুমি ধারণা করবে (বিশ্বাস করবে)। (আস্-সহীহাহ্- ৩২৫৩)

হাদীসটি হাসান।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/২০০/২০৩১৯; বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' ৬/৪৮৯/৯০১১ যঈফ.....

আনাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ- ৩/২৬২, ২৮৩; আবূ ই'য়ালা- ৫/১৪৪/২৭৫৮; ইবনু হিব্বান- ১/৩৮৭/৫৬৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ।

٩٠- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ، قَالَ: زَحَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَفِى رِجْلِى نَعْلٌ كَثِيْفَةٌ، فَوَطِئْتُ عَلٰى رِجْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنَفَحَنِى نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِىْ يَدِهٖ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، أَوْجَعْتَنِىْ. قَالَ: فَبِتُّ لِنَفْسِى لاَئِمًا أَقُوْلُ: أَوْجَعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذًا رَجُلٌ يَقُوْلُ: أَيْنَ فُلاَنٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: هٰذَا وَاللهِ الَّذِى كَانَ مِنِّىْ بِالْأَمْسِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ وَطِئْتَ بِنَعْلِكَ عَلٰى رِجْلِى بِالْأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِىْ، فَنَفَحْتُكَ بِالسَّوْطِ، فَهٰذِهٖ ثَمَانُوْنَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا. (الصحيحة: ٣٠٤٣)

৯০. আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বাকার আরবের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (আরবী ব্যক্তি) বলেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ভিড় করলাম। আমার পায়ে মোটা জুতা ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ে (অসাবধানতাবশত) পা দিয়ে মাড়ালাম। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর হাতের (কোড়া জাতীয়) লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, بسم الله (বিসমিল্লাহ) তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ। তিনি (আরবী ব্যক্তিটি) বলেন, আমি নিজকে ভর্ৎসনা করা অবস্থায় রাত কাটালাম এবং আমি নিজেকে নিজেই সম্বোধন করে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যথা দিয়েছ! আমি রাত্র (খুব কষ্টে) কাটালাম যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যখন আমি সকালে উপনীত হলাম। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি বলল, ওমুক ব্যক্তি

কোথায়? সে (লোকটি) বলল, আমি বললাম, আল্লাহর কসম ইনি ঐ ব্যক্তি যে গতকাল ছিল। তিনি বললেন, আমি ভয়ে ভয়ে চললাম। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, গতকাল তুমি আমার পায়ে তোমার জুতা দিয়ে মাড়িয়ে আমাকে ব্যথা দিয়েছিলে যার ফলে আমি তোমাকে কোড়া দিয়ে আঘাত করেছিলাম। (তার বিনিময়ে) এই আশিটি উষ্ট্রী, (তোমাকে দিলাম) এগুলো গ্রহণ কর। (আস্-সহীহা- ৩০৪৩)

হাদীসটি হাসান।

দারেমী– ১/৩৪-৩৫-এর সানাদ জাইয়্যেদ।

দারেমীর মুহাক্কিক্ব হুসাইন সালিম আল-আসাদ দু'জন রাবীকে মুদাল্লিস বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত দারেমী– ১/৪৮/৭২)

আলবানী হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

٩١ـ عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ. (الصحيحة: ٣٥٥٥)

৯১. আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন: তোমরা অচিরেই আমার পরে স্বার্থপরতা (অবলম্বনকারী অর্থাৎ অন্যের ভালো-মন্দ না দেখে শুধু নিজের ভাল ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্যকারী ব্যক্তি কিংবা শাসক) ও শাসন-ক্ষমতা দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করবে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ঐ ব্যাপারে) আমাদের আপনি কী আদেশ (দিক নির্দেশনা দান) করেছেন? (জবাবে) তিনি বললেন: তাদের অধিকার তোমরা (তাদের) দিয়ে দাও আর আল্লাহর নিকট তোমাদের অধিকার তোমরা চেয়ে নাও। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৫৫)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ৭০৫২ (অন্যতম অনুচ্ছেদ– بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا); সহীহ্ মুসলিম– ৬/১৭-১৮; তিরমিযী হাদীস নং ২১৯০; আবূ নুঈম তার 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' ৪/১৪৮; আহমাদ– ১/৪৩৩; তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীর' হাদীস নং ১০০৭৩।

Contents

٩٢ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ (وَفِى رِوَايَةٍ: صَالِحَ) الْأَخْلَاقِ . (الصحيحة: ٤٥)

৯২. আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আমি উত্তম (অপর বর্ণনা মতে সৎ) চরিত্রতার পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (আস্-সহীহাহ- ৪৫)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ২৭৩; ইবনু সা'দের তাবাক্বাত- ১/১৯২; হাকিম- ২/৬১৩; আহমাদ- ২/৩১৮।

ইবনু 'আসাকির 'তারিখে দিমেশক' ৬/২৬৭/১-এর সানাদ হাসান।

হাকিম বলেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٩٣ـ عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ (مِنْهُ) رِيحًا خَبِيثَةً . (الصحيحة: ٣٢١٤)

৯৩. আবূ মূসা (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সৎ বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো, সুগন্ধি বহনকারী ও কামারে ভাটির মত (অর্থাৎ কামারের চুলার মত) সুগন্ধি বহনকারী হয়ত তোমাকে (সুগন্ধির) কিছু অংশে তোমাকে অংশগ্রহণ করাবে কিংবা তুমি তার নিকট থেকে (কিছু সুগন্ধি) ক্রয় করবে (তাও যদি না হয় তবে) তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর কামারের ভাট্টি হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে নতুবা তার থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে। (আস্-সহীহাহ- ৩২১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ২১০১, ৫৫৩৪ (অন্যতম অনুচ্ছেদ- بَابُ الْمِسْكِ); সহীহ্ মুসলিম- ৮/৩৭-৩৮; ইবনু হিব্বান- ১/৩৮৬/৫৬২/৫৭৮। বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান- ৭/৫৪/৯৪৩৫; আহমাদ- ৪/৪০৪।

٩٤ـ عَنْ طَاوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّمَا يَهْدِيْ إِلَى أَحْسَنِ الأَخْلَاقِ: اَللهُ، وَإِنَّمَا يَصْرِفُ مِنْ أَسْوَئِهَا هُوَ. (الصحيحة: ٣٢٥٥)

৯৪. তাউস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তিনি মিম্বরে (বসা) ছিলেন। উত্তম চরিত্রের প্রতি আল্লাহই পথ দেখান আবার মন্দ চরিত্র থেকে তিনিই (মানুষকে) দূরে রাখেন। (আস্-সহীহাহ- ৩২৫৫)

হাদীসটি সহীহ্ মুরসাল।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ১১/১৪৬/২০১৫৬ -সহীহ্ মুরসাল।

শক্তিশালী সাক্ষ্যমূলক হাদীস: আলী (রা) থেকে আহমাদ- ১/১০২; মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ তাঁদের 'সহীহাতে'; তিরমিযী- সহীহ্ বলেছেন। সহীহ্ সুনানে আবূ দাঊদ হাদীস নং ৭৩৮।

٩٥ـ عَنْ هَانِيٍّ: أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ الطَّعَامِ. (الصحيحة: ١٩٣٩)

৯৫. হানী থেকে বর্ণিত যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গোত্রপ্রতিনিধি আসল তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু জান্নাতকে আবশ্যক করে? (জবাবে) তিনি বললেন, তোমার জন্য আবশ্যক হলো উত্তম কথা বলা (অর্থাৎ সবার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা) এবং (অনাহারীকে) আহার করানো (অন্ন দান করা)। (আস্-সহীহাহ- ১৩৯৩)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী তাঁর "خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ" ইবনু আবীদ দুনিয়া তাঁর "اَلصَّمْتُ" ২/৯/১; হাকিম- ১/২৩ -তিনি হাদীসটিকে মুস্তাক্বীম বলেছেন....

ইমাম আয্-যাহাবী এতে চুপ থেকেছেন।

Contents

٩٦ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلَقَّى، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ. (الصحيحة: ٢٨٦٨)

৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ এক ক্রীতদাস (পূর্বে) যাকে তিনি ফাতিমার জন্য দান করেছিলেন, তাকে নিয়ে ফাতিমার নিকট গেলেন। তিনি (আনাস) বলেন (ঐ সময়) ফাতিমার পরনে এমন এক বস্ত্র ছিল যখন তিনি (ফাতিমা) কাপড় টেনে মাথা ঢাকেন তখন তার দু'পায়ে তা পৌঁছেনা (অর্থাৎ মাথা ঢাকলে পা উন্মোচিত হয়) আর যখন পা ঢাকে তখন তা মাথায় পৌঁছেনা। অতঃপর নাবী ﷺ যখন তার (এ) কর্মকাণ্ড দেখে বললেন, তোমার কোন সমস্যা নেই। কারণ (এ দু'জনের একজন) তোমার বাবা ও অন্যজন তোমার ক্রীতদাস। (আস্-সহীহাহ- ২৮৬৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম যিয়া আল-মাকদেসী তার আল-মুখতারাহ এর (১/৪১); ইমাম আবূ দাউদ তার السُّنَنُ-এর হা. ৪১০৬ (بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)-এ সহীহ্ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

٩٧ـ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ. (الصحيحة: ٥١٩)

Contents

৯৭. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাকে বলেন: যাকে নম্রতার অংশ দান করা হয়েছে (অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাকে নম্র-স্বভাব দান করেছেন) তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অংশ দান করা হয়েছে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, উত্তম আচরণ করা এবং প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ দেশকে আবাদ করে থাকে (অর্থাৎ দেশ ধনে-জনে বৃদ্ধি পায়) এবং হায়াত বৃদ্ধি করে (অর্থাৎ, হায়াতে বরকত লাভ হয়)। (আস্-সহীহাহ- ৫১৯)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৬/১৫৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং মুহাম্মাদ বিন মুহযাম ছাড়া সবাই শাইখাইনের রাবী। আর তিনিও ইবনু মাঈনের কাছে ছিক্বাহ।

٩٨- قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لِغَيْرِ هٰؤُلَاءِ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي (بَيْنَ) أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ. (الصحيحة: ٣٥٨٩)

৯৮. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সম্পদ) বণ্টন করছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, এরা ব্যতীত (অন্যান্যরা) এ ব্যাপারে (সম্পদ পাওয়ার উপযুক্ততায়) এদের চেয়ে অধিক হকদার। তিনি বললেন: তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছে যে, তারা আমার নিকট অসদুপায়ে কিছু চাইবে অথবা আমাকে তারা কৃপণ আখ্যা দিবে। আর আমি কৃপণ নই। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৮৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহার (৩/১০৩) (بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ)-এ; ইমাম আহমাদ তার 'الْمُسْنَدُ'-এর (১/২০, ৩৫)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٩٩ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ): أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاً فَقَالُوا: لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِغْتَبْتُمُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ، قَالَ: حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ . (الصحيحة: ٢٦٦٧)

৯৯. আমর ইবনু শুয়াইব তাঁর বাবা ও দাদা (মুয়াজ ইবনু জাবাল)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তির আলোচনা করে বলছিলেন, (যে) সে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খায় (অর্থাৎ বেশি খায়) আর যতক্ষণ না তার জন্য (সওয়ারী) সুসজ্জিত করা হয় ততক্ষণ (সে বাহনে) আরোহণ করে না (অর্থাৎ সওয়ারী সুসজ্জিত করে বাঁধার পর সে তাতে আরোহণ করে)। (একথা শুনে) নাবী ﷺ বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো ঐ বিষয়ই উল্লেখ করেছি যা তার মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপারই আলোচিত হয়েছে) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, (গীবত হওয়ার জন্য) তোমার ভাইয়ের মধ্যে যা (অর্থাৎ, যে ত্রুটি) রয়েছে তার আলোচনাই যথেষ্ট। (আস্-সহীহাহ- ২৬৬৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আমর ইবনু শুয়াইব তাঁর বাবা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে এবং তিনি مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফার রাযী তার "مَجْلِسٌ مِنَ الْأَمَالِيِّ"-এর (১/১৭৮) হাদীসটিকে সহীহ্ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٠٠ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّيْ لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ. قَالَتْ: قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً، قُلْتِ: بَلٰى، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً، قُلْتِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، لَا أَهْجُرُ إِلَّا إِسْمَكَ. (الصحيحة: ٣٣٠٢)

১০০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি। তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তা আপনি বুঝতে সক্ষম হন? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তুমি যখন (আমার প্রতি) সন্তুষ্ট থাক তখন তুমি বল– হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রভুর শপথ! আর যখন তুমি (আমার প্রতি) অসন্তুষ্ট হও তখন তুমি বল, না, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রভুর শপথ। তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ (চিরকাল আপনাকে মনে-প্রাণে সর্বাধিক ভালবাসলেও ঐ সময়ে) শুধু আপনার নামই বাদ দেই। (অর্থাৎ, তখন শুধু আপনার নাম উল্লেখ করি না বটে; তবে আপনিই আমার সব তা মনে প্রাণে তখনও বিশ্বাস করি।) (আস্-সহীহাহ- ৩৩০২)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ তাঁর 'মুসনাদে' ১/১৮৫ এবং 'আল-ফাযায়েল'-এ ২/৯২৪/১৭৬৮; বর্ধিতভাবে বর্ণনা করেছেন 'আব্দুল্লাহ তাঁর 'আল-ফাযায়িলে'-এ ২/৯৩৮/১৮০৪; বায্‌যার তাঁর 'মুসনাদে' ৩/২৪৮/২৬৭৩ কাশফুল আসতার; আবূ ইয়ালা ২/১৩৯/৮২০.....।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: এর সানাদ হাসান। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ– ১/১৮৫/১৬১০); তাহক্বীক্বকৃত সহীহ্ ইবনু হিব্বান– ১৫/৫২৮/৭০৫২।

١٠١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا، وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا، وَهُوَ يَسْمَعُ. (الصحيحة: ١٧٤٠)

১০১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতের অধিবাসী ঐ ব্যক্তি যার উভয় কান আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রশংসা দ্বারা পূর্ণ করে দেন আর সে তা শুনে থাকে। আর জাহান্নামের অধিবাসী ঐ ব্যক্তি যার উভয় কান মানুষের মন্দ বর্ণনা অর্থাৎ নিন্দা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়, আর সে তা শুনতে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ১৭৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মাজাহ হা. ৪২২৪; তাবারানী তাঁর 'আল-মুজামুল কাবীরে' হা. ১২৭৮৭; আবূ নুঈম তার 'আল-হিলইয়াহ' ৩/৮০; বাইহাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' ২/৩৪২/১.....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।

বুসিরী (র) তাঁর 'আয্-যাওয়ায়েদে' ২/২৮৫ বলেন: এই হাদীসের সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। হ্যাঁ, হাদীসটি সহীহ্- কেননা এর অনেক সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

١٠٢ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَوْصِنِيْ. قَالَ: أُوْصِيْكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحِيْ رَجُلاً مِنْ صَالِحِيْ قَوْمِكَ . (الصحيحة: ٧٤١)

১০২. সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (কিছু) উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার গোত্রের সৎ ব্যক্তিদের থেকে যেমন তুমি লজ্জা পোষণ করে থাক তেমনি তোমাকে আমি আল্লাহ তা'আলার থেকে লজ্জা পোষণ করার (জন্য) উপদেশ দিচ্ছি। (আস্-সহীহাহ- ৭৪১)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ তাঁর 'আয্-যুহদে' পৃষ্ঠা ৪৬; আবূ উরওয়াবাতুল হিরওয়ানী 'তাবাক্বাত-এ ২/১০/১; সালমী 'আদাবুস সহবাতু' ১/১২; বাইহাক্বী 'শুআবুল ঈমান'-এ ২/৪৬২/২; আলখারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক্ব' পৃষ্ঠা ৫০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٠٣ـ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الصَّعَدَاتِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: الطُّرُقِ) فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَإِرْشَادُ الضَّالِّ. (الصحيحة: ٢٥٠١)

১০৩. উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা গমনাগমনের পথে বসা থেকে দূরে থাক। (অপর এক বর্ণনায় الطرق। অর্থাৎ, পথের উল্লেখ রয়েছে) একান্ত যদি বসেই থাক (অর্থাৎ রাস্তায় বস) তবে রাস্তাকে তার অধিকার দাও। প্রশ্ন করা হলো, রাস্তার অধিকার কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের উত্তর দেয়া ও পথহারাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া। (আস্-সহীহাহ্- ২৫০১)

হাদীসটি সহীহ্।

ত্বহাবী তাঁর 'মুশকিলুল আছারে' ১/৫৮; বায্যার তাঁর 'মুসনাদে' ২/৪৬৫/২০১৮। মূল মর্মে সহীহ্ বুখারী (بَابُ أَفْنِيَةُ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسُ عَلَى الصَّعَدَاتِ)।

সহীহ্ মুসলিমে (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءُ الطَّرِيقِ حَقَّهُ) হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٠٤ـ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: تَفَاخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَأَصْحَابُ الشَّاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بُعِثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا رَاعِي غَنَمٍ بِأَجْيَادَ. (الصحيحة: ٣١٦٧)

১০৪. আবদা ইবনু হাযন থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: উট ও বকরী পালনকারীরা একে অপরের উপর গর্ব করছিল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, মূসা 'আলাইহিস সালামকে (নাবী হিসেবে) প্রেরণ করা হয়েছিল অথচ তিনি

বকরীর রাখাল ছিলেন। দাউদ 'আলাইহিস সালামকে (নাবী হিসেবে পৃথিবীতে) প্রেরণ করা হয়েছিল অথচ তিনিও বকরীর রাখাল ছিলেন। আর আমিও ছাগলের উত্তম রাখাল। (আস্-সহীহাহ- ৩১৬৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী তাঁর 'তারিখে' ৩/২/১১৩-১৪; 'আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৫৭৭; আদ-দাওয়ালাবী তাঁর 'আলকীনা'-এ ১/৯২।....

এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীসটি হল, আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হাদীস- "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ..." সহীহ্ বুখারী (بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ)।

١٠٥ـ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ . (الصحيحة: ١٧٧٧)

১০৫. সুয়াইদ ইবনু আমির আল-আনসারী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে সিক্ত কর যদিও তা সালাম (বিনিময় করার) মাধ্যমে হোক। (আস্-সহীহাহ- ১৭৭৭)

হাদীসটি হাসান।

ওয়াকী' 'আয্-যুহদে' ২/৭৪/২; ইবনু হিব্বান তাঁর 'ছিক্বাতে' ১/৭৫; কাযা'য়ী তাঁর 'মুসনাদে শিহাবে' ১/৫৫; ইবনু আসাকীর 'তারিখে দিমাশক' ১২/১৩২/২।.... সহীহ্ মুরসাল।...

তবে মওসূল সূত্রে ইবনু আব্বাস, আনাস বিন মালিক এবং সাওয়ীদ বিন 'আমর থেকে (সাক্ষ্যমূলক) হাদীস বর্ণিত হয়েছে।.....

শাইখ আলবানী অন্যত্র হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহুল জামেউস সগীর হাদীস নং ২৮৩৮)

١٠٦ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ . (الصحيحة: ٩٧٧)

১০৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে, অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশকারী (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশে সাহায্যকারী) বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। (জবাবে) তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র (অধিকহারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশে সাহায্য করে) আর মুখ ও লজ্জাস্থান অধিকহারে মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

(আস্-সহীহাহ- ৯৭৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার তার 'السنن'-এর (১/৩৬১); ইমাম ইবনু মাজাহ তার 'السنن'-এর হাদীস নং ৪২৪৬; ইমাম আহমাদ তার 'المسند' এর হা. ৯৬৯৬ ও ৭৯০৭।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সহীহ্-গারীব ও হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

١٠٧ـ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوْعًا: ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبِقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةُ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ. وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَإِزَارُهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِيْ أَمْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. (الصحيحة: ٥٤٢)

১০৭. ফুযালাহ ইবনু উবাইদ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ তারা জান্নাতী হোক কিংবা জাহান্নামী হোক তিনি তাদের ধার ধারেন না) (ক) ঐ ব্যক্তি যে (মুসলিম উম্মাহের) দলকে বিচ্ছিন্ন করেছে; (খ) যে তার ইমামের (মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের তথা শাসকের) বিদ্রোহ করে এবং বিদ্রোহী অবস্থায় মারা যায়। (গ) ঐ দাস-কিংবা দাসী যে (মালিকের নিকট থেকে) পালিয়ে যায় এবং (পলাতক অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করে এবং ঐ স্ত্রীলোক যার স্বামী (সফরের জন্য

কিংবা কোন প্রয়োজনে) দূরে যায় আর পার্থিব খরচাদি (যা স্বামী তাকে দিয়েছে) তার জন্য যথেষ্ট হয়। অতঃপর (তথাপি) সে তার পরে (অর্থাৎ স্বামীকে ছেড়ে অন্যের সাথে) বের হয়ে যায়। এদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না এবং (আরো) তিন শ্রেণীর জন্য জিজ্ঞেস করো না– (ক) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার চাদর নিয়ে টানাটানি করে। কারণ তাঁর (আল্লাহর) চাদর হলো অহংকার। আর তাঁর পরিধেয় (জামা) হলো সম্মান। (খ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর বিচার তথা তার ফায়সালার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। (গ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। (অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত পাবে বলে সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না)। (আস্-সহীহাহ- ৫৪২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ফুযালা ইবনু উবাইদ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায্যার তার اَلْمُسْنَدُ-এর (২/৩৭২) হাসান সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

১٠٨ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوْثُ، وَالرَّجُلَةُ. (الصحيحة: ٣٠٩٩)

১০৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। (তারা হলো) (ক) পিতামাতার অবাধ্য (সন্তান); (খ) সর্বদা মদ্যপানকারী; (গ) দান করে খোঁটাদানকারী (অর্থাৎ কাউকে কিছু দান করার পর তাকে হেয় করার জন্য দানের বিষয়টি উল্লেখ করা) আর তিন শ্রেণীর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তারা হলো) (ক) পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান); (খ) দাইয়ুস (যে নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেয়); (গ) ঐ মহিলা যে পুরুষের বেশ-ভূষা ধারণ করে। (আস্-সহীহাহ- ৩০৯৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৫৯০; ইবনু হিব্বান- ৫০; হাকিম- ১/১১৯; আহমাদ- ৬/১৯; ইবনু আবী 'আসিম তাঁর 'আস-সুন্নাহ' হাদীস নং ৮৯...।

হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন.... এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

ইবনু আসাকীর (র) বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব, আবূ হানী একক এবং এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٠٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ. وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ. (الصحيحة: ٤٩٥)

১০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান (তার অধিকারীকে নিয়ে) জান্নাতে যাবে। আর অশ্রাব্য (অশ্লীল) কথা বলা অসৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর (যবতীয়) অসৎ কর্মকাণ্ড (তার কর্তাকে নিয়ে) জাহান্নামে যাবে। (আস্-সহীহাহ- ৪৯৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ১/৩৬১; ইবনু হিব্বান- হাদীস নং ১৯২৯; হাকিম- ১/৫২-৫৩; আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব 'আল-জামে' ৭৩ পৃষ্ঠা; আহমাদ- ২/৫০১...।

তিরিমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাকিম বলেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্ এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

١١٠ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبِيْبٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَعِيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ تَعَالَى فِيْ قَلْبِهِ رَحْمَةً لِّلْبَشَرِ. (الصحيحة: ٤٥٦)

১১০. আমর ইবনু হাবীব থেকে বর্ণিত; তিনি সাঈদ ইবনু খালিদ ইবনু আমর ইবনু উসমানকে বলেন, তুমি কি জাননা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি অকৃতকার্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরে মানুষের জন্য দয়া (ভালবাসা ও অনুগ্রহ) সৃষ্টি করেনি। (অর্থাৎ, যার অন্তরে মানুষের ভালবাসা নেই সে অমানুষ ও মঙ্গলহীন ব্যক্তি)। (আস্-সহীহাহ- ৪৫৬)

হাদীসটি হাসান।

Contents

হাদীসটি আমর ইবনু হাবীব রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম দুলাবী তার الْكُنَى وَالْأَسْمَاءُ-এর (১/১৭৩) ইমাম ইবনু আসাকির তার تَارِيخُ دِمَشْقَ-এর (৭/১১৩/২) এ হাদীসটির সানাদকে হাসান বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

١١١ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّينِ

(الصحيحة: ٢٧٨)

১১১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: দু'টি (উত্তম) গুণাবলী মুনাফিকের অন্তরে সমবেত হতে পারে না (তা হলো) (ক) উত্তম চরিত্র (আচরণ) ও (খ) দ্বীনের গভীর জ্ঞান। (আস্-সহীহাহ- ২৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ২/১১৪। [অনেকে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। হাদীসটি পর্যালোচনার শেষে আলবানী (র) বলেন:] আলোচ্য বাক্যে বিভিন্ন হাদীসের সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্।

١١٢ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا . (الصحيحة: ٢٨٦)

১১২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিই যে তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (আস্-সহীহাহ-২৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ্ বুখারী- ৪/১২১ (بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ) 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ২৭১ সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম তার সহীহার (৭/৭৮) (بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) অধ্যায়ে হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

١١٣ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:
خِيَارُكُمْ إِسْلَامًا، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوْا . (الصحيحة: ١٨٤٦)

১১৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। যদি তারা দ্বীনী জ্ঞান লাভ করে। (অর্থাৎ দ্বীনী জ্ঞানসম্পন্ন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই সর্বোত্তম মুসলিম)। **(আস্-সহীহাহ- ১৮৪৭)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ২৮৫; ইমাম আহমাদ তার 'الْمُسْنَدُ'-এর হা. ১০০২২, ১০১৭০, ৭২১২ ও ৯২৩৫-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী।"

١١٤ـ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: أَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، لَوْلَا خِصَالٌ ثَلَاثٌ فِيْكَ! قَالَ: وَمَا هُنَّ: قَالَ: اِكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ مِنَ الرُّوْمِ، وَفِيْكَ سَرَفٌ فِى الطَّعَامِ. قَالَ: أَمَّا قَوْلُكَ: اِكْتَنَيْتَ وَلَمْ يُوْلَدْ لَكَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَنَّانِى أَبَا يَحْيَى. وَأَمَّا قَوْلُكَ: اِنْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَلَسْتَ مِنْهُمْ، وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّوْمِ، فَإِنِّى رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، فَسَبَتْنِى الرُّوْمُ مِنَ الْمَوْصِلِ بَعْدَ إِذْ أَنَا غُلَامٌ عَرَفْتُ نَسَبِى. وَأَمَّا قَوْلُكَ: فِيْكَ سَرَفٌ فِى الطَّعَامِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ. (الصحيحة: ٤٤)

১১৪. হামযাহ ইবনু সুহাইব তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উমার সুহাইবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তোমার মধ্যে তিনটি বিষয় না থাকত তবে তুমি পূর্ণ ব্যক্তি হতে। তিনি (সুহাইব) বললেন, ঐ (বিষয়)গুলো কী? তিনি (উমার) বললেন, (ক) তুমি কুনিয়াত (ছেলে বা মেয়ের নামের দিকে সম্পর্কিত করে যে নাম রাখা হয় যেমন আবুল কাসেম, আবু হানিফা ইত্যাদি আমাদের দেশে যেমন তারেকের বাপ, আয়িশার বাপ ইত্যাদি) গ্রহণ করেছ (অথচ) তোমার সন্তান নেই। (খ) তুমি তোমাকে আরবের দিকে সম্পর্কিত করেছ (অথচ) তুমি রোমের অধিবাসী (অর্থাৎ তুমি রোমে জন্মগ্রহণকারী); (গ) এবং তোমার মাঝে খাবার দাবারে (অধিক) ব্যয় করার দোষ আছে (অর্থাৎ, কাউকে খাদ্য দান করার বেলায় দানে তুমি অধিক উদার) (জবাব দেয়ার জন্য) সে (সুহাইব) বলল, আপনার বক্তব্য যে তুমি কুনিয়াত গ্রহণ করেছ অথচ তোমার সন্তান নেই। (এর জবাব হলো) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবূ ইয়াহইয়া বলে ডেকেছেন। আর আপনি বলেন যে, তুমি তোমাকে আরবের প্রতি সম্পর্কিত করেছ অথচ তুমি আরবী নও। বরং তুমি রোমের অধিবাসী (তার জবাব হলো) আমি নামির ইবনু কাসিত বংশের লোক। আমি বালেগ হওয়ার পর যখন আমার বংশ সম্পর্কে আমি (ভালভাবে) জ্ঞান লাভ করেছি তখন মুসেল (ইরাকের এক শহর) থেকে আমাকে রোমে স্থানান্তর করা হয়। (অর্থাৎ, আমার বংশের লোক মুসেল ত্যাগ করে রোমে যায়। সুতরাং আমি জন্মগতভাবে আরবী) আর আপনার (শেষ) বক্তব্য যে, তোমার মাঝে খাবার দাবারের ব্যাপারে অতিরঞ্জতা আছে। (তার জবাব হলো), আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে (অপরকে) আহার করায়।

(আস্-সহীহাহ- ৪৪)

হাদীসটি হাসান।

লাওয়ীন তাঁর "أَحَادِيثُهُ" ২/২৫; ইবনু আসাকির- ৮/১৯৪-৯৫; যিয়া মুক্বাদ্দিসী 'আল-আহাদিসুল মুখতারা' ১/১৬; হাফিয ইবনু হাজার তাঁর "الْأَحَادِيثُ الْعَالِيَاتُ" হাদীস নং ২৫।

তিনি (র) বলেন: হাদীসটি হাসান; এটি ইবনু মাজাহ, আবূ ইয়ালা ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

বুসিরী (র) বলেছেন- এর সানাদ হাসান।

١١٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، حَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ.

(الصحيحة: ٣٢٦٥)

১১৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি রহম করুন যার নিকট তাঁর ভাই অন্যায়ভাবে জান অথবা মাল হারিয়েছে অতঃপর সে তার নিকট যায় এবং তা গ্রহণ করার পূর্বেই তা হালাল ভাবে। অথচ সেখানে দিনারও ছিলনা দিরহামও ছিল না। (কিয়ামাতের দিন) যদি তার (সৎকাজের) সওয়াব থেকে থাকে তবে তার সওয়াব থেকে (নিহত ব্যক্তিকে বা সম্পদ হারা ব্যক্তিকে বিনিময় হিসেবে দেয়ার জন্য) গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার (অত্যাচারীর) সওয়াব না থাকে তবে তারা (নিহতরা বা সম্পদহারা ব্যক্তিরা) তাদের গুনাহ তার (অত্যাচারীর) উপর চাপাবে। (আস্-সহীহাহ- ৩২৬৫)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী- ২/৬৮; ইবনু জারীর তাবারী- ২/২৮/২৭৫; আবূ ইয়ালা- ৪/১৫৪১।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সাঈদ আল-মাক্ববুরী থেকে হাসান গরীব।

আলবানী (র) বলেন: এটি যঈফ।...

ইবনু হিব্বান (তাহক্বীক্ব ইহসান) হাদীস নং ৭৩১৮; আবূ নুঈম 'আল-হিলইয়াহ' ৬/৩৪৩। তিনি তাঁর 'মুয়াত্তা'-এ সহীহ্ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ। মুহাম্মাদ বিন হারিস আল-হার্রানী ছাড়া সবাই সহীহ্ মুসলিমের রাবী। নাসায়ী বলেন: "صَالِحٌ يُرْسِلُ"; ইবনু হিব্বান তাঁর 'ছিক্বাতে' ৯/১০২; বর্ণনা করেছেন। হাফিয বলেছেন- "صَدُوقٌ" (সত্যবাদী)।

١١٦ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ. (الصحيحة: ٥١٦)

১১৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: পিতার (ও মাতার) সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি (লাভ হয়) আর পিতার (ও মাতার) অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি (নেমে আসে)। (আস্-সহীহাহ- ৫১৬)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী ১/৩৪৬, ইবনু হিব্বান হাদীস নং ২০২৬, আল-হাসান বিন সুফিয়ান তার 'আল-আরবাঈন' ২/৬৯।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি মারফু' না হওয়াটাই অধিক সহীহ।

শু'বা থেকে খালিস বিন হারিস ছাড়া আর কেউ এটিকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। খালিদ বিন হারিস রাবী হিসাবে মা'মুন (নির্ভরযোগ্য)।.....

হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাকে ৪/১৫১-৫২ দুইভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

١١٧ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ، (وَالرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ) . (الصحيحة: ٩٢٥)

১১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ করে থাকেন। ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও (তাহলে) যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন। (দয়া আল্লাহর একটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষস্বরূপ যে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। আর যে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।)

(আস্-সহীহাহ- ৯২৫)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৯৪১, তিরমিযী ১/৩৫০, আহমাদ ২/১৬০, আল-হুমায়দী হাদীস নং ৫৯১, হাকিম ৪/১৫৯ –তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

খতীব বর্ণনা করেছেন তাঁর 'তারীখে' ৩/২৬০।..... কিছুটা ভিন্ন শব্দে তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরে' ১/১১৮/২। মুনযিরী (র) তাঁর 'তারগীবে' ৩/১৫৫ বলেছেন: এর সানাদ শক্তিশালী জাইয়্যেদ।

١١٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا: (١) قَالَ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى. (٢) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى. (٣) قَالَ: أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ. (٤) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. (٥) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ. (٦) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى. (٧) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبُ مَنْقُوصٍ[১]. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ،

---

১. মূল অর্থ হলো, مَبْغُوضٌ (অর্থাৎ, হিংসুক, অভিশপ্ত ব্যক্তি) তারীখে ইবনু কাসীর ১/২৯১ এবং اَلْإِحْسَانُ আর তিনি এর ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার ভগ্ন অবস্থা তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা সে কম মনে করে এবং অধিক প্রার্থনা করে।" যেন তিনি হৃদয়ের দিক দিয়ে দরিদ্র উদ্দেশ্য নিয়েছে। তার (নাবী ﷺ)-এর পরবর্তী হাদীসটি অপর অর্থকে জোরদার করে। এটি এসেছে আত্তারিখ, দায়লামী, গ্রন্থে سَقَرُ ক্বফ ও ফা বর্ণযোগে। এমনই রয়েছে আল-জামে আল-কাবীর-এর কপিতে যা আমার নিকট রয়েছে। –তাজরীদকারক।

وَتَقَاهُ فِى قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَه بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

(الصحيحة: ٣٣٥٠)

১১৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: মূসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর প্রভুর নিকট ছয়টি গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি ধারণা করতেন, এগুলো শুধুই তাঁর জন্য। আর সপ্তম গুণকে তিনি পছন্দ করতেন না। (ক) তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক তাকওয়ার অধিকারী? তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, যে (আমাকে) স্মরণ করে এবং (আমাকে) ভুলে যায় না। (খ) তিনি (মূসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক পথপ্রাপ্ত (অর্থাৎ যিনি সঠিক পথে রয়েছেন)? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করে। (গ) তিনি (মূসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক বিবেচক? তিনি (আল্লাহ) বলেন: যিনি মানুষের জন্য ঐরূপ বিবেচনা করেন (অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত দেন বা বিচার করে থাকেন) যেমন বিবেচনা নিজের জন্য করে থাকেন। (ঘ) তিনি (মূসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি (আল্লাহ) বলেন, যিনি ঈলম (বিদ্যা) দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারে না (অর্থাৎ, যার জ্ঞানের পিপাসা মিটে না)। মানুষের (যাবতীয়) বিদ্যা তার (অর্জিত) বিদ্যার প্রতি সঞ্চয় করে থাকে (অর্থাৎ, সবার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে থাকে)। (ঙ) তিনি (মূসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন বান্দা সবচেয়ে মর্যাদাবান? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে। (চ) তিনি (মূসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে ধনী? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে ঐ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকে যা তাকে দান করা হয়েছে। (ছ) তিনি (মূসা) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে দরিদ্র? তিনি (আল্লাহ) বললেন, ভগ্নদশা ব্যক্তি (অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি যাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে সে তা অল্প জ্ঞান করে আরো অধিক অর্জন করার আশায় চিন্তামগ্ন থাকে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অর্থ-সম্পদ দ্বারা ধনাঢ্যতা লাভ হয় না বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো, অন্তরের ধনাঢ্যতা। যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার মঙ্গল কামনা করেন। তখন তার অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করেন এবং তা তার হৃদয়ে স্থায়ী করে দেন। আর আল্লাহ

তা'আলা যখন কোন বান্দার অমঙ্গল চান তখন তার উভয় চোখে দরিদ্রতা সৃষ্টি করে (বিছিয়ে) দেন। (আস্-সহীহাহ্- ৩৩৫০)

হাদীসটি হাসান।

সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৫০/৬৮, আলখারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক্ব ১/২৭৪/৩৬৯, দায়লামী ১/১/৯২, ২/১০২/২, ইবনু আসাকীর তাঁর 'তারিখে ১৭/৩৬৭-৬৮।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং আবীল সামহি ছাড়া বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। তাঁর নাম কিংবা উপাধি: দারাজ। তাঁর সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। ইবনু মু'য়ীন ও অন্যান্যরা তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। আবার আহমাদ প্রমুখ তাঁকে য'য়ীফ বলেছেন।.....

যাহাবী (র) তাঁর 'আল-কাশিফ'-এ লিখেছেন "আবূ দাউদ ও অন্যান্যরা বলেছেন: তাঁর হাদীস মুস্তাক্বীম, তবে তা যদি আবীল হাশীম থেকে বর্ণিত না হয়।"

শু'আয়েব আরনাউত বলেছেন: এর সানাদ হাসান। [তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪/১০০/২৬১৭]

١١٩ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ .

(الصحيحة: ٣٩٤٧)

১১৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কোন মুসলমানের জন্য তার (অপর মুসলিম) ভাইকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী। আর তার সম্পদের মর্যাদা তার রক্তের মর্যাদার ন্যায় (অর্থাৎ, তার রক্তপাত ঘটানো যেমন হারাম তেমনি তার সম্পদের প্রতি যাবতীয় অবৈধ হস্তক্ষেপও হারাম)। (আস্-সহীহাহ্- ৩৯৪৭)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ১/৪১৬। এর সনদে ইবরাহীম আছেন, যিনি লাইয়্যিনুল হাদীস।

এর সাক্ষ্যমূলক শক্তিশালী হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ সহীহ মুসলিম ৭/১০/৬৭০৬ (بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ)।

١٢٠- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ! . (الصحيحة: ٢٩٥٠)

১২০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে গমন করেন (তখন) আমরা কিশোর ছিলাম। তিনি বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاصِبْيَانُ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে বালকদল! (অর্থাৎ, তিনি অল্প বয়স্কদেরও সালাম দিতেন)। (আস্-সহীহাহ- ২৯৫০)

হাদীসটি সহীহ্

মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ ৮/৬৩৩/৫৮২৬, আহমাদ ৩/১৮৩।

ইবনু সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি' ৭৭/২২৩, আবূ নাঈম তাঁর 'হিলইয়াহ' ৮/৩৭৮।

শাইখ আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ।

١٢١- عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا ضَمَمْتُ إِلَى سِلَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُقْعَةً فِيهَا صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. (الصحيحة: ١٩١١)

১২১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধাস্ত্র আমার মালিকানায় নিয়ে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীর হাতলে এক চিরকুট দেখলাম (যা লিপিবদ্ধ অবস্থায় হাতলে লাগানো ছিল) সেখানে (লেখা) ছিল। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথে সদাচারণ কর। সত্য কথা বল যদিও তা তোমার বিপক্ষে হয়। (আস্-সহীহাহ- ১৯১১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আলী (রা) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ আমর বিন মিসক তার কিতাবের (২/২৮/১) সহীহ্ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার الْمُسْنَدُ-এর হা. ১৭৩৩৪ ও ১৭৪৫২ হাসান সানাদে- صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন

ইমাম খতিবে বাগদাদী তার تَارِيْخ بَغْدَادَ-এর (৮/২৭০-২৭১) أَبِى عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدٍ-এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٢ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: طَائِرُ كُلِّ إِنْسَانٍ فِىْ عُنُقِهِ. تَفْسِيْرُ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِى عُنُقِهِ﴾. (الصحيحة: ١٩٠٧)

১২২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির আমাল তার ঘাড়ে রয়েছে। (এ হাদীসটি হলো) ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِى عُنُقِهِ﴾ প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমি তার গলার হার বানিয়ে দিয়েছি। (আয়াতের) তাফসীর। (আস্-সহীহাহ- ১৯০৭)

হাদীসটি সহীহ্।

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে তাবারানী তার 'আস-সগীর' পৃ. ২১৪, 'আল-আওসাত' ১/৯৩/১ -মুনকার।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে 'আসাকীর তাঁর 'কিতাবুস সারায়ির' ১৭৯/১-২ -যঈফুন যিদ্দান।..... (এভাবে শাইখ আলবানী একই মর্মে নয়টি হাদীস বর্ণনার পর বলেন).... সম্মিলিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

١٢٣ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَتْ يَهُوْدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ؟ فَقَالُوْا: يَهُوْدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَهُمْ لَا يَصْبَغُوْنَ الشَّعْرَ، فَقَالَ: غَيِّرُوْا سِيْمَا الْيَهُوْدِ، وَلَا تُغَيِّرُوْا بِسَوَادٍ (الصحيحة: ٣٣٢٤)

১২৩. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ইয়াহূদীরা (অর্থাৎ, তাদের একদল লোক) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এল। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদের সম্পর্কে (সাহাবীদের) জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তারা (সাহাবীগণ) বললেন, (তারা) ইয়াহূদী। হে আল্লাহর রাসূল! তারা চুলে খেজাব ব্যবহার করে না। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন,

তোমরা ইয়াহূদীদের আলামতকে পরিবর্তন করে দাও (অর্থাৎ, তোমরা খেজাব ব্যবহার কর) (তবে) কাল[১] (খেজাব) দ্বারা (উক্ত আলামত) পরিবর্তন করো না (অর্থাৎ কালো রংয়ের খেজাব ব্যবহার করো না)। (আস্-সহীহাহ্- ৩৩২৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম তাবারী তার تَهْذِيْبُ الْآثَارِ-এর (৪৯৩/৯২৬)-এ সহীহ্ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

١٢٤ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟! . (الصحيحة: ٣٠٩٨)

১২৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক ব্যক্তি (বসা) ছিল। অতঃপর (তার নিকট) তার ছেলে আসলে সে তাকে চুমু খেল এবং তার রানের উপর বসালো। এরপর তার মেয়ে আসলে সে তাকে তার পাশে বসালো। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে) বললেন, তুমি কেন তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখলে না? (আস্-সহীহাহ্- ৩০৯৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী তাঁর 'শরহে মা'আনী' ২/২৪৬; ইবনু আসাকির তাঁর 'তারীখে' ৪/৬০১-তে হাসান সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ مَرْفُوْعًا: فِي الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ . (الصحيحة: ١٩٩٨)

---

১. আমাদের শাইখ সহীহাতে (৭/৯৬২) বলেছেন: আনাস (রা) থেকে এ হাদীসের আরো কিছু সানাদ পাওয়া গেছে। যা ৪৯৬ নং হাদীসে তাখরীজে বর্ণিত হয়েছে। এর অধীনে আরো কিছু শাওয়াহেদও পাওয়া গেছে। –তাজরীদকারক।

Contents

১২৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মুনাফিকদের মধ্যে তিনটি (খারাপ) স্বভাব রয়েছে; (ক) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; (খ) ওয়াদা করলে (তা) ভঙ্গ করে; (গ) এবং (তাদের কাছে) আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে। (আস্-সহীহাহ- ১৯৯৮)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখে' ৪/২/৩৮৬, বাযযার হাদীস নং ৮৭, তাবারানী তাঁর 'আল-আওসাতে' হাদীস নং ৮০৮০।

বাযযার বলেন: .... ইউসুফ মাজহুল।

আলবানী (র) বলেন: কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে– আহমাদ ২/৩৯৮, সহীহ মুসলিম ১/৫৬ (بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ .....)।

١٢٦ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَادِ اللَّيْثِيُّ، فَعَادَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ، فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ، وَمَا عَلِمْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: عَبْدُالرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ: أَنَا اللهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ. (الصحيحة: ٥٢٠)

১২৬. আবূ সালামা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবূ রাদাদ আল-লাইছি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনু আউফ তাঁকে শুশ্রূষা করলেন (অর্থাৎ শুশ্রূষা করতে গেলেন) অতঃপর তিনি (আবূ রাদাদ) বললেন, (মানুষের মধ্য হতে) সর্বোত্তম ও (মানুষের প্রতি) অধিক অনুগ্রহকারী (প্রীতির বন্ধন স্থাপনকারী ব্যক্তি কে?) তুমি (এ ব্যাপারে) কী জান হে আবূ মুহাম্মাদ? অতঃপর আব্দুর রহমান বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি আল্লাহ এবং আমি রহমান (অর্থাৎ, দয়ার আধার) আমি দয়া সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে (দয়াকে) আমার নাম থেকে উদ্ভূত করেছি [অর্থাৎ রহম (দয়া) আল্লাহর রহমান নাম থেকে উদ্ভূত] যে ব্যক্তি তার (দয়ার) সাথে সম্পর্ক

রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো (অর্থাৎ, মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলে এবং সকল বস্তুর প্রতি অনুগ্রহ দেখালেই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করার আশা করা যায়)। (আস্-সহীহাহ- ৫২০)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাউদ হাদীস নং ১৬৯৪, তিরমিযী ১/ ৩৪৮ ...। (আস-সহীহাহ হা. ৫০)

এর সমর্থনে সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীস রয়েছে। [হাকিম ৪/১৭৪/৭২৬৯, যাহাবী তাঁর 'তালখীসে' বলেন: (হাদীসটি) সহীহ]

١٢٧ـ عَنْ أَنَسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيْلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَ تَقِيْلُ. (الصحيحة: ١٦٤٧)

১২৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা (মানুষের সাথে) নম্র আচরণ প্রদর্শন কর। কারণ, শায়ত্বান (কারো সাথেই) নম্র আচরণ প্রদর্শন করে না। (আস্-সহীহাহ- ১৬৪৭)

হাদীসটি হাসান।

আবূ নুঈম তাঁর 'আত-তীব' ১/১২ এবং 'আখবারে ইস্বাহান' ১/১৯৫, ৩৫৩, ২/৬৯।

আলবানী (র) বলেন: এর সানা:দ হাসান, ইমরান আল-কাত্তান ছাড়া অন্যান্য রাবীরা সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

١٢٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللهَ. وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. (الصحيحة: ٩٦٢)

১২৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) ইয়াতীমের লালন-পালনকারী চাই ইয়াতীমটি তার আত্মীয় হোক বা অন্য কেউ আমি ও সে জান্নাতে এ দু'টির (অর্থাৎ আঙ্গুলের ন্যায়) মত থাকব যদি সে আল্লাহকে ভয় করে। (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) মালিক (রা) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করেন। (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করেন।) (আস্-সহীহাহ- ৯৬২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হুরাইরাহ্ (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ মুসলিম ৮/২২১ (بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْيَتِيْمِ); ইমাম আহমাদ তার 'الْمُسْنَدُ'-এর (২/৩৭৫) হাদীসটি সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শুআইব আল-আরনাউত ও শাইখ আলবানী (র) তাঁদের তাহ্কীকে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

١٢٩- عَنْ نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَقْرَبَ، قَالَ: قِيْلَ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ يُتَسَامَعُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيْثِ إِلَيْهِ. (الصحيحة: ٣٠٩٥)

১২৯. নওফেল ইবনু আবূ আকরব থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কি কবিতা আবৃত্তি করা হত? তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় কথা ছিল কবিতা। (অর্থাৎ, তিনি কবিতা পছন্দ করতেন না)।
(আস্-সহীহাহ- ৩০৯৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তায়ালিসী তার 'মুসনাদে', সুনানে বায়হাক্বী ১০/২৪৫।

মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ ৮/৭২২/৬১৪২, আহমাদ ৬/১৩৪, ১৪৮, ১৮৮-৮৯।

আহমাদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন: كَانَ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ-আবূ দাউদ (হাদীস নং ১৪৮৪) প্রমুখ। ইবনু হিব্বান, হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

١٣٠- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ إِذَا جَاءَ الْبَابَ يَسْتَأْذِنُ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ، يَقُوْلُ: يَمْشِى مَعَ الْحَائِطِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهُ أَوْ يَنْصَرِفُ. (الصحيحة: ٣٠٠٣)

১৩০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন তিনি (বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য) দরজার নিকট আসতেন তখন অনুমতি প্রার্থনা করতেন। (যদি গৃহকর্তা) তাকে অনুমতি না

দিত তখন, অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি দেওয়ালের দিকে হাঁটতে থাকেন অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হত কিংবা তিনি ফিরে যেতেন।

(আস্-সহীহাহ- ৩০০৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু বুসর মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার 'الْمُسْنَد'-এর হা. ১৭৬৯৪ (২৯/২৩৮); ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ১০৭৮, আবূ দাউদ হাদীস নং ৫১৮৬; يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ তার الْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيخُ-এর (২/৩৫১); ইমাম বায়হাক্বী তার اَلسُّنَنُ الْكُبْرٰى-এর (৮/৩৩৯) একাধিক তুরুককে عُقْبَةُ থেকে রিওয়ায়অত করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' হা. ৮৮২২ এবং আল-আদাব এর হা. ২৫১ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ-এর তরিকে এবং اَلشُّعَبُ-এর ৮৮২৩-এ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ-এর তরীকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ।

١٣١ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ: كَانَ ﷺ إِذَا مَشٰى مَشٰى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ . (الصحيحة: ٢٠٨٧)

১৩১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাঁটতেন তখন তার সাহাবীদের সামনে রাখতেন আর তার পিছনে ফেরেশতাদের (চলার) জন্য তারা খালি রাখতেন। (আস্-সহীহাহ- ২০৮৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মাজাহ ১/১০৮, হাকিম ৪/২৮১।

হাকিম (র) বলেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

যাহাবী তাঁর 'তালখীসে' সহীহ বলেছেন। বুসিরী (র) 'আয-যাওয়ায়েদে' ১/১৯ বলেন: এর সানাদ সহীহ।

١٣٢ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ ﷺ أَرْحَمُ النَّاسِ بِالْعِيَالِ وَالصِّبْيَانِ . (الصحيحة: ٢٠٨٩)

১৩২. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ পরিবার-পরিজন ও শিশুদের ব্যাপারে সর্বাধিক দয়ালু ছিলেন (আস্-সহীহাহ- ২০৮৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আর-রইস 'উসমান বিন মুহাম্মা আবূ 'আমর তাঁর হাদীস গ্রন্থে ১/২০৮ হাদীসটিকে صَحِيْحُ إِسْنَادٍ-এ বর্ণনা করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

١٣٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ ﷺ بَابَهُ يَقْرَعُ بِالْأَظَافِيرِ.

(الصحيحة: ٢٠٩٢)

১৩৩. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ (আঙ্গুলের) নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন। (আস্-সহীহাহ- ২০৯২)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আবাদুল মুফরাদে' হা. ১০৮০, তাঁরই 'তারীখে' ১/১/২২৮, আবূ নাঈম 'আখবারে ইস্পাহানী' ২/১১০, ৩৬৫।

আলবানী বলেন: হাদীসটির সানাদ যঈফ। ইবনু মুনতাসির ও আবূ বাকর ইস্পাহানী উভয়েই মাজহুল (অজ্ঞাত)।..... এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

অন্যত্র আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ। [সহীহ আদাবুল মুফরাদ হা. ৮২৮, সহীহ জামে'উস সগীর হাদীসনং ৪৮০৫]

١٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ بَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ لِيَأْخُذَ مِنْهُمُ الصَّدَقَاتِ، وَأَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبَرُ فَرِحُوا، وَخَرَجُوا لِيَتَلَقَّوْا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لَمَّا حُدِّثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذٰلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يَغْزُوَهُمْ إِذْ أَتَاهُ الْوَفْدُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ رَسُولَكَ رَجَعَ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ، وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ

عَلَيْنَا، وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ! وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ اسْتَعْتَبَهُمْ (!) وَهَمَّ بِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ٦).

(الصحيحة: ٣٠٨٨)

১৩৪. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ ওয়ালিদ ইবনু উকবাহ ইবনু আবু মুয়াইতকে বনী মুসতালিক গোত্রের প্রতি সাদাকাহ (যাকাত) সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেন। যখন তাদের (ঐ গোত্রের) নিকট এই খবর পৌঁছল তখন তারা আনন্দিত হলো। (সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে) তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হল। যখন ওয়ালীদকে বলা হল যে, তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসছে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বনূ মুস্তালিকের লোকজন সাদকাহ (যাকাত) দিতে অস্বীকার করেছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর নিকট ঐ প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছল। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আপনার দূত নাকি পথিমধ্য হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর আমাদের ভয় হয়েছে যে, আমাদের প্রতি আপনি রাগান্বিত হয়েছেন। ফলে আপনার পক্ষ হতে কোন পত্র তাঁর নিকট পৌঁছেছে যার দরুন সে ফিরে এসেছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খুশি করালেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদের দোষমুক্ত ঘোষণা করেন (আয়াত অবতীর্ণ করলেন): "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমার নিকট কোন সত্যত্যাগী কোন সংবাদ নিয়ে আসবে তখন তা পরীক্ষা করবে। দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোত্রকে আঘাত না করে থাকে ফলে তোমরা স্বীয় কৃতকর্মে লজ্জিত হও" (সূরা আল-হুজরাত- ৬ আয়াত)। (আস্-সহীহাহ- ৩০৮৮)

হাদীসটি হাসান।

এর সানাদ যঈফ.....। তবে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে–

১. ইবনু জারীর-এর সানাদ যঈফ।

২. ইবনু আবী আসীম 'আল-ইফরাদ' ৩/৩০৯-৩১০, তাবারানী। তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীর' ১৮/৬-৭ -এর সানাদ হাসান।

অতঃপর আলবানী সহীহ ও হাসান সনদে আরো হাদীস বর্ণনা করেন।

١٣٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ، وَأَخَافُ أَنْسَاهَا. فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى.

(الصحيحة: ٢٠٩٤)

১৩৫. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ালু ছিলেন। তাঁর নিকট কেউ (কিছু) চাইতে এলে (ঐ সময় তাঁর নিকট সে জিনিস না থাকলে পরবর্তীতে) তিনি তাকে তা দেয়ার ওয়াদা দিতেন। আর যদি তাঁর নিকট তা থাকে তবে তিনি তা (তার দাবী) পূরণ করতেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি এল এবং তাঁর কাপড় ধরে বলল, আমার কিছু প্রয়োজন অবশিষ্ট রয়েছে এবং তা আমি ভুলে যাওয়ার আশংকা করছি। অতঃপর তিনি তার সাথে দাঁড়ালেন এবং তার প্রয়োজন সেরে ফেললেন। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। (আস্-সহীহাহ- ২০৯৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর হা. ২৭৮ এবং তার 'اَلتَّارِيخُ الْكَبِيرُ' (২/২/১১) হাসান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর আল্লামা আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

١٣٦- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْبَدَاوَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْدُو إِلَى هٰذِهِ التِّلَاعِ، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، فَأَرْسَلَ إِلَى نَاقَةٍ مُحَرَّمَةٍ مِنْ

إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ! ارْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ. (الصحيحة: ٥٢٤)

১৩৬. মিকদাম ইবনু শুরাইহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আয়িশা (রা)-কে গ্রামের দিকে ভ্রমণ করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উপত্যকার (নিম্নভূমির) দিকে বের হতেন। একবার তিনি গ্রামের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং আমার নিকট সাদকার একটি শক্ত-কঠিন উট পাঠালেন। (অর্থাৎ উটটি যাকাতের মালের ছিল এবং তা এমনই শক্ত ছিল যা বাহনের জন্য তেমন উপযোগী ছিল না।) তিনি আমাকে বললেন, হে আয়িশা! তুমি নম্র আচরণ প্রদর্শন কর। কারণ, নম্রতা যখনই কোন বস্তুর মধ্যে আসে তখন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর সর্বদা কোন বস্তু হতে (সর্বপ্রথম) তার শান শওকতই ছিনিয়ে নেয়া হয়। (অর্থাৎ কোন বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়া বরকতের লক্ষণ আর সৌন্দর্য লোপ পাওয়া বরকতহীনতার লক্ষণ)। (আস্-সহীহাহ্- ৫২৪)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ২৭৮। তাঁরই 'তারীখে' ২/২/২১১ ... এর সানাদ হাসান ...।

আবূ দাউদ হাদীস নং ২৪৭৮, অনুরূপ: আহমাদ ৬/৫৮/২২২, সহীহ মুসলিম ৮/৫৮/২২২ (بَابُ فَضْلِ الرِّفْقِ) বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' ৪৬৯/৪৭৫ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ৪৭১/৪৭৭ নং)।

١٣٧ـ عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ، قَالَ: كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَاجَتِي. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هٰذَا؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: أَمَّا لاَ، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. (الصحيحة: ٢١٠٢)

১৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম থেকে বর্ণিত; সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী লোক ছিল। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) খাদেমকে বলতেন, (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেমদের যা কিছু বলতেন তন্মধ্যে এক বক্তব্য এরূপও থাকত) তোমার কোন প্রয়োজন আছে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, একদিন সে (খাদেম) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রয়োজন হলো (এই) যে, আপনি কিয়ামাতের দিন আমার (নাজাতের) জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তোমাকে এ ব্যাপারে কে পথ দেখাল? সে বলল, আমার প্রভু! তিনি বললেন, কেন নয়? তুমি আমাকে অধিক সিজদা দ্বারা সাহায্য কর। (অর্থাৎ, আমি সুপারিশ করব তবে তোমাকে সালাত অধিকহারে আদায় করতে হবে। কারণ সালাত জান্নাতের চাবি)। (আস্-সহীহাহ- ২১০২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার 'الْمُسْنَدُ'-এর (৩/৫০০) হা. ১৬০৭৬। আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন:

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَاسْمُهُ مَيْسَرَةُ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ فَمِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ عَفَّانُ: هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ، وَخَالِدُ الْوَاسِطِيُّ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ: هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ الْمَازِنِيُّ-

হাদীসটি 'হায়ছামী' তার مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ-এর (২/২৪৯)-তে রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন– وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

আলবানী (র) বলেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ।

١٣٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ ﷺ لَا يُدْفَعُ عَنْهُ النَّاسُ، وَلَا يُضْرَبُوا عَنْهُ . (الصحيحة: ٢١٠٧)

১৩৮. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে কোন ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দেয়া হত না আবার কোন ব্যক্তিকে তাঁর নিকট আসতে বাধাও দেয়া হত না। (আস্-সহীহাহ- ২১০৭)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী কাবীর ৩/৯০/১।

আলবানী (র) বলেন: এর সনদের বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং আবী 'আসিম ছাড়া সবাই সহীস মুসলিমের বর্ণনাকারী।

আবূ হাতিম বলেন: তাঁকে চিনি না। তাঁর থেকে হাম্মাদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

ইবনু মাঈন বলেছেন: ছিক্বাহ। ..... (সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীস) আবূ দাউদ ১৮৮৫, আহমাদ ১৮৮৫, আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ২৬২৩।

١٣٩ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ كَانَ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيرِ، فَيُزْجِى الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُمْ . (الصحيحة: ٢١٢٠)

১৩৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সবার পিছনে যাত্রা করতেন এবং দুর্বলদের প্রয়োজন মিটাতেন। তিনি পিছনে পিছনে যেতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।(আস্-সহীহাহ- ২১২০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তার السُّنَن-এর (১/৪১১) এবং ইমাম اِبن البيع ابو عبد اللّٰه الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ তার الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ-এর (২/১১৫) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটির সানাদকে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর التَّلْخِيص-এ হাদীসটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এছাড়াও শাইখ আলবানী (র) সহীহ আবূ দাউদ হাদীস নং ২৩৭৬-তে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

١٤٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ . (الصحيحة: ٢١٢٥)

১৪০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে বসতেন এবং মাটির উপরই বসে খাবার গ্রহণ করতেন। বকরীর দুধ দোহন করতেন। দাস-দাসীদের দাওয়াত কবুল করতেন যদিও তা গমের রুটির প্রতি হোক (তথাপি তিনি দাওয়াত গ্রহণপূর্বক তা খেতেন)।(আস্-সহীহাহ- ২১২৫)

Contents

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরে' ৩/১৬৪/১ –যঈফ, অন্য সূত্রে: আবূ শায়েখ তার 'আখলাকুন নাবী ﷺ'-এ পৃ: ৬৩, বাগাভী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' ৪/৩/১ –যঈফ.....।

অতঃপর আলবানী (র) সহীহ, যঈফ ও মুরসাল বৈশিষ্ট্যের সাতটি সাক্ষ্যমূলক হাদীস উপস্থাপন করেন।

সহীহ আল-জামে'উস সগীরে (হাদীস নং ৪৯১৫) আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

١٤١ـ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ: كَانَ ﷺ يَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيَخْصِفُ النَّعْلَ، وَيَرْقَعُ الْقَمِيصَ، وَيَقُولُ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى (الصحيحة: ٢١٣٠)

১৪১. আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার উপর আরোহণ করতেন। জুতায় রং করতেন এবং জামা সেলাই করতেন। তিনি বলতেন, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করবে সে আমার উম্মত নয়। (আস্-সহীহাহ– ২১৩০)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূশ শায়েখ 'আখলাকুন নাবী ﷺ' পৃষ্ঠা ১২৮; আস্-সাহমী তাঁর 'তারীখে জুরজান' ৩১৫ ..... এর সানাদ যঈফ। ইবনু সা'দ ১/৩৭২-এর সানাদ মুরসাল সহীহ। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী।

আলবানী (র) অন্যত্র বলেন: 'ইবনু আসাকির এটি আবূ আইয়ূব থেকে বর্ণনা করেছেন।' তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [সহীহ আল-জামে'উস সগীর হাদীস নং ৪৯৪৬]

١٤٢ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ (وَفِى رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ) يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ (وَفِى رِوَايَةٍ: شَعْرَ صَدْرِهِ) وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِاللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ :

وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُلَى قَدْ أَبَوْا (وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَغَوْا) عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا (أَبَيْنَا)

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . (الصحيحة: ٣٢٤٢)

১৪২. বারা ইবনু 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন (অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী খন্দকের দিন) তিনি (নাবী ﷺ) আমাদের সাথে মাটি বহন করছিলেন। তার পেটের শুভ্রতায় (অর্থাৎ পেটের সাদা অংশে যা নজরে পড়ত) মাটি লেগেছিল (অপর এক বর্ণনায় বুকের চুলে মাটি লেগেছিল) (রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক কেশধারী ব্যক্তি ছিলেন) তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহার বীরত্বগাথা আবৃত্তি করছিলেন: আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাদের হিদায়াত না দিতে তবে আমরা সাদকাও দিতাম না সালাতও আদায় করতাম না। আমাদের প্রতি অবশ্যই শান্তি বর্ষিত করুন। যদি আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হই তবে আমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখুন। অবশ্যই শত্রুরা আমাদের অবাধ্যতা দেখিয়েছে (অন্য এক বর্ণনায় بَغَوْا। অর্থাৎ বিরোধিতা করেছে) যখন তারা সংঘাতের ইচ্ছা করেছে তখন আমরা তা অগ্রাহ্য করছি অগ্রাহ্য করছি। এ কবিতা বলার সময় তিনি আওয়াজ উঁচু করেন। (অর্থাৎ, উচ্চ আওয়াজে আবৃত্তি করেছিলেন) (আস্-সহীহাহ- ৩২৪২)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ বুখারী হা. ২৮৩৭, ৪১০৬, ৬৬২০, ৭২৩৬ (অন্যতম অনুচ্ছেদ: بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ); সহীহ মুসলিম ৫/১৮৭-৮৮, দারেমী ২/২২১, ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৪৫১৮।

١٤٣ـ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ بِنِسَائِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ، نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَأَسْرَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَذَاكَ سَوْقُكَ بِالْقَوَارِيْرِ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ، بَرَكَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ جَمَلُهَا، وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِهِنَّ ظَهْرًا، فَبَكَتْ،

وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ، وَجَعَلَتْ تَزْدَادُ بُكَاءً وَهُوَ يَنْهَاهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَتْ زَبَرَهَا وَانْتَهَرَهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنُّزُولِ فَنَزَلُوا، وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ، قَالَتْ: فَنَزَلُوا، وَكَانَ يَوْمِي، فَلَمَّا نَزَلُوا ضُرِبَ خِبَاءُ النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ فِيهِ، قَالَتْ: فَلَمْ أَدْرِ عَلَامَ أَهْجُمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنِّي! قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: تَعْلَمِينَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَبِيعُ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ أَبَدًا، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي! قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ خِمَارًا لَهَا قَدْ ثَرَدَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّيَ رِيحَهُ، ثُمَّ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَفَعَتْ طَرَفَ الْخِبَاءِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ؟! إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ. قَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَقَالَ مَعَ أَهْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ، قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: يَا زَيْنَبُ! أَفْقِرِي أُخْتَكِ صَفِيَّةَ جَمَلًا. وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِهِنَّ ظَهْرًا، فَقَالَتْ: أَنَا أُفْقِرُ يَهُودِيَّتَكَ! فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَهَجَرَهَا فَلَمْ يُكَلِّمْهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَأَيَّامَ مِنًى فِي سَفَرِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، فَلَمْ يَأْتِهَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهَا، وَيَئِسَتْ مِنْهُ. فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَرَأَتْ ظِلَّهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا لَظِلُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَنْ هَذَا؟ فَدَخَلَ

النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ حِينَ دَخَلْتَ عَلَيَّ؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَكَانَتْ تَخْبَئُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ لَكَ، فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَرِيرِ زَيْنَبَ، وَكَانَ قَدْ رُفِعَ، فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَرَضِيَ عَنْهُم . (الصحيحة: ٣٢٠٥)

১৪৩. সুফিয়া বিনতু হুয়য়ি থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে হাজ্জে গমন করেন। যখন তাঁরা রাস্তায় ছিলেন এক ব্যক্তি (সাওয়ারী হতে) অবতরণ করলেন এবং তাঁদের (বাহন ধরে) চালিয়ে নিতে লাগলেন। আর সে দ্রুত অতিক্রম করতে থাকল। নাবী ﷺ বললেন: তোমার এ দ্রুততা পাত্র হাঁকিয়ে নেয়ার মত। তারা পথ অতিক্রম করছিল। ইত্যবসরে সুফিয়াহ বিনতু হুয়য়ি-এর উট (মাটিতে) বসে গেল। আর সেটি খুবই চমৎকার বাহন ছিল। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর দেয়া হলে তিনি আসলেন এবং হাত দিয়ে তাঁর অশ্রু মুছতে লাগলেন। এতে করে তিনি আরো বেশি কাঁদতে লাগলেন। তিনি (নাবী ﷺ) তাঁকে (কাঁদা থেকে) নিষেধ করছিলেন। যখন বেশি কাঁদতে লাগল তখন তিনি তাঁকে ধমক দিলেন ও কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তিনি লোকজনদের (নিজ নিজ বাহন থেকে) অবতরণ করতে বললে তারা অবতরণ করলেন। তিনি অবতরণ করার ইচ্ছা করেছিলেন না।

তিনি বলেন: অতঃপর তাঁরা অবতরণ করলেন সে সময় নাবী ﷺ-এর জন্য তাঁবু খাটানো হলো এবং তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন এবং ঐ দিনটি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য) আমার (ভাগ্যে) ছিল। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম না হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে (আমার পক্ষ হতে ব্যাপারটি) কেমন হয়ে গেল এবং আমি আশংকা করলাম যে, মনে মনে আমার থেকে তিনি কিছু (কষ্ট) পেয়েছেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ‘আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তুমি জান আমি আমার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করব না। তবে আমি আমার দিনটি তোমাকে দান করলাম এই শর্তের উপর যে, তুমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট করাবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (বর্ণনাকারী সুফিয়া) বলেন, অতঃপর 'আয়িশা তাঁর ওড়না যাফরান দ্বারা ভিজালেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন যেন সুঘ্রাণযুক্ত হয়। অতঃপর তিনি পোষাক পরলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন এবং তাঁবুর একপার্শ্ব উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, হে 'আয়িশা! তোমার কী প্রয়োজন? এ দিনতো তোমার নয়? তিনি ('আয়িশা) বললেন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশি তা দান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন। অতঃপর যখন যাওয়ার সময় হল। তিনি যায়নাব বিনতু জাহাশকে বললেন, হে যায়নাব! তোমার বোন সুফিয়াকে একটি উট ধার দাও; আর সে (যাইনাব) সবচেয়ে বেশি উটের মালিক ছিল। অতঃপর সে (যাইনাব) বলল, আমি আপনার ইয়াহুদিয়াকে (উট) ধার দিব। অতঃপর (এ কথা শুনে) নাবী ﷺ রাগান্বিত হলেন এবং তার সাথে কথা বলা ছেড়ে দিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা মাক্কায় আগমন করলেন। এক সফরে মিনার দিন উপস্থিত হলো এবং মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এমনকি মুহার্‌রাম ও সফর মাসও অতিক্রান্ত হলো (কিন্তু) তিনি তাঁর নিকট গেলেন না এবং তাঁর জন্য কোন ভাগও রাখলেন না। আর সে (যাইনাব) তাঁর ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন রবিউল আউয়াল মাস এলো তিনি তার নিকট গেলেন। অতঃপর সে (যাইনাব) তাঁর ছাড়া দেখতে গেল এবং বলল, এটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়া আর নাবী ﷺ তো আমার নিকট আসেন না। তবে এটি কার ছায়া? অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং যখন তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমার নিকট এসেছেন আমি কী করব আমি বুঝতে পারছি না? তিনি বলেন, তাঁর একটি বাঁদী ছিল সে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাদের জন্য তাঁবু (পর্দা) খাটিয়ে ফেলল এবং বলল, ওমুকে আপনার জন্য (অপেক্ষমান) অতঃপর নাবী ﷺ যাইনাবের খাটের দিকে গেলেন এবং তাঁবু উঁচু করলেন এবং সেখানে হাত রাখলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীর সাথে কাটালেন এবং তাঁর প্রতি খুশি হলেন। (আস্-সহীহাহ- ৩২০৫)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ৬/৩৩৭-৩৮, তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল আওসাত' ১/১৪৫/২/২৭৭০ পূর্ণরূপে, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ অংশবিশেষ, ইরওয়াউল গালীল ৭/৮৫।

বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং سُمَيَّة ছাড়া সবাই সহীহ মুসলিমের রাবী। ইবনু হাজার (র) তাঁকে মাক্ববুল বলেছেন।.....

١٤٤ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُفُّوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ فَحْمَةِ الْعِشَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا يَبُثُّ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ؟! فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ. (الصحيحة: ٣٤٥٤)

১৪৪. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বের হতে দিও না। রাত্রের অন্ধকারের পর গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তোমাদের জানা নেই আল্লাহ তা'আলা (ঐ সময়) তাঁর কোন সৃষ্টিজীবকে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে রাখে? তোমরা (গৃহের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দিবে, বাতি নিভিয়ে দিবে, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে এবং মশক (এর মুখ) বেঁধে রাখবে। (আস্-সহীহাহ- ৩৪৫৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম হুমায়দী তাঁর 'মুসনাদে' (৫৩৫/১২৭৩) সহীহ্ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

١٤٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا (بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا)، فَوَضَعَهُمَا وَضْعًا رَفِيقًا، فَإِذَا عَادَ، عَادَا، فَلَمَّا صَلَّى (وَضَعَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ)

وَاحِدًا هٰهُنَا، وَوَاحِدًا هٰهُنَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَذْهَبُ بِهِمَا إِلَى أُمِّهِمَا؟! قَالَ: لَا، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ: اَلْحِقَا بِأُمِّكُمَا. فَمَا زَالَا يَمْشِيَانِ فِي ضَوْئِهَا، حَتَّى دَخَلَا (إِلَى أُمِّهِمَا) . (الصحيحة: ٣٣٢٥)

১৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি সিজদা করলেন তখন হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসল। যখন তিনি (সিজদা থেকে) মাথা উঠালেন তখন তিনি তাদের (পিছন দিক দিয়ে হাত দিয়ে) ধীরে ধরলেন এবং ধীরে ধীরে তাদের (মাটির উপর) রাখলেন। আবার যখন তিনি সিজদায় গেলেন তারা আবারো এরূপ করল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) যখন (বসে) সালাত আদায় করলেন (তাদের রানের উপর রাখলেন) একজনকে এখানে রাখলেন এবং অন্যজনকে ওখানে রাখলেন (অর্থাৎ দু'জনকে দু'রানে বসালেন।) আবূ হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের তাদের মায়ের নিকট নিয়ে যাব না? তিনি বললেন, না। তখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে যাও। তারা (আকাশের) বিদ্যুতের আলোতে চলতে লাগল এক পর্যায়ে তারা (তাদের মায়ের নিকট চলে) গেল। (আস্-সহীহাহ- ৩৩২৫)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম ৩/১৬৭, বায়হাক্বী তাঁর 'দালায়েলুন নবুওয়াতে' ৬/৭৬, আহমাদ তাঁর 'মুসনাদে' ...। ইমাম হাকিম (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী (র) চুপ থেকেছেন। আলবানী (র) বলেন: এটি হাসান।

١٤٦ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ. قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ . (الصحيحة: ٩٤٨)

Contents

১৪৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? (জবাবে) তিনি বললেন, প্রত্যেক مَخْمُومُ الْقَلْبِ (মাখমূমুল ক্বালব), صَدُوقُ اللِّسَانِ (সাদূকুল লিসান) অর্থাৎ, সত্যভাষী। সাহাবীগণ আরজ করলেন, صَدُوقُ اللِّسَانِ (সাদূকুল লিসান) কে? তা আমরা জানি। তবে مَخْمُومُ الْقَلْبِ (মাখমূমুল ক্বালব) কে? তিনি বললেন: আল্লাহভীরু পবিত্র চরিত্রের অধিকারী (-ই মাখমূমুল ক্বালব)। যার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। অহংকার ধোঁকা-প্রবঞ্চনা ও হিংসা নেই। (আস্-সহীহাহ- ৯৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৪২১৬; ইবনু আসাকীর তার تَارِيخُ دِمَشْقَ (১৭/২৯/২)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ ও বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٤٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّي بَابَهُ، وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ؟ (الصحيحة: ٢٦٤٦)

১৪৭. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; বহু প্রতিবেশী রয়েছে যারা তার প্রতিবেশী সম্পর্কে বলে থাকে, হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি (প্রতিবেশী)-কে জিজ্ঞেস করুন। কেন সে আমার জন্য তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে এবং তার উদ্বৃত (আহার্যদ্রব্য কিংবা তার অনুগ্রহ) হতে আমাকে বাধা দান করেছে? (আস্-সহীহাহ- ২৬৪৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু আবীদ দুনইয়া তাঁর 'মাকারিমুল আখলাক্বে' পৃষ্ঠা ৮৫, হাদীস নং ৩৪৫, ইস্পাহানী 'আত-তারগীবে' পৃষ্ঠা ২২৩ ..... মাজহুল বর্ণনাকারী আছেন। ..... ইমাম বুখারী তাঁর 'আদাবুল মুফরাদে' হা. ১১১।

আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং ইবনু আবী সালীম ছাড়া সবাই শায়খাইনের বর্ণনাকারী।

Contents

١٤٨- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ رَأَيْنَاهُ أَنْ قَدْ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ . (الصحيحة: ٢٦٤٩)

১৪৮. সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে তার (অপর মুসলিম) ভাইকে অভিশাপ দিতে দেখতাম তখন আমরা তাকে (অভিশাপকারীকে) কবীরা গুনাহসমূহের দরজা হতে কোন এক দরজায় উপনীত হিসেবে জ্ঞান করতাম (অর্থাৎ, আমরা তাকে কবীরা গুনাহকারী ভাবতাম)। (আস্-সহীহাহ- ২৬৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি সালামা ইবনু আকওয়া (রা) মাওকূফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল-আওসাতে' (৩/২৭৬/১); ইমাম হায়ছামী তার مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ-এ এবং ইমাম মুনযিরী তার اَلتَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ-এ হাদীসটির সানাদকে জাইয়্যেদ বলেছেন।

আল্লামা আলবানী (র) হাদীসটির সানাদকে জাইয়্যেদ বলেছেন।

١٤٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أُلْقِيهِ فِي النَّارِ . (الصحيحة: ٥٤١)

১৪৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: অহংকার আমার চাদর এবং সম্মান আমার (পরিধেয়) বস্ত্র। যে আমার সাথে এ দুটোর একটি (কিংবা উভয়টি) নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (আস্-সহীহাহ- ৫৪১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার 'الْمُسْنَدُ'-এর (২/২৪৮) হা. ৭৩৮২।

আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন:

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَهٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ خَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مُتَابَعَةً وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَهُوَ صَدُوْقٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ

وروايـة سفيـان وهـو ابـن عـيـيـنـة، عـنـه قـبـل اخـتـلاطـه، ومـع ذلـك قـد تـوبـع الأغـرّ: وهـو أبـو مـسـلـم الـمـديـنـيّ نـزيـل الـكـوفـة، والأغـه الـسـم، وهـو ثـقـة خـرّج لـه الـبـخـاريّ فـي الأدب .... ـ

হাদীসটি ইমাম হুমাইদী তার الـمـسـنـد-এর হা. ১১৪৯; إسحاق بن راهويه তার مـسـنـد-এর হা. ২৮৫; سـفـيـان بـن عـيـيـنـة থেকে এই إسـنـاد-এ مرفـوعـا সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম ইবনু আবি শায়বা তার الـمـصـنّـف-এর (৯/৮৯); مـحـمّـد بـن فـضـيـل থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম الطّيـالـسُ তার الْـمُـسْـنَـدُ-এর হা. (২৩৮৭) এবং سَـرِيٍّ هَـنَّـادُ بْـنُ তার الزُّهْـدُ-এর হা. (৮২৫) এবং তার থেকে ইমাম আবূ দাউদ তার الـسـنـن-এর হা. ৪০৯০ এবং ইবনু মাজাহ্ তার السُّنَنُ-এ হা. ৪১৭৪ أبـو الأحـوص থেকে এবং ইমাম দুলাবী তার الـكُـنـى والانـسـاء এর (২/১১৩); إبـراهـيـم-এর তরীকে ইমাম বাগাভী তার شـرح الـسّـنّـة এর হা. ৩৫৯২; أبـوعـوانـة بـن طـهـمـان এর তরীকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ৮৮৯৪, ৯৩৫৯, ৯৫০৮ ও ৯৭০৩-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর হা. ৫৫২ এবং ইমাম مُـسْـلِـم তার الـصـحـيـح-এর হা. ২৬৯০; ইমাম أبـو عـوانـة তার الـبِّـرِّ والـصِّـلـة-তে রিওয়ায়াত করেছেন। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে إتـحـاف الـمـهـرة-এর (৫/১১৮)-এ।

আলবানী (র) বলেন: এই সানাদের বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ।

١٥٠ـ عَـنِ ابْـنِ عَـبَّـاسٍ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ ذَبَـحَ لِـغَـيْـرِ اللهِ، لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ غَـيَّـرَ تَـخُـومَ الأَرْضِ، لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ كَـمَـهَ الأَعْـمَـى عَـنِ الـسَّـبِـيـلِ، لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ سَـبَّ (وَفِـي رِوَايَـةٍ: عَـقَّ) وَالِـدَيْـهِ، لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ تَـوَلَّـى غَـيْـرَ مَـوَالِـيْـهِ، (لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ وقـع عَـلَـى بَـهِـيْـمَـةٍ)، لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ عَـمِـلَ عَـمَـلَ قَـومِ لُـوْطٍ، (لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ عَـمِـلَ عَـمَـلَ قَـومِ لُـوطٍ، لَـعَـنَ اللهُ مَـنْ عَـمِـلَ عَـمَـلَ قَـومِ لُـوطٍ) . (الـصـحـيـحـة: ٣٤٦٢)

১৫০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে (পশু) জবাই করে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে ভূমির (সীমা নির্ধারণকারী) চিহ্ন পরিবর্তন করে (মুছে) ফেলে। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে (হটিয়ে দিয়ে) থাকে। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে তার পিতা-মাতাকে গালি দেয় (অপর বর্ণনায় পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে)। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে তার মনীবের নিকট থেকে অন্যের নিকট পালিয়ে যায়। (আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত হয়।) আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে লূত 'আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের ন্যায় (কু) কর্ম করে থাকে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে লূত 'আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের ন্যায় (কু) কর্ম করে থাকে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে লূত 'আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের ন্যায় (কু) কর্ম করে থাকে। (আস-সহীহাহ- ৩৪৬২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম ৪/৩৫৬, বায়হাক্বী তাঁর 'শু'আবুল ঈমানে' ৪/২৫৪/৫৩৭৩, আহমাদ ১/২১৭, ৩০৯, ৩১৭।

হাকিম বলেছেন: এর সানাদ সহীহ। যাহাবী (র) চুপ থেকেছেন।

শু'আয়েব আরনাউত বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং বর্ণনাকারীগণ সহীহ। (তাহক্বীক্বকৃত আহমাদ ১/৩০৯/২৮১৭)

١٥١ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ ﷺ، (فَقَالَ: أَصَابَنِى الْجَهْدُ (وَفِى رِوَايَةٍ: إِنِّى مَجْهُودٌ)، فَبَعَثَ إِلٰى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: (وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ!) مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيْفُ هٰذَا (يَرْحَمُهُ اللهُ)؟ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ طَلْحَةَ): أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلٰى اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ: أَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (لاَ تَدَّخِرِى شَيْئًا)، فَقَالَتْ: (وَاللهِ!) مَا

Contents

عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ لِلصِّبْيَانِ! فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْلِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْلَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، وَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، (وَأَكَلَ الضَّيْفُ)، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ ضَحِكَ اللهُ أَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا (بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

(الصحيحة: ٣٢٧٢)

১৫১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আমাকে ক্ষুধায় পেয়ে বসেছে (অর্থাৎ, আমি ক্ষুধার্ত) (অপর এক বর্ণনায় এসেছে) আমি ক্ষুধার্ত (مجهود অর্থাৎ ক্ষুধার কষ্টে কাতর) অতঃপর তিনি তাকে (আহার করানোর জন্য) তাঁর স্ত্রীদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা (স্ত্রীগণ) বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য (নাবী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমাদের নিকট শুধু (খাদ্য বস্তু হিসেবে এ মুহূর্তে) পানিই রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (তোমাদের মধ্যে) কে (মেহমানকে তার আতিথ্যে) মিলিয়ে নিবে? কিংবা মেহমানদারী করাবে (আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন)? অতঃপর এক আনসারী ব্যক্তি বলল, (তাকে আবু তালহা বলা হয়) আমি (অর্থাৎ, আমি তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম) সে তাকে (মেহমানকে) নিয়ে তাঁর স্ত্রীর নিকট গেল। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর (কোন কিছু জমা করে রেখ না অর্থাৎ) কোন প্রকার বখিলতা কর না। অতঃপর তিনি বললেন, (আল্লাহর শপথ!) বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আমাদের নিকট কিছুই নেই। তিনি বললেন, (ভনিতার ছলে) তুমি খাবার প্রস্তুত কর এবং বাতি ঠিক কর (অর্থাৎ তৈল ঢালো কিংবা তা পরিষ্কার করো ইত্যাদি) এবং শিশুদের ঘুমিয়ে দাও। যখন তারা (রাতে) খাওয়ার জন্য ইচ্ছা করল।

তখন সে (তালহার স্ত্রী) খাবার প্রস্তুত করল এবং তার বাচ্চাদের ঘুমিয়ে দিল। অতঃপর সে তার বাতি ঠিক করার জন্য (ভান করে) দাঁড়াল এবং বাতি নিভিয়ে দিল। (অর্থাৎ, বাতি ঠিক করার ভান করে বাতি নিভিয়ে দিল) এবং তারা দু'জন খাওয়ার ভান করল (এদিকে মেহমান খাবার গ্রহণ করল) এবং তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করল। যখন ভোরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন তখন তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়ের কর্মকাণ্ড দেখে হেসেছেন কিংবা (বর্ণনাকারী বলেন) আশ্চর্য হয়েছেন এবং (তোমাদের মেহমানের সাথে (গত) রাতে যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা (আয়াত) অবতীর্ণ করেন–

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

তারা নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে আর যারা নিজেদের কার্পণ্য থেকে দূরে রেখেছে তারাই সফলকাম।(আস্-সহীহাহ- ৩২৭২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩৭৮৯, ৪৮৮৯ (অন্যতম অনুচ্ছেদ: بَابُ قَوْلِ اللهِ (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এবং তাঁর প্রণীত 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৭৪০-এ হাদীসটি সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٢- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا، لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ. يَعْنِي: الظَّالِمَ . (الصحيحة: ٣٢٩٤)

১৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি (কোন) দু'জন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে (অর্থাৎ একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে) অতঃপর একে অপরকে ত্যাগ করে (অর্থাৎ পরস্পরে সম্পর্ক ছিন্ন করে) তাহলে তাদের একজন ইসলাম থেকে বের হয়ে

যাবে (অর্থাৎ, মুসলিম হিসেবে সে গণ্য হবে না) যতক্ষণ না সে (ইসলামী বন্ধুত্বের প্রতি) ফিরে না আসে। অর্থাৎ যিনি অন্যায়কারী (সেই এখানে ইসলাম হতে বহির্ভূত হিসেবে গণ্য)। (আস্-সহীহাহ- ৩২৯৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) মারফূ'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাদীসটি ইমাম বায্যার তাঁর 'البحر الزخار فى مسند البزار' কিতাবের ২৪৫ পৃষ্ঠায়।

হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' বলেন: হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন আর এর বর্ণনাকারীগণ সীক্বাহ।

١٥٣ـ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ وَهُوَ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ، فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُمُوْنِى وَإِبْلِيْسَ فَأَهْوَيْتُ بِيَدِى، فَمَا زِلْتُ أُخْنِقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعِى هَاتَيْنِ: الْإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيْهَا، وَلَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِى سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مَرْبُوْطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ، يَتَلاَعَبُ بِهِ صِبْيَانُ الْمَدِيْنَةِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَّ يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ، فَلْيَفْعَلْ.(الصحيحة: ٣٢٥١)

১৫৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ (মিহরাবে) দাঁড়ালেন এবং সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করলেন আর সে [আবূ সাঈদ খুদরী (রা)] তার পিছনে (সালাত আদায় কর) ছিল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) কিরাআত (সূরা) পাঠ করলেন। আর তাঁর জন্য কিরাআত পাঠ করা কষ্টকর হলো (অর্থাৎ তিনি কিরাআতের কিছু অংশ ভুলে গেলেন) যখন তিনি সালাত থেকে অবসর হলেন তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে দেখতে (তবে বুঝতে পারতে) আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে (সালাতরত অবস্থায়) ইবলিসকে ধরেছিলাম আমি তার গলা টিপে ধরে ছিলাম একপর্যায়ে

আমার এ দু'আঙ্গুলের অর্থাৎ, বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝে তার (মুখের) লালার আর্দ্রতা অনুভব করলাম। যদি সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম[১]-এর দু'আ না থাকত তবে সে সকালে মাসজিদের খুঁটিসমূহের কোন এক খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় থাকত (অর্থাৎ, আমি তাকে খুঁটিতে বেঁধে রাখতাম) মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত। তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে যে তার ও তার কিবলার মাঝে কেউ বাধা না হয়ে দাঁড়াক তবে সে যেন এমন করে।

(আস্-সহীহাহ- ৩২৫১)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ৩/৮২-৮৩, আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৯৯৯ (সংক্ষেপে)।

ইমাম হায়ছামী (র) বলেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/২৪৫/২৪৮১)

শু'আয়েব আল-আরনাউত এর সানাদকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৩২৫১]

١٥٤ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ غَوَائِلَهُ. (الصحيحة: ٢١٨١)

১৫৪. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মু'মিন নয় যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ (শঙ্কামুক্ত) নয়।

(আস্-সহীহাহ- ২১৮১)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু নাসর তাঁর 'আস-সলাতে' ২/১৪১, হাকিম ৪/১৬৫।

আলবানী (র) বলেন: হাকিম ও যাহাবী চুপ থেকেছেন। এর সানাদ হাসান। ... সহীহাইনে এর সাক্ষ্য রয়েছে।

١٥٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعَ اللهُ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ

---

১. সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, শুধু তিনিই যেন জ্বিন-ইনসান সকলের উপর বাদশাহী করেন। তাঁর দু'আ গৃহীত হয়েছিল এবং তিনি তাদের উপর বাদশাহীও করেছিলেন। ইবলীসকে বেঁধে রাখলে সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম-এর বাদশাহীর প্রতি কিছুটা আঁচড় লাগতে পারে এ বিবেচনায় তিনি ইবলীসকে বেঁধে রাখেননি। –অনুবাদক।

Contents

عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعَ . (الصحيحة: ٩٧٨)

১৫৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহর আনুগত্যের পথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অপেক্ষা দ্রুত সওয়াব অর্জনকারী (অপর) কোন বস্তু নেই। আর মিথ্যা শপথ দেশকে (বস্তিসমূহকে) জনশূন্য (বিরান) করে দেয়। (আস্-সহীহাহ- ৯৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায়হাক্বী'র 'আস্-সুনান কুবরা' (১০/৩৫)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক مُتَابِعَاتٌ এবং شَوَاهِدُ থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ্।

١٥٦ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا . (الصحيحة: ٢١٩٦)

১৫৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (সাথে দেখা করার) উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আসল। অতঃপর (উপস্থিত) লোকজন তাকে (বসার জন্য) সুযোগ দিতে দেরি করল। ফলে নাবী ﷺ বললেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। (আস্-সহীহাহ- ২১৯৬)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী ১/৩৪৯, ...হাদীসটি সহীহ। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ইসহাক বিন আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহী মারফু' সূত্রে।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৩৫৮।

আহমাদ ২/২০৭।

١٥٧ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَحْسَنَ هٰذَا! .

(الصحيحة: ٣٠٥٠)

১৫৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ মাসজিদের সম্মুখে (অর্থাৎ, দেয়ালে) কফ দেখতে পেলেন। ফলে তিনি রেগে গেলেন এমনকি তাঁর চেহারা (মুবারক) লাল হয়ে গেল। অতঃপর এক আনসারী মহিলা এসে তা উঠিয়ে (ঘষে) ফেলে দিলেন এবং সেখানে সুগন্ধি রাখলেন (অর্থাৎ ছিটিয়ে দিলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ (কাজটি) কতইনা উত্তম (হলো)।

(আস্-সহীহাহ– ৩০৫০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকূফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী তার السُّنَن-এর (১/১১৯); ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৭৬২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٥٨ـ عَنْ أَبِي الْأَعْوَرِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثًا: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِمَامٌ ضَلَالٌ .

(الصحيحة: ٣٢٣٧)

১৫৮. আবূ আ'ওয়ার রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে তিনটি বস্তুর ভয় করি (সেগুলো হল), (ক) কৃপণতার আনুগত্য করা; (খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ ও (গ) পথভ্রষ্ট নেতা।

(আস্-সহীহাহ– ৩২৩৭)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে বাযযার ২/২৩৮/১৬০২, দুলাবী "الكُنَى والأسماء" ১/১৬, ইবনু মানদাহ 'আল-মা'রিফাহ' ২/৬২/২, ইবনু আসাকীর 'তারিখে দিমাশক'-এ ১৩/৪৬২।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٥٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا. (الصحيحة: ٢٢١٨)

১৫৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ঐ ব্যক্তি অহংকারী নয় যে তার গোলামের সাথে বসে আহার করে গাধায় চড়ে বাজারে যায় এবং বকরীকে নিজ হাতে ধরে দুধ দোহন করে। (আস্-সহীহাহ- ২২১৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রা) সূত্রে মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৫৫০; ইমাম দায়লামী তার مُسْنَدُ الشِّهَابِ-এর (৪/৩৩)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

١٦٠- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، وَقَالَ: يَاعَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا (الَّذِى نَحْنُ عَلَيْهِ) شَيْئًا. قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. (الصحيحة: ٣٠٧٧)

১৬০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী ﷺ একদিন আমার নিকট আসলেন এবং বললেন: হে 'আয়িশা। আমি ওমুক ও ওমুকের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করি না যে, তারা আমাদের ধর্ম (যে ধর্মের উপর আমরা রয়েছি তা) সম্পর্কে কিছু জানে। (বর্ণনাকারী) লাইছ বলেন, তারা দু'জন মুনাফিক[১] (-দের মধ্য হতে) ছিল। (আস্-সহীহাহ- ৩০৭৭)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬০৬৭-৬৮ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ),

আলবানী (র) বলেন: এই হাদীসটি কুরআনের সূরা হুজুরাত ১২ নং আয়াত: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ এর দাবীর পরিপূরক।.....

১. দেখুন, মুখতাসার সহীহ্ আল বুখারী- ১/৭৮ নং ২৩৪৯। -তাজরীদকারক।

Contents

١٦١ـ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أُعْطِيَ أَهْلُ بَيْتٍ الرِّفْقَ إِلَّا نَفَعَهُمْ، وَلَا مُنِعُوهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ . (الصحيحة: ٩٤٢)

১৬১. উবাইদুল্লাহ ইবনু মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে গৃহবাসীদের (মধ্যে) হৃদ্যতা দান করা হয়েছে তাদের শুধু (যেন) মঙ্গলই দেয়া হয়েছে এবং তাদের থেকে শুধু অমঙ্গলই দূর করা হয়েছে। (আস্-সহীহাহ্- ৯৪২)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৩/১৯৫/১, ইবনু মানদাহ তার 'আল-মা'রেফাহ' ২/২৯/১।

আলবানী ও হায়ছামী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ ও এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

١٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ شَيْءٌ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ، وَلٰكِنْ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟. (الصحيحة: ٢٠٦٤)

১৬২. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নিকট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কোন অভিযোগ (অর্থাৎ দোষের বা অপছন্দের কিছু) আসত তখন তিনি (এভাবে) বলতেন না যে, ওমুকের কী হয়েছে? (যে সে এমন করে বা বলে) বরং তিনি (এভাবে) বলতেন, লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন (কাজ করে কিংবা এমন) কথা বলে থাকে। (আস্-সহীহাহ্- ২০৬৪)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ ২/২৮৮, বায়হাক্বীর 'দালায়েলুন নবুওয়াহ' ১/২৩৭ ...। সহীহ মুসলিম ৭/৯০ এবং আহমাদ ৬/৪৫-এর সমর্থিত বর্ণনাটি হল:

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَاللهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً .... (بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةُ خَشْيَتِهِ – সহীহ মুসলিম)

١٦٣ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا تَعُدُّوْنَ الرَّقُوْبَ فِيْكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: اَلَّذِي لاَ يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوْبِ، وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَمَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيْكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: اَلَّذِي لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: لَيْسَ بِذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

(الصحيحة: ٣٤٠٦)

১৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা নিঃসন্তানকে কিভাবে মূল্যায়ন কর? (অর্থাৎ, তোমাদের জানা মতে নিঃসন্তান কারা?) তিনি (বর্ণনাকারী সাহাবী) বলেন, আমরা বললাম, যার সন্তান-সন্ততি হয় না। (তাকেই আমরা নিঃসন্তান জানি) তিনি বললেন, এটি নিঃসন্তানের (প্রকৃত) পরিচয় নয় বরং (প্রকৃত) নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যে তার সন্তানদের জন্য কোন বস্তু অগ্রীম প্রেরণ করেনি। (অর্থাৎ, সন্তানদের জন্য কোন অর্থ-সম্পদ আহরণ করেনি।) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো) বললেন, তোমরা কুস্তিগীরকে কিভাবে মূল্যায়ন কর? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, কুস্তিগীর ঐ ব্যক্তি যাকে কেউ ধরাশায়ী করতে পারে না। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: তা (অর্থাৎ, প্রকৃত কুস্তিগীরের পরিচয়) এমন নয়। বরং প্রকৃত কুস্তিগীর ঐ ব্যক্তি; যে রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। (আস্-সহীহাহ- ৩৪০৬)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ মুসলিম ৮/৩০/৬৮০৭ (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ), ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১৫৩, বায়হাক্বীর 'আস্-সুনানুল কুবরা' ৪/৬৮ ও 'শু'আবুল ঈমান' ৬/৩০৬/৮২৭৩ ও ৭/১৩৬/৯৭০৬, আহমাদ ১/৩৮২।

١٦٤ـ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلاَنٍ فِيْ حَائِطِيْ عِذْقًا، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِيْ وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِهِ، فَأَرْسَلَ

Contents

إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ. قَالَ: لَا . قَالَ: فَهَبْهُ لِي . قَالَ: لَا . قَالَ: فَبِعْنِيهِ بِعِذْقٍ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ، إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ . (الصحيحة: ٣٣٨٣)

১৬৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট আসল এবং বলল, আমার (বাড়ির) সীমানায় ওমুক ব্যক্তির এক খেজুর গাছ রয়েছে। সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং তার খেজুর গাছটির জায়গাটি (বিভিন্ন কারণে) আমার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর নাবী ﷺ (তাকে ডেকে আনার জন্য) তার নিকট লোক পাঠালেন। (সে হাজির হলে) তিনি (নাবী ﷺ) তাকে বললেন, ওমুকের সীমানায় তোমার যে খেজুর গাছটি রয়েছে তা আমার নিকট বিক্রয় কর। লোকটি বলল, (তা আমি বিক্রয় করব) না। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, তবে আমাকে তা (হাদীয়া হিসেবে) দান কর। সে (লোকটি) বলল, না (তাও আমি দিব না) তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, তবে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের পরিবর্তে তা আমার নিকট বিক্রয় কর। সে (লোকটি) বলল, না (তাতেও আমি রাজি নই)। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সালামের (সালাম কিংবা তার জবাব দেওয়ার) ব্যাপারে কৃপণতাকারী অপেক্ষা তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ ব্যক্তিকে আর আমি দেখিনি। (আস্-সহীহাহ- ৩৩৮৩)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

হাদীসটি জাবির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদে আহমাদ' হা. ১৪৫১৭; ইমাম عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ তার الْمُسْنَد-এর হা. ১০৩৭; হাকিম তার الْمُسْتَدْرَك-এর (২/২০); ইমাম বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' এর হা. ৮৭৭১; زُهَيْر-أَبِي حُذَيْفَةَ النَّهْدِيِّ مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ-এর তরীকে بْنُ مُحَمَّدٍ থেকে এই ইসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন। বাযযার (২/৪১৭/২০০০)

মুনযিরী (র) বলেছেন: আহমাদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন আর আহমাদের সানাদে কোন আপত্তি বা সমস্যা নেই।

[Contents](#)

١٦٥ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ ادم شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَخُلُقٍ حَسَنٍ.

(الصحيحة: ١٤٤٨)

১৬৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সালাত আদায় করা, উভয়ের (বাদী-বিবাদী) মধ্যে মিমাংসা করা ও উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করা অপেক্ষা উত্তম আমল ইবনু আদম আর করে না। (অর্থাৎ, এ আমলগুলোই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।) (আস্-সহীহাহ- ১৪৪৮)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী 'তরীখে' ১/১/৬৩....।

আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ তবে মুহাম্মাদ বিন হাজ্জাজ ছাড়া, যিনি দিমাশকী। ... (সার্বিক বিচারে) হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী (র) সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে আবূ দারদা নবী ﷺ থেকে আবূ দারদা (রা)-এর হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন। .... এর সানাদ সহীহ এবং সবাই ছিক্বাহ।

١٦٦ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْكِذْبِ، وَمَا اطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيَبْخَلُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ (قَدْ) أَحْدَثَ تَوْبَةً!.

(الصحيحة: ٢٠٥٢)

১৬৬. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় আচরণ (হিসেবে গণ্য) মিথ্যা বলা অপেক্ষা আর কিছুই ছিল না। তাঁর সাহাবীগণের মধ্য হতে কারো মাঝে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে তিনি তা থেকে ঐ ব্যক্তির তাওবা করার বিষয় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার সাথে আন্তরিকতা দেখানোর ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করতেন। (অর্থাৎ, কারো মধ্যে মিথ্যা বলার দোষ থাকলে তিনি তার সাথে তেমন সম্পর্ক রাখতেন না। তবে তাওবা করার পর আবার তিনি তার সাথে পূর্বের ন্যায় সুসম্পর্কের ভাব দেখাতেন।) (আস্-সহীহাহ- ২০৫২)

হাদীসটি হাসান।

তাবাক্বাতে ইবনু সা'দ, ইবনু আবীদ দুনইয়া 'মাকারিমুল আখলাক্ব' পৃষ্ঠা ৩০, তিরমিযী ১/৩৫৭, তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (হাদীস নং ১৯৭৩) .... ইবনুল ক্বাইয়িম (র) তার 'ই'লামুল মু'য়াক্বি'য়ীন'-এ হাসান বলেছেন।

١٦٧ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ . (الصحيحة: ٩١٨)

১৬৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; অত্যাচার করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন পাপ নেই যে পাপের পাপীর জন্য আখিরাতে শাস্তি হওয়া ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য অধিক দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। (আস্-সহীহাহ- ৯১৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম ৪/৭৯, আহমাদ ৫/৩০৭..... হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

হায়ছামী (র) বলেছেন (১০/৩৫): আহমাদ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন নাযর আল-আনসারী ছাড়া সবাই সহীহ আর সেও ছিক্বাহ।অ

١٦٨ـ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلاً أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةٌ يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ، فَيُطَوَّقُ بِهِ . (الصحيحة: ٢٥٤٨)

১৬৮. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যদি কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়ের নিকট গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যে অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন) তা থেকে কিছু প্রার্থনা করে। আর সে তা দিতে কার্পণ্য করে (অর্থাৎ, না দেয়) তবে (উক্ত সম্পদকে) কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে সাপ হিসেবে (অর্থাৎ সাপের আকৃতি দিয়ে তাকে দংশন করার জন্য) বের করা হবে। ঐ সাপকে شجاع

শুজা' বলা হবে। সাপটি জিহ্বা বের করতে থাকবে। ঐ সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। (আস্-সহীহাহ্- ২৫৪৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) মারফুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানী তার 'কাবীর' (১/২৩৫/২); এবং الْمُعْجَمُ الأَوْسَطُ (২/৪২/১/৫৭২৩)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হায়ছামী এর সানদটিকে জাইয়্যেদ বলেছেন।

١٦٩- عَنْ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيِّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمنِ! إِنَّا بَنُو الْمُغِيْرَةِ قَوْمٌ فِيْنَا نَخْوَةٌ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ، وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (الصحيحة: ٢٢٧٢)

১৬৯. ইউনূস ইবনু কাসিম আল-ইয়ামানী থেকে বর্ণিত; ইকরামা ইবনু খালিদ ইবনু সাইদ ইবনুল আস আল মাখযুমী তার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আব্দুর রহমান! আমরা বনু মুগিরাহ গোত্রের লোক। আমাদের মধ্যে অহংকার-অহমিকা আছে আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বলতে শুনেছেন? আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাকে বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে বড় মনে করবে এবং তার চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হয়েছেন।[১] (আস্-সহীহাহ্- ২২৭২)

হাদীসটি সহীহ্।

১. সহীহাহ্'র ৫৪৩ নং হাদীসে এর তাখরীজ অতিবাহিত হয়েছে। এ কিতাবের ১৭৭ নং হাদীসে অতিসত্ত্বর তা বর্ণিত হবে- ইনশাআল্লাহ্। -তাজরীদকারক।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ৫৪৯, হাকিম ১/৬০, আহমাদ ২/১১৮।

হাকিম বলেছেন: সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী তাঁর 'আত্-তালখিসে' বলেছেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে (বর্ণিত হয়েছে)।

আলবানী (র) বলেন: মোটেও নয়। দু'জনেরই ভুল হয়েছে। কেননা, (আবূ উমার) আল-ইমামী-কে ইমাম মুসলিম আনেন নাই। সুতরাং হাদীসটি কেবল এককভাবে ইমাম বুখারীর শর্ত পূরণ করে।

١٧٠ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ (الصحيحة: ٣٢٧٣)

১৭০. আবূ দারদা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে দু'জন ব্যক্তি একে অপরকে অসাক্ষাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে। আল্লাহর নিকট তাদের উভয়ের মধ্য হতে প্রিয় ব্যক্তিটি তার অপর বন্ধুর জন্য অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ৩২৭৩)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল আওসাতে' ২/২১/২/৫৪১২, ৬/১৩৪/৫২৭৫

মুনযিরী তাঁর 'আত-তারগীবে' ৪/৪৬ বলেন: 'তাবারানী শক্তিশালী জাইয়্যেদ সনদে বর্ণনা করেছেন।' হায়সামী (৭/২৭৬) বলেছেন: ... বর্ণনাকারীগণ সহীহ তবে আল-মা'আফী বিন সুলায়মান ছাড়া, সেও ছিক্বাহ।"

١٧١ـ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى أَخًا لَهُ يَزُورُهُ فِي اللهِ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ، فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرًى دُونَ الْجَنَّةِ. (الصحيحة: ٢٦٣٢)

১৭১. আনাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন (আল্লাহর) কোন বান্দা তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা করেন যে,

তোমার মঙ্গল হোক এবং জান্নাত তোমার জন্য উত্তম (বাসস্থান) হোক। আর আল্লাহ তা'আলা আরশের ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। আমার জন্য তার মেহমানদারী করা আবশ্যক। আমি জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তার মেহমানদারী করতে নারাজ।

(আস্-সহীহাহ- ২৬৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩/১০৭, বাযযার ২/৩৮৮-৮৯, আবূ নুঈম তার 'আল-হিলইয়াহ' ৩/১০৭ যিয়া আল মাকদেসী তার 'আল-মুখতারা' ১/২৪০ ... হায়সামী তাঁর 'আল-মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' ৭/১৭৩ বলেন: বাযযার ও আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়া'লা'র বর্ণনাকারীরা সহীহ তবে মায়মুন বিন 'আজলান ছাড়া। সেও ছিক্বাহ। ... [অতঃপর আলবানী (র) বিভিন্ন সমালোচনা ও সাক্ষ্যমূলক হাদীস উপস্থাপন করেছেন।]

١٧٢ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا يُنْجِي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ . قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ؟ قَالَ: يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا لاَ يَجِدُ مَا يَرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيِيًّا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَخْرَقَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَتْرُكَ فِي صَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ؟! تَمَسَّكُ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟! قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هٰؤُلاَءِ إِلاَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . (الصحيحة: ٢٦٦٩)

১৭২. মালিক ইবনু মারছাদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আবূ যর (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমানের সাথে কি আমালের প্রয়োজন নেই? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দান করেছে তা থেকে দান করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে দরিদ্র হয় যার দরুন সে দান করার কিছু না পায় (তবে কি করবে?)? তিনি বললেন, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে এমন অক্ষম হয় যে, সে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে অপারগ? তিনি বললেন, অর্ধেক হলেও করবে। আমি বললাম, যদি কোন অথর্ব (মূর্খ) ব্যক্তি কোন কিছুই (অর্থাৎ, ঈমান আনা ব্যতীত ভালো কিছুই) করতে সক্ষম না হয় (তবে কী হবে)? তিনি বললেন, সে অত্যাচারিতকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, আপনি কি জানেন না যদি সে অক্ষম-দুর্বল হয় তবে সে তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে সক্ষমই হবে না? তিনি বললেন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের মধ্যে কোন সৎ কর্ম রাখতে চাও না? তুমি মানুষের বিপদাপদ দূর করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে তা করে (অর্থাৎ তদানুযায়ী আমল করে) তবে সে কি জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন, যদি কোন মুসলিম এ গুণাবলীর মধ্য হতে কোন গুণের উপর আমাল করে (কিয়ামাতের দিন) তার হাত ধরা হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (আস্-সহীহাহ- ২৬৬৯)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তার 'আল-কাবীর'- ১/৮২/২।

আলবানী (র) বলেন: এর সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

হায়সামী (র) বলেছেন (৩/১৩৫): ... বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

١٧٣ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ.

(الصحيحة: ٥١٥)

১৭৩. উবাই ইবনু মালিক[1] (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা তাঁদের একজনকে পেল তথাপি সে (তাদের খিদমাত ও তাঁদের সন্তুষ্ট না করার দরুন) জাহান্নামে প্রবেশ করল। তাহলে আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামাতের দিন) তাকে (রহমত থেকে) দূরে সরিয়ে দিবেন এবং (জান্নাত থেকে দূরে) তাড়িয়ে দিবেন।

(আস্-সহীহাহ- ৫১৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি উবাই ইবনু মালিক (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর হা. ১৯০২৭ ও ১৯০২৯-এ রিওয়ায়াত করেছেন। শুআইব আল-আরনাউত তার তাহকীকে বলেন:

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَانَّ صَحَابِيَّهُ أُبَيَّ بْنَ مَالِكٍ فَمِنْ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ قَتَادَةُ هُوَابْنُ دِعَامَةَ الشَّدُوسِيِّ

এছাড়াও ইমাম আত্-তায়ালিসী তার اَلْمُسْنَدُ-এর হাদীস নং ১৩২১ এবং তার তরীকে ابونعيم তার مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ-এর হা. ৭৬৪; বায়হাক্বী তার اَلشُّعَبُ-এর হা. ৭৮৮৫; ইমাম বুখারী তার اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ-এর (২/৪০)-এ তাবারানী তার اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ-এর হা. ৫৪৪; عَمْرُ وبْنُ مَرْزُوْقٍ-এর সূত্রে এবং اَبُوالْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ তার اَلْجَعْدِيَّاتُ-এর হা. ৯৫৯ এবং তাবারানী তার اَلْمُعْجَمُ-এর হা. ৫৪৪ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ-এর তরীকে বুখারী তার তারিখের (৪০/২); আদমের তরিকে এবং اِبْنُ قَانِعٍ তার مُعْجَمٌ-এর (১/৭)-এ তবরানী তার কিতাবের হা. ৫৪৪; আবূ নুঈম তার اَلْمَعْرِفَةُ-এর হা. ৭৬৫; عَاصِمِ بْنُ عَارٍّ-এর সূত্রে এই اِسْنَادُ-এ রিওয়ায়াত করেছেন আর ইবনু আদি তার اَلْكَامِلُ-এর (২/৬৩২)-এ اَلْحَكَمُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ-এর তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ।

---

১. তাঁর নামের প্রসিদ্ধিতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এখানে যে (নামটি) উল্লেখ রয়েছে তা শাইখ আলবানী (র) প্রাধান্য দিয়েছেন। –তাজরীদকারক।

١٧٤ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، تَقْضِي لَهُ حَاجَةً، تُنَفِّسُ لَهُ كُرْبَةً. قَالَ سُفْيَانُ: وَقِيلَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ: فَمَا بَقِيَ مِمَّا يُسْتَلَذُّ؟ قَالَ: الْإِفْضَالُ عَلَى الْإِخْوَانِ. (الصحيحة: ٢٢٩١)

১৭৪. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ইবনুল মুনকাদির বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি (হাদীসটি) সম্পর্কিত করে বলেন, উত্তম আমালসমূহের মধ্য হতে (কিছু আমাল হচ্ছে) মুমিনের সাথে হৃষ্টচিত্তে উঠা-বসা করা। তার ঋণ আদায় করে দেয়া। তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া এবং তার কষ্ট (কিংবা বিপদাপদ) দূর করা। সুফিয়ান বলেন, ইবনুল মুনকাদিরকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বস্তু অবশিষ্ট রয়েছে যাতে স্বাদ লাভ হয়? তিনি বলেন, (মুসলিম) ভাইদের প্রতি অনুগ্রহ করা। (আস্-সহীহাহ- ২২৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায়হাক্বী তার 'শু'আবুল ঈমান' (২/৪৫২/২)-তে মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি মুরসাল হলে তা মারদুদ করা মূর্খতারই নামান্তর। এমন কাউকেও পাওয়া যাবেন যিনি مُرْسَلُ হাদীসকে গ্রহণ করেননি। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস দ্রষ্টব্য আস-সহীহাহ্ হাদীস নং ৯০৬।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: شَوَاهِدُ ও مُتَابِعَاتُ-এর ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্।

١٧٥ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(الصحيحة: ٣٣٦٤)

Contents

১৭৫. আবূ উমামা বিন সালাবা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ মিথ্যা শপথ করে (তার কিংবা অন্যের মালিকানায়) নিয়ে যায়। তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। কিয়ামাত পর্যন্ত এ দাগকে কোন বস্তুই মিটিয়ে দিতে পারবে না। (আস্-সহীহাহ- ৩৩৬৪)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম ৪/২৯৪ ... তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন আর যাহাবী চুপ থেকেছেন। আলবানী বলেন: (মুহাম্মাদ বিন সিনান) আল-কুযায সম্পর্কে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। কেউ তাঁকে কাজ্জাব, আবার কেউ তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। ... হাফিয 'আত্-তাক্বরীবে' বলেছেন: যঈফ। ... (অতঃপর তিনি এর সমর্থনে অন্যান্য শক্তিশালী হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

١٧٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ حَائِطَ جَارِهِ. وَفِيْ لَفْظٍ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ.
(الصحيحة: ٢٩٤٧)

১৭৬. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি কোন স্থাপনা নির্মাণ করবে সে যেন তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি সংযুক্ত করে দেয় (অর্থাৎ প্রতিবেশীর দেয়ালের ধস ঠেকাতে সে যেন তার খুঁটি প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে ভর দিয়ে দেয় কিংবা তার দেয়ালের সাথে প্রতিবেশীর দেয়াল মিলিয়ে দেয়) অপর এক বর্ণনায় (ভিন্ন শব্দে) যদি কোন ব্যক্তির নিকট তার প্রতিবেশী তার দেয়ালে লাকড়ি রাখতে চায় সে যেন তার জন্য তা ছেড়ে দেয়। (আস্-সহীহাহ- ২৯৪৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মাজাহ হা. ২৩৩৭, ইবনু জারীর তাবারী 'তাহযীবুল আসার' ২/১/৭৭২-৭৪, ৭৭৭। তাহাবী 'মুশকিলুল আছার' ৩/১৫০, বায়হাক্বী ৬/৬৯, আহমাদ ১/২৩৫, ২৫৫, ৩০৩, ৩১৮। তাবারানী ১১/১১৭৩৬ ...

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ... (ইরওয়া ৫/২৫৫)।

١٧٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
(الصحيحة: ٥٤٣)

১৭৭. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে বড় ভাববে কিংবা তার চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর সাথে (কিয়ামাতের দিন) এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন। (আস্-সহীহাহ্- ৫৪৩)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ৫৪৯, হাকিম ১/৬০ আহমাদ ২/১১৮।

হাকিম বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

যাহাবী বলেছেন: মুসলিমের শর্তে।....

١٧٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ.
(الصحيحة: ٢٣٢٨)

১৭৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রদর্শন করবে আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করবেন।
(আস্-সহীহাহ্- ২৩২৮)

হাদীসটি হাসান।

আবূ নাঈম তাঁর 'আল-হিলইয়াহ'-তে ৮/৪৬ –তিনি বলেন: ইবরাহীম থেকে হাদীসটি গরীব। অন্য কোন সূত্রে এর বর্ণনা সম্পর্কে আমরা জানি না।

আলবানী (র) বলেন: সে সত্যবাদী ও যুহ্দ অবলম্বনকারী। সুতরাং হাদীসটি হাসান ...। (অতঃপর শায়েখ আলবানী এর সমর্থনে আরো সাক্ষ্যমূলক যঈফ ও সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

١٧٩ـ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْإِسْلَامِ)، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ؟ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ، فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ. (الصحيحة: ٢٣٧١)

১৭৯. ফুযালাহ্ ইবনু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন; যে আল্লাহ্র পথে (অপর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের পথে) বৃদ্ধ হয়ে (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করে তদানুযায়ী আমাল করতে করতে মাথার চুল পেকে যাবে তথা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবে) কিয়ামাতের দিন তা (পাকা চুল) ঐ ব্যক্তির জন্য নূর হবে। ঐ সময় এক ব্যক্তি বলল, অনেকেই তো তাদের পাকা চুল উঠিয়ে ফেলে থাকে? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, যার ইচ্ছা হয় সে (নির্বুদ্ধিতাবশত) তার নূর উঠিয়ে ফেলুক (অর্থাৎ, কেউ এমন করবে না)। (আস্-সহীহাহ্– ৩৩৭১)

হাদীসটি সহীহ্।

বায়হাক্বী তাঁর 'আল-আদাবে' ১৩২/১৯৯; 'শুআবুল ঈমান' ৬/১৩৪-৩৫; ইবনু আসাকীর– ১০/৬-৭; আস্-সুনানুল কুবরা– ১০/১৯৪-৯৫; বুখারী তাঁর 'তারিখে' ৪/১/১৮১; ইবনু আবিদ দুনইয়া তার 'মাকারিমুল আখলাক্ব' ১৯/৭৮; তাবারানী তার 'আল-মুজামুলকাবীর' ১৯/২৯-৩০....।

হায়সামী 'আল-মুজমাউয যাওয়ায়েদে' (৮/২৬-২৭) যঈফ বলেছেন।

দারেমী (১/১২৯-৩০) অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ জাইয়্যেদ। (আস্-সহীহাহ্– ৩৩৮১)

দারেমীর মুহাক্বিক্ব হুসাইন সালিম আল-আসাদ বলেছেন: এর সানাদ সহীহ্। (তাহক্বীক্বকৃত দারেমী– ১/১৩৯/৫০৯)

١٨٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: اِشْتَدَّ عَلَيَّ الزَّمَانُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ؟ قَالَ: فَهَلاَّ الشَّامَ أَرْضَ الْمَنْشَرِ (وَفِي التَّارِيخِ: الْمَحْشَرِ)! اِصْبِرِي لَكَاعِ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلأْوَائِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي الْمَدِينَةَ. وَفِي لَفْظٍ: لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ ... . (الصحيحة: ٣٠٧٣)

১৮০. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত আছে যে, তার এক আযাদকৃত বাঁদী তার নিকট আসল এবং বলল, আমার জন্য যুগ কঠিন হয়ে গেছে (অর্থাৎ আমি খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করছি) এখন আমি ইরাকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, শাম দেশই (তোমার যাওয়ার জন্য) উত্তম যা নশরের

স্থান (অর্থাৎ, কিয়ামাতের দিবসে মানুষ-জনদের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উঠার স্থান) (অপর বর্ণনা অনুযায়ী যা হাশরের স্থান) তুমি এখানেই (অর্থাৎ, মাদীনাতে) ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে তার (মদীনার) কষ্ট-মুসীবতের উপর ধৈর্য-ধারণ করবে। আমি কিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দানকারী সুপারিশকারী হয়ে যাব। অর্থাৎ মাদীনা (-তে যে ধৈর্য ধরে থাকবে) অপর বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার (মাদীনার) কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্যধারণ করবে আমি (তার জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী হব।)। (আস্-সহীহাহ- ৩০৭৩)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী হাদীস নং ৩৯১৮; ইবনু আসাকীর 'তারিখে দিমাশ্ক' ১/১৬৯।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাসান সহীহ্ গরীব.....।

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস হল, সহীহ্ মুসলিমের বর্ণিত হাদীস– ৪/১১৯ (بَابٌ التَّرْغِيْبِ فِيْ سُكْنَى الْمَدِيْنَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى لَأْوَائِهَا)

١٨١ـ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَرَدَ مِنْ حَدِيْثِ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِهٰذَا اللَّفْظِ: عُثْمَانُ، أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، اَلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، اِبْنِ عُمَرَ، وَاثِلَةَ بْنُ الْأَسْقَعِ، أَبِيْ مُوْسَى الْغَافِقِيِّ . (الصحيحة: ٣١٠٠)

১৮১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (অর্থাৎ, আমার সূত্রে প্রচার করে) এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি। তবে তার ঠিকানা জাহান্নামে হবে। (এ হাদীসটি) সাহাবীদের (রা) এক (বড়) দল হতে এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে (তাঁরা হলেন) উসমান, আবূ হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, উকবাহ ইবনু আমির, যুবাইর ইবনু আওয়াম, সালামাহ ইবনু আকওয়া, ইবনু উমার, ওয়াছেলাহ ইবনু আসক্বা' ও আবূ মূসা আল-গাফেকী (রা) থেকে)। (আস্-সহীহাহ- ৩১০০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'তারিখে' ৩/২/২০৯; তাহাবী তাঁর 'শরহু মুশকিলিল আছারে' ১/১৬৬; আহমাদ– ১/৬৫; বায্যার- ১/১১৩/২০৫।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান....।

শাইখ আহমাদ শাকির (র) তাঁর মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীক্বে সহীহ্ বলেছেন।

١٨٢- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَشَفَ سِتْرًا، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا عَيَّرْتُ[1] عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ . (الصحيحة: ٣٤٦٣)

১৮২. আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সে ব্যক্তি অনুমতি নেয়ার পূর্বেই (কারো গৃহের পর্দা উঠিয়ে) গৃহের দিকে তাকাল এবং গৃহবাসীর সতর দেখে ফেলল তবে সে (অপরাধের) এমন এক সীমানায় পৌঁছল যে (এখন) তার জন্য সেখানে প্রবেশ করা (অর্থাৎ গৃহে যাওয়া) বৈধ নয়। যদি ঐ ব্যক্তি গৃহের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সময় কেউ তার প্রতি অগ্রসর হয়ে তার চোখকে (কিছু নিক্ষেপ করার দ্বারা) জখম করে ফেলে। তবে সে তার প্রতি অন্যায় করেনি। যদি কোন ব্যক্তি পর্দাহীন দরওয়াজার পাশ দিয়ে যায় এবং সেদিকে দৃষ্টি দেয় তবে তার কোন দোষ নেই। কারণ (এক্ষেত্রে) দোষ তো গৃহবাসীরই (কারণ তারাই পর্দা রক্ষায় সচেতন হয়নি)। (আস্-সহীহাহ– ৩৪৬৩)

হাদীসটি সহীহ্।

---

১. عَيَّرْتُ আমি দোষ করেছি (أُعِيبُ) মূল কিতাবে নুকতাযুক্ত غَيَّنْ ব্যবহার হয়েছে। সঠিক হলো, নুকতাহ বিহীন আইন। যেমন তিরমিযীতে আছে (২৭০৭)।
–তাজরীদকারক।

তিরমিযী হাদীস নং ২৭০৭; আহমাদ- ৫/১৮১ দু'টি সূত্রে। শেষেরটিতে আছেন ইবনু লাহিয়্যাহ...।

মুনযিরী তাঁর 'আত্-তারগীবে' ৩/২৭২/২ বলেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন এর সানাদটি সহীহ্। তবে ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া।

তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গারীব। ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না।

١٨٣- عَنْ أَبِيْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ. (الصحيحة: ٩٢٨)

১৮৩. আবূ খিরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, (ঘৃণাবশত তার মুসলিম) ভাইকে ত্যাগ করল (অর্থাৎ তার সাথে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিল) তবে সে তার রক্তপাত ঘটানোর মত কাজ করল। (আস্-সহীহাহ- ৯২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৪০৪-০৫; আবূ দাউদ- ২/৩০৩; হাকিম- ৪/১৬৩; আহমাদ- ৪/৩২০; আত্-তাবাক্বাতে ইবনু সা'দ- ৭৫০০।

হাকিম বলেছেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

١٨٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ. (الصحيحة: ٩٣٥)

১৮৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিন ব্যক্তি সহজ-সরল ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে; আর ফাজের (অর্থাৎ কাফির) ধূর্ত ও প্রবঞ্চক প্রকৃতির হয়ে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ৯৩৫)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৪১৮; আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৭৯০; তিরমিযী- ১/৩৫৬; হাকিম- ১/৪৩; উক্বায়লী তাঁর 'আয্-যুয়াফাতে' ৫৬ পৃষ্ঠা। [অতঃপর আলবানী (র)-এর সাক্ষ্যস্বরূপ কয়েকটি যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন]....।

١٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: اَلْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ، مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَلِفِ الَّذِى إِنْ قِيدَ اِنْقَادَ، وَإِنْ سِيقَ اِنْسَاقَ، وَإِنْ أَنَخْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ. (الصحيحة: ٩٣٦)

১৮৫. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মু'মিনগণ সহজ-সরল ও নম্র-ভদ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। গৃহপালিত উট যেমন (শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকে) যদি তাকে থামানো হয় তবে সে থেমে যায়। আর যদি চালানো হয় তবে চলে। যদি তুমি তাকে পাথরের উপরও বসাও তবুও সে বসে। (আস্-সহীহাহ- ৯৩৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম 'উক্বায়লী তাঁর 'আয্-যুয়াফাতে' ২১৪ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির إِسْنَادُ হাসান তার পক্ষে একাধিক مُتَابِعَاتٌ এবং شَوَاهِدُ থাকার কারণে আল্লামা আলবানী হাদীসের পর্যালোচনা শেষে একে 'হাসান' বলেছেন।

١٨٦- قَالَ ﷺ: اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِى النَّارِ. رُوِىَ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ. (الصحيحة: ١٠٥٧)

১৮৬. নাবী ﷺ বলেন: কূট-কৌশল ও ধোঁকা-প্রবঞ্চনা (কারী) জাহান্নামে যাবে। (এ হাদীসটি) কাইস ইবনু সাআদ, আনাস ইবনু মালিক, আবূ হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, মুজাহিদ ও হাসান (রা)-এর হাদীস সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ১০৫৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ নুঈম আল-আসবাহানী তাঁর "তারীকে আসবাহন"-এর (১/২০৯); ইমাম আবূ দাউদ তাঁর المراسيل-এর হা. ২০; ইমাম ইবনু আদী তাঁর পুস্তকের হা. ১১৯৩; ইমাম হাকিম তার المستدرك على الصحيحين-এর (৪/৬০৭); ইমাম হাইছামী তাঁর مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ-এর (৯/১০২); ইমাম সুয়ূতী তাঁর "আদ্দুররুল মনসুর"-এর (১/৩০); ইমাম হাফিজ ইবনু হাজার তাঁর "ফাতহুল বারী"-এর (৪/৩৫৬); তাঁরই تَغْلِيقُ التَّعْلِيقِ-এর হা. (৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪); ইমাম ইবনু

Contents

কাসীর তাঁর الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ-এর (৮/১০১); ইমাম মালিক তাঁর الْمُوَطَّأُ-এর হা. ২৮।

١٨٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ، وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ

(الصحيحة: ٢٥٢٧)

১৮৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; দাসগণ (অর্থাৎ অধীনস্থ কর্মচারীগণ) তোমার ভাই। যখন সে তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তখন তুমি তাকে তোমার সাথে বসাও (অর্থাৎ তোমার সাথে তাকেও খেতে দিবে) যদি সে (এক সাথে খেতে) অস্বীকৃতি জানায় তবে (কিছু খাবার) তাকে খেতে দিবে এবং তাদের চেহারায় আঘাত করবে না।

(আস্-সহীহাহ্- ২৫২৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তায়ালেসী তার الْمُسْنَدُ-এর (৩১২/২৩৬৯); ইমাম আহমাদ তার الْمُسْنَدُ-এর (২/৫০৫)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আদিল মুরশিদ এবং আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত তাদের তাহকীকে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

١٨ـ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ النَّقِيبُ الْأَشْهَلِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ عَامَّتُهُمْ نِسَاءٌ، فَقَسَمَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شَيْءٍ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَرَكْتَنَا يَا أُسَيْدُ! حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا، فَإِذَا سَمِعْتَ بِطَعَامٍ قَدْ أَتَانِي، فَأْتِنِي فَاذْكُرْ لِي أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ، أَوْ اذْكُرْ لِي ذَاكَ. فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ: شَعِيرٌ وَتَمْرٌ، فَقَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ، قَالَ: ثُمَّ قَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ، قَالَ: ثُمَّ قَسَمَ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ، فَقَالَ لَهُ أُسَيْدٌ شَاكِرًا لَهُ: جَزَاكَ اللهُ

Contents

أي رسول الله! أطيب الجزاء أو خيرا، يشك عاصم - قال: فقال له النبي ﷺ: وأنتم معشر الأنصار! فجزاكم الله خيرا أو: أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وسترون بعدي أثرة في القسم والأمر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.

(الصحيحة: ٣٠٩٦)

১৮৮. আসিম ইবনু সুয়াইদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু জারিয়াহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিকের সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উসাইদ ইবনু আল-হুযাইর আন নকীব আল আশহালী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল এবং বনী জফরবাসীদের এক পরিবারের ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন, আর তাদের (বনী জাফরের) অধিকাংশ সদস্যই মহিলা ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য কোন বস্তু ভাগ করে দিলে সে মানুষদের মধ্যে তা বণ্টন করতে লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আমাদের বাদ রেখেছ হে উসাইদ! আমাদের নিকট যা ছিল তা সবই ফুরিয়ে গেছে। যখন তুমি আমার নিকট খাবার পৌঁছার খবর শুনবে তখন আমার নিকট আসবে এবং আমাকে ঐ গৃহবাসী সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিবে অথবা আমাকে ঐ ব্যাপারে খেয়াল করিয়ে দিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চেয়েছেন তিনি ততক্ষণ অপেক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খায়বার থেকে খাবার এসে যায়। (খাবারগুলো ছিল) গম ও খেজুর। অতঃপর নাবী ﷺ মানুষদের মাঝে তা বণ্টন করে দিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি আনসারদের বণ্টন করলেন এবং অনেক বেশি দিলেন। অতঃপর ঐ গোত্রবাসীদের মাঝে বণ্টন করলেন এবং অনেক বেশি দান করলেন। অতঃপর উসাইদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (কিংবা মঙ্গল করুন বর্ণনাকারী আসেম এ দু'বাক্যের মধ্যে) সন্দেহপোষণ করেন (অর্থাৎ উভয় বাক্যের যে কোন একটি বাক্য নিশ্চিতভাবে শ্রুত) অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসার দল! তোমাদেরও আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন! কিংবা উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করুন! কারণ, আমার যতদূর ধারণা তোমরা সৎ, ধৈর্যধারণকারী দল।

অতিসত্বর তোমরা আমার পরে বণ্টন ও শাসনের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা দেখতে পাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে একপর্যায়ে তোমরা হাউজে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। (আস্-সহীহাহ্- ৩০৯৬)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ ইবনু হিব্বান (তাহক্বীক্ব আল-ইহ্সান) হা. ৭২৭৭; হাকিম- ৪/৭৯; ইবনু 'আদীর 'আল-কামেল' ৫/১৮৭৯; বাইহাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' ৬/৫২০/৯১৩৬; নাসায়ী 'ফাযায়েলে সাহাবা' ২৪০।....

হাকিম সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

١٨٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكَ الْوُعُولُ، وَتَظْهَرَ التُّحُوتُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوُعُولُ وَمَا التُّحُوتُ؟ قَالَ: الْوُعُولُ: وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتُّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ. (الصحيحة: ٣٢١١)

১৮৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (নাবী ﷺ) বলেছেন: ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অশ্লীলতা, কৃপণতা প্রকাশ না পাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমানতদার ব্যক্তিকে খিয়ানাতকারী হিসেবে আখ্যা না দেয়া হবে এবং অসৎ ব্যক্তির নিকট আমানাত না রাখা হবে (وعول অর্থাৎ উচ্চশ্রেণী) ব্যক্তিদের পতন না হবে এবং (تحوت অর্থাৎ নিম্নশ্রেণী) ব্যক্তিদের উত্থান না হবে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! উয়ূল (وعول) ও (تحوت) তুহুত কী? তিনি বললেন, وعول (উয়ূল) হলো, মানুষদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত আর تحوت (তুহুত) হলো ঐসব ব্যক্তি যারা মানুষদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর যাদের (বংশের) ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায় না। (আস্-সহীহাহ্- ৩২১১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আত্-তারীখে' ১/৯৮/২৭৫; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৮৮৬; হাকিম- ৪/৫৪৭; তাবারানী 'আল-মুজামুল আওসাত' ১/২২০/১/৩৯২০

হায়ছামী (র) বলেন- ৭/৩২৭ : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ্, কেবল মুহাম্মাদ বিন আল-হারিস বিন সুফিয়ান ছাড়া। তিনিও ছিক্বাহ।.....

١٩٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَمَيْنَاهُ) بِأَبْصَارِنَا، قُلْنَا: لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابُّ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ! قَالَ: فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَمَا سَبِيلُ اللهِ، إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ، فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ، فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا، فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ، فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّاغُوتِ. (الصحيحة: ٣٢٤٨)

১৯০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম ইত্যবসরে উপত্যকার দিক থেকে এক যুবক আমাদের দিকে আসছিল যখন আমরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। (অপর বর্ণনায় رمينا, অর্থাৎ, আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম)। তখন আমরা বললাম, যদি এ যুবক তার যৌবন, উদ্দমতা ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত তবে ভাল হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বক্তব্য শুনলেন এবং বললেন, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া ব্যতীত আর আল্লাহর পথ কী? যে তার মাতা-পিতার ভরণ পোষণের জন্য কামাই করে সে আল্লাহর পথে আছে। যে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য উপার্জন করে সেও আল্লাহর পথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি সৎভাবে জীবন-যাপন করার জন্য উপার্জনের চেষ্টা করে সেও আল্লাহর পথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ধনাধিক্যের জন্য চেষ্টা

করে সে শাইত্বানের পথে রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে اَلطَّاغُوتُ। অর্থাৎ সে সীমালজ্ঘনের পথে অর্থাৎ অশুভ পথে রয়েছে।[১] (আস্-সহীহাহ্- ৩২৪৮)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে বায্যার- ২/৩৭০/১৮৭১; তাবারানী তার 'আল-মুজামুল আওসাত' ১/২৫৪/৪৩৭২; আবূ নুঈম তার 'আল-হিলইয়াহ' ৬/১৯৬-৯৭; বায়হাক্বী তাঁর 'আস্-সুনানে' ৯/২৫ এবং 'শুআবুল ঈমান' ৬/৪১২/৭৮১১; ৭/২৯৯/১০৩৭৭ -এর সানাদ হাসান।

١٩١ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. (الصحيحة: ٩١٤)

১৯১. আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পিতা জান্নাতী দরজাসমূহের মধ্য হতে মধ্যম দরজা (অর্থাৎ, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে জান্নাত মিলে)। (আস্-সহীহাহ্- ৯২৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ দারদা (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ তার اَلسُّنَن-এর হা. ২০৮৯; ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَد-এর (৫/১৯৬); اِبْنُ الْبَيِّع الْحَاكِم اَبُوعَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُورِيُّ তার اَلْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْنِ-এর (৮/১৫২) হাদীসটির সানাদকে সহীহ্ বলেছেন। আর এক্ষেত্রে ইমাম شَمْسُ الدِّيْنِ اَلذَّهَبِيُّ তার اَلتَّلْخِيْص-এ চুপ থেকেছেন। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

١٩٢ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: لَا أَجْرَ إِلَّا عَنْ حَسْبَةٍ، وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ. (الصحيحة: ٢٤١٥)

১৯২. আবূ যর (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; একনিষ্ঠতা ব্যতীত সওয়াব অর্জন হয় না এবং নিয়ত ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণযোগ্য হয় না।[২] (আস্-সহীহাহ্- ২৪১৫)

হাদীসটি হাসান।

---

১. শাইখ আলবানী (র) (৭/৭৫৪-তে) এরূপ বলেন যে, অতঃপর আমার কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যা আমি (২২৩২) নম্বরে তাখরীজ করেছি। -তাজরীদকারক।

২. যঈফার (৩৯৯১ নম্বরে) এটি এসেছে। আস্-সহীহাহ্-তে এর তাখরীজ করা হয়েছে। উল্লেখিত হাদীস ব্যতিত যঈফাতে এর আরো শওয়াহেদ পাওয়া গিয়েছে -তাজরীদকারক।

Contents

দায়লামী ৪/২০৬। শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ যঈফ।.... সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীসটি হলো– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "আমাল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।" সহীহ্ বুখারী; সহীহ্ মুসলিম প্রমুখ।

١٩٣ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ.

(الصحيحة: ٢٤٣٤)

১৯৩. উকবাহ ইবনু আমির থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যার মধ্যে মেহমানদারী নাই। (আস্-সহীহাহ- ২৪৩৪)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ– ৪/১৫৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং শাইখাইনের রাবী। কেবল ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া। তিনি স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার কারণে যঈফ....।

অবশ্য রুয়ানী তাঁর মুসনাদে– ২/৪২ ইবনু ওয়াহ্হাব থেকে ইবনু লাহিয়্যাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু লাহিয়্যাহ থেকে আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্হাবের সানাদটি সহীহ্। কেননা, বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার পূর্বের বর্ণনা অনেক ইমামের নিকট সঠিক।

١٩٤ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَةٍ، فَقَالَ: قَدْ غَبَّرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ! فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ! إِنْ شِئْتَ لَأَتَيْتُكَ بِرَأْسِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ، وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ. (الصحيحة: ٣٢٢٣)

১৯৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সে তখন একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আবূ কাবশাহ আমাদের (ধর্মের) উপর ধুলি নিক্ষেপ করেছে। তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ বলল, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন! যদি আপনি চান (রাজি

থাকেন) তবে আপনার নিকট তার (ছিন্ন) মাথা হাজির করব। নাবী ﷺ (তাকে) বললেন, না (এমন করো না) বরং তোমার পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং তার সাথে সদাচরণ কর। (আস্-সহীহাহ- ৩২২৩)

হাদীসটি হাসান।

সহীহ্ ইবনু হিব্বান হাদীস নং ২০২৯ শাবীব বিন সাঈদ সূত্রে। বায্যার- ৩/২৬০/২৭০৮ বর্ণনা করেছেন 'আমর বিন খলীফাহ সূত্রে.... সহীহ্ ইবনু হিব্বানের বর্ণনাটি সানাদকে শাইখ আলবানী (র) হাসান বলেছেন।

١٩٥ـ عَنْ ذَيَّالِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي حَنْظَلَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ. (الصحيحة: ٣١٨٠)

১৯৫. জাইয়াল ইবনু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আমার দাদা হানযালাকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (ছেলের ক্ষেত্রে) বালেগ হওয়ার পর তার এতিমী অবশিষ্ট থাকে না আর মেয়ে বালেগা হওয়ার পর তার এতিমী অবশিষ্ট থাকে না।
(আস্-সহীহাহ- ৩১৮০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জাইয়াল ইবনু উবাইদ (রা) তার দাদা হানযালা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানীর তার 'আল-কাবীর' (৪/১৬/৩৫০২)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও মারূফ।

١٩٦ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: زَعَمَ عَبْدُاللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ: أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَلَامٍ مَرَّ فِي السُّوقِ، وَعَلَيْهِ حُزْمَةٌ مِنْ حَطَبٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ اللهُ قَدْ أَغْنَاكَ عَنْ هٰذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بِهِ الْكِبْرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ. (الصحيحة: ٣٢٥٧)

Contents

১৯৬. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু হানজালা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বাজারে লাকড়ির বোঝা বহন করে যাচ্ছিল। তাকে বলা হল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কি এ থেকে অমুখাপেক্ষী করেন নাই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি এ দ্বারা আমার অহংকার দমন করার ইচ্ছা করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আস্-সহীহাহ- ৩২৫৭)

হাদীসটি হাসান।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তাঁর 'যাওয়ায়িদুয যাহিদ' ১৮২ পৃষ্ঠা; ইস্পাহানী তার 'আত্-তারগীব' ১/২৬৫; ২/৯৫৬/২৩৩১; তাবারানী তার 'আল-কাবীর'-এ ১৩/১৪৭/৩৬৩; হাকিম- ৩/৪১৬।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: ইস্পাহানীর সানাদটি জাইয়্যেদ।

١٩٧ـ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا . (الصحيحة: ٣٣٨٦)

১৯৭. জামরাহ ইবনু সা'লাবা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মানুষেরা যতদিন হিংসা না করবে ততদিন তারা শান্তিতেই থাকবে। (আস্-সহীহাহ- ৩৩৮৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জামরাহ ইবনু সা'লাবাহ (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানীর তার 'আল-মুজামুল কাবীর' (৮/৩৬৯/৮১৫৭)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

١٩٨ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ . (الصحيحة: ٢٨٤١)

১৯৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অন্তরের দৃঢ়তা অর্জনের পূর্বে কোন বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন হয় না। আর জিহ্বার (যবানের) দৃঢ়তা লাভের পূর্বে অন্তরের দৃঢ়তাও লাভ হয় না। যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকে না সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আস্-সহীহাহ্- ২৮৪১)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ- ৩/১৯৮; ইবনু আবীদ দুনইয়া তার "اَلصَّمْتُ" হাদীস নং ৯; আল-খারায়িতী তার 'মাকারিমুল আখলাক্ব' হাদীস নং ৪৪২; আল-কুযায়ী 'মুসনাদে শিহাব' ১/৭৫।.... হাদীসটি হাসান ইনশাআল্লাহ।

١٩٩ـ قَالَ عَبْدُالرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَعْطِفُ عَلَيْكُنَّ بَعْدِىْ إِلاَّ الصَّادِقُوْنَ الصَّابِرُوْنَ. قَالَ عَبْدُالرَّحْمنِ: فَبِعْتُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِى سَرْحٍ شَيْئًا قَدْ سَمَّاهُ بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَقَسَّمْتُهُ بَيْنَهُنَّ يَعْنِى: بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَحِمَهُنَّ اللّٰهُ. (الصحيحة: ٣٣١٨)

১৯৯. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার পরে তোমাদের প্রতি সত্যবাদী ও ধৈর্যশীল ব্যতীত কেউ অনুগ্রহ করবে না। আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবূ সারহ্-এর নিকট থেকে কিছু ক্রয় করলাম যা সে চল্লিশ হাজার (দিনারের) বিনিময়ে বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর আমি তা তাদের মধ্যে অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর বিবিদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি রহম করুন। (আস্-সহীহাহ্- ৩৩১৮)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে বায্যার- ৩/২১০/২৫৯০ -হাদীসটি মুনকার।

আব্দুল্লাহ্ বিন জা'ফার আলমাকরামী সূত্রে হাকিম- ৩/৩১০-১১; আহমাদ তাঁর 'মুসনাদে' ৬/১৩৫ এবং 'ফাযায়েলে' ২/৭২৯/১২৪৯; তাবাক্বাতে ইবনু সা'আদ- ৩/১৩২-৩৩; তাবারানীর তার 'আল-মুজামুল আওসাত' ১০/৫২-৫৩/৯১১১; ইবনু আসাকীর তাঁর 'তারীখে' ১০/১৩১-৩২।

Contents

হাকিম বলেছেন: এর সানাদ সহীহ্।

যাহাবী বলেছেন: হাদীসটি মুত্তাসিল নয়।

হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান (হাদীস নং ২২১৬) উম্মু সালামাহ থেকে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে। দ্রষ্টব্য তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত হাদীস নং ৬১৩২।

٢٠٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا . (الصحيحة: ٣١٩٧)

২০০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: দু'মুখ বিশিষ্টের (অর্থাৎ, চোগলখোরের) জন্য আমানাতদার হওয়া অসম্ভব।

(আস্-সহীহাহ- ৩১৯৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৩১৩।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। 'আব্দুল্লাহ বিন সালমান ছাড়া সবাই শাইখাইনের রাবী। আর সে বুখারীর রাবী...

٢٠١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا . (الصحيحة: ٢٦٣٦)

২০১. ইবনু উমার নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মু'মিনের জন্য শোভা পায় না যে, সে অধিক লানাতকারী হবে।

(আস্-সহীহাহ- ২৬৩৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩০৯; তিরমিযী হাদীস নং ২০২০; হাকিম- ১/৪৭.... ইবনু আবীদ দুনইয়া- ২/১৪/১-এর সানাদ সহীহ্।

٢٠٢/م ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ، وَأَثْقَلُ (فِي الْمِيزَانِ) مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ: عَلَيْكَ

بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا. (الصحيحة: ١٩٣٨)

২০২/ক. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ যার (রা)-এর সাথে দেখা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে দু'টি গুণের প্রতি পথপ্রদর্শন করব না; যা বাহ্যত অতি সহজ আর মীযানের (পাল্লায়) অন্যান্য বস্তু হতে সবচেয়ে ভারী? তিনি বললেন, হ্যাঁ (অবশ্যই তা জানাবেন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমার জন্য আবশ্যক হলো, (ক) উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা এবং (খ) দীর্ঘসময় পর্যন্ত নীরব থাকা। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! সৃষ্টি জীবের কোন আমালই (সাওয়াবও উত্তমতার দিক দিয়ে) এ দুটোর মত নয়।[১]
(আস্-সহীহাহ- ১৯৩৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মারফূ'আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর রচিত গ্রন্থ "কানযুল উম্মাল"-এর হা. ৮৪০৫-তে উল্লেখ করেন। শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির একাধিক مُتَابِعَاتٌ-এর شَوَاهِدُ উল্লেখ করে হাসান বলেছেন।

٢٠٢- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ، فَقَالَ لِيْ: يَا حُمَيْرَاءُ! أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ ذَقْنِي عَلَى عَاتِقِهِ، فَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى خَدِّهِ، قَالَتْ: وَمِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ: أَبَا الْقَاسِمِ طَيِّبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَسْبُكِ؟ . فَقُلْتُ:

১. এ সত্ত্বেও আমাদের শাইখ আলবানী (র) যঈফুত্তারগীব-এ ১৬০১ নং হাদীসে তা উল্লেখ করে বলেন, সানাদটি খুবই দুর্বল। এরপর ২৯৯৯ নম্বরে তিনি শুধুমাত্র যঈফ বলেই ক্ষান্ত রয়েছেন। –তাজরীদকারক।

يَا رَسُوْلَ اللهِ! لاَ تَعْجَلْ. فَقَامَ لِي، ثُمَّ قَالَ: حَسْبُكِ؟ . فَقُلْتُ: لاَ تَعْجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَتْ: وَمَا لِيْ حُبُّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، وَلٰكِنِّيْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ لِيْ، وَمَكَانِيْ مِنْهُ . (الصحيحة: ٣٢٧٧)

২০২. নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: হাবশীগণ (ক্রীতদাসগণ) মাসজিদে প্রবেশ করে খেলাধুলা করছিল। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) আমাকে বললেন, হুমায়রা! (লাল আদুরে বালিকা) তুমি কি তাদের (খেলাধুলা) দেখবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি দরজায় দাঁড়ালেন এবং আমি তাঁর নিকট গেলাম। আমি আমার থুতনি তাঁর ঘাড়ের উপর রাখলাম এবং তাঁর গালের সাথে আমার চেহারাকে ভর দিয়ে রাখলাম। তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, তারা (হাবশীরা) সেদিন বলছিল, আবুল কাসিমের (মুহাম্মাদ ﷺ) মঙ্গল হোক। (তিনি উত্তম ব্যক্তি) অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার (দেখা) যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া করবেন না (অর্থাৎ আমার দেখা শেষ হয়নি)। অতঃপর তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার বললেন, তোমার যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া করবেন না। তিনি ('আয়িশা) বলেন, তাদের (হাবশীদের খেলা) দেখা আমার পছন্দ ছিল না তবে আমি পছন্দ করছিলাম যে, অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে আমাকে তিনি বেশি সঙ্গ দেন আর আমিও তাঁর সাথে অধিক সঙ্গ দেই। (আস্-সহীহাহ- ৩২৭৭)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী তাঁর 'সুনানে কুবরাতে' (৫/৩০৭/৮৯৫১); তাহাবী তার 'শরহু মুশকিলুল আছারে' (১/১১৭)।

হাফিয ইবনু হাজার তার 'ফাতহুল বারীতে' বলেছেন: এর সানাদ সহীহ্।

٢٠٣ـ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَتَعْرِفِيْنَ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: لاَ ، يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: هٰذِهِ قَيْنَةُ بَنِيْ فُلاَنٍ ، تُحِبِّيْنَ أَنْ تُغَنِّيْكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:

فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا (الصحيحة: ٣٢٨١)

২০৩. সায়িব ইবনু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত; এক রমণী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। অতঃপর তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! তুমি কি একে (এ মহিলাকে) চেন? তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর নাবী! তিনি বললেন, এ ওমুক গোত্রের গায়িকা তুমি কি তার গান শুনতে চাও? তিনি ('আয়িশা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি তাকে একটি থালা দিলেন অতঃপর সে গান গাইল। নাবী ﷺ বললেন, শাইত্বান তার দু'নাকে ফুঁ দিয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৩২৮১)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৩/৪৪৯; নাসায়ীর 'সুনানে কুবরা' ৫/৩১০/৮৯৬০; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' ৭/১৮৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শাইখানের শর্তে সহীহ্।

٢٠٤ـ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ. (الصحيحة: ٥٢٣)

২০৪. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাঁকে বলেন, হে 'আয়িশা! তুমি নম্রতা প্রদর্শন কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন গৃহবাসীর জন্য মঙ্গল চান তখন তিনি তাদের নম্রতার প্রতি পথপ্রদর্শন করেন। (আস্-সহীহাহ- ৫২৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি 'আয়িশা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল (র) তাঁর سُنَن-এর (৬/১০৪)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা শুয়াঈব আল-আরনাউত তাঁর তাহকীকে বলেছেন- বুখারীর শর্তে সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বিতীয় অধ্যায়

الأدب والاستئذان

শিষ্টাচার ও অনুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে

٢٠٥ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، أمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَتُطِيْعُوا لِمَنْ وَلاَّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَمرَكُم. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. (الصحيحة: ٦٨٥)

২০৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন: আমি তোমাদের তিনটি (কাজ করার জন্য) আদেশ করছি এবং তিনটি (কাজ হতে) নিষেধ করছি। তোমাদের আমি আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে আদেশ করছি। আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু ধারণ করবে কেউ পৃথক হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর যাকে শাসক নির্বাচন করবেন তার আদেশ মান্য করবে। আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি সমালোচনা করা থেকে, অধিক প্রশ্ন করা এবং অর্থ-সম্পদ নষ্ট থেকে হবে। (আস্-সহীহাহ- ৬৮৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তার التقاسيم والأنواع-এ হাদীসটিকে হা.

১৫৪৩ উল্লেখ করেছেন। আল্লামা شعيب الأرنعوط তাঁর তাহকীকেও এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٢٠٦ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلِيْمٍ أَوْ سُلَيْمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: أَيُّكُمُ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ أَوْمَأَ إِلَى نَفْسِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ مُحْتَبٍ بِبُرْدَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَجْفُوْ عَنْ أَشْيَاءَ فَعَلِّمْنِيْ. قَالَ: اِتَّقِ اللهَ[١] عَزَّوَجَلَّ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِيْ، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيْلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ فِيْكَ، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ تَعْلَمُهُ فِيْهِ، فَيَكُوْنُ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَلَا تَشْتِمَنَّ أَحَدًا (الصحيحة: ٧٧٠)

২০৬. জাবির ইবনু সলীম কিংবা সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-এর দরবারে গেলাম তখন তিনি তার সাথীদের সাথে বসেছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে নাবী কে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, হয়ত তিনি (নাবী ﷺ) তাঁর দিকে তিনিই ইশারা করলেন, কিংবা লোকজন তাঁর দিকে ইশারা করেন। (ফলে আমি তাঁকে চিনতে পারি) তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি (নাবী ﷺ) চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলেন। আর তাঁর চাদরের প্রান্ত তাঁর (পবিত্র) পায়ের উপর পড়েছিল। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছু ব্যাপারে

---

১. শাইখ আলবানী (র) মুতাবাআত তথা সাদৃশ্যমূলক সানাদ উল্লেখ করে বলেন : اتق الله শব্দটি ব্যতীত হাদীসটি অন্যান্য সানাদে সহীহ্। –তাজরীদকারক।

খুবই বিচলিত (জানার জন্য খুবই আগ্রহী)। অতএব আমাকে তা শিক্ষা দিন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। কোন পুণ্যময় কাজকে ক্ষুদ্র ভাববে না। যদিও তা তোমার বালতি হতে কোন পানির প্রত্যাশী ব্যক্তির পাত্রে পানি ঢেলে দেয়ার মত (সহজ সৎ কাজ) হয়। অহংকারী চালচলন থেকে বিরত থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অহংকারী ব্যক্তিকে ভালবাসেন না। যদি তোমাকে কোন ব্যক্তি গালি দেয় কিংবা তোমার এমন (মন্দ) বিষয় যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে তা নিয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করে তবে তুমি তাকে তার এমন বিষয় যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান তা নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করবে না। তাহলে তুমি তার সওয়াব পাবে আর তার উপর ঐ পাপের গুনাহ বর্তাবে। আর কাউকে গালি দিবে না। (আস্-সহীহাহ- ৭৭০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির ইবনু সলীম বা সুলাইম (রা) মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তার مُسْنَدُ (৫/৬৩)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। শাইখ আদিল মুরশিদ এবং শুআইব আল-আরনাউত তাদের تَعْلِيْقُ-এ হাদীসটি নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। এ অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার অধিকাংশই দুর্বল। আর শাইখ আলবানী (র) এ অর্থবোধক হাদীস নিয়ে আলোচনা এবং তার দুর্বলতা বর্ণনার পর বলেন: হাদীসের "اِتَّقِ اللّٰهَ" শব্দটির زِيَادَةٌ ছাড়া হাদীসটি সহীহ্।

٢٠٧ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ مَرَضِهِ: اِتَّقُوا اللهَ فِى الصَّلَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. وَجَعَلَ يُكَرِّرُهَا . (الصحيحة: ٨٦٨)

২০৭. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুশয্যায় বার বার বলতে থাকেন, তোমরা সালাত ও গোলাম-বাঁদীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। (অর্থাৎ, সালাত আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং গোলাম-বাঁদীদের যথাযথ অধিকার আদায় কর।) (আস্-সহীহাহ- ৮৬৮)

হাদীসটি সহীহ্।

খাতীব তাঁর 'তারীখে বাগদাদে' ১০/১৬৯।

তাহাবী 'মুশকিলুল আছার' (৪/২৩৫-৩৬)। এর সানাদ সহীহ্। কেননা তাহাবী প্রমুখ আনাস (রা) থেকে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠٨ـ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي . (الصحيحة: ٨٩٥)

২০৮. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; ঐ খাবারই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়– যে খাবারের উপর অধিক হাত থাকে (অর্থাৎ একত্রে সমবেত হয়ে খাবার গ্রহণকে আল্লাহ পছন্দ করেন)। (আস্-সহীহাহ– ৮৯৫)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবূ ইয়া'লা– ১/১১৫।

হাদীসটির বিভিন্ন ত্রুটি ও বিভিন্ন সানাদ ও মর্মে বর্ণনার পর শাইখ আলবানী (র) বলেন: সম্মিলিতি বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান, ইনশাআল্লাহ।

٢٠٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ (يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ) شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، (وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ) . (الصحيحة: ٩٠٦)

২০৯. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলো এবং জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর

নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমাল কোনটি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় যে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমাল হলো, কোন মুসলিমের সাথে আনন্দচিত্তে উঠাবসা করা অথবা তার ঋণ আদায় করে দেয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করে দেয়া। আর আমার নিকট পছন্দনীয় কাজ হলো, আমি এ মাসজিদে (নববীতে) এক মাস বসে ইতিকাফ করা অপেক্ষা কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণ করাকে অধিক ভালবাসি। যে ব্যক্তি তার রাগ দমিত রাখবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি (রাগের ফলে কোন কিছু) যদি সে ঘটানোর ইচ্ছা করত তবে ঘটাতেও পারত তথাপি যদি সে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতে তার মনের আশা পূরণ করবেন। তবে যেদিন (কিয়ামাতে) সবার পা স্থানচ্যুত হবে সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় ও অবিচল রাখবেন। (নিশ্চয় মন্দ আচরণ ও মন্দ স্বভাব-চরিত্র সৎ আমালকে এমনভাবে বিনষ্ট করে ফেলে যেমনভাবে সিরকা (টক জাতীয় পানীয়) মধুকে বিনষ্ট করে ফেলে।

(আস্-সহীহাহ- ৯০৬)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৩/২০৯/২; ইবনু আসাকীর তার 'আত্-তারীখে' ১৮/১/২... সানাদটি যঈফুন জিদ্দান।

ইবনু উমার (রা)-এর অপর একটি বর্ণনাকে আলবানী (র) হাসান বলেছেন।

٢١٠ـ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: حِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. (الصحيحة: ٧٢)

২১০. ইয়াযিদ ইবনু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, মানুষের জন্য তুমি তা-ই ভালবাস যা তুমি তোমার জন্য ভালবাস। (আস্-সহীহাহ- ৭২)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'তারীখে কাবীর' (২/৪/৩১৭/৩১৫৫); আবদ বিন হুমাইদ তার 'আল-মুন্তাখাব মিনাল মাসানিদ'-এর (২/৫৩); তাবাকাতে ইবনু সাদ- (৭/৪২৮)। -হাদীসটির পক্ষে সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

٢١١ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ. (الصحيحة: ٧٢٦)

২১১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ এক (উত্তম) কথা শুনতে পেলেন যা তাকে আনন্দ দান করল। অতঃপর তিনি (ব্যক্তকারীকে) বললেন, আমরা তোমার মুখের কথার দ্বারা তোমার শুভ লক্ষণ উদ্দেশ্য নিয়েছি। (আস্-সহীহাহ- ৭২৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ তার اَلسُّنَن-এর (২/১৫৮-৫৯); ইমাম আহমাদ– তার اَلْمُسْنَدُ-এ (২/৩৮৮); ইমাম ইবনু সুন্নী তার عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এর হা. ২৮৬। আবূশ শায়েখ তার "আখলাকুন নাবী ﷺ"-এর ২৭০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক شَوَاهِدُ এবং مُتَابِعَاتٌ রয়েছে।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির একাধিক لَفْظِيٌّ এবং مَعْنَوِيٌّ সাক্ষ্যমূলক হাদীস উল্লেখ করতঃ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٢١٢ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُخْرُجْ إِلَى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الْإِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟. فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلَ.

(الصحيحة: ٨١٩)

২১২. বনি আমির গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত; তিনি বলেন যে, একবার তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। ঐ সময় নাবী ﷺ ঘরের মধ্যে ছিলেন। তিনি (লোকটি) বলছিলেন, আমি (ঘরে) প্রবেশ করব? অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়া শিক্ষা দাও। তাকে বল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্সালামু আলাইকুম) বলবে এবং আমি প্রবেশ করতে পারি? একথা বলবে। অতঃপর

ঐ লোকটি তা শুনল এবং বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্সালামু আলাইকুম) আমি প্রবেশ করতে পারি? অতঃপর নাবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে (ঘরে) প্রবেশ করল। (আস্-সহীহাহ- ৮১৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি বনি আমির গোত্রের একজন সাহাবী মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি তার اَلسُّنَنُ-এর ৫১৭৭ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি প্রচুর পরিমাণের شَاهِدٌ-এর مُتَابِعَاتٌ হাদীস রয়েছে- যার অধিকাংশই হাসান হাদীস।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্।

٢١٣ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَأَلِجُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِخَادِمِهِ: اُخْرُجِي إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْإِسْتِئْذَانَ، فَقُولِي: فَلْيَقُلْ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ؟.

(الصحيحة: ١١٧٠)

২১৩. বনী আমেরের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বলছিল, আমি কি (ঘরে) প্রবেশ করব? (একথা শুনে) নাবী ﷺ তাঁর খাদেমকে বললেন, তার নিকট যাও কারণ সে উত্তমভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারে না। তাকে বল, সে যেন বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্সালামু আলাইকুম) আমি কি আসতে পারি?

(আস্-সহীহাহ- ১১৭০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি বনি আমির গোত্রের একজন সাহাবী মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি তার اَلسُّنَنُ-এর (২/৩৩৯) এবং ইমাম আহমাদ তার مُسْنَدُ-এর (৫/৩৬৮ ও ৩৬৯)-এ সহীহ্ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

অতঃপর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢١٤ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَخْنَعُ إِسْمٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ. (الصحيحة: ٩١٥)

২১৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। কিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির নামই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হবে যার নাম হবে مَلِكُ الْأَمْلَاكِ অর্থাৎ, বাদশাহদের বাদশাহ। (আলমগীর, শাহিনশাহ ইত্যাদি)। (আস্-সহীহাহ্- ৯১৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল তার الْمُسْنَدُ-এর (৫/৩৬৮); ইমাম বুখারীর উস্তায হুমায়দী তার الْمُسْنَدُ-এ হা. ১১২৭; সহীহ্ মুসলিম- ৬/১৭৪ (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ) অধ্যায়ে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢١٥ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْإِسْمِ .

(الصحيحة: ١١٨٦)

২১৫. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা আমার নিকট দূত প্রেরণ কর তখন তোমরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট দূতকে প্রেরণ করবে। (আস্-সহীহাহ্- ১১৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায্যার তার البحر الزخار فى مسند البزار কিতাবের ২৪২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর একই মর্মে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা তার মুতাবাআত এবং শাহেদ হিসেবে গণ্য। সমালোচনার পর শাইখ আলবানী বলেন: উক্ত বাক্যে হাদীসটি সহীহ্। তাছাড়া ইমাম نُورُ الدِّينِ الْهَيْثَمِيُّ। তার 'ফয়যুল কাদীর'-এ ইমাম সুয়ূতী তার 'জামে সগীর'-এও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٦ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا، فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الِاسْمِ . (الصحيحة: ٤٠٣٤)

২১৬. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন। যখন তোমরা আমার নিকট দূত পাঠাও তখন তোমরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট দূতকে পাঠাও। (আস্-সহীহাহ্– ৪০৩৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি মানগত দিক দিয়ে ২১৫ নং হাদীসের সমতুল্য যা ইমাম বায্যার তার الْمُسْنَدُ-এ ইমাম হাছামী তার 'ফয়যুল কাদীর'-এ এবং ইমাম সুয়ূতী তার 'আল-জামেউস সগরী'-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম হায়ছামী ও আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٢١٧ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا: مَرْحَبًا، فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا لَهُ: قَحْطًا، فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصحيحة: ١١٨٩)

২১৭. আবূ সাঈদ আয্ যাহহাক ইবনু কায়িস আলফিহরি (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: যখন কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের নিকট আসে আর তারা তাকে বলে, অভিনন্দন (তোমার জন্য)। তবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন (অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন) সে অভিনন্দন পাবে। আর কোন ব্যক্তি যখন গোত্রের নিকট আসে আর তারা (গোত্রবাসীরা) তাকে বলে, অশুভ (অমঙ্গল, অভাব-অনটন) তোমার জন্য। তবে কিয়ামাতের দিন অশুভ পরিণতি নেমে আসবে। (আস্-সহীহাহ্– ১১৮৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ সাঈদ আয্ যাহহাক ইবনু কায়িস আলফিহরি (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি الامام ابن البيسع ابو عبد الله الحاكم النيسابورى তার اَلْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ-এর (৩/৫২৫)-তে শায়িখাইনের শর্তে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম যাহাবী তার اَلتَّلْخِيْص عَلَى الْمُسْتَدْرَك-এ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্ বলেছেন। আর শাইখ আলবানী (র) বলেনে: হাদীসটি সহীহ্।

٢١٨ـ قَالَ ﷺ: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ. رُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِىْ رَاشِدٍ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
(الصحيحة: ١٢٠٥)

২১৮. নাবী ﷺ বলেন: যখন তোমাদের নিকট (কোন) গোত্রের সম্মানিত (নেতৃস্থানীয়) ব্যক্তি আসবে তখন তাকে সম্মান করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল বাজালী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবূ হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, মুয়াজ ইবনু জাবাল, আদী ইবনু হাতিম, আবূ রাশেহ আব্দুর রহমান ইবনু আব্দ ও আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আস্-সহীহাহ্- ১২০৫)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ- ২/৪০০; ইবনু আদী- ১/১৭৮; বায়হাকী- ৮/১৬৮....

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির সমর্থনে নয়টি হাদীসের সমালোচনা উল্লেখ করেন। ৩ নং এ বর্ণিত হাদীসটিকে হাকিম (৪/২৯১-৯২) সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন...। (আস্ সহীহাহ্ হা. ১২০৫)

শাইখ আলবানী (র) তাঁর ইবনু মাজাহ'র তাহক্বীক্বে (হাদীস নং ৩৭১২) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٢١٩ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. (الصحيحة: ٤١٧)

২১৯. মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ তার (অপর মুসলিম) ভাইকে ভালবাসে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে। (আস্-সহীহাহ্- ৪১৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৭৯; আবূ দাউদ- ২/৩৩৩; তিরমিযী- ২/৬৩; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ২৫১৪; হাকিম- ৪/১৭১; আহমাদ- ৪/১৩০; ইবনু সুন্নী- ১৯৩ ....।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্। ....

হাকিম ও যাহাবী চুপ থেকেছেন। এ সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও সহীহ্।....

٢٢٠ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ، فَلْيُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة: ٧٩٧)

২২০. আবূ যার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ তার বন্ধুকে ভালোবাসে তখন সে যেন তার বাড়িতে যায় এবং তাকে যেন এ সংবাদ দেয় যে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাসে।
(আস্-সহীহাহ- ৭৯৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মুবারক তার 'আয্-যুহ্দ' ১/১৮৮।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সবাই ছিক্বাহ। আর ইবনু লাহিয়্যাহ সহীহ্ যখন তিনি কোন اَلْعَبَادِلَةُ ('আব্দুল্লাহ নামের কয়েকজন) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক তাদের একজন।....

٢٢١ـ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَقِيَنِي رجل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِمَنْكَبِيَّ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: أَمَا إِنِّي أُحِبُّكَ. قُلْتُ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ

الرَّجُلَ، فَلْيُخْبِرْ أَنَّهُ أَحَبَّهُ، لَمَا أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الْخِطْبَةَ. قَالَ: أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا جَارِيَةً، أَمَا إِنَّهَا عَوْرَاءُ.

(الصحيحة: ٤١٨)

২২১. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য হতে একজন আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে পিছন দিক হতে আমার কাঁধে ধরে বলল, জেনে রেখ, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বললাম, তোমাকে ঐ সত্তা ভালোবাসে যাঁর জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এ কথা না বলতেন যে, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভালবাসে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে। তাহলে আমি তোমাকে খবর দিতাম না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, অতঃপর তিনি (ঐ সাহাবী) আমাকে প্রস্তাব দিতে থাকেন এবং বলেন, আমাদের নিকট এক কুমারী আছে সে কুশ্রী। (আস্-সহীহাহ- ৪১৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ যার (রা) মারফূআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই শব্দের আরো হাদীস রয়েছে যার কোনটা মিকদাম ইবনু মা'দী কারিবা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আবার কোনটা মুজাহিদ (র) মাকতুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৭৯; ইমাম আবূ দাঊদ তার اَلسُّنَنُ-এর (২/৩৩৩); ইমাম তিরমিযী তার اَلسُّنَنُ-এর (২/৬৩); ইমাম ইবনু হিব্বান তার আস্-সহীহার হা. ২৫১৪; ابن البيع ابو عبدالله الحاكم তার اَلْمُسْتَدْرَكُ-এর (৪/১৭১); ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর (৪/১৩০); ইবনু সুন্নী তার عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-এর ১৯৩-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে حَسَنٌ صَحِيحٌ বলেছেন। حَاكِمٌ এবং ইমাম যাহাবী এতে চুপ থেকেছেন। হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান ও সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

٢٢٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى

Contents

النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَسْأَلْ بَعْدُ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ. مَوْقُوفٌ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ . (الصحيحة: ٣٢٠٤)

২২২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ দু'আ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করে যেমন তিনি তাঁর যোগ্য। অতঃপর যেন নাবীর উপর দরূদ পাঠ করে। এরপর সে যেন দু'আ করতে থাকে। কারণ, তা কবুল হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। (হাদীসটি মাওকূফ তবে হাদীসটি মারফূ'র বিধান রাখে)। (আস্-সহীহাহ- ৩২০৪)

হাদীসটি হাসান।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ১/৪৪১/১৯৬৪২; তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৯/১৭০/৮৭৮০... এর সানাদ যঈফ।.... [মূল মর্মে ইবনু মাসঊদ (রা)-এর একটি হাদীস] ইমাম তিরমিযী (হাদীস নং ৫৯৩) বর্ণনা করে বলেছেন- 'এর সানাদ হাসান।'

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٢٢٣ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اِسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ! لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ . (الصحيحة: ٣٤٧٤)

২২৩. আবূ সাঈদ (রা) ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আনসারদের কোন এক মাজলিসে ছিলাম। ইত্যবসরে আবু মূসা সেখানে আসলেন, তখন তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট (যাওয়ার জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করেননি। অতঃপর আমি ফিরে আসি। পরে তিনি আমাকে (তলব করে) বলেন, কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? (অর্থাৎ, তুমি কেন ফিরে গেছ?) আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি, আমার অনুমতি হয়নি এ জন্যই ফিরে গিয়েছি। (কারণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে আর তখন তার অনুমতি না মিলে তখন যেন সে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি [উমার (রা)] বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি এ কথার প্রমাণ পেশ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? যে নাবী ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে? অতঃপর উবাই ইবনু কা'ব বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার সাথে সবার ছোট ব্যক্তিই (প্রমাণের জন্য) যাবে। আমি তাদের সবার ছোট ছিলাম। আমি তাঁর সাথে গেলাম অতঃপর উমার (রা)-কে অবহিত করলাম যে, অবশ্যই নাবী ﷺ এমন বলেছেন।

(আস্-সহীহাহ- ৩৪৭৪)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ৬২৪৫ (بَابُ التَّسْلِيمِ وَالْاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا); সহীহ্ মুসলিম- ৬/১৭৭-৭৯ (بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ); আবূ দাঊদ- হাদীস নং ৫১৮০-৮৪; তিরমিযী হাদীস নং ২৬৯০; দারেমী- ২/২৭৪; ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৭০৬; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৫৭৭৬; আহমাদ- ৩/৬, ১৯....।

٢٢٤ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . (الصحيحة: ١٢٥٥)

২২৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ পিঠের উপর শুবে (অর্থাৎ, চিৎ হয়ে শয়ন করে) তখন যেন সে এক পায়ের উপর অন্য পা না রাখে। (আস্-সহীহাহ- ১২৫৫)

হাদীসটি সহীহ্।

Contents

তিরমিযী– ২/১২৭; ..... তাহাবী তার 'শরহু মাআনিল আছার' ২/৩৬০, ... সহীহ্ মুসলিমের– ৬/১৫৪; বর্ণনা হলো– لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ
بَابٌ فِي مَنْعِ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى (অনুচ্ছেদ– إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
.... । (الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

٢٢٥ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ، فَحَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ مَدَرٌ، فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَيَتَبَادَلَانِ السَّلَامَ. (الصحيحة: ٣٩٦٢)

২২৫. আবুদ দারদা (রা) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তির দেখা হবে তারপর তাদের মধ্যে গাছ অথবা পাথর কিংবা টিলা আড়াল হবে। (এরপর আবার দেখা হলে) একে অন্যের উপর সালাম দিবে। (পুনরায় দেখা হলে আবার) উভয়ে সালাম বিনিময় করবে।[১]

(আস্-সহীহাহ– ৩৯৬২)

হাদীসটি হাসান।

বাইহাক্বীর 'শুআবুল ঈমানে' ৬/৪৫১/৮৮৬০.... এর সানাদ যঈফ।.....

হাদীসটির কিছু সাক্ষ্য আছে, যার দিকে মুনাভী সহীহ্ হওয়ার ইশারা করেছেন। বর্ণনাগুলো আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ বা মওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার অন্যতম মূল 'আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ্' হা. ১৮৬-এ (আবূ দাঊদ হা. ৫২০০ সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٦ـ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَإِنْ وُسِّعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ، وَإِلَّا فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ مَكَانٍ يَرَاهُ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ. (الصحيحة: ١٣٢١)

---

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা)-এর হাদীসে মাওকুফ ও মারফূ সূত্রে হাদীসের শাহেদ অর্থাৎ এ হাদীসের স্বপক্ষে অপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন) সহীহাহ্ হাদীস নং ১৮৬। যেমন শাইখ আলবানী (র) সহীহাতে বলেছেন (দেখুন) ৭/১৬৯০।

২২৬. মুসআব ইবনু শাইবাহ তাঁর পিতা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ কোন মাজলিশে যায় তখন তার জন্য যদি কোন জায়গা থাকে তবে সেখানে বসবে। নতুবা যে জায়গা বেশি শূন্য দেখবে সেখানে গিয়ে বসবে। (আস্-সহীহাহ- ১৩২১)

হাদীসটি সহীহ্।

আস্-সিলফী 'আত্-তুয়ুরাত' ১/৬৫; ইবনু আসাকির- ৮/৭৭/২;.....

হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।.....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢٢٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ، فَيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرِ . (الصحيحة: ١٨٣)

২২৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন মাজলিশে যায় তখন সে যেন সালাম দেয়। আবার যখন মাজলিশ থেকে উঠার ইচ্ছা করবে তখন আবার সালাম দিবে। প্রথমটি (সালাম) শেষটির অপেক্ষা অধিক হকদার নয়। (আস্-সহীহাহ- ১৮৩)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১০০৭-০৮; আবূ দাউদ হা. ৫২০৮; তিরমিযী- ২/১১৮ -তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

٢٢٨ـ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا: فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا . (الصحيحة: ١٣٩٥)

২২৮. সাঈদ আল মাকবেরী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রা)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি এক ব্যক্তির সাথে আলাপ-চারিতায় মগ্ন ছিলেন। আমি তাঁদের নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি আমার বুকে আঘাত করে বললেন, তুমি কি জান না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন দু'ব্যক্তি আলাপ করবে তখন অনুমতি নেয়া ব্যতীত তাদের নিকট যাবে না। (আস্-সহীহাহ্- ১৩৯৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি সাঈদ আল-মাকবেরী ইবনু উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল তার মুসনাদের (২/১১৪)-তে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদে কোন সমস্যা নেই এর অনুগামী ও সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ্।

٢٢٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

(الصحيحة: ١٢٧٤)

২২৯. আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মাসজিদের দেয়ালে কফ দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি একটি চাটাই দিয়ে তা উঠিয়ে ফেললেন এবং বললেন, যখন তোমাদের কেউ কফ বা থুতু নিক্ষেপ করে তখন যেন সে কিবলার দিকে কফ থুতু নিক্ষেপ না করে। আবার ডান দিকেও যেন নিক্ষেপ না করে। বরং বাম দিকে নিক্ষেপ করবে অথবা বাম পায়ের নিচে নিক্ষেপ করবে।

(আস্-সহীহাহ্- ১২৭৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ বুখারী (بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ)

হা. ৪১০ ও ৪১১ يحيى بن بكير عن ليث-এর সূত্রে এই সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার المصنف।-এর হা. ১৬৮১; معمر এবং مسلم তার সহীহ্ এর হা. ৫৪৮ ও ৫২ এবং ইমাম ইবনু খুযাইমা তার সহীহার হা. ৮৭৫; আবূ আওয়ানা তার মুসনাদের (১/৪০২); ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহার (التقاسيم والانواع। হা. ২২৬৮; ইমাম বাইহাক্বী তার السنن।-এর হা. (২/২৯৬); ইউনুসের তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং معمر ও يونس উভয়ই زهرى-এর তরিকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল তার মুসনাদের হা. ৭৪০৫, ১১০২৫ ও ১১৫৫০-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আদিল মুরশিদ এবং শুআইব আল-আরনাউত তাদের তাহকীকে বলেন: হাদীসটিকে শায়িখাইনের শর্তে সহীহ্।

٢٣٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ مَرْفُوعًا: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ . (الصحيحة: ١٠٩٠)

২৩০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন কোন ব্যক্তি কথা বলে অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তা আমানাত হয়ে যায়।

(আস্-সহীহাহ- ১০৯০)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ- ২/২৯৭; তিরমিযী- ১/৩৫৫; তাহাবী তার 'মুশকিলিল আছার' ৪/৩৩৫-৩৬; আহমাদ- ৩/৩২৪, ৩৫২, ৩৭৯-৬০ ও ৩৯৪। আবূ ইয়া'লা- ২/৫৭৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান.... (অতঃপর সমালোচনাও করেছেন)।

এর সমর্থনে বর্ণিত হাদীসটি আবূ ইয়ালা- ৮/৯৮ মালিক ইবনু দিনার থেকে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (র) বলেন- ৮/৯৭: আবূ ইয়া'লা তাঁর শাইখ জাব্বার বিন মুদাল্লাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি যঈফুন জিদ্দান....।

আর ইবনু নুমায়ির বলেন: সদূক্ব (সত্যবাদী), অন্যান্যরা ছিক্বাহ।

Contents

٢٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَذْكُرْهَا، وَلْيُفَسِّرْهَا، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا تَسُوءُهُ، فَلَا يَذْكُرْهَا، وَلَا يُفَسِّرْهَا . (الصحيحة: ١٣٤٠)

২৩১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তা বলে এবং তার ব্যাখ্যা করে। আর যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তা না বলে এবং তার ব্যাখ্যাও না করে।

(আস্-সহীহাহ্- ১৩৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু আব্দুল বার তার 'আত্-তাহমীদ' ১/২৮৭-২৮৮।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ এবং সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

٢٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْأَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا . (الصحيحة: ١٣١١)

২৩২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তোমার মধ্যে কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন পার্শ্ব ফিরে নেয় এবং বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে। আর সে যেন আল্লাহর নিকট মঙ্গলের জন্য দু'আ (প্রার্থনা) করে আর স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (আস্-সহীহাহ্- ১৩১১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মাজাহ- ২/৪৫০-এর সানাদ যঈফ।....

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসটি হলো: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ -সহীহ্ মুসলিম ৬/৫২; আবূ দাউদ- ২/৬০১; ... হাকিম- ৪/৩৯২; আহমাদ- ৩/৩৫০....

Contents

٢٣٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فَلاَ يَقُوْمَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ . (الصحيحة: ١٨٢)

২৩৩. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার নিকট বসে তখন সে যেন অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে উঠে না যায়। (আস্-সহীহাহ- ১৮২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আবূশ শাইয়েখ তার 'তারীখে ইস্বাহান' হাদীস নং ১১৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সিক্বাহ।

٢٣٤ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ .

(الصحيحة: ٦٢٧)

২৩৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তোমাদের কেউ তার অপর (মুসলিম) ভাইয়ের নিকট যায়। আর যদি সে (মেজবান) তাকে তার খাবার হতে খেতে দেয়। তবে সে যেন খায় আর তার নিকট কিছু না চায়। আর যদি তার পানীয় হতে পান করতে দেয় তবে সে যেন পান করে। আর তার নিকট কিছু না চায়। (আস্-সহীহাহ- ৬২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ৪/১২৬; আহমাদ- ২/৩৯৯।

দায়লামী তার 'মুসনাদে ফিরদাউস' ১/১/১১৩।

হাকিম বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সহীহ্ মুসলিমের শর্তে এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীস আছে।..... যাহাবী চুপ থেকেছেন।

Contents

٢٣٥ـ قَالَ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ. وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ . (الصحيحة: ٩١٢)

২৩৫. নাবী ﷺ বলেন: যদি তোমরা প্রশংসাকারীদের (চাটুকারদের) দেখ তবে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও উবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৯১২)

হাদীসটি সহীহ্ লি-গাইরিহী।

হাদীসটি মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রা) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আবূ হুরাইরাহ এবং উবাদা ইবনু সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। আর হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ وَخِيفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ (৮/২২৮) عَلَى الْمَمْدُوحِ; আবূ দাউদ তার সুনানের (২/২৯০); ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ৫৬৮৪; ইমাম ইবনু আবি শায়বা তার المصنف-এর (৯/৭-৮); ইমাম আবদ ইবনু হুমাইদ তার الْمُنْتَخَبُ হা. ৮১২; ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' এর হা. ৩৪০; ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহ্র ৫৭৭০; ইমাম তাবারানী তার الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ-এর হা. ১৩৫৮৯ এবং الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ-এর ২৫১৪; ইমাম বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' এর হা. ৪৮৬৭; খাতিবে বাগদাদী তার 'তারীখে বাগদাদ'-এর (১১/১০৭)-এ একাধিক তুরুকে হাম্মাদ থেকে এই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

এমনিভাবে হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহার হা. ৫৭৬৯ এবং আবূ নুয়াঈম তার حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ -এর (৬/১২৭); খাতিবে বাগদাদী তার 'তারীখে বাগদাদ' (৭/৩৩৮); زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ-এর সূত্রে ইমাম الْعُقَيْلِيُّ তার الضُّعَفَاءُ-এর (৩/৪৫১); ইমাম ইবনু আদী তার الْكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ (৭/২৫৪৪৫) শুআয়িব আল-আরনাউত -এর সূত্রে আবূ নুয়াঈম তার الْحِلْيَةُ-এর (৬/৯৯); عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনজনেই হাদীসটি ইবনু উমার থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

Contents

আর ইবনু হিব্বান হাদীসটি– احثوا في افواه اعواحين اتراب শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি الْهَيْثَمِيُّ তার مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ (৮/১১৭)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন–

رَوَاهُ احْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالاَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

এছাড়া হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে এ সম্পর্কে আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন:

وَلَهُ شَاهِدُ اٰمرِ عَنْ حَدِيثِ الْمِقْوَادِبْنِ الاَسْودِ عِنْدَمُسْلِمٍ (٣٠٠٢)
سيرد (٦/ ٥) وَاٰخَرُ مِنْ حَدِيثِ اَبِي هُرِيرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (٢٣٩٤)
وَثَالِثٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَزْهَرَ عِنْدَ بَزَّارٍ (٢٠٢٣)
ورابع من حديث أنس عند بزار ....

٢٣٦ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ الْعَوفِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا. (الصحيحة: ٥٩٥)

২৩৬. মালিক ইবনু ইয়াসার আস-সাকূনী আল-আউফী থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে তখন আঙ্গুলের পেট দ্বারা (মুনাজাত করে হাত উঠিয়ে) চাবে আর আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা (হাত উঠিয়ে) তার নিকট কিছু চাইবে না। (আস্-সহীহাহ- ৫৯৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাঊদ হাদীস নং ১৪৮৬..... এর সানাদ জাইয়্যেদ।

শাইখ আলবানী (র) সহীহ্ আবূ দাঊদ (হাদীস নং ১৩১৮) হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ্' বলেছেন।

٢٣٧ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ أَوْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ،

فَإِنَّ اللهَ يَبُثُّ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ. وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الْقِرَبَ.

(الصحيحة: ٣١٨٤)

২৩৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যখন তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনবে কিংবা গাধার আওয়াজ শুনবে তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ, তারা এমন কিছু দেখে থাকে যা তোমরা দেখ না। যখন রাত্রের অন্ধকার নেমে আসবে তখন বাইরে কম বের হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা রাতে তাঁর সৃষ্টজীবের যাদের চান তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন। তোমরা بسم الله (বিসমিল্লাহ) বলে দরওয়াজা বন্ধ করে দিবে। কারণ, শয়ত্বান ঐ দরওয়াজা খুলতে পারে না যে দরওয়াজা 'বিসমিল্লাহ' বলে বন্ধ করা হয়। কলসগুলো ঢেকে রাখবে। পাত্রগুলো উল্টিয়ে রাখবে এবং মশকের মুখ বন্ধ করে দিবে।[১] (আস্-সহীহাহ্- ৩১৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে আবূ ইয়া'লা– ৪/২১০-১১; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ৫৪৯৩.... এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও শাইখাইনের রাবী। কেবল সিরাত লেখক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ছাড়া। তিনি মুদাল্লিস। কিন্তু হাদীসটি হাদ্দাসানা শব্দে ইয়াযীদ বিন যুরাঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর ইয়াযীদ প্রতিষ্ঠিত ছিক্বাহ।

হাকিম সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন.... [অতঃপর আলবানী (র) আরো পর্যালোচনা করেছেন).....।

মুহাক্বিক্ব হুসাইন সালিম আল-আসাদ বলেছেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ ইয়ালা হাদীস নং ২৩২৭)

٢٣٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ فَلْيَدْعُهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ. (الصحيحة: ٢٥٦٩)

---

১. সহীহাহ'র ১৫১৮ নং হাদীসে এর কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। আর এ কিতাবের ২৬৭ নং হাদীসে অতিসত্বর তা বর্ণিত হবে– ইনশাআল্লাহ।

২৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কারো গোলাম (সেবক) খাবার প্রস্তুত করে যে তার গরম ও কষ্ট সহ্য করেছে তাকে ডাকবে এবং তার সাথে খাবার খাবে। আর যদি তাকে ডেকে না খাওয়াও তবে ঐ খাবার হতে তাকে কিছু দিয়ে দিবে।[১] (আস্-সহীহাহ- ২৫৬৯)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ- ২/৪৮৩..... এর সানাদ হাসান এবং প্রত্যেকেই ছিক্বাহ.... বর্ণনাকারী ফুলাহ যঈফ।

ভিন্ন শব্দে হাদীসটি সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে- إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ.... (আহমাদ হা. ১২৮৫) এবং অপর বর্ণনা اذا لأحدكم خادمه طعاما ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ دُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ -সহীহ্ মুসলিম- ৫/৯৪ (অনুচ্ছেদ: بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ); আবূ দাঊদ- ২/১৯৪; আহমাদ- ২/২৮৮...।

٢٣٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ . (الصحيحة: ٨٦٢)

২৩৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ (কাউকে) আঘাত করে তখন সে যেন (তার) চেহারাতে মারা থেকে বিরত থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (আস্-সহীহাহ- ৮৬২)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ২/২৪৪..... এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্।....

সহীহ্ মুসলিমে- (৮/২২/৬৮২১) হাদীসটির শব্দ হলো- إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (অনুচ্ছেদ- بَاب النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ)।....

১. সহীহাহ্-তে ১২৮৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কিতাবে ১৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

Contents

٢٤٠ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى فِي بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَضْلِ، فَعَطِسْتُ وَلَمْ يُشَمِّتْنِي، وَعَطِسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطِسَ ابْنِي عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْهُ، وَعَطِسَتْ فَشَمَّتَّهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ عَطِسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ تَعَالَى فَلَمْ أُشَمِّتْهُ، وَإِنَّهَا عَطِسَتْ وَحَمِدَتِ اللهَ فَشَمَّتُّهَا، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ. فَقَالَتْ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ. (الصحيحة: ٣٠٩٤)

২৪০. আবূ বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, উম্মুল ফযলের মেয়ের ঘরে আমি আবু মূসার নিকট গেলাম। আমি সেখানে হাঁচি দিলাম সে আমার (হাঁচির) জওয়াব দেয়নি। সে হাঁচি দেয় অতঃপর আমি হাঁচির জওয়াব দিলাম। অতঃপর আমি আমার মায়ের নিকট ফিরে এলাম এবং তাঁকে এ সংবাদ প্রদান করলাম। তিনি তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আমার ছেলে তোমার নিকট হাঁচি দিয়েছে আর তুমি তার জওয়াব দাওনি। এমনকি তুমি হাঁচি দিয়েছ সে জওয়াব দিয়েছে? তিনি বলেন, তোমার ছেলে হাঁচি দিয়েছে তবে আল্লাহর প্রশংসা করেনি (অর্থাৎ الحمد لله বলেনি)। এ কারণে আমি তার জবাব দেইনি। আর সে হাঁচি দিয়েছে এবং আল্লাহর প্রশংসা করেছে এজন্য আমি জবাব দিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিবে এবং আল্লাহর প্রশংসা (অর্থাৎ الحمد لله বলবে) করবে তখন তার জবাব প্রদান করবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তার জবাব দিবে না। অতঃপর তিনি বললেন: তুমি উত্তম কাজ করেছে; তুমি উত্তম কাজ করেছ। (আস্-সহীহাহ- ৩০৯৪)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ- (৮/৬৮৩/৯৩৩০); বাইহাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' (৭/২৫/৯৩৩০); আহমাদ- 8/8১২.....।

অনুরূপ: সহীহ্ মুসলিম- ৮/২২৫/৭৬৭৯। (অনুচ্ছেদ- بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ); ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৯৪১; তাবারানীর 'আদ-দুআ' ৩/১৬৯৪/১৯৯৮। হাকিম- ৪/২৬৫। হাকিম বলেন: এর সানাদ সহীহ্....। যাহাবী চুপ থেকেছেন।....

٢٤١ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيْسُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلَا يُشَمِّتُ بَعْدَ ذَلِكَ. (الصحيحة: ١٣٣٠)

২৪১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন তার সাথী যেন তার হাঁচির জবাব দেয়। যদি তিনবারের অধিক হাঁচি দেয় তবে তার জবাব দিতে হবে না। কারণ, তা তার সর্দির দরুন হয়ে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ১৩৩০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু সুন্নী'র 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা' হা. ২৫১; ইবনু আসাকিরের 'তারীখে দিমাশক' ২/৩৯১/২..... যঈফ....। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসটি হল, সালামাহ বিন আকৃওয়া থেকে বর্ণিত হাদীস.... সহীহ্ মুসলিম (بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ); ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৯৩৫, ২৩৮; ইবনু সুন্নী হাদীস নং ২৪৯।

٢٤٢ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ مَرْفُوعًا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ يَا سَيِّدُ فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. (الصحيحة: ١٣٨٩)

২৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদ তাঁর পিতার নিকট থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন; যে কোন মুনাফিক ব্যক্তিকে ياسيد (হে মহান!) বলে আহ্বান করল সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্রোধান্বিত করল। (আস্-সহীহাহ- ১০৪৯)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম- ৪/৩১১; আবূ নুঈম তার 'আখবারে ইস্বাহান- ২/১৯৮; খাতীব- ৫/৪৫৪....। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ সানাদে গণ্য করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: যঈফ.....। তবে কাতাদাহ্ থেকে অন্য শব্দে- لا تقولوا للمنافق سيدنا..... (হাদীস নং ৩৭০) এই হাদীসটি হাসান।

Contents

٢٤٣ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . (الصحيحة: ٣٩٧٥)

২৪৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ মাজলিস থেকে উঠে যায় এবং তারপর আবার ফিরে আসে তবে সে ঐ জায়গায় (অর্থাৎ, পূর্বের স্থানে) বসার জন্য অধিক হকদার। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৭৫)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম- ৭/১০ (অনুচ্ছেদ- بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ); ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১১৩২); আবূ দাঊদ হা. ৪৮৫৩; ইবনু মাজাহ হা. ৩৭১৭; ইবনু খুযাইমাহ হা. ১৮২১; ইবনু হিব্বান হা. ৫৮৭; আহমাদ- ২/২৬৩, ২৮৩....।

٢٤٤ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ: أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. يَعْنِي: يَوْمَ الْجُمُعَةِ) . (الصحيحة: ١٧٠)

২৪৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন মানুষজন কথা বলতে থাকে তখন যদি তুমি তাদের বল, তোমরা চুপ কর তখন তুমি নিজেই নিজের ক্ষতি করলে। (আস্-সহীহাহ- ১৭০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ৮২৩৫ ও ৭৩৩২; ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার الْمُصَنَّف-এর হা. (৫৪১৮)-এ: إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ انْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطِقُونَ وَالْإِمَامُ خَطَبَ فَقَدْ لَغَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী তার الْأُمّ-এর (১/১৩৭-১৩৮); ইমাম হুমাইদী তার مُسْنَد-এর হা. ৯৬৬; সহীহ্ মুসলিম হা. ১২ ও ৮৫১; ইমাম ইবনুল জারূদ তার কিতাবের হা. ২৯৯; ইবনু খুযাইমা তার সহীহার হা. ১৮০৬; ইমাম বায়হাক্বী তার সুনানের (৩/২১৯); سفيان بن عيينة-এর তরিকে এই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: শাইখাইনের শর্তে হাদীসটি সহীহ্।

٢٤٥ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الْفَيْءِ، فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ، فَلْيَقُمْ . (الصحيحة: ٨٣٧)

২৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেন: যখন তোমাদের কেউ ছায়ার মধ্যে অবস্থান করে। অতঃপর তার নিকট হতে ছায়া চলে যায় এবং তার (দেহের) কিছু অংশ রৌদ্রে থাকে আর কিছু অংশ ছায়ায়; তবে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ, পূর্ণভাবে রৌদ্রে গিয়ে দাঁড়াবে বা ছায়ায় দাঁড়াবে)। (আস্-সহীহাহ- ৮৩৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাঊদ হাদীস তার السُّنَنُ-এর হা. ৪৮২২; ইমাম হুমায়দী তার মুসনাদে হা. ১১৩৮ সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢٤٦ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ[1] اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيْعًا فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ . (الصحيحة: ١٤٠٢)

২৪৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তিনজন ব্যক্তি একত্রে থাকে তখন যেন তৃতীয় জনকে রেখে (কোন) দু'জন কানে কানে কথা না বলে। (আস্-সহীহাহ- ১৪০২)

হাদীসটি হাসান লি-গায়রিহী।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির সানাদ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ ; এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে হাদীসটি সহীহ্ সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার الْمُسْنَدُ-এর- হা. ৮৬১৩ এবং ৩৫৬০-তে হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকেও সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন مُسْنَدُ أَحْمَدَ হা. ৬৬৪৭।

শুআয়েব আল-আরনাউত বলেন: এটি হাসান লি-গায়রিহী, এর সানাদ যঈফ। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৮৫৯৭)

---

১. মূল কিতাবে رسول, رسول দু'বার এসেছে। -তাজরীদকারক।

Contents

٢٤٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ مَرْفُوعًا: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَخَلُّوهُم . (الصحيحة: ٤٠)

২৪৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তখন বাচ্চাদের (ঘর থেকে বের হতে) বাধা দিবে। কারণ, শাইত্বান ঐ সময় ছড়িয়ে পড়ে। যখন ইশার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন তাদের ছেড়ে দিবে। (আস্-সহীহাহ্- ৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ বুখারী- (২/৩২২, ৪/৩৬-৩৭) (অন্যতম অনুচ্ছেদ- بَابُ صِفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ এবং এর সকল বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

٢٤٨- أَبُو سُفْيَانَ (عَنْ جَابِرٍ)، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيْمَا رَأَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي (فَتَدَحْرَجَ)، فَاتَّبَعْتُهُ، فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ؟ (فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ)، فَقَالَ: إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ . (الصحيحة: ٣٩٦٨)

২৪৮. আবূ সুফিয়ান (জাবির থেকে)[১] বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করল। তখন তিনি (নাবী ﷺ) বক্তব্য দান করছিলেন। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গতরাতে স্বপ্ন দেখেছি ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন (স্বপ্ন) দেখে থাকে। আমি আমার মাথায় আঘাত

১. আমাদের (তাজরীদকারকের) পক্ষ থেকে সংযোজিত- মূল কিতাব থেকে তা বিচ্যুত হয়েছে। উৎস কিতাবসমূহে তা প্রমাণিত রয়েছে। -তাজরীদকারক।

করলাম আমার মাথা কেটে পড়ে গেল। অতঃপর তা লাফালাফি করতে থাকল। এরপর আমি গিয়ে মাথা ধরে আবার তাকে তার স্থানে রেখে দিলাম। (একথা শুনে) নাবী ﷺ হাসলেন এবং তিনি বললেন, যখন শাইত্বান তোমাদের কাউকে নিয়ে স্বপ্নে ক্রীড়া-কৌতুক করে তখন সে যেন তা মানুষের নিকট না বলে। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৬৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ সুফিয়ান জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ ও এর إِسْنَادُ মুসলিমের শর্তে قوى ; সহীহ্ মুসলিম- ৭/৫৫ (অনুচ্ছেদ- بَابُ لاَ يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِى الْمَنَامِ)। ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৯১২; আবূ আওয়ানা তার اَلْمُسْنَدُ-এর اَلرُّؤْيَا অধ্যায়ের (৩/১৬৬); বাগাভী তার شَرْحُ السُّنَّةِ-এ হা. ৩২৮০; আবূ মুয়াবিয়া এর সূত্রে এই সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া اِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ তার اَلْمُصَنَّفُ-এর (১১/৫৭); আবদ ইবনু হুমাইদ তার اَلْمُسْنَدُ-এর হা. ১০৩১ এবং আবূ ইয়ালা তার اَلْمُسْنَدُ-এর হা. ২২৭৪-এ একাধিক তুরুকে আ'মাশের সূত্রে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٤٩ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا لَقِىَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا . (الصحيحة: ١٨٦)

২৪৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন তোমাদের কেউ তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের মাঝে গাছ অথবা দেয়াল কিংবা পাথর আড়াল হয় এরপর আবার দেখা হয় তবে পুনরায় সালাম দিবে। (আস্-সহীহাহ- ১৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি তার اَلسُّنَنُ-এর হাদীস নং ৫২০০-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি مَرْفُوْعٌ এবং এর সানাদের সকলেই ছিক্বাহ আর হাদীসটি সহীহ্।

Contents

٢٥٠- عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: طَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ، وَلَا أَعْرِفُهُ، وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ فَلْيَقُلْ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. (الصحيحة: ١٤٠٣)

২৫০. আবূ তামীমাহ আল হুজাইমী তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে খোঁজ করছিলাম। তাঁকে না পেয়ে আমি (একস্থানে) বসেছিলাম। ইত্যবসরে একদল লোককে দেখলাম আর সেখানেই তিনি অবস্থান করছিলেন। তবে আমি তাঁকে চিনতাম না। তিনি তাঁদের মধ্যে (কোন ব্যাপারে) মিমাংসা করছিলেন। তাঁরা (একপর্যায়ে) বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! (একথা শুনে) যখন আমি জানতে পারলাম, যে তিনিই (সেই নাবী) আমি বললাম, (عَلَيْكَ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللهِ) হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, যে তোমার সালামটি (عَلَيْكَ السَّلَامُ) মৃত্যু ব্যক্তিদের প্রতি অভিবাদন (এর উপযুক্ত)। অতঃপর তিনি আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, যখন কোন ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন যেন সে বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ। অতঃপর নাবী ﷺ আমার সালামের জবাব দেন। (وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ) তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

(আস্-সহীহাহ- ১৪০৩)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী– ৩/৩৯৪; ইবনু সুন্নীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা' হা. ২৩৩ ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্।

٢٥١ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَهْلَ الْكِتَابِ) فَلَا تَبْدَؤُوْهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا. (الصحيحة: ١٤١١)

২৫১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা মুশরিকদের (অপর বর্ণনায় আহলে কিতাবদের) সাথে সাক্ষাৎ কর তখন তাদের সালাম দিবে না। আর যখন রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হবে তখন রাস্তার একপাশে যেতে তাদের বাধ্য করবে। (অর্থাৎ, এমনভাবে চলবে যেন তারা রাস্তার একপাশে সংকীর্ণভাবে চলতে বাধ্য হয়) (আস্-সহীহাহ– ১৪১১)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম– ৭/৫ (বিভিন্ন শব্দে, অনুচ্ছেদ– بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِبْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ)। আবূ দাউদ– ২/৬৪২; আহমাদ– ২/৩৪৬ ও ৪৫৯। ইবনু সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি' হাদীস নং ৩৩৭....।

٢٥٢ـ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَرَّ رِجَالٌ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ رَجُلٌ عَنِ الَّذِيْنَ مَرُّوْا عَلَى الْجَالِسِيْنَ، وَرَدَّ مِنْ هٰؤُلَاءِ وَاحِدٌ، أَجْزَأَ عَنْ هٰؤُلَاءِ وَعَنْ هٰؤُلَاءِ. (الصحيحة: ١٤١٢)

২৫২. আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন পথ দিয়ে একদল লোক (অপর একদল উপবিষ্ট) ব্যক্তিদের নিকট দিয়ে যায় তখন গমনকারীদের মধ্য হতে একজন যদি উপবিষ্টদের সালাম দেয় আর তাদের (উপবিষ্টদের) একজন জওয়াব দেয় তবে তাদের (পথিক ও উপবিষ্ট) উভয় দলের জন্য যথেষ্ট হবে। (আস্-সহীহাহ– ১৪১২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ নুঈম তাঁর 'আল হিলইয়াতে' ৮/২৫১; ইমাম হুসামুদ্দীন আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী

তার كَنْزُ الْعُمَّالِ فِي سُنَنِ الاقْوالِ وَالافْعَالِ-এর হা. (২৫২৯৯); ইমাম মুবক্তাদা আয-যাবীদী তার اِتِّحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِيْنَ-এর (৬/২৭৫) ইমাম হামিলী তার আল-আমালী এর (৫/৬২/২)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

এর সাক্ষ্যমূলক জাইয়্যেদ হাদীস আলী (রা) থেকে হামিলী তাঁর 'আল-আমালী' ৫/৬২/২-তে বর্ণনা করেছেন (ইরওয়াউল গালীল– ৭৭০)।

٢٥٣ـ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِالْيَهُودِ ...[1] فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ . (الصحيحة: ٢٢٤٢)

২৫৩. আবূ বুসরাহ আল গাফফারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা ইয়াহুদীদের পাশ দিয়ে যাবে তখন তাদের সালাম দিবে না। যদি তারা তোমাদের সালাম দেয় তবে বলবে, وَعَلَيْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের উপর। (আস্-সহীহাহ– ২২৪২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ বুসরাহ আল গাফফারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-থেকে মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। শাইখ শুআইব আল-আরনাউত তার الْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيخُ কিতাবের (২/৪৯১)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: دَعِيهَا، فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ ﷺ: إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ عَلَى هٰذَا فَيُحْرِقَكُمْ. (الصحيحة: ١٤٢٦)

১. খালি স্থানে والنصرى, শাইখ আ[illegible]নী (র) তা বর্ণনা করেন। সম্ভবত তা বর্ণনাকারীদের (নকলকারীদের) ভুল [illegible]য় থাকবে। –তাজরীদকারক।

২৫৪. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ইঁদুর এল এবং বাতির ফিতা নিয়ে দৌড়াতে থাকল। অতঃপর বাঁদী তার পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগল। নাবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর ইঁদুরটি ফিতা নিয়ে আসল এবং নাবী ﷺ যে চাটাইয়ের উপর বসেছিল সে চাটাইয়ের উপর রেখে দিল। ফলে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান পুড়ে গেল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন বাতি নিভিয়ে দিবে। কারণ, শাইত্বান এ প্রকারের বস্তুকে এ ধরনের কাজে উৎসাহিত করে। ফলে সে তোমাদের দগ্ধ করে থাকে। (আস্-সহীহাহ্- ১৪২৬)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাউদ হাদীস নং ৫২৪৭; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ১৯৯৭; হাকিম- ৪/২৮৪-৮৫।

তিনি সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন..... (অতঃপর আলবানী হাদীসটির সমালোচনা করেন ও এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস তাঁর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাতের হা. ৪৩০৩ কথা উল্লেখ করেন)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁর অন্যান্য তাহক্বীক্বে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। (সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৯৩২; তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হাদীস নং ৫২৪৭; সহীহুল জামেউস সগীর হাদীস নং ৮১৬)

٢٥٥ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوْعًا: أَرْبَى الرِّبَا شَتْمُ الْأَعْرَاضِ .

(الصحيحة: ١٤٣٣)

২৫৫. সাঈদ ইবনু যায়িদ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; নিকৃষ্ট সুদ হলো সম্মান বিনষ্ট করা (অর্থাৎ, মর্যাদাবান ব্যক্তিদের গালাগালি করা)।

(আস্-সহীহাহ্- ১৪৩০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হুশাইম ইবনু কুলাইব তার الْمُسْنَد-এর (২/৩০)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ ও এর সকল رِجَالُ-কে ثِقَاتٌ বলে উল্লেখ করেছেন।

Contents

٢٥٦ـ عَنْ كِلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلَبَأٍ، وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ . (الصحيحة: ٨١٨)

২৫৬. কিলদাহ ইবনু খাবাল বলেন: সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ তাকে দুধ, ঘি ও শসা দিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন আর নাবী ﷺ তখন উপত্যকার উপরে ছিলেন। তিনি বলেন: আমি তার নিকট গেলাম। তবে আমি তাঁকে সালাম দিলাম না। আবার অনুমতিও নিলাম না। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং বল, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ "আস্‌সালামু 'আলাইকুম আমি কি আসতে পারি?" (আস্‌-সহীহাহ- ৮১৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি কালাদাতু ইবনু হানবাল মাওকূফ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর 'ইসনাদ' সহীহ্ এবং এর সকল رجال ছিক্বাহ।

শাইখ শুআই আল-আরনাউত বলেন:

رِجَالُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرَ عَمْرٍو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: وَهُوَ الْجُمَعُ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي صَفْوَانَ، وَهُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ، فَقَوْرُوِيُّ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرَ ابْنِ مَاجَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ لِعَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا ثِقَتَانِ وَعَمْرٌو وَالْقَائِلُ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ: أَخْبَرَنِي هٰذَا الْخَبَرَ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ: فَوَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ هُنَا. فَانْتَفَتْ شُبْهَةُ تَدْلِيْسِهِ ١٠هـ

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ১৫৪২৫; তাবারানী তার إِسْنَادُ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ-এর (১৯/৪২১); আহমাদের তরিকে رُوحٌ থেকে এই এ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবনু সা'দ তার الطَّبَقَاتُ-এর (৫/৪৫৭); আবূ দাউদ তার সুনানের হা. (৫১৭৬); তাবারানী তার الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ (১৯/৪২১);

إِسْنَادُ-এ اَلضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدأَبِى عَاصِم-এর তরিকে رُوْحُ থেকে এই রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১০৮১; اِبْنُ أَبِى عَاصِم তার الاحادوالمثانى হা. ৭৯৪; বায়হাক্বী তার اَلسُّنَنُ-এর (৮/৩৩৯); ابى عاصم-এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী তার সুনানের হা. ২৭১০; ইবনু সুন্নী তার عمل اليوم والليلة এর হা. ৬৬৪; বায়হাক্বী তার সুনানের (৮/৩৩৯)-এর شعب الإيمان-এর হা. ৮৮০৯; روح-এর তরীকে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে 'হসান ও গারীব' বলেছেন। তাছাড়া নাসায়ী তার عمل اليوم والليلة-এর হা. ৬৭৩৫-এও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٧ـ قَالَ ﷺ: اِسْتَعِيْنُوْا عَلَى إِنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِى نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ. رُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَأَبِىْ بُرْدَةَ مُرْسَلاً.

(الصحيحة: ١٤٥٣)

২৫৭. নাবী ﷺ বলেন, তোমরা গোপনে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ প্রতিটি নিয়ামাতই হিংসার পাত্র হয়ে থাকে। মুয়াজ ইবনু জাবাল, আলী ইবনু আবি তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ বুরদাহ থেকে এ হাদীস মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(আস্-সহীহাহ- ১৪৫৩)

হাদীসটি হাসান।

....শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কীত পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেন। চার নম্বরে অবূ হুরাইরাহ্ (রা) বর্ণিত হাদীস যা ইবনু হিব্বান তাঁর 'রাওযাতুল উক্বালা' ১৮৭ পৃষ্ঠা; সাহমী তার 'তারীখে জুরজানে' ১৮২ পৃষ্ঠা..... (আরো অনেকে) বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসটি সম্পর্কে আলবানী (র) বলেন: আমার কাছে এর সানাদ জাইয়্যেদ (অন্যগুলো যঈফ ও মুরসাল)..... ।

٢٥٨- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: اِسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ. (الصحيحة: ٣٤٥)

২৫৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে ঐ যুদ্ধে বলতে শুনেছি, যে যুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি। তোমরা অধিক হারে জুতা পরিধান কর। কারণ, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিধান করে থাকবে ততক্ষণ সে আরোহী হিসেবে থাকবে। (আস্-সহীহাহ- ৩৪৫)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম- ৬/১৫৩/৫৬১৫ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِعَالِ وَالْإِسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ); আবূ দাঊদ হাদীস নং ৪১৩৩; আহমাদ- ৩/৩৩৭, ৩৬০; তারীখে বাগদাদ- ৩/৪২৫।

٢٥٩- عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ فَنَادَتْ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَنَاوَلْتُهَا فَاطِمَةَ قُلْتُ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقُلْتُ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا، وَقَالَ لِي: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، ادْفَعُوهَا إِلَى خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌّ فَقُلْتُ: أَلَا تَزَوَّجُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. (الصحيحة: ١١٨٢)

২৫৯. আলী (রা) থেকে বর্ণিত; যখন আমরা মাক্কা থেকে বের হলাম তখন হামজার মেয়ে আমাদের পিছু নিল এবং ডাকল, হে চাচা! হে চাচা! অতঃপর আমি তাকে আনলাম এবং ফাতিমা তাকে খেতে দিল। আমি

(ফাতিমাকে) বললাম, তোমার চাচার মেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অতঃপর যখন আমরা মাদীনায় পৌঁছলাম তখন তার ব্যাপারে আমি, যায়িদ ও জাবির বিতর্ক করলাম। আমি বললাম, সে আমার চাচার কন্যা আর আমিই তাকে এনেছি। যায়েদ বলল, সে আমার ভাতিজী। আর জা'ফর বলল, সে আমার চাচার কন্যা আর তার খালা আমার অধীনে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফরকে বললেন, তুমি আমার আকৃতি ও চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যতা রাখো। আর যায়িদকে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের আযাদকৃত গোলাম। আমাকে বললেন, তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে। তোমরা তাকে তার খালার নিকট দিয়ে দাও। কারণ, খালা মায়ের মত। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে বিবাহ করবেন না? তিনি বললেন, সে আমার দুধ ভাতিজি। (আস্-সহীহাহ- ১১৮২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আলী (রা) মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তার اَلسُّنَنُ-এর (১/৫০৩); আবূ আব্দুল্লাহ নিসাবুরী তার اَلْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحِ-এর (৩/১২০)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্; যদিও তা মুরসাল।

٢٦٠ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، فَإِنِّى لَأُرِيْدُ الْأَمْرَ فَأُؤَخِّرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا. (الصحيحة: ١٤٦٤)

২৬০. মুয়াবিয়া ইবনু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: তোমরা সুপারিশ কর তা গ্রহণ করা হবে। কারণ, আমি কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ইচ্ছা করলে সে ব্যাপারে সময় নেই যেন তোমরা সুপরিশ কর আর তা গ্রহণ করা হয়। (আস্-সহীহাহ- ১৪৬৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি মুয়াবিয়া ইবনু সুফিয়ান (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তার اَلسُّنَنُ-এর হা. ৫১৩২; নাসায়ী (১/৩৫৬);; আল-খারায়িতী তার 'মুকারিমুল আখলাক্ব'-এর ৭৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্।

Contents

٢٦١ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (الصحيحة: ٥٧١)

২৬১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা রহমানের (আল্লাহর) ইবাদাত কর (মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচলন ঘটাও আর নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর।

(আস্-সহীহাহ- ৫৭১)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৯৮১; তিরমিযী ২/৩৪০; দারেমী- ২/১০৯; ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৬৯৪; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৩৬০; আহমাদ- ২/১৭০, ১৯৬....।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্....।

শাইখ আলবানী (র)-এর কাছে হাদীসটি যঈফ (যঈফুজ-জামেউস সগীর হাদীস নং ২৮৫১)।

হাদীসটির মূল মর্মে ব্যাপক সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে। (বিস্তারিত: ইরওয়াউল গালীল হাদীস নং ৭৭৭ ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্যালোচনা)

٢٦٢ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ عَنِ الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ. (الصحيحة: ٦٠١)

২৬২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মানুষের মধ্যে প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি চাওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখায় আর মানুষর মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের ক্ষেত্রে কৃপণতা দেখায়।

(আস্-সহীহাহ- ৬০১)

হাদীসটি সহীহ্।

আব্দুল গনী আল-মাকদেসী- ২/১৪১; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ১৩৯৩।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (ইবনু হিব্বানের) হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

শুআয়িব আল-আরনাউতও অনুরূপ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত সহীহ্ ইবনু হিব্বান- ১০/৩৪৯/৪৪৯৮)

٢٦٣ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثَنِيْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، حَدِيْثَهُ مِنْ فِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ (أَصْبَهَانَ)، مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا: (جَيٌّ)، وَكَانَ أَبِيْ دِهْقَانُ قَرْيَتِهِ، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتّٰى حَبَسَنِيْ فِيْ بَيْتِهِ أَيْ: مُلاَزِمَ النَّارِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ، وَأَجْهَدْتُ فِي الْمَجُوْسِيَّةِ حَتّٰى كُنْتُ قَاطِنَ النَّارِ الَّذِيْ يُوْقِدُهَا لاَ يَتْرُكُهَا تَخْبُوْ سَاعَةً، قَالَ: وَكَانَتْ لِأَبِيْ ضَيْعَةٌ عَظِيْمَةٌ، قَالَ: فَشَغَلَ فِيْ بُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِيْ: يَا بُنَيَّ! إِنِّيْ شَغَلْتُ فِيْ بُنْيَانِ هٰذَا الْيَوْمِ عَنْ ضَيْعَتِيْ. فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا. وَأَمَرَنِيْ فِيْهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيْدُ، فَخَرَجْتُ أُرِيْدُ ضَيْعَتَهُ، فَمَرَرْتُ بِكَنِيْسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارٰى، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَكُنْتُ لاَ أَدْرِيْ مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِيْ إِيَّايَ فِيْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ، دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُوْنَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَتْنِيْ صَلاَتُهُمْ، وَرَغِبْتُ فِيْ أَمْرِهِمْ، وَقُلْتُ: هٰذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنَ الدِّيْنِ الَّذِيْ نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِيْ، وَلَمْ آتِهَا، فَقُلْتُ لَهُمْ أَيْنَ أَصْلُ هٰذَا الدِّيْنِ؟ قَالُوْا: بِالشَّامِ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلٰى أَبِيْ، وَقَدْ بَعَثَ فِيْ طَلَبِيْ، وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ!

مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ، فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ، فَوَاللّٰهِ مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! لَيْسَ فِي ذٰلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ، دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: كَلَّا وَاللّٰهِ، إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا، قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارٰى فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارٰى، فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارٰى، قَالَ: فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ، وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ، فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلِي، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هٰذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: الْأَسْقُفُ فِي الْكَنِيسَةِ. قَالَ: فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هٰذَا الدِّينِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، أَخْدِمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ، وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ، وَأُصَلِّي مَعَكَ. قَالَ: فَادْخُلْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ، يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ، اِكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ، قَالَ: وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لَمَّا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارٰى لِيَدْفِنُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ هٰذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ،

يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا، اِكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا. قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ. قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ، قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: وَاللهِ لَا نَدْفِنُهُ أَبَدًا. فَصَلَّبُوهُ، ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ. ثُمَّ جَاؤُوا بِرَجُلٍ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ. قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، وَلَا أَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أَدْأَبُ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ، قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلِهِ، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ، وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللهِ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا، وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِـ(الْمَوْصِلِ)، وَهُوَ فُلَانٌ، فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقْ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ (الْمَوْصِلِ)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ إِنَّ فُلَانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي. فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! إِنَّ فُلَانًا

أَوْصَى بِى إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِى بِالْلُحُوقِ بِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَرٰى، فَإِلٰى مَنْ تُوصِى بِى؟ وَمَا تَأْمُرُنِى؟ قَالَ: أَىْ بُنَىَّ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلاً عَلٰى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلاً بِـ(نَصِيْبِيْنِ)، وَهُوَ فُلَانٌ، فَالْحَقْ بِهٖ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغِيْبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ (نَصِيْبِيْنِ) فَجِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِىْ وَمَا أَمَرَنِى بِهٖ صَاحِبِىْ، قَالَ: فَأَقِمْ عِنْدِىْ. فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ عَلٰى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ، فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ، فَوَاللهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَلَمَّا حَضَرَ؟ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! إِنَّ فُلَانًا كَانَ أَوْصٰى بِى إِلَىَّ فُلَانٌ، ثُمَّ أَوْصٰى بِىْ فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلٰى مَنْ تُوصِى بِى؟ وَمَا تَأْمُرُنِى؟ قَالَ: أَىْ بُنَىَّ! وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِىَ عَلٰى أَمْرِنَا اٰمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهِ إِلاَّ رَجُلاً بِـ(عَمُّورِيَّةَ)، فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ عَلٰى أَمْرِنَا. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغِيْبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ (عَمُّورِيَّةَ)، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِى، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِىْ. فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلٍ عَلٰى هَدْىِ أَصْحَابِهٖ وَأَمْرِهِمْ، قَالَ: وَاكْتَسَبْتُ حَتّٰى كَانَ لِىْ بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهٖ أَمْرُ اللهِ، فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! إِنِّى كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ، فَأَوْصٰى بِىْ فُلَانٌ إِلٰى فُلَانٍ، وَأَوْصٰى بِىْ فُلَانٌ إِلٰى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصٰى بِىْ فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلٰى مَنْ تُوصِى بِى؟ وَمَا تَأْمُرُنِى؟ قَالَ: أَىْ بُنَىَّ! مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلٰى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ اٰمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلٰكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِىٍّ، هُوَ

مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ، يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلٌ، بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى، يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ. قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغُيِّبَ، فَمَكَثْتُ فِي (عَمُّورِيَّةَ) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارًا، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هٰذِهِ وَغُنَيْمَتِي هٰذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا، وَحَمَلُونِي، حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِيَ الْقُرَى ظَلَمُونِي، فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحِقَّ لِي فِي نَفْسِي، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَابْتَاعَنِي مِنْهُ، فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِهَا. وَبَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ، لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرٍ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّقِّ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عِذْقٍ لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: فُلَانُ! قَاتَلَ اللهُ بَنِي قَيْلَةَ، وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِـ(قُبَاءَ) عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ[1] حَتَّى

১. অর্থাৎ, الرعدة মূলত তা হলো, জ্বরজনিত ঠাণ্ডা। মূল বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠা।

ظَنَنْتُ أَنِّي سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي، قَالَ: وَنَزَلْتُ عَنِ النَّخْلَةِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِابْنِ عَمِّهِ ذٰلِكَ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِهٰذَا؟ أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ. قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ عَمَّا قَالَ. وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِـ(قُبَاءَ)، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ. ذَوُو حَاجَةٍ، وَهٰذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قَالَ: فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هٰذِهِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا، وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا، قَالَ: فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ اثْنَتَانِ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: وَقَدْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، عَلَيْهِ شَمْلَتَانِ لَهُ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى ظَهْرِهِ، هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَدْبَرْتُهُ[1]، عَرَفَ أَنِّي

---

১. মুসনাদ গ্রন্থে যেমন (استدبرته) এসেছে (৩৯/১৪৬ –রিসালাহ ফাউন্ডেশন মুদ্রিত) الصحيحة ও الطبعة الميمنية এসেছে استدرته এসেছে।

إِسْتَثْبَتْ فِيْ شَيْءٍ وَصَفَ لِيْ، قَالَ: فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتِمِ فَعَرَفْتُهُ، فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِيْ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَحَوَّلْ. فَتَحَوَّلْتُ. فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثِيْ كَمَا حَدَّثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ: فَأَعْجَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْمِعَ ذٰلِكَ أَصْحَابَهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانُ الرِّقُّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَدْرٌ وَ أُحُدٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ! . فَكَاتَبْتُ صَاحِبِيْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيْهَا لَهُ بِالْفَقِيْرِ[১]، وَبِأَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعِيْنُوْا أَخَاكُمْ. فَأَعَانُوْنِيْ بِالنَّخْلِ، الرَّجُلُ بِثَلَاثِيْنَ وَدِيَّةً[২]، وَالرَّجُلُ بِعِشْرِيْنَ، وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشَرَةَ، وَالرَّجُلُ بِعَشْرٍ، يَعْنِيْ: اَلرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِيْ ثَلَاثُ مِئَةِ وَدِيَّةٍ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذْهَبْ يَا سَلْمَانُ! فَفَقِّرْ لَهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِيْ أَكُوْنُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدِيْ. فَفَقَّرْتُ لَهَا، وَأَعَانَنِيْ أَصْحَابِيْ، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعِيْ إِلَيْهَا، فَجَعَلْنَا نُقَرِّبُ لَهُ الْوَدِيَّ، وَيَضَعُهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَوَ الَّذِيْ نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ، مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ وَبَقِيَ عَلَيَّ الْمَالُ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِيْ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟ قَالَ: فَدُعِيْتُ

---

১. তা এক প্রকার গর্ত যা চারা রোপণের জন্য খনন করা হয়।

২. الودى। একবচন। অর্থ- ছোট চারা।

Contents

لَهُ. فَقَالَ: خُذْ هٰذِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ! فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هٰذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّا عَلَيَّ؟ قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ. قَالَ: فَأَخَذْتُهَا، فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَأَوْفَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ، وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخَنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفُتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ.

(الصحيحة: ٨٩٤)

২৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: সালমান আল-ফারেসী (রা) বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি তার মুখ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি পারস্যবাসী ছিলাম (ইস্পাহানী)। আমার গ্রামের নাম ছিল جى "জাই"। আর আমি সেখানকার বাসিন্দা ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন গ্রামের সর্দার। আর আমি তাঁর নিকট ছিলাম সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর ভালবাসা আমার প্রতি এরূপ পর্যায়ে ছিল যে, তিনি আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখতেন। অর্থাৎ (পুজার) আগুনের তত্ত্বাবধায়ক করে রাখেন। যেমন কোন বাঁদীকে আটকিয়ে রাখা হয় (তেমন আমাকে আবদ্ধ করে রাখতেন) এতে করে আমি অগ্নিপুজাতে খুবই মনোযোগী হলাম। আমি এক পর্যায়ে আগুনের এমন খাদেম হয়ে গেলাম যে, এক মুহূর্তের জন্যও আগুন নিভতে দিতাম না। সেই সাথে আমার পিতার ছিল বিশাল জমিদারী।

তিনি বলেন: তিনি একদিন তাঁর এক গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত হলেন এবং আমাকে বললেন, হে পুত্র! আমি আমার জমিদারীতে এক গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছি তুমি গিয়ে তা দেখ এবং আমাকে সেখানে যা ইচ্ছা তা করতে সুযোগ দিলেন। আমি তার জমিদারীর দিকে রওয়ানা হলাম। আমি খৃস্টানদের এক গির্জার পাশ দিয়ে পথ চলছিলাম। তারা সালাত আদায় করছিল আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখার কারণে মানুষের চাল-চরিত্র সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। আমি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম তখন আমি তাদের নিকট গেলাম– যে তারা কী করে? আমি যখন তাদের সালাত দেখলাম তখন আমার ভালো লাগে এবং আমি তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের পূর্বের ধর্মের চেয়ে এ ধর্মই উত্তম। আল্লাহর শপথ! আমি আমার বাবার জমিদারী ত্যাগ করে সেখানে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করলাম। ফলে জমিদারীতে আর যাওয়া হল না। আমি তাদের (খৃস্টানদের) জিজ্ঞেস করলাম, এ ধর্মের উৎপত্তি কোথায়? তারা বলল, শামে (সিরিয়ায়)। তিনি বললেন, এরপর আমি আমার বাবার নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন এবং কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি তাঁর নিকট গেলাম তখন তিনি বললেন, হে পুত্র! তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তা করেছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, বাবা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তারা গির্জায় সালাত আদায় করছিল। তাদের ধর্ম পদ্ধতি আমার খুবই ভালো লেগেছে। আল্লাহর শপথ! আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের নিকট অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, হে বৎস! ঐ ধর্মের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। তোমার ধর্ম ও তোমার বাপ-দাদার ধর্ম তার চেয়ে অধিক উত্তম। আমি বললাম, না, আল্লাহর শপথ! কখনও তা নয়। ঐ ধর্মই আমাদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি বলেন, অতঃপর আমাকে তিনি ভয় দেখালেন এবং আমার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে বাড়িতেই বন্দী করে রাখা হল। আমি খৃস্টানদের নিকট সংবাদ পাঠালাম যে, যখন তোমাদের নিকট শামের খৃস্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসবে তখন যেন আমাকে সংবাদ দেয়া হয়। তিনি বলেন (কিছুদিন পর) তাদের নিকট শামের এক খৃস্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসে। অতঃপর তারা আমাকে সংবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি তাদের বললাম, যখন তোমরা তোমাদের প্রয়োজনাদি সেরে ফেলবে এবং দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে জানাবে। যখন তারা তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো তখন আমাকে সংবাদ দিল। অতঃপর আমি আমার পা থেকে বেড়ি খুলে ফেললাম এবং তাদের সাথে সিরিয়ার পথে যাত্রা করলাম।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বললাম, তোমাদের মধ্যে এ ধর্মের ব্যাপারে সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে? তারা বলল, গির্জার পাদ্রীগণ। তিনি বলেন, অতঃপর আমি পাদ্রীর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আর আমি আপনার সঙ্গ লাভকে ভালো মনে

করি। আমি গির্জাতে আপনার খিদমাত করতে চাই এবং আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। আমাকে আপনার সাথে মিলিয়ে নিন। তিনি (সালমান) বলেন, তিনি (পাদ্রীটি) আমাকে গীর্জাতে প্রবেশ করিয়ে নেন। অতঃপর আমি তার সাথে গির্জায় প্রবেশ করলাম। তিনি বলেন, সে (পাদ্রীটি) অসৎ লোক ছিল। মানুষজনকে সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ করতেন এবং তাদের খুবই উৎসাহিত করতেন। যখন লোকজন তার নিকট (সাদকার) বস্তু-দ্রব্যাদি জমা দিত তখন সে তা নিজের জন্য জমা করে রাখত। আর মিসকিনদের কিছুই দিত না। এক পর্যায়ে সে স্বর্ণ-চাঁদি দিয়ে সাতটি কলস পূর্ণ করে। তিনি বলেন, আমি যখন এমন কার্যকলাপ দেখলাম তখন তার প্রতি খুবই রাগান্বিত হলাম। (এর কিছুদিন পর) সে মারা গেল। খৃস্টানগণ তাকে দাফন করার জন্য সমবেত হল। আমি তাদের বললাম, এ ব্যক্তিটি অসৎ ছিল। তোমাদের সে সদকাহ্ করার আদেশ দিত ও উৎসাহিত করত বটে, যখন তোমরা তাকে সম্পদ দিতে তখন সে তা নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখত এবং মিসকীনদের কিছুই দিত না। তারা বলল, এ ব্যাপারে তোমার কী জানা আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তোমাদের তার সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব? তারা বলল, আমাদের তা জানিয়ে দাও। তিনি বলেন, আমি তাদের ঐ লোকটির স্থান দেখালাম। তিনি বলেন, তারা সেখান থেকে স্বর্ণ-চাঁদিপূর্ণ সাতটি কলস বের করল। তিনি বলেন, যখন তারা তা দেখল (তখন) তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাকে দাফন করব না। বরং তাকে শূলে চড়াব। অতঃপর তারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করল। এরপর তারা এক ব্যক্তিকে তার স্থলে স্থলাভিষিক্ত করল।

তিনি [আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)] বলেন, সালমান (রা) বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে সে এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক দুনিয়াত্যাগী। আর আখিরাতের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী তার চেয়ে আগ্রহী কাউকে দেখিনি। তিনি বলেন, আমি অন্তর থেকে তার চেয়ে অধিক আর কাউকে ভালবাসিনি। তার নিকট দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলাম এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে গুরু! আমি আপনার সাথে ছিলাম আর আপনাকে অন্তর থেকে যেরূপ ভালবাসি আর কাউকে এমন ভালবাসিনি। আর আপনার নিকট আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে এখন কার প্রতি আপনি আমাকে হাওয়ালা

করছেন? আর আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর শপথ! এখন আমি আমার পথের উপর কাউকে দেখিনা। মানুষজন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা অধিকাংশই আসল (ধর্ম) ত্যাগ করেছে। তবে মুসেলে (ইরাকের এক শহর) এক ব্যক্তি আছে। সে ওমুক (এক নাম বলে দিয়েছেন) সে আমার পথে আছে। সে সঠিক পথে আছে। তিনি বলেন, অতঃপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তার কার্যাদি সমাপ্ত করা হলো, আমি মুসেলের ব্যক্তিটির নিকট গেলাম। আমি তাকে বললাম, হে মহোদয়! ওমুক ব্যক্তি আমাকে তার মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করেছে যে, আমি যেন আপনার সান্নিধ্যে থাকি। তিনি বলেন, তিনি (পাদ্রীটি) বললেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান কর। আমি তার নিকট অবস্থান করলাম। আমি তাকে তার বন্ধুর পথে উত্তম মানুষ হিসেবে পেলাম। তবে বেশিদিন না যেতেই সে মৃত্যুবরণ করল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন আমি তাকে বললম, হে গুরু! ওমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য আমাকে ওসীয়ত করেছিল আর আপনার সান্নিধ্য গ্রহণের জন্য আদেশ দিয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর যা উপস্থিত হয়েছে তা আমি দেখছি (অর্থাৎ, আপনার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে) এখন আপনি কার নিকট যাওয়ার জন্য আমাকে ওসীয়ত করছেন? আর আমাকে কী আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর শপথ একজন ব্যক্তি ব্যতীত আমি আর কাউকে আমাদের সঠিক পথে দেখছি না যার নিকট যাওয়ার জন্য আদেশ দিব। (ঐ ব্যক্তিটি হলো) উমুরিয়াহ এর বাসিন্দা। সে হুবহু আমাদের পথেই রয়েছে। তিনি বলেন, যদি তুমি চাও তবে তার নিকট যাও। কারণ, সে আমাদের পথেই রয়েছে। তিনি বলেন, অতঃপর যখন সে মারা গেল এবং দাফন-কাফন করা হলো। আমি উমুরিয়াহ-এর ব্যক্তিটির নিকট গেলাম এবং আমার ঘটনাটির ব্যাপারে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান কর।

অতঃপর আমি তার নিকট অবস্থান করলাম। সে তার বন্ধুদের আদর্শ ও ধর্মের উপর ছিল। তিনি [সালমান ফারেসী (রা)] বলেন, আমি কিছু উপার্জনও করেছিলাম। একপর্যায়ে অনেক গাভী ও বকরীর মালিক হয়ে গেলাম। তিনি বলেন, অতঃপর তার উপর আল্লাহর হুকুম আসল। (অর্থাৎ মৃত্যু ঘনিয়ে এল) যখন তার মৃত্যু সন্নিকট হলো তখন আমি তাকে বললাম, হে গুরু! আমি

(প্রথমে) ওমুকের নিকট ছিলাম অতঃপর তিনি ওমুক ব্যক্তির ব্যাপারে ওসীয়ত করেন। অতঃপর ওমুক ব্যক্তি আবার ওমুকের নিকট (যাওয়ার জন্য) ওসীয়ত করেন। অতঃপর অমুক ব্যক্তি আবার আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য ওসীয়ত করেন। এখন আপনি কার নিকট যাওয়ার জন্য আমাকে ওসীয়ত করছেন? আর আপনি আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আমার জানা মতে এখন আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, আমাদের ধর্মে রয়েছে যার নিকট যাওয়ার জন্য তোমাকে আদেশ করব। তবে নাবী আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর ধর্মে প্রেরিত হবেন। আরব ভূমিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন আর তিনি এমন ভূমির দিকে হিজরত করবেন যা পাথরময় ভূমি হবে এবং সেখানে খেজুর বৃক্ষ থাকবে। তার কিছু নিদর্শন হবে যা খুবই স্পষ্ট। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, তবে সাদ্‌কাহ্ ভক্ষণ করবেন না। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যভাগে নবুওতের সিলমোহর থাকবে। যদি তোমার ঐ দেশে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে তবে তুমি যাও। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তাকে দাফন-কাফন করা হলো।

অতঃপর আমি উমুরিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন চান অবস্থান করলাম। আমার নিকট দিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা যাচ্ছিল আমি তাদের বললাম, আমাকে আরবে নিয়ে চল। (বিনিময়ে) আমি তোমাদের এই গাভী ও বকরীগুলো প্রদান করব। তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাদের সেগুলো দিয়ে দিলাম আর তারা আমাকে নিয়ে চলল। যখন তারা আমাকে নিয়ে ওয়াদী আল কারায় গেল তখন তারা আমার প্রতি অবিচার করল। তারা আমাকে গোলাম হিসেবে এক ইয়াহুদী ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করল। অতঃপর আমি তার নিকট থাকতে লাগলাম। আর আমি খেজুর গাছ দেখতে লাগলাম ও ভাবলাম, আমার বন্ধু আমাকে যে ভূমির কথা বলেছিলেন, তা মনে হয় এটিই হবে। আমার মনে এমন চিন্তা-চেতনাই চেপেছিল। এসময় আমি তার নিকট ছিলাম। আর তার (মনিবের) চাচাত ভাই যে বনী কুরাইজার বাসিন্দা সে মাদীনা হতে আসল। অতঃপর সে আমাকে তার নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়ে গেল। সে আমাকে মাদীনায় আনল। আল্লাহর শপথ! এটি (মাদীনা শহর) ঐরূপই যা আমার দেখা মাত্রই বিশ্বাস হয়েছে যে, এরই বর্ণনা আমার বন্ধু করেছে। আমি এখানে অবস্থান করতে লাগলাম। (একদিন) আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি মক্কাতে যতদিন

থাকার থাকলেন। আমি গোলামী জীবনে ব্যস্ত থাকায় তাঁর কোন খবর পেলাম না। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) মাদীনাতে হিজরত করেন। আল্লাহর শপথ! আমি আমার মালিকের খেজুর গাছের মাথায় কাজ করছিলাম। আর আমার মনিব বসেছিল। ইত্যবসরে তাঁর চাচাত ভাই এল এবং তার নিকট এসে থামল। অতঃপর সে বলল, হে অমুক! আল্লাহ বনী কাইলাহদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা কুবাতে মাক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হয়েছে। তারা তাকে নাবী ধারণা করছে। তিনি বলেন, যখন আমি এ কথা শুনলাম আমার কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল একপর্যায়ে আমি ধারণা করলাম যে, আমি আমার মনিবের উপর পড়ে যাব। তিনি বলেন, আমি গাছ থেকে নেমে আসলাম এবং তাঁর চাচাত ভাইকে বলতে লাগলাম, তুমি কী বলতে ছিলে? তুমি কী বলছিলে? তিনি বললেন, অতঃপর আমার মনিব চটে গেলেন এবং আমাকে খুব জোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, এ ব্যাপারে তোমার কী হয়েছে? তুমি তোমার কাজে যাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, কিছুই না। আমি শুধু সে যা বলেছে তা আমি জানতে চাচ্ছি। আমার নিকট কিছু সম্পদ ছিল যা আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। যখন সন্ধ্যা হল তখন আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি কুফাতে ছিলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আপনি সৎ ব্যক্তি। আর আপনার সাথে আপনার সাথীরা রয়েছেন যাঁরা অভাবী আর এগুলো আমার নিকট সাদকাহ্ করার জন্য রয়েছে। আমি এগুলোর ব্যাপারে আপনারা ব্যতীত আর কাউকে হাক্বদার বলে মনে করি না।

তিনি বলেন: আমি এগুলো তাঁর নিকট হাজির করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের বললেন, তোমরা খাও। আর তিনি হাত সংযত করলেন এবং কিছুই খেলেন না। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এটি প্রথম আলামত। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম। অতঃপর আরও কিছু দ্রব্যাদি সঞ্চয় করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় চলে আসলেন। এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি আপনাকে সাদকার সম্পদ খেতে দেখিনি আর এগুলো আপনার নিকট হাদিয়া। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো থেকে খেয়েছেন এবং সাহাবীদের আদেশ করলে তাঁরাও আহার করলেন। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই দুটি (হলো নাবুওতের) আলামত। অতঃপর বাকীউল গারকাদে আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর এক সাহাবীর জানাযায় পিছু পিছু যাচ্ছিলেন। তাঁর

পরিধানে দু'টি চাদর ছিল তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বসেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। অতঃপর আমি তাঁর পিঠের দিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। যেন আমার বন্ধুর বর্ণনা মোতাবেক ঐ মোহরটি দেখতে পাই। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখলেন যে, আমি তাঁর পিছনে ঘুরছি তখন তিনি তা বুঝতে পারলেন– আমি কোন কিছু অনুসন্ধান করছি যা আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন: অতঃপর তিনি পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। আমি মোহর দেখতে পেলাম এবং তাঁকে চিনতে পারলাম (ইনিই নাবী)। আমি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম এবং তাতে চুমু খেয়ে কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এদিকে এস। আমি ঘুরে এলাম এবং তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। যেমন তোমার নিকট বর্ণনা করছি। হে আব্বাসের পুত্র! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরও এ ঘটনা শুনার জন্য পছন্দ করলেন। অতঃপর সালমান গোলামীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যার দরুন বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি (তোমার মালিকের সাথে আজাদীর ব্যাপারে) চুক্তি কর। আমি তাঁর সাথে তিনশত ছোট খেজুর গাছের চারা ফলদায়ক হওয়া পর্যন্ত এবং চল্লিশ উকিয়া আদায় করার উপর চুক্তি করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর তারা আমাকে খেজুর গাছ (চারা) দিয়ে সাহায্য করল। এক ব্যক্তি ত্রিশটি চারা দিলেন, আরেকজন বিশটি। অপরজন পনেরটি আরেকজন দশটি চারা দিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করলেন। এক পর্যায়ে আমার তিনশত চারা হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি যাও এবং এগুলো রোপণ করার জন্য গর্ত খনন কর। যখন শেষ করবে তখন আমার নিকট আসবে আমি নিজ হাতে তা রোপণ করব। অতঃপর আমি গর্ত খনন করলাম। আর একাজে তাঁর সাহাবীগণ আমাকে সাহায্য করলেন। যখন আমি কাজ শেষ করলাম তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে চললেন। আমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) গাছের চারা দিতাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা রোপণ করতেন। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! ঐ চারাগুলোর একটি চারাও মারা যায়নি। আমি গাছের চুক্তি আদায় করেছি এখন আমার

উকিয়ার অর্থের চুক্তিটি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন যুদ্ধের গনীমত হতে মুরগীর ডিমের ন্যায় স্বর্ণের এক টুকরা আসলে তিনি বলেন, সালমান তার মুকাতাবের (মুনিবের) ব্যাপারে কী করেছে? (অর্থাৎ, সে মাল আদায় করেছে না করেনি?) তিনি বলেন, অতঃপর আমাকে ডাকা হল, অতঃপর তিনি বললেন, এটি নাও এবং তোমার যে ঋণ আছে তা আদায় কর।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর যে ঋণ আছে এটা কিভাবে তার বরাবর হবে? তিনি বললেন, এটা নাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারাই তোমার ঋণ আদায় করে দিবেন। তিনি বলেন, আমি তা নিলাম এবং তাদের সাথে চল্লিশ উকিয়ার ওজন করলাম। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! আমি তাদের হাক্ব পূর্ণভাবে আদায় করলাম। অতঃপর আমি মুক্তি লাভ করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। তারপর তাঁর সাথে আর কোন যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। (আস্-সহীহাহ- ৮৯৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটির ইসনাদ 'হাসান' সানাদের 'মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব' ছদুক حَسَنُ الْحَدِيثِ। তিনি এখানে تَحْدِيثٌ তাছবীহ করেছেন। হাদীসটি ইমাম ইবনুল যাওজী তার اَلْحَدَائِقُ-এর (১/৪১৩-৪১৮); যাহাবী তার সিয়ারের (১/৫০৬); আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বালের তরিকে তার বাবা থেকে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবনু হিশাম তার اَلسِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ-এর (১/২২৮-২৩৫); ইবনু সা'দ তার اَلطَّبَقَاتُ الْكُبْرى-এর (৪/৭৫-৮০); ইমাম বায্যার তার মুসনাদের হা. ২৯৯ এবং ২৫০০; ইমাম তাহাভী তার شَرْحُ مُشْكِلِ الْأثَارِ-এর হা. ৪৭৭২; ইবনু হিব্বান তার اَلثِّقَاتُ-এর (১/২৪৯ ও ২৫৭); তাবারানী তার اَلْكَبِيْرُ-এর হা. ৬০৬৫; আবূশ শায়েখ তার طَبَقَاتُ الْمُحَدِّثِيْنَ بِإِصْبَهَانَ (১/৪৯-৫০); ইমাম বাইহাক্বী তার اَلسُّنَنُ-এর (১০/৩২২-৩৪০) এবং دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ-এর (২/৯২); ইমাম খাতীবে বাগদাদী তার تَارِيْخُ بَغْدَادَ-এর (১/১৬৫); ইবনুল আছীর তার أُسْدُ الْغَابَةِ-এর (২/৪১৭-৪১৯); ইমাম যাহাবী তার اَلسِّيَرُ-এর (১/৫০৬) একাধিক তুরুকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে এই إِسْنَادُ-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٢٦٤- عَنِ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا: أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا.

(الصحيحة: ١٤٩٣)

২৬৪. বারা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা সালামের প্রচলন কর। শান্তিতে থাকবে। (আস্-সহীহাহ- ১৪৯৩)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' ৪৭৭/১২৬৬।

আহমাদ- ৪/২৮৬। আবূ ইয়া'লা- ২/১০১। ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৯৩৪। আবূ নুঈম তার 'আখবারে ইস্পাহান' ১/২৭৭...।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান।

٢٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ. (الصحيحة: ١٥٠١)

২৬৫. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা সালামের প্রচলন কর এবং খাবার খাওয়াও। আর তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও। আল্লাহ যেমন তোমাদের আদেশ করেন। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর নাসায়ীর 'সুনানে কুবরার আল-ক্বাযা' অধ্যায়ে (৪/৪/২); ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩২৫২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্।

٢٦٦- قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى. وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

(الصحيحة: ٣٩٩١)

২৬৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সাপ ও কুকুরকে হত্যা কর। দু'ফোটাওয়ালা (একপ্রকার সাপ যার চোখের নিকট দু'টি দাগ থাকে) ও

লেজকাটা (সাপ) হত্যা কর। কারণ, এরা দৃষ্টিশক্তি হরণ করে এবং গর্ভপাত[১] ঘটায়। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৯১)

হাদীসটি সহীহ্।
সহীহ্ মুসলিম- ৭/৩৭/৫৯৬২ (بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا)। সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ৩২৯৭; আবূ দাঊদ- ৫/৪১১/৫২৫২। তিরমিযী- ৫/১৯১/১৫২৮।

٢٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ مَرْفُوعًا: أَقِلُّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ، فَإِنَّ لِلّٰهِ دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ فِى الْأَرْضِ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ.
(الصحيحة: ١٥١٨)

২৬৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; সন্ধ্যার অন্ধকারের পরে তোমরা কম বের হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় পৃথিবীতে তার বাহিনী প্রেরণ করেন।[২] (আস্-সহীহাহ- ১৫১৮)

হাদীসটি সহীহ্।
বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১২৩৩; আবূ দাঊদ হা. ৫১০৪।

শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কিত চারটি হাদীস বর্ণনার পর বলেন: এই চারটি হাদীসই মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত)। কিন্তু সম্মিলিত বর্ণনা পরস্পরকে শক্তিশালী করে যা হাদীসটি সহীহ্ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়।

٢٦٨- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِى! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِكْتَنِى (بِابْنِكِ عَبْدِاللهِ يَعْنِى: ابْنَ الزُّبَيْرِ) أَنْتِ أُمُّ عَبْدِاللهِ. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَبْدِاللهِ حَتّٰى مَاتَتْ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ.
(الصحيحة: ١٣٢)

---

১. এদের চোখের দিকে তাকানোর দ্বারা চোখের জ্যোতি নষ্ট হয় এবং গর্ভবতী মহিলার দৃষ্টি তাদের দৃষ্টির সাথে মিলিত হলে একপ্রকার রশ্মি আসে যার ফলে গর্ভের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। -অনুবাদক।

২. ৩১৮৪ নম্বরে শাইখ আলবানী (র)-এর (কিতাবে) বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আর অত্র কিতাবে ২৩৭ নম্বরে তা আলোচিত হয়েছে। -তাজরীদকারক।

২৬৮. হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আয়িশা (রা) নাবী ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যতীত আপনার সকল স্ত্রীরই উপনাম রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার উপনাম (তোমার পুত্র আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবনু যুবাইর এর নামে) উম্মু আব্দুল্লাহ রাখ। তিনি বলেন, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত উম্মু আব্দুল্লাহ বলে ডাকা হত। তিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি। (আস্-সহীহাহ- ১৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৬/১৫১....।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: এই হাদীসটি সহীহ্; কিন্তু সানাদটির হিশাম বিন উরওয়া সম্পর্কে ইখতিলাফ (বিতর্ক) আছে। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৫২২২)

٢٦٩ـ عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: لَبَّى عَبْدُاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَالَ: يَا لِسَانُ! قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ، اُسْكُتْ تَسْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ. قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ! هٰذَا شَيْءٌ أَنْتَ تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ . (الصحيحة: ٥٣٤)

২৬৯. শাকীক (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রা) সাফা পাহাড়ের ওপর তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, হে জিহ্বা! উত্তম কথা বল, উপকার পাবে। লজ্জিত হওয়ার পূর্বেই চুপ হও; শান্তিতে থাকতে পারবে। তারা বলল, হে আব্দুর রহমান! এগুলো তুমি বলছ না কোথাও শুনেছ? তিনি বললেন, না, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, বানী আদামের অধিকাংশ গুনাহ তার জিহ্বার কারণেই হয়ে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ৫৩৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি শাকীক (র) مَقْطُوعًا সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার المعجم।-এর (৩/৭৮/১-২); ইমাম ইবনু আসাকির তার تَارِيخ دِمَشْق (১৫/৩৮৯/১)

আলবানী বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ ও সহীহ্ মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।

٢٧٠ـ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلاَ أُخْبِرُكُم بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ . (الصحيحة: ٥٤٩)

২৭০. ফুযালাহ ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে বলেন, তোমাদের কি (প্রকৃত) মুমিনের সংবাদ দিব না? (প্রকৃত) মুমিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদে থাকে। আর (প্রকৃত) মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা হতে মানুষ শান্তিতে থাকে। (প্রকৃত) মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে যাবতীয় গুনাহ বর্জন করে। (আস্-সহীহাহ- ৫৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ফুযালাহ ইবনু উবাইদ মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা শুআইব আল্-আরনাউত বলেন:

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ، وَعَبْدُاللَّهِ: هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ: إِسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ

হাদীসটি ইমাম ইবনু মুবারক তার الزهد-এর হা. ৮২৬-এ রিওয়ায়াত করেছেন। এর তরীকে ইবনু হিব্বান তার সহীহার হা. ৮৬২; বাগাভী তার شَرْحُ السُّنَنِ-এর ১৪; ইমাম ইবনু আব্দুল হাকিম তার فُتُوحُ مِصْرَ-এর ২৭৭ পৃষ্ঠা; يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ তার الْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيخُ-এর (১/৩৪১-৩৪২); ইমাম তাবারানী الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ-এর (১৮/৭৯৬) ও حَاكِمٌ তার الْمُسْتَدْرَكُ-এর (১/১০-১১); বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমান' হা. ১১১২৩; عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ-এর তরিকে لَيْثٌ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ তার সুনানের হা. (৩৯৩৪); বায্যার তার الْمُسْنَدُ-এর হা. ৩৭৫২; ইবনু মান্দাহ তার الإِيمَانُ-এর হা. ৩১৫; الْقُضَاعِيُّ তার مُسْنَدُ الشِّهَابِ-এর হা. ১৩১; ইবনু وَهَبٍ-এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ ও সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

٢٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ أَوْ قَالَ: فَرَسٌ- فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يُقْتَلَ. قَالَ: فَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَلِيْهِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: اِمْرُؤٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ، يُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ. قَالَ: فَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: اَلَّذِيْ يُسْأَلُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلاَ يُعْطِيْ بِهِ. (الصحيحة: ٢٥٥)

২৭১. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাদের নিকট আসল, তখন তারা উপবিষ্ট ছিল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দিব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে অথবা ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে রাখে। এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শহীদ হয়। তিনি বললেন, অতঃপর খবর দিব না ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে তার পরে স্থান লাভ করবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যে কোন এক (ঘটি বা উপত্যকার) পাশে একাকীত্ব গ্রহণ করে, সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং মানুষজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তিনি বললেন, তোমাদের কি সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তির সংবাদ প্রদান করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যার নিকট মহান আল্লাহর নামে চাওয়া হল আর সে কিছু দিল না। (আস্-সহীহাহ- ২৫৫)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- ১/১১ (بَابٌ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ); সহীহ্ মুসলিম- ১/৪৯/১৭৯ (بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.....)।

٢٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلنَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيْقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيْدُ فِيْ

الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ: لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى.

(الصحيحة: ٢٨٧)

২৭২. ইবনু আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আমি তোমাদের কি জান্নাতী ব্যক্তিদের সংবাদ দিব না? নাবীগণ জান্নাতী, সিদ্দীকগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী, শিশুগণ জান্নাতী, আর ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শহরের এক প্রান্তে অবস্থানকারী বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। তোমাদের ঐ সকল স্ত্রীগণ জান্নাতী; যারা স্বামীভক্ত, অধিক সন্তান দানকারী ও স্বামীর সাথে অধিক সখ্যতাকারিণী যখন স্বামী তার উপর রাগান্বিত হয় তখন সে স্বামীর হাতে হাত রাখে এবং বলে, আপনি রাযি না হওয়া পর্যন্ত আমি চক্ষু বন্ধ করব না।[১] (আস্-সহীহাহ- ২৮৭)

হাদীসটি সহীহ্।

তাম্মাম আর-রাযী 'আল-ফাওয়ায়েদ' ১/২০২; ইবনু আসাকির- ২/৮৭/২; আবূ বাকার আশ-শাফেয়ী তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদে' ১১৫-১৬; আবূ নুঈমের তার 'আল-হিলইয়াহ' ৪/৩০৩ (প্রথমাংশ); নাসায়ীর "عِشْرَةُ النِّسَاءِ" (শেষাংশ);...

শাইখ আলবানী (র) বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্ গণ্য করেছেন।

٢٧٣ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ مَحْرَمًا. (الصحيحة: ٣٠٨٦)

২৭৩. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বিবাহিত কিংবা মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন প্রাপ্তবয়স্কা (কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের) নিকট রাত না কাটায়। (আস্-সহীহাহ- ৩০৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম- ৭/৭/৫৮০২ (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا); ইবনু আবী শায়বাহ- ৪/৪০৯...; নাসায়ীর 'আস্-সুনানুল কুবরা' ২/৩৮৬/৯২১৫; ইবনু আব্দুল বারের 'আত-তামহীদ' ১/২২৭; মুসনাদে আবূ

ইয়ালা– ৩/৩৭৬, ৩৮৪/১৮৪৮, ১৮৫৯; ইবনু হিব্বান হা. ৫৫৮৭, ৫৫৯০; খাতীবের 'তারীখে বাগদাদ'....।

٢٧٤ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصحيحة: ٣٩٩٩)

২৭৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ওয়াদা নিয়েছি তুমি তা কখনও ভঙ্গ করবে না। আমি একজন মানুষ। অতএব মুমিনদের যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি, আঘাত দিয়েছি। তা তার জন্য সালাত, যাকাত বানিয়ে দিন এবং কিয়ামাতের দিন আপনার নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা বানিয়ে দিন।

(আস্-সহীহাহ- ৩৯৯৯)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম– ৮/২৫/৬৭৮৪ (بَابُ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذٰلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحْمَةً)।

আহমাদ– ২/২৪৩, ৪৪৯ ।....

٢٧٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (زَائِرًا فِيْ مَنْزِلِنَا)، فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟ . (الصحيحة: ٤٩٣)

২৭৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন (আমাদের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে আসলেন) তিনি এক এলোকেশী ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুল বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি কি তার চুল সুন্দর করার জন্য কিছু পায় না? আর তিনি

অপর এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার পরিধেয় কাপড় ময়লা ছিল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি কি পানি পায় না যার দ্বারা সে কাপড় ধুয়ে নিবে?

(আস্-সহীহাহ্- ৪৯৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ হা. ৪০৬২; নাসাঈ– ২/২৯২।

প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন আহমাদ– ৩/৩৫৭; দুহাঈম তার 'আল-আমালী' ২/২৫; মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ১/১১৪; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ১৪৩৮; হাকিম– ৪/১৮৬; আবূ নাঈমের 'হিলইয়াহ' ৬/৭৮....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্। যেভাবে হাকিম বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন....।

٢٧٦ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكَابِرَ .

(الصحيحة: ١٥٥٥)

২৭৬. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; জিবরাঈল ('আলাইহিস সালাম) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন প্রবীণদের অগ্রগামী করি। (অর্থাৎ প্রাধান্য দিয়ে থাকি)। (আস্-সহীহাহ্- ১৫৫৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূ বাকার শাফে'য়ীর 'আল-ফাওয়ায়েদ' ৯/৯৭/১.... এর সানাদ নুঈম বিন হাম্মাদের জন্য যঈফ....।

সহীহ্ বুখারীতে তা'লীকরূপে এবং বায়হাকী মাওসুল সূত্রে..... এর সানাদ সহীহ্....।

٢٧٧ـ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ. قَالَ: أَمِطِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ لَكَ صَدَقَةٌ.

(الصحيحة: ١٥٥٨)

২৭৭. আবূ বারযাহ আল আসলামী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমাল বলে দিন যা আমি আমাল করতে পারি। তিনি বললেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও। কারণ, তা তোমার জন্য সাদাকা হবে। (আস্-সহীহাহ্- ১৫৫৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু সা'দ ৪/২৯৯; ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ২২৮; ইবনু নসরের 'আস-সালাত' ১/২২২, ১/২২৪; আহমাদ– ৪/৪২২-২৩....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্.....।

٢٧٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ . (الصحيحة: ٨٩٠)

২৭৮. উকবাহ ইবনু আমির আল যুহানী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নাজাত কী? তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বার ব্যাপারে তোমার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখ। তোমার গৃহ যেন তোমাকে আবদ্ধ করে রাখে এবং তোমার গুনাহের উপর ক্রন্দন কর।

(আস্-সহীহাহ– ৮৯০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার الْمُسْنَدُ-এর হা. ১৭৪৫২ ও ১৭৩৩৪-এ রিওয়ায়াত করেছেন। إِسْنَادُهُ حَسَنٌ সানাদের ابْنُ عَيَّاشٍ হচ্ছেন إِسْمَاعِيلُ এবং তিনি صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ আর বাকী সকলেই ثِقَاتٌ; আর সানাদের ليث ابن محمد তিনি হলেন ابن بهرام المروذى

হাদীসটি ইমাম ইবনুল মুবারক তার الزهد-এ এবং তিরমিযী তার 'সুনানের' (২/৬৫) রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইমাম ইবনু আবী দার الْكَامِلُ-এর (৫/১৮১৩) عثمان بن ألى عاتكة-এর তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٩- عَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصِنِي: قَالَ: أَمْلِكْ يَدَكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَبْسُطْ يَدَكَ إِلاَّ إِلَى خَيْرٍ (الصحيحة: ١٥٦٠)

২৭৯. আসওয়াদ ইবনু আসরাম আল-মাহারেবী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে নসীহত করুন। তিনি বলেন, তোমার হাতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর (অর্থাৎ, তোমার হাত সংযত রাখ) অপর বর্ণনা এসেছে, মঙ্গল ব্যতীত অন্য দিকে হাত প্রসারিত করো না। (আস্-সহীহাহ– ১৫৬০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আত্-তারীখে' ১/১/৪৪৪; তাবারানী তার আল-কাবীরে হাদীস নং ৮১৮..... যঈফ.... (ঐ) হাদীস নং ৮১৭....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ.....।

٢٨٠- عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ. (الصحيحة: ١٥٦١)

২৮০. বারা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের এক মাজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা (মানুষকে) পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য সালামের জবাব দেয়ার জন্য ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করার জন্য (রাস্তায়) বসবে। (আস্-সহীহাহ- ১৫৬১)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ ৪/২৮২, ২৯১, ২৯৩; তাহাবীর 'শরহু মুশকিলিল আছার' ১/৬০; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৯৫৩; দারেমী- ২/২৮২; তিরমিযী- ২/১২১.....।

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। বরং হাদীসটি সহীহ্।

٢٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. (الصحيحة: ٨٥٤)

২৮১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতা (পাষাণতার) ব্যাপারে নালিশ করল (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির হৃদয় খুবই কঠিন ছিল) তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার অন্তরকে নরম বানাতে চাও তবে মিসকিনদের খাবার দান কর এবং ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। (আস্-সহীহাহ- ৮৫৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার المسند-এর (২/২৬৩) হা. ৭০৭৬; ইমাম তাবারানী তার 'মুখতাসারু মাকারিমিল আখলাক্ব' (১/১২০/১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্; এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

Contents

٢٨٢- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ مِنْ أَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى[1] مِنْ أَبِيهِ.

(الصحيحة: ٧٦٣)

২৮২. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অপরাধী ব্যক্তি হলো, ঐ কবি যে পুরো বংশের নিন্দা করে এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতাকে অস্বীকার করে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ৭৬৩)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ১২৬।

ইবনু হাজার তার ফাতহুল বারীতে (১০/৪৪৩) বলেন: এর সানাদ হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: .... বরং তা সহীহ্।

٢٨٣- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ، وَزَنَّى أُمَّهُ. (الصحيحة: ١٤٨٧)

২৮৩. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যে কোন ব্যক্তির নিন্দা করল। অতঃপর সে (জবাবে) পুরো বংশের নিন্দা জ্ঞাপন করল এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতার থেকে অস্বীকৃত দেখায়। (অর্থাৎ, পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে) এবং তার মাকে অপবাদ দেয়। (আস্-সহীহাহ- ১৪৮৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি 'আয়িশা (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম ইবনু মাজাহ তার اَلسُّنَنُ-এর (২/৪১১); ইমাম বায়হাক্বী তার اَلسُّنَنُ الْكُبْرٰى-এর (১০/২৪১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই ছিক্বাহ ও শাইখাইনে শর্তে উত্তীর্ণ।

---

১. শাইখ আলবানী (র) আদাবুল মুফরাদের ৭৬১ পৃষ্ঠায় এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, প্রকৃত শব্দ تنفى আর এমনই রয়েছে ব্যাখ্যা গ্রন্থে। ইবনু হিব্বান ও অপরাপর গ্রন্থে এমনই বর্ণনা এসেছে। –তাজরীদকারক।

٢٨٤ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يبغض الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ، اَلَّذِى يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَقَرَةِ بِلِسَانِهَا.

(الصحيحة: ٨٨٠)

২৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের মধ্য হতে ঐ বক্তার (বলিষ্ঠভাষীর) উপর সবচেয়ে অধিক রাগান্বিত যে (কথা বলার সময়) গাভীর ন্যায় তার জিহ্বাকে মিলিয়ে থাকে। (অর্থাৎ, কথা বলার সময় জিহ্বা অনর্থকভাবে উল্টিয়ে কথা বলে থাকে)।

(আস্-সহীহাহ- ৮৮০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাঊদ তার اَلسُّنَنُ-এর (২/৩১৪-৩১৫); তিরমিযী (২/১৩৯);; আহমাদ হা. ৬৫৪৩, ৬৭৫৮-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবনু আবী শায়বা তার اَلْمُصَنَّفُ-এর (১৫/৯); বায়হাক্বী তার اَلشُّعَبُ-এর হা. ৪৯৭১-এ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ-এর তরীকে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাক্বী তার اَلسُّنَنُ-এর হা. ৪৯৭১, ৪৯৭২-এ একাধিক 'তুরুককে' نَافِعُ بْنُ عُمَرَ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান।

٢٨٥ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (الصحيحة: ١٦٥٥)

২৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতা পছন্দ করেন না। মনে হয় তিনি এ নামকে তিনি অপছন্দ

করেন।[১] সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো প্রশ্ন করছিলাম যদি কারো সন্তান জন্মলাভ করে সে সম্পর্কে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে তার সন্তানের পক্ষ হতে (পশু) জবাই করতে চায় তবে সে যেন করে। পুত্রের পক্ষ হতে দুটি সমাকৃতির বকরী আর কন্যার পক্ষ হতে একটি বকরী। (আস্-সহীহাহ- ১৬৫৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ- হাদীস নং ২৮৪২; নাসায়ী- ২/১৮৮; হাকিম- ৪/২৩৮; বাইহাকী- ৯/৩০০; আহমাদ- ২/১৮২, ১৯৪....

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন। মূলত হাদীসটি হাসান.....।

٢٨٦ـ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرفُوعًا: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِي الأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا . (الصحيحة: ١٦٢٧)

২৮৬. হুসাইন ইবনু আলী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও উন্নত বস্তুকে পছন্দ করেন আর অনর্থক-নিকৃষ্ট বস্তুকে অপছন্দ করেন। (আস্-সহীহাহ- ১৬২৭)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী হাদীস নং ২৮৯৪; ইবনু 'আদী- ১/১১৪, ... যঈফ। কিন্তু এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে।....

বায়হাক্বী (র) তাঁর 'আল-আসমা ওয়াসসিফাতে' ৫৩ পৃষ্ঠা...এর সানাদ সহীহ্।

٢٨٧ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا تُعَبَّرُ، وَمَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا، فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا. (الصحيحة: ١٢٠)

---

১. কারণ عَقِيقَةٌ (আকীকা) শব্দটির উদ্ভূত মূল শব্দ عَقٌّ আর তা থেকে عُقُوقٌ অর্থাৎ অবাধ্যতা অর্থও হয়। এজন্য তিনি এ আমালের এ নাম পছন্দ করেননি। –অনুবাদক

২৮৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: স্বপ্ন তা'বীর (ব্যাখ্যা) অনুযায়ী ঘটে থাকে। এর উদাহরণ হলো, ঐ ব্যক্তির মত যে পা উঠায় এবং অপেক্ষা করে যে কখন সে পা রাখবে। যখন তোমাদের কেউ স্বপ্নে দেখবে সে যেন মঙ্গলকামী ও আলেম ব্যতীত কারো নিকট তা না বলে। (আস্-সহীহাহ- ১২০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। الامام ابن اليسع ابوعبد الله الحاكم النيسابورى হাদীসটি তার اَلْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ-এর (৪/৩৯১)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হাদীসটির সানাদটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢٨٨ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ الْمَلَكُ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أَزُورُ أَخًا لِى فِى هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ (تَرُبُّهَا)؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللهِ، قَالَ: فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ لَهُ .

(الصحيحة: ١٠٤٤)

২৮৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; এক ব্যক্তি তাঁর (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা তার পথের মধ্যে ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে দেন। যখন ফেরেশতা তার নিকট আসে এবং বলে যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছি। তিনি (ফেরেশতা) বললেন, তোমার উপর তার কোন উপকার রয়েছে (যা তুমি ভোগ করছ)? সে (লোকটি) বলল, না। তবে আমি তাকে আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ভালবাসি। তিনি (ফেরেশতা) বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার প্রতি প্রেরিত দূত। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নিশ্চয় তেমনি ভালবাসেন যেমন তুমি তাঁকে ভালবাস। (আস্-সহীহাহ- ১০৪৪)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ বাকার আশ-শাফেয়ী তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদে' ২/১১৫; হাসান বিন আলী আয্-যাওয়াহেরী তাঁর 'ফাওয়ায়েদুল মুনতাক্বাতে' ....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। ইমাম মুসলিমও হাদীসটি ৮/১২/৬৭১৪ এ বর্ণনা করেছেন (بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْحُبِّ فِى اللهِ)।

٢٨٩ـ عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. أَوْ كَمَا قَالَ .
(الصحيحة: ١٦٨٥)

২৮৯. জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ওমুককে ক্ষমা করবেন না। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, কোন্ ব্যক্তি এমন আছে যে আমার নিকট অনুনয় করবে– আমি যেন ওমুককে ক্ষমা না করি? আমি ওমুককে ক্ষমা করেছি আর তোমার (ক্ষমা না করার জন্য দু'আকারীর) আমাল মূল্যহীন করে দিয়েছি। অথবা তিনি যেমনভাবে (হাদীসটি) বলেন। (আস্-সহীহাহ- ১৬৮৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জুন্দুব (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ্ মুসলিম (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى) (৮/৩৬/৬৮৪৭) ইবনু আবীদ দুনইয়া "حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ" (১৯০/-১-২)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢٩٠ـ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ . (الصحيحة: ٨٨٨)

২৯০. বিলাল ইবনু হারিস আল-মুযনী (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে তখন সে জানে না যে, তার এ কথা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? আল্লাহ্ তা'আলা এ কথার কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত তার প্রতি সন্তুষ্টি নির্ধারণ করেন (অর্থাৎ, তিনি তার প্রতি খুশি হন)। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কোন কথা বললে তার এ কথা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা অনুমান করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ কথার কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত তার উপর অসন্তুষ্টিতা নির্ধারণ করে দেন। **(আস্-সহীহাহ- ৮৮৮)**

হাদীসটি সহীহ্।

মালিক- ২/৩৮৫/৫; তিরমিযী- ২/৫২; ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৬৯; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৫৭৬; হাকিম- ১/৪৫-৪৬; আহমাদ- ৩/৪৬৯; আল-হুমায়দী হা. ৯১১।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান সহীহ্।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে.....।

٢٩١ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ السَّلَامَ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَضَعَهُ فِى الْأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

(الصحيحة: ١٨٤)

২৯১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় সালাম (سَلَامٌ) আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম। যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন। অতএব, তোমাদের পরস্পরে সালামের প্রচলন কর।

(আস্-সহীহাহ- ১৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির 'ইসনাদ' সহীহ্। ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৯৮৯-এ صَحِيْحٌ سند-এ রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইমাম তাবারানী الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ-এর হা. ১০৩৯২; ইমাম বায্যার তার الْمُسْنَدُ-এর হা. ১৯৯৯-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٢٩٢ـ عَنْ عَبْدِاللهِ مَرفُوعًا: إِنَّ السَّلَامَ إِسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ اللهُ فِى الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ فِيكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ، لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ (الصحيحة: ١٦٠٧)

২৯২. আব্দুল্লাহ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় সালাম (السلام) আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন। অতএব, তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর। কেননা, যখন কোন ব্যক্তি কোন দলের উপর সালাম দেয় আর তারা তার জওয়াব দেয় তখন ঐ ব্যক্তির জন্য (সালামদাতার জন্য) তাদের উপর মর্যাদা লাভ হয়। কারণ, সে তাদের (আল্লাহর নাম) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর যদি তারা তার জওয়াব না দেয় তবে তাদের চেয়ে উত্তম ও পবিত্র তিনিই তার জওয়াব দিয়ে থাকে।

(আস্-সহীহাহ্- ১৬০৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটি ইমাম নুরুদ্দীন আল হাইছামী তার مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ-এর الْقُدْسِيُّ (৮/২৯); ইমাম তাবারানী তার আল-মু'জামুল কাবীরের (طَبْعَةُ الْعِرَاقِ) (১০/২২৪); ইমাম সুয়ূতী তার জামউল জাওয়ামে'র হা. ৫৫৮৫, ৫৫৮৬, ৫৫৮৭ এবং ৫৫৮৮; হুসামুদ্দীন আল মুত্তাকী আল-হিন্দী তার كَنْزُ الْعُمَّالِ فِى سُنَنِ الاقوالِ والافعالِ-এর হা. ২৪২৩৭, ২৫২৩৮, ২৫২৫৫ এবং ২৫২৬৬ আব্দুর রাজ্জাক তার المضف-এর (الْمَكْتَبُ الإِسْلَامِيُّ)-এর হা. ২০১১৭-এ ইমাম তাবারানী তার المعجم الصغير-এর (১/৭৫) ইমাম সুয়ূতী তার الدر المنثور-এর (২/১৮৭) খাতীবে বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদ (বইরুত ছাপা)-এর ৪/৩৯৫; সুয়ূতী তাঁর اللَّالِى الْمَصْفُوعَةُ فِى الاحَادِيثِ-এর (২/১৫৫); ইবনু ইরাক তার تَنْزِيْهُ الشَّرِيعَةِ-এর হা. (২/২৯৪); ইমাম عُقَيْلٌ তার الضُّعَفَاءُ-এর (১/১৪১)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু হিব্বান তার رَوضَةُ الْعُقَلَاءِ-এর পৃষ্ঠা ৫৯-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٢٩٣ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ (مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . (الصحيحة: ٥٤٠)

২৯৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় মানুষ এমন (কিছু) বাক্যের দ্বারা কথা বলে (যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে না) এর দ্বারা সে জাহান্নামের মধ্যে এমন এক দূরত্বে পতিত হয় যার দূরত্ব হবে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত। (আস্-সহীহাহ- ৫৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদে' (২/৩৭৮-৭৯)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্। (কিছুটা ভিন্ন সানাদে ও শব্দে) সহীহ্ মুসলিম- ৮/২২২/৭৬৭২ (بَابُ التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ)। .....

٢٩٤ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةَ الْقِبْلَةِ . (الصحيحة: ٢٦٤٥)

২৯৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি বস্তুর প্রধান রয়েছে আর মাজলিসের প্রধান হলো, সবার সামনের (অগ্রে) উপবিষ্টকারী। (আস্-সহীহাহ- ২৬৪৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানীর 'আওসাতে' (৩/২৬৯) হাদীসটিকে হাসান সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান।

٢٩٥ـ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ . (الصحيحة: ٥٢٦، ٢٦٩٢)

২৯৫. হুজাইফাহ ইবনু ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন: যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম প্রদান করে এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করে তখন তাদের উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আস্-সহীহাহ- ২৬৯২, ৫২৬)

হাদীসটি হাসান।

মুনযিরী তার 'আত্-তারগীব' ৩/২৭০, হায়ছামীর 'আল-মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' ৮/৩৬ সূত্রে: তাবারানীর 'আল-আওসাত'।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্হাব 'আল-জামে' (৩৮-৩৯)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ।

٢٩٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ مَرْفُوعًا: إِنَّ مَسَابَّكُمْ هٰذِهِ وَلَيْسَتْ بِمَسَابٍّ عَلٰى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلٰى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِيْنٍ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَّانًا. (الصحيحة: ١٠٣٨)

২৯৬. উকবাহ ইবনু আমের আল-জুহানী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় তোমাদের গালাগালি এটিই আর তা কারো উপর গালাগালি দ্বারা হয় না (তা হলো) মানুষের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে অশ্লীল ভাষী, কর্কশ, কৃপণ ও ভীরু হবে। তোমরা আদমের সন্তান, তোমরা পাল্লা পূর্ণ কর। তোমরা তা পূরণ করে থাক না। একজনের উপর অন্যের মর্যাদা শুধু ধর্মের দিক দিয়েই হয়ে থাকে। কিংবা সৎ আমলের দরুন হয়ে থাকে।

(আস্-সহীহাহ- ১০৩৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্হাব তার 'আল-জামে' (পৃষ্ঠা ৬); তাহাবীর 'শরহু মুশকিলিল আছার' ৪/৩৬৫; তাফসীরে ইবনু জারীর- ২৬/৮৯...।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এই সানাদটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্ তবে ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া। তিনিও সিক্বাহ; যখন কোন الْعَبَادِلَةُ। (আব্দুল্লাহ নামের কয়েকজন) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্হাব তাদের একজন। সুতরাং হাদীসটি সহীহ্।

٢٩٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: فَجَعَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا . (الصحيحة: ١٧٣١)

২৯৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলো এবং খুবই উন্নত মানের ভাষায় আলোচনা করল। (আহমাদের বর্ণনা মতে, অতঃপর সে তাঁর প্রশংসা করে) নাবী ﷺ বললেন, নিশ্চয় কিছু বক্তব্যে যাদু (আকর্ষণ) থাকে এবং কিছু কবিতায় হিকমাত তথা প্রজ্ঞা থাকে। (আস্-সহীহাহ্- ১৭৩১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) মারফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৮৭২; আবূ দাঊদ হা. ৫০১১; ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৭৫৬-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٢٩٨ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً. (الصحيحة: ٢٨٥١)

২৯৮. উবাই ইবনু কা'ব থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় কিছু কবিতায় হিকমাত তথা প্রজ্ঞা রয়েছে। (আস্-সহীহাহ্- ২৮৫১)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- ৮/১০৮ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجْزِ وَالْحَدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ); তাঁরই 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১২৪, ১২৫, আবূ দাঊদ- ২/৩১৫; দারেমী- ২/২৯৬-৯৭; ইবনু মাজাহ- ২/৪১০; তায়ালিসী হা. ৫৫৭; আহমাদ- ৩/৪৫৬, ৫/১২৫....।

٢٩٩ـ عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ . (الصحيحة: ١٠٣٥)

২৯৯. হানী ইবনু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোন আমাল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় ক্ষমা আবশ্যককারী বস্তুর মধ্য হতে (কিছু হলো) সালামের (অধিক হারে) প্রচলন করা ও উত্তম কথা বলা। (আস্-সহীহাহ- ১০৩৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হানী ইবনু ইয়াযিদ (রা) মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ্ ইবনু খুযায়মাহ- (১/৭৩/১); এবং ইমাম আবূ নুঈম তার الحلية الاولياء-তে হাদীসটিকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ ও সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

٣٠٠ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَعَلَيْكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِذٰلِكَ، فَسَكَتُّ. ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ. فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِذٰلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثُ فَقَالَ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ. فَلَمْ أَصْبِرْ حَتّٰى قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّامُ وَغَضَبُ اللهِ وَلَعْنَتُهُ إِخْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ! أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللهِ بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، قَالُوا قَوْلًا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى السَّلَامِ، وَعَلَى آمِينَ. (الصحيحة: ٦٩١)

৩০০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে আসল এবং বলল, اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ (আস্সামু

আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ!) অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, وَعَلَيْكَ (ওয়া আলাইকা)। অতঃপর 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি কথা বলার ইচ্ছা করছিলাম (তবে) এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর অপছন্দনীয়তা জানা থাকার কারণে চুপ থাকলাম। অতঃপর অপর একজন আসল এবং বলল, اَلسَّامُ عَلَيْكَ। (আস্‌সামু আলাইকা)। জবাবে তিনি বললেন, عَلَيْكَ (আলাইকা)। এবার আমি (কিছু) বলার জন্য ইচ্ছা করছিলাম তবে এ ব্যাপারে আমি নাবী ﷺ-এর অপছন্দনীয়তার কথা জানি (ফলে কিছু বলিনি)। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি আসল এবং বলল, اَلسَّامُ عَلَيْكَ। (আস্‌সামু আলাইকা) ফলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারিনি। একপর্যায়ে আমি বললাম, وَعَلَيْكَ। السَّامُ وَغَضَبُ اللهِ وَلَعْنَتُهُ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ (তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক! আল্লাহর গযব ও লানাত তোমাদের উপর পতিত হোক। হে বানর ও শুকরের ভাইয়েরা!) তোমরা কি জীবিত থাকবে যখন আল্লাহ তাকে জীবিত না রাখে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা কঠোর কথাকে পছন্দ করেন না এবং কঠোরভাষী হওয়াকেও পছন্দ করেন না। তারা যা বলেছে আমি তা তাদের উপর ফিরিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয় ইয়াহুদীরা হিংসুক জাতি। আর তারা আমাদের সাথে সালাম ও আমীন বলার ব্যাপারে যতটুকু হিংসা করে অন্য কিছু নিয়ে আর ততটুকু হিংসা করে না। (আস্-সহীহাহ- ৬৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি মা 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম খুযাইমা তার সহীহ্ এর (১/৭৩/২), আবূ নুয়াইম আল-আসবাহানী তার আল-হিলয়াতুল আওয়ালিয়া এবং আখবাবে আসবাহানে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি ইমাম আবিল কাসিম তার 'আল-আছম' গ্রন্থের (১/৩৫) খতিবে বাগদাদী তার تَارِيخُ بَغْدَادَ-এর (১১/৪৩) ইব্‌রাহীম ইবনে ইসহাক আলহারীর তরিকে বর্ণনা করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ। এছাড়াও তিনি তাঁর আস্-সহীহার দ্বিতীয় খণ্ডে হা. ৬৯২ উল্লেখ করেছেন।

٣٠١ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنَّكَ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ، خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَبِيرَةُ السِّنِّ. قَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ، فَأَرْجُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَايَيْنِ وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ! . (الصحيحة: ٢٩٣)

৩০১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন আবূ সালামার মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন উম্মু সালামাহ বললেন, তুমি আমাকে কার নিকট সোপর্দ করছ? অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! উম্মু সালামার জন্য আপনি আবূ সালামাহ থেকে উত্তম অভিভাবক। অতঃপর যখন তিনি ইন্তেকাল করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, আমি অধিক বয়সী। তিনি বললেন, আমি তোমার চেয়েও বয়সের দিক দিয়ে বড়। আর সাহায্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। আর আত্মসম্ভ্রমবোধ আল্লাহর প্রতি আশা রাখি তিনি তা দূর করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর নিকট দু'টি চাক্কি (যাঁতা) ও একটি পানির মশক পাঠালেন। (আস্-সহীহাহ- ২৯৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাউকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আবূ ইয়ালা আর-মাউসূলী তার মুসনাদে আবূ ইয়া'লা (১/১৯৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ।

٣٠٢ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. (الصحيحة: ٢٧٣)

৩০২. আবূ উমামা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি ঝগড়া ত্যাগ করল অথচ সে সত্যবাদী তথা এ ব্যাপারে সত্য ছিল। আমি জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে তার গৃহ লাভের ব্যাপারে জামিন হব। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিবে যদিও ঠাট্টার ছলে হয়ে থাকে। তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে গৃহ পাওয়ার ব্যাপারে জামিন হব। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্র উন্নত করবে তার জন্য সর্বোচ্চ জান্নাতের গৃহ লাভের ব্যাপারে জামিন হব। (আস্-সহীহাহ- ২৭৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আবূ উমামা আল-বাহেলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তার সুনানের হা. ৪৮০০ এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ সিক্বাহ। তবে আইয়ূব বিন মুহাম্মাদ আস-সা'দী ব্যতীত। (বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনা শেষে এবং সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে শাইখ আলবানী (র) বলেন) হাদীসটি হাসান।

٣٠٣ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّا نُهِينَا أَنْ تُرَى عَوْرَاتُنَا . (الصحيحة: ١٧٠٦)

৩০৩. জাবির ইবনু সখর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই আমাদের সতর প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ১৭০৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ৩/২২২-২৩; বাইহাক্বীর 'শুআবুল ঈমান'- ২/৪৬৫/১.....।

ইমাম হাকিম ও আয্যাহাবী চুপ থেকেছেন। এর সানাদটি যঈফ....

সহীহ্ মুসলিমে- ১/১৮৪/৭৯৯ বর্ণিত হয়েছে- اِرْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَاتَمْشُوا عُرَاةً (অনুচ্ছেদ: بَابُ الْاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ)

٣٠٤ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. (الصحيحة: ٨٠٠)

৩০৪. সাহ্ল ইবনু সা'দ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব। তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং এ দু'টোর মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন। (আস্-সহীহাহ- ৮০০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি সাহ্ল ইবনু সা'দ আস্-সায়েদী (রা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী- ৭/৭৬ (بَابُ اللِّعَانِ); তাঁরই 'আদাবুল মুফরাদে' পৃষ্ঠা ২২২; আবূ দাউদ- ২/৩৩৬; তিরমির্যী- ১/৩৩৯; আহমাদ- ৫/৩৩৩-এ উল্লেখ করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত এবং আদেল মুরশিদ তাদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٣٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ . (الصحيحة: ٢١٣)

৩০৫. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে রাখেন আর বলেন, তুমি (অর্থাৎ, তোমার নাম) জামিলাহ (সুন্দরী)। (আস্-সহীহাহ- ২১৩)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম- ৬/১৭৩/৫৭২৭ (بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الْاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ وَتَغْيِيرُ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا) ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদে' হা. ৮২০, আবূ দাউদ হা. ৪৯৫২; তিরমিযী- ২/১৩৭; আহমাদ- ২/১৮।

٣٠٦- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حُزْنٌ. قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ. قَالَ: لَا ، السَّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزُونَةٌ. (الصحيحة: ٢١٤)

৩০৬. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব তাঁর পিতার ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ তাকে বলেন, তোমার নাম কী? সে বলল, حَزْنٌ (হাজন– কঠোর, দুঃখ) তিনি বললেন, তুমি سَهْلٌ (অর্থাৎ, নম্র, সহজ)। তিনি বললেন, না اَلسَّهْلُ। তাকে অপদস্থ করা হয় ও তুচ্ছ ভাবা হয়। সাঈদ বলেন, আমার মনে হয় এরপর আমাদের উপর কঠোরতা নেমে আসে। (আস্-সহীহাহ্– ২১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) তার পিতা থেকে আর তিনি তার দাদা থেকে পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী (১০/৪৭৪) (بَابُ تَحْوِيْلِ الْإِسْمِ إِلٰى إِسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ) তাঁরই 'আদাবুল মুফরাদ' হা. ৮৪১। আবূ দাঊদ হা. ৪৯৫৬; আহমাদ– ৫/৪৩৩ এ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আদেল মুরশীদ এবং শুআয়িব আরনাউত তাদের تَحْقِيْقُ عَلٰى مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ-এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٣٠٧ـ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا: اِنْطَلِقُوْا بِنَا إِلَى الْبَصِيْرِ الَّذِىْ فِىْ بَنِىْ وَاقِفٍ نَعُوْدُه. قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمٰى . (الصحيحة: ٥٢١)

৩০৭. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা আমাদের সাথে ঐ বাসীরের (চক্ষুষ্মানের) নিকট চল যে বনী ওয়াকিফে থাকে। আমরা তার সেবা শুশ্রূষা করব। তিনি বলেন, সে অন্ধ ব্যক্তি ছিল। (আস্-সহীহাহ্– ৫২১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত اَلْبَصِيْرُ। ব্যক্তিটি অন্ধ ছিল। হাদীসটি ইমাম আত্-তবরানী তার 'আল-মু'জামে' এবং আবূ সাঈদ ইবনুল আ'রাবী তার 'আল-মু'জামে' এর (১/১৩৩) উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ।

٣٠٨- عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُل يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اِصْنَعْ لِى طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُم رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ دَعَوتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهٰذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ . (الصحيحة: ٣٥٥٢)

৩০৮. আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে আবূ শুয়াইব বলা হত। তার গোশত বিক্রেতা এক গোলাম ছিল। সে তাকে বলল, তুমি খাবার প্রস্তুত কর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঁচজনসহ হিসেবে দাওয়াত দিব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঁচজনের দাওয়াত করল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছ আর এ ব্যক্তি আমাদের অনুগামী রয়েছে। যদি তুমি চাও তবে তাকে অনুমতি দাও আর যদি চাও তবে তাকে বাদ দাও। সে বলল, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৫২)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী হা. ৫৪৩৪, ৫৪৬১ (অন্যতম অনুচ্ছেদ: بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ)

সহীহ্ মুসলিম (কিছুটা ভিন্ন শব্দে) ৬/১১৫-১৬ (بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ....)

তিরমিযী হা. ১০৯৯; নাসায়ী ‘আসসুনানুল কুবরা’ হা. ৬৬১৪, ৬৬১৫; দারেমী- ২/৩৭৩-৭৫; ইবনে হিব্বান হা. ৫২৭৬; আহমাদ- ৪/১২১।

٣٠٩- اَنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ. جَاءَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ

عَبْدِاللهِ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ: عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اِصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُوْعَ. قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِيْنَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: ... فَذَكَرَهُ. قَالَ: فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ، فَلْيَدْخُلْ . (الصحيحة: ٣٥٧٩)

৩০৯. আমাদের সাথে এক ব্যক্তি অনুগত হয়েছে। তুমি যখন আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলে তখন সে ছিল না। যদি তুমি তাকে অনুমতি দাও তবে সে (তোমার গৃহে) প্রবেশ করবে। আবূ মাসউদ আল-বাদরী ও জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ এর হাদীস থেকে এসেছে। এ শব্দগুলো আবূ মাসউদ আল বাদরীর। আবূ মাসউদ আল-বাদরী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার গোশত বিক্রেতা গোলামের নিকট আসল। যাকে আবূ শুয়াইব বলা হত। সে বলল, তুমি পাঁচজনের জন্য যথেষ্ঠ হয় এ পরিমাণ খাবার পাকাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখেছি। তিনি বলেন, এরপর সে খাবার প্রস্তুত করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বৈঠকের সাথীদের নিকট লোক পাঠাল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন তখন এক ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যে তাঁদের দাওয়াত দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (দাওয়াত দানকারীর) দরজায় পৌঁছল। তিনি গৃহকর্তাকে বললেন, ... অতঃপর হাদীসটি (أَنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ) উল্লেখ করেন। সে বলল, আমি তাকে অনুমতি দিলাম। অতএব সে যেন প্রবেশ করে।

(আস্-সহীহাহ- ৩৫৭৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত আবূ মাসউদ আলবাদরী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তবে উল্লেখিত শব্দটুকু আবূ মাসউদ আল-বাদরী আল-আনসারী (রা)-এর শব্দ। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার সহীহ্ বুখারী হা. ৫৪৩৪, ৫৪৬১; সহীহ্ মুসলিম– (৬/১১৫-১৬); তিরমিযী হা. ১০৯৯; দারেমী– (২/১০৫-১০৬); আবূ আওয়ানাহ– (৫/৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫); ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫২৭৬; আহমাদ– ৪/১২১ এ উল্লেখ করেছেন।

٣١٠ـ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ[1] عَبْدَاللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ! إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادِ فِى حَرَمِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوْبُهُ بِذُنُوْبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ. قَالَ: فَانْظُرْ لَا تَكُوْنُهُ . (الصحيحة: ٣١٠٨)

৩১০. ইসহাক ইবনু সায়ীদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার[1] আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের নিকট আসল অতঃপর তিনি বললেন, (হে যুবাইরের পুত্র! তুমি আল্লাহর হেরেমে অত্যাচার (তথা দ্বীনের ব্যাপারে অপবাদ) থেকে বিরত থাক। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এখানে সত্বর কুরাইশদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি অত্যাচার করবে। যদি তার গুনাহসমূহ জ্বিন-ইনসানের গুনাহের বিপরীতে ওযন করা হয় তবে তার গুনাহ অধিক হবে। তিনি বললেন, খেয়াল রাখ তুমি তা সূচনা করবে না।

(আস্-সহীহাহ– ৩১০৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইসহাক ইবনে সাঈদ তার পিতা থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার মুসনাদে– ২/১৩৬ এ বর্ণনা করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিক্বাহ এবং শাইখাইনের রাবী। তবে মুহাম্মাদ বিন কিনাসাহ এর ব্যাপারে কালাম থাকলেও তিনি হাসান পর্যায়ের রাবী।

---

১. শাইখ আলবানী (র) তাঁর তাখরীজে সঠিকভাবে তা উল্লেখ করেন যে, (ابن عمرو) 'আইন বর্ণে পেশ নয় বরং যবরযোগে উল্লেখ হবে। –তাজরীদকারক।

٣١١ـ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةَ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ (جَعْفَرَ) قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هٰذَيْنِ. فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا. (الصحيحة: ٢٧٠٩)

৩১১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করে তখন তার নাম রাখা হল, হামযাহ আর হুসাইন যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার নাম রাখা হল তার চাচার নামে 'জাফর'। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি এ দু'জনের নাম পরিবর্তন করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। অতঃপর তিনি তাদের নাম রাখলেন, হাসান ও হুসাইন। (আস্-সহীহাহ- ২৭০৯)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদের আহমাদ- ১/১৫৯; তাঁরই 'ফাযায়েলে সাহাবা' ২/৭১২, ১২১৯; মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ১/১৪৭; তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ১/২৭৮০; আল-মুসতাদরাক হাকিম- ৪/২৭৭।

হাকিম বলেন; এর সানাদ সহীহ্। যাহাবী তা খণ্ডন করেছেন।..... (পর্যালোচনার শেষে) আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান এবং এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

٣١٢ـ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقُ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَقْتُلُ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قَالَتْ: فَقُلْنَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ

نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ . (الصحيحة: ٥٢٩)

৩১২. উমাইয়াহ বিনতু রকীকাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি কিছু মহিলার সাথে ইসলামের উপর বাইয়াত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তারা (মহিলারা) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট বাইয়াত হতে চাই যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। চুরি করব না, যিনা করব না, আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না। আমরা কাউকে অপবাদ দিব না; যা আমরা সচরাচর করে থাকি। আমরা মঙ্গলকাজে আপনার অবাধ্যতা করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের যতটুকু সম্ভব ও তোমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে। (তা পালন করে চলবে) তিনি (বর্ণনাকারী মহিলা) বলেন, অতঃপর তারা বলল, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক দয়ালু। আপনি এগিয়ে আসুন আমরা আপনার নিকট বাইয়াত হব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা তথা হাত মিলাব না। একশত মহিলার প্রতি আমার যে বক্তব্য তা একজন মহিলার প্রতি আমার বক্তব্য দেয়ার মতই।

(আস্-সহীহাহ- ৫২৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম মালেক- ২/৯৮২/২; নাসায়ী'র 'عِشْرَةُ النِّسَاءِ' ও 'আস্-সুনানুল কুবরা' ২/৯৩/২; ইবনে হিব্বান- ১৪; আহমাদ- ৬/৩৫৭.....; নাসায়ী- ২/১৪৮; তিরমিযী- ১/৩০২; ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৮৭৪...। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্।

٣١٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: اهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ.(الصحيحة: ٨٠١)

৩১৩. বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইযার সাথে যুদ্ধের দিন হাসসান ইবনু ছাবিতকে বললেন, মুশরিকদের প্রতি (কবিতা দ্বারা) নিন্দাবাদ রচনা কর। কারণ, জিবরাঈল তোমার সাথে রয়েছেন। (আস্-সহীহাহ- ৮০১)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- ৫/৫১; তা'লিকান (بَابُ مَرْجَعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ) আহমাদ- ৪/২৬২, ৩০৩ মওসূল সূত্রে..... ।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

٣١٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: اُهْجُوا بِالشِّعْرِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، كَأَنَّمَا تَنْضَحُوهُمْ بِالنَّبْلِ. (الصحيحة: ٨٠٢)

৩১৪. কাব' ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা কবিতার দ্বারা (মুশরিকদের) নিন্দা জানাও। কারণ মুমিন তার জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! এটি (নিন্দামূলক কবিতা) তাদের তীরের ন্যায় আঘাত করে। (আস্-সহীহাহ- ৮০২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি কা'ব ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার আহমাদে- ৩/৪৬০ এ উল্লেখ করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত এবং আদেল মুরশিদ তাদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

٣١٥- عَنْ جُرْمُوزِ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا. (الصحيحة: ١٧٢٩)

৩১৫. জুরমুজ ইবনু হুজাইমী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অধিক লানাতকারী হবে না।
(আস্-সহীহাহ- ১৭২৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জুরমুয আল-হাজীমী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার আহমাদে- ৫/৭০; তাবারানী হা. ২১৮১ উল্লেখ করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত এবং আদেল মুরশিদ তাদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্।

٣١٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَدْأَةِ اللَّيْلِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَأْتِى اللهُ مِنْ خَلْقِهِ.

(الصحيحة: ١٧٥٢)

৩১৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর তোমরা গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাক। কারণ তোমরা জান না ঐ সময় আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টি জীব বের হয়। (অর্থাৎ, রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার পর অহেতুক গল্প-গুজব ও ঘোরাফেরা উচিত নয়)। (আস্-সহীহাহ- ১৭৫২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ আন্নাইসাবুরী তার 'আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন' গ্রন্তের (৪/২৮৪)-এ বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্। ইমাম শামসুদ্দীন আয্যাহাবী তার التلخيص على المستدرك গ্রন্থে চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ভিন্ন শব্দে হাদীসটি তার সুনানে উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: সুতরাং মুতাবায়াত ও শাহেদের কারণে হাদীসটি হাসান এর উপযুক্ত।

٣١٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: إِيَّاكَ وَكُلَّ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

(الصحيحة: ٣٥٤)

৩১৭. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তুমি ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাক যার প্রতি ওজর-আপত্তি করা হয়।

(আস্-সহীহাহ- ৩৫৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মুনাভী তার فَيْضُ الْقَدِيْرِ

عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ কিতাবে বলেন: হাদীসটি ইমাম দায়লামী তার 'মুসনাদুল ফিরদাউস' হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির সূত্র হাসান।

আলবানী (র) বলেন: যিয়া মুক্বাদ্দিসী 'আল-মুখতারা' ১/১৩১-এ হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

٣١٨- عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ .
(الصحيحة: ١٢٨٤)

৩১৮. মুয়াবিয়া (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা প্রশংসা করা থেকে বিরত থাক। কারণ, তা জবহের তুল্য। (আস্-সহীহাহ- ১২৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত মুআবিয়াহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ হাদীসটি তার সুনানের (২/৪০৭) এ ইমাম সুয়ূতী তার আল-জামে'উস সগীরে হা. ২৬৭৪ এবং আল্লামা মুনাভী তার فَيْضُ الْقَدِيرِ-এ হাদীসটির সানাদ হাসান বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) জামেউস সগীরের বরাত দিয়ে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٣١٩- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيْمَنُ أَمْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ . (الصحيحة: ١٢٨٦)

৩১৯. আদি ইবনু হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল তার দু' চোয়ালের মধ্যে। (অর্থাৎ, মুখের কথাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ১২৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত আদি ইবনে হাতিম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২৫৪২।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ছাড়া সানাদের সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইনকে ইমাম দারাকুতনী তার اَلثِّقَاتُ কিতাবে তাকে সিক্বাহ বলেছেন। যার কারণে হাদীসটি সহীহ্।

Contents

٣٢٠ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: اَلْبَغْيُ وَالْعُقُوقُ . (الصحيحة: ١١٢٠)

৩২০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন; দু'টি দরজা (পাপ) এমন রয়েছে যা তার (কর্তার উপর) পৃথিবীতে শাস্তি ত্বরান্বিত করে থাকে। (তা হলো) অত্যাচার ও অবাধ্যতা।

(আস্-সহীহাহ- ১১২০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনুল বাইয়ি আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আল-নাইসাবুরী তার المستدرك على الصحيحين। কিতাবের (৪/১৭৭) এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয্‌যাহাবী (র) তার التلخيص على المستدرك-এ নাইসাবুরীর সমর্থন না করে নিরবতা পালন করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٣٢١ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلْ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ مُتَّكِئًا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ. فَأَحْنَى رَأْسَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيبَ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ وَقَالَ: بَلْ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ . (الصحيحة: ٥٤٤)

৩২১. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আহার গ্রহণ করুন (আপনার আসনের জন্য) আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার গদি হিসেবে উৎসর্গ করেছেন। কারণ, এমনটি আপনার জন্য সহজ। অতঃপর আমি তাঁর মাথায় হাত লাগাতাম এক পর্যায়ে তাঁর কপাল মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে থাকত। আর তিনি বলেন, বরং আমি ঐরূপে আহার করব যেমন ক্রীতদাস আহার করে থাকে আর আমি ঐরূপ আসন গ্রহণ করব যেমন ক্রীতদাস আসন গ্রহণ করে থাকে।

(আস্-সহীহাহ- ৫৪৪)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বাগাভী তার 'শরহে সুন্নাহ' ৩/১৮৭/২.... এর সানাদ যঈফ।

হায়ছামী (র) বলেন (৯/১৯): আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন– এর সানাদ হাসান। এর সাক্ষ্যমূলক মু'দাল হাদীস ইবনে সা'দ (১/৩৭১) ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীরা সিক্বাহ।

٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ. (الصحيحة: ١٧٧٨)

৩২২. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; বরকত তোমাদের পূর্বসূরীদের সাথে রয়েছে। (আস্-সহীহাহ– ১৭৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৯১২; আবূ বকর আশ-শাফেয়ী 'আল-ফাওয়ায়েদ' ৯৭/১-২। আবূ নুঈমের 'আর-হিলইয়া' ৮/১৭২; ইবনে আদীর 'আল-কামিল' ১/৪৪; হাকিমের 'আল-মুস্তাদরাক' ১/৬২; তাঁরই 'উলুমুল হাদীস' পৃষ্ঠা ৪৮; খতীব তাঁর 'তারীখে' ১১/১৬৫।

ইমাম হাকিম বলেন: সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٣٢٣- عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيَّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. (الصحيحة: ٥٧٢)

৩২৩. আবূ যর (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদকাহ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ তোমার জন্য সাদকাহ, পথহারাকে তোমার পথ নির্দেশ করাও তোমার জন্য সাদকাহ্। অল্প দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার কিছু দেখিয়ে দেয়াও তোমার জন্য সাদকাহ। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় দূর করাও (সরিয়ে ফেলা) তোমার জন্য সাদকাহ। তোমার বালতি হতে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও তোমার জন্য সাদকাহ। (আস্-সহীহাহ– ৫৭২)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

আবূ যার (রা) হাদীসটি মারফূ'আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১২৮; তিরমিযী- ১/৩৫৪; সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ৮৬৪-এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত ও আদেল মুরশিদ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির পর্যালোচনার শেষে এটিকে হাসান লি-গায়রিহী বলেছেন।

٣٢٤ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: رَآنِى النَّبِىُّ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ فِى الشَّمْسِ، فَقَالَ: تَحَوَّلْ إِلَى الظِّلِّ . (الصحيحة: ٨٣٣)

৩২৪. কায়িস ইবনু হাজিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রৌদ্রে বসে থাকতে দেখে বললেন, ছায়ায় চলে যাও। (আস্-সহীহাহ- ৮৩৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ৪/২৭১। তিনি বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্, এতে শু'বা মুরসাল সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীস দ্রষ্টব্য- আস্-সহীহাহ্ হা. ৩১১০।

٣٢٥ـ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: تَسْلِيْمُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيْرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ . (الصحيحة: ١٧٨٣)

৩২৫. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে কারো সালাম দেয়া হলো ইয়াহূদীদের কাজ। (আস্-সহীহাহ- ১৭৮৩)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ১/১০৯; উক্বায়লী হা. ২৯৪; তাবারানীর 'আল-আওসাত' হা. ৪৫৯৮।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং সহীহ্ মুসলিমের রাবী। যদিও আবূ যুবায়ের 'আন'আনাহ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আর নিশ্চয় তিনি মুদাল্লিস।..... আবূ ইয়ালা ও তাবারানী 'আওসাতে' বর্ণনা কেরছেন। আবূ ইয়ালার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।

হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারীতে' বলেছেন: নাসায়ী জাইয়্যেদ সানাদে বর্ণনা করেছেন। সেটা নাসায়ীর 'আস্-সুনানুল কুবরা' বা 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ'.....।

৩২৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلتَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ . (الصحيحة: ١٧٩٥)

৩২৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে আর তাড়াহুড়া প্রবণতা শাইত্বানের পক্ষ হতে হয়। (আস্-সহীহাহ- ১৭৯৫)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ৩/১০৫৪; বায়হাক্বী তার 'আস্-সুনানুল কুবরা' ১০/১০৪.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। সাঈদ বিন সিনান ব্যতীত সকলেই শায়খাইনের রাবী, আর তিনিও হাসান রাবী।

৩২৭- عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اَلتُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ . (الصحيحة: ١٧٩٤)

৩২৭. আ'মাশ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন: আখিরাতের আমল ব্যতীত সব কাজেই ধীর-স্থিরতা করতে হবে। (আস্-সহীহাহ- ১৭৯৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আ'মাশ নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাকতুআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ হা. ৪৮১০; হাকিম- ১/৬২; বায়হাক্বীর 'আয়-যুহ্দ' ১/৮৮-তে উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেছেন: হাদীসটি শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

৩২৮- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: اَلْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ . (الصحيحة: ٦١٩)

৩২৮. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তিনটি বস্তু কখনও ফেরত দেয়া যাবে না- বালিশ, তৈল ও দুধ। (আস্-সহীহাহ- ৬১৯)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী– ২/১৩০; বাগাভী 'শরহুস সুন্নাহ' ৩/১১২/২; আবূশ শায়েখ 'তাবাক্বাতুল মুহাদ্দিসীন' এ পৃষ্ঠা ১৮৫; ইবনে হিব্বান 'আস্-সিক্বাতে' ১/১০; তাবারানী 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৩/১৯৬/১....।

(পর্যালোচনার শেষে) শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং এতে কোন ত্রুটি নেই।

٣٢٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَالرَّجِلَةُ.
(الصحيحة: ١٣٩٧)

৩২৯. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির প্রতি তাকাবেন না। (ক) পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান); (খ) সর্বদায় মদপানকারী; (গ) দানের খোঁটা দানকারী। আর তিন শ্রেণীর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (ক) পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী; (খ) দাইয়ূস (যে নিজের স্ত্রীকে অন্যের সাথে মেলামেশা করতে দেয়); (গ) এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী স্ত্রীলোক। (আস্-সহীহাহ– ১৩৯৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার মারফূ'আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাযযার তার اَلْبَحْرُ الزَّخَّارُ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ-এর হা. ১৮৭৫ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

٣٣٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ (خَيْبَرَ)، فَاتَّبَعَهُ رَجُلاَنِ، وَاٰخَرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: ارْجِعَا ارْجِعَا، حَتَّى رَدَّهُمَا، ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَيْنِ شَيْطَانَانِ، وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاقْرَئْهُ السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّا هٰهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ

لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَلْوَةِ. (الصحيحة: ٣١٣٤)

৩৩০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি খায়বর থেকে বের হল। অতঃপর দু' ব্যক্তি তার পিছু চলতে থাকে আর অপর এক ব্যক্তি তাদের দু'জনের পিছু চলতে থাকে আর বলতে থাকে, তোমরা দু'জন ফিরে যাও তোমরা দু'জন ফিরে যাও। এক পর্যায়ে সে তাদের ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর প্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত হল এবং বলল, এ দু'জন হলো শাইত্বান; আর আমি এদের এক পর্যায়ে ফিরিয়ে দিয়েছি। যখন তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছবে তাকে (আমার) সালাম জানাবে এবং সংবাদ দিবে যে, আমি এখানে সাদকাহ সংগ্রহ করছি। যখন এগুলো সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা তার নিকট তা (যাকাত) পৌঁছিয়ে দিব। তিনি বলেন, অতঃপর লোকটি মাদীনাতে এসে নাবী ﷺ-কে সংবাদ দিল ঐ সময় নাবী ﷺ একাকী থাকা থেকে নিষেধ করেন। (আস্-সহীহাহ্- ৩১৩৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাকতুআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। حَاكِمُ أَبُوعَبْدِالله النَّيْسَابُورِيُّ। হাদীসটি তার الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ কিতাবের (২/১০২); ইমাম আহমাদ তার اَلْمُسْنَدُ-এ (১/২৭৮, ২৯৯) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেছেন: সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী তার 'তালখীছে' চুপ থেকেছেন।

শুআয়িব আরনাউত ও আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٣٣١- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الْأَرْضِ وَرَائِي يَعْنِي: حِسَّ الْأَرْضِ. قَالَتْ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَحْمِلُ مِجَنَّهُ. قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَمَرَّ

سَعْدُ وعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ. قَالَتْ: فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:

لَبِثْ قَلِيْلاً يُدْرِكُ الْهَيْجَا حَمَلُ[১]

مَا أَحْسَنَ الْمَوْتُ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْغَةٌ لَهُ يَعْنِي: مِغْفَرًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ لَعُمْرِي وَاللهِ إِنَّكَ لَجَرِيئَةٌ! وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ يَكُونَ بَلَاءٌ أَوْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ؟ قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ انْشَقَّتْ لِي سَاعَتَئِذٍ فَدَخَلْتُ فِيهَا! قُلْتُ: فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ أَوِ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ. فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَقَطَعَهُ، فَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَعْدٌ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! لَا تُمِتْنِي حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ. قَالَتْ: وَكَانُوا حُلَفَاءَ مَوَالِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَتْ: فَرُقِيَ كَلْمُهُ أَيْ: جُرْحُهُ، وَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَةَ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ ابْنُ بَدْرٍ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَ

১. মূলত তা হবে لبث .... حمل আত্‌তাসহীহ্ মিন মাজমাউয যাওয়ায়েদ– ২/১৩৭ –আহমাদের রিওয়ায়াতের বরাতে।

بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِي صِيَاصِيهِمْ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَضَعَ السِّلَاحَ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّ عَلَى ثَنَايَاهُ لَنَقْعَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: أَوَقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟! وَاللهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْدُ السِّلَاحَ، اُخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ. قَالَتْ: فَلَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأْمَتَهُ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرُجُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ، وَهُمْ جِيرَانُ الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ، فَقَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟ قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنُّهُ وَوَجْهُهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَتْ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ، قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَشَارُوا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ. قَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. فَنَزَلُوا، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَقَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو! حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَمْ[২] يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ، الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَنَّى[৩] لِي أَنْ لَا أُبَالِيَ فِي اللهِ لَوْمَةَ

---

১. মূলত তা হবে– وانى لا তাসবীব মিন মাজামা।

৩. أنى الشيء يأني انيا অর্থ সময় ঘনিয়ে আসা, পাওয়া।

لأَتِمَّ. قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ. فَقَالَ عُمَرُ سَيِّدُنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: أَنْزِلُوهُ. فَأَنْزَلُوهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ احْكُمْ فِيهِمْ. قَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، وَتُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمِ رَسُولِهِ. قَالَتْ: ثُمَّ دَعَا سَعْدٌ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا، فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ، وَكَانَ قَدْ بَرِئَ حَتَّى مَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ الْخُرْصِ، وَرَجَعَ إِلَى قُبَّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾. قَالَ عَلْقَمَةُ: قُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ! فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ، فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ.

(الصحيحة: ٦٧)

৩৩১. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি খন্দকের (যুদ্ধের) দিন বের হলাম মানুষজনের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখছিলাম। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার পিছনে যমীনে দাবানোর (পায়ের) শব্দ পেলাম অর্থাৎ যমীনের কম্পন অনুভব করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ফিরে তাকালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, সা'দ ইবনু মুয়াজ এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারিস ইবনু আউস তাঁর ঢাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি যমীনে বসে পড়লাম। সা'দ পথ অতিক্রম করে

গেলেন, তার উপর লোহার বর্ম ছিল তার কিছু অংশ বের হয়েছিল। আমি সা'দের তাকানোর ব্যাপারে ভয় পেয়েছিলাম। তিনি বলেন, সে পথ অতিক্রম করছিল এবং বীরত্বগাথা গেয়ে বলতেছিলেন–

لَبِثْ قَلِيْلاً يُدْرِكُ الْهَيْجَا حَمَلُ
مَا أَحْسَنَ الْمَوْتُ إِذَا حَانَ الأَجَلُ

"কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর উট উত্তেজিত হয়েছে কতই না উত্তম হত যদি তখন মৃত্যু হত।"

তিনি বলেন, আমি তখন দাঁড়ালাম এবং একটি বাগান অতিক্রম করলাম, সেখানে মুসলিমদের একদল লোক (সৈন্য) ছিল। সেখানে উমার ইবনুল খাত্তাব ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর (দেহের) উপর লৌহবর্ম অর্থাৎ যুদ্ধের পোষাক ছিল। অতঃপর উমার বললেন, কেন এখানে এসেছেন? আল্লাহর শপথ! আপনি সাহসী। আপনার কিভাবে সাহস হলো (অথচ) কোন বিপদ হতে পারত নাকি পৃথক হওয়া হচ্ছে? তিনি বলেন, আমাকে ভর্ৎসনা করা হল, এক পর্যায়ে আমি আকাঙ্খা করলাম, যদি মাটি ফেটে যেত তবে আমি তাতে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য প্রবেশ করব। অতঃপর লোকটি তাঁর চেহারা থেকে বর্ম উঠালে দেখা গেল যে, তিনি তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ। অতঃপর তিনি বললেন, হে উমার! তুমি আজকে অনেক কিছু বলছ। আল্লাহ ব্যতীত আর কার দিকে পলায়ন বা বিচ্ছিন্ন হওয়া? তিনি বলেন, মুশরিকদের এক ব্যক্তি যার নাম ইবনুল আরাকাহ সে সা'দকে তীর নিক্ষেপ করলে। সে বলল, তাকে পাকড়াও কর (ধর) আমি আরাকার পুত্র। অতঃপর সে (সা'দ) তার বাহুর রগে আঘাত করলো এবং তা কেটে ফেলল। অতঃপর সাদ' আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাল, "হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যু দান করবেন না যতক্ষণ বনী কুরাইজাদের (পরাজয়) দেখে আমার চক্ষু শীতল হয়।"

তিনি বলেন, তারা জাহেলী যুগে তার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদের সাহায্যকারী (চুক্তিকারী) ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর তার ক্ষত অর্থাৎ আঘাতে দু'আ পড়া হলো। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিপক্ষে বাতাস (ঝড়) প্রবাহিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রমশালী। অতঃপর আবূ সুফিয়ান ও তার সাথে যারা

ছিল তারা তেহামায় চলে যায় উয়াইনাহ ইবনু বদর ও তার সাথে যারা ছিল তারা নজদে চলে যায়। বনু কুরাইজারা ফিরে যায় এবং তারা তাদের দূর্গে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় ফিরে আসেন এবং অস্ত্র রেখে দেন এবং সাদের জন্য মাসজিদে এক চামড়া নির্মিত তাঁবু খাটানোর আদেশ কররেন। তিনি বলেন, তখন জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস সালাম আসেন তাঁর ডানায় ধুলার চিহ্ন ছিল। তিনি বললেন, আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! ফেরেশতারা অস্ত্র নেওয়ার পর আর তা রেখে দেয়নি। বনী কুরাইজাদের দিকে অগ্রসর হোন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন।

তিনি বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুদ্ধের পোষাক পরলেন এবং লোকজনকে যুদ্ধে যাওযার জন্য ঘোষণা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বনী গনাম গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা মাসজিদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পাশ দিয়ে কে গিয়েছে? তারা বলল, দিহইয়া কালবী আমাদের পাশ দিয়ে গিয়েছে। আর জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্যতা দিহইয়ার সাথে তার দাড়ি, চালচলন, বয়স ও আকৃতির দিক দিয়ে প্রায় একই ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট গেলেন এবং পঁচিশ দিন ও রাত তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। যখন অবরোধ কঠিন হয়ে গেল এবং বিপদাপদ বৃদ্ধি পেল; তাদের বলা হলো, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালার প্রতি আস। তারা আবূ লিবাবাহ ইবনু আবদিল মুনকিরের নিকট পরামর্শ চাইলে সে হত্যার পরামর্শ দিল। তারা বলর, আমরা সাদ' ইবনু মুয়াযের ফায়সালা অবতরণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সাদ' ইবনু মুয়াযের হুকুমের উপর অবতরণ কর। অতঃপর তারা অবতরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু মুয়াজের নিকট লোক পাঠালেন। সা'দকে এক গাধার পিঠে করে আনা হল তার উপর তোষকের কাঁথা ছিল। তাকে বহন করে আনা হল এবং তার গোত্রের লোক তাকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, হে আবূ উমার! (আমরা) আপনার প্রতিশ্রুত (সাহায্যকারী) আপনার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। আমরা পরাজিত, আপনি জানেন (আমরা) কারা। তিনি তাদের দিকে তাকাননি এবং ভ্রুক্ষেপও করেননি। যখন তিনি তাদের ঘর-বাড়ির নিকটবর্তী হলেন তিনি তার গোত্রের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার জন্য কর্তব্য, আমি আল্লাহর ব্যাপারে (পথে) কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করব না।

তিনি বলেন, আবূ সাঈদ বলেছেন, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টিগোচরে এল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সর্দারের (সাহায্যের) জন্য দাঁড়াও এবং তাকে (আরোহী) থেকে নামিয়ে আন। অতঃপর উমার (রা) বললেন, আমাদের মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, তোমরা তাকে নামিয়ে আন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা কর। সাদ' বললেন, আমি ফায়সালা করছি যে, তাদের (বনী কুরাইজার) যুদ্ধ করতে সক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে। তাদের শিশুদের বন্দী করা হবে এবং তাদের অর্থ সম্পদ (মুমিনদের মধ্যে) বণ্টন করে দেয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার (ভিত্তিতে) ফায়সালা করেছ। এরপর সা'দ দু'আ করেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহ! আপনি যদি আপনার নাবীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ চালু রাখেন তবে তার জন্য আমাকে বহাল রাখুন। আর যদি তাঁর ও তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন তবে আমাকে আপনার দিকে উঠিয়ে নিন। তিনি বলেন, অতঃপর তাঁর শব্দ নিচু হয়ে গেল এবং তাঁর মধ্যে যা (অসুস্থতা) দেখা যেত তা ভাল হয়ে গেল। তবে অনুমান করার মত (সামান্য অবশিষ্ট ছিল) এবং তাঁর তাঁবুর দিকে ফিরে গেলেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য বানিয়েছেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাকার ও উমার তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ('আয়িশা) বলেন, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন! আমি আবূ বাকার অপেক্ষা উমারের কাঁন্নার (তীব্রতা) বুঝতে পারলাম। তখন আমি আমার ঘরের মধ্যে ছিলাম। তাঁরা আল্লাহর বাণী– رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল)-এর উদাহরণ ছিল।

আলকামা বলেন: আমি বললাম, হে আম্মাজান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপার কেমন ছিল? তিনি বললেন: কারো ব্যাপারে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হত না তবে যখন তিনি ব্যথা পেতেন তখন তিনি দাড়িতে হাত বুলাতেন।

(আস্-সহীহাহ- ৬৭)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ৬/১৪১-৪২....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এই হাদীসটির সানাদ হাসান। হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়েদে' ৬/১২৮ বলেছেন: হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর

সানাদে মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলক্বামাহ আছেন, তিনি হাসানুল হাদীস। অপর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

ইবনে হাজার (র) তাঁর 'ফতহুল বারীতে' (১১/৪৩) বলেন: এর সানাদ হাসান

শাইখ আলবানী (র) আরো বলেন:

١. اِشْتَهَرَ رِوَايَةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِلَفْظٍ: لِسَيِّدِكُمْ - وَ الرِّوَايَةُ فِي الْحَدِيْثَيْنِ كَمَا رَأَيْتَ: إِلَى سَيِّدِكُمْ - وَ لَا أَعْلَمُ لِلَفْظِ الْأَوَّلِ أَصْلًا - وَ قَدْ نَتَجَ مِنْهُ خَطَأٌ فِقْهِيٌّ وَ هُوَ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ كَمَا فَعَلَ ابْنُ بَطَّالٍ وَ غَيْرُهُ - قَالَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَبُو الْفَضْلِ فِي التَّنْبِيْهِ عَلَى الْأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَ فِيْ نَقْلِهَا وَ ضَبْطِهَا تَصْحِيْفٌ وَ خَطَأٌ فِيْ تَفْسِيْرِهَا وَ مَعَانِيْهَا وَ تَحْرِيْفٌ فِيْ كِتَابِ الْغَرِيْبَيْنِ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ الْهَرْوِيِّ (ق ٢/١٧): وَ مِنْ ذٰلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ مِنْ ذِكْرِ السَّيِّدِ - وَ قَالَ كَقَوْلِهِ لِسَعْدٍ حِيْنَ قَالَ: قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ - أَرَادَ أَفْضَلَكُمْ رَجُلًا - قُلْتُ: وَ الْمَعْرُوْفُ أَنَّهُ قَالَ: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ - قَالَهُ ﷺ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمَّا جَاءَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَحْمُوْلًا عَلَى حِمَارٍ وَ هُوَ جَرِيْحٌ.... أَيْ أَنْزِلُوْهُ وَ حَمِّلُوْهُ، لَا قُوْمُوْا لَهُ، مِنَ الْقِيَامِ لَهُ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالسَّيِّدِ: اَلرَّئِيْسَ وَالْمُتَقَدِّمَ عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ -

٢. اِشْتَهَرَ الْاِسْتِدْلَالُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الْقِيَامِ لِلدَّاخِلِ، وَ أَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِيْ سِيَاقِ الْقِصَّةِ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّهُ اِسْتِدْلَالٌ سَاقِطٌ مِنْ وُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ أَقْوَاهَا قَوْلُهُ ﷺ فَأَنْزِلُوْهُ فَهُوَ نَصٌّ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ إِلَى سَعْدٍ إِنَّمَا كَانَ لِإِنْزَالِهِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مَرِيْضًا، وَ لِذٰلِكَ قَالَ الْحَافِظُ: وَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ تَخْدُشُ فِي الْاِسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ سَعْدٍ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازِعِ فِيْهِ - وَ قَدْ اِحْتَجَّ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي (كِتَابِ الْقِيَامِ) .....

Contents

٣٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ.

(الصحيحة: ١٨٣٢)

৩৩২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে। (ক) সালামের জবাব দেওয়া, (খ) দাওয়াত কবুল করা, (গ) জানাযায় শরীক হওয়া, (ঘ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, (ঙ) হাঁচিদাতার জবাব দেয়া যখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ, আলহামদুলিল্লাহ্ বলা)। (আস্-সহীহাহ- ১৮৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে মাজাহ হা. ১৪৩৫; আহমাদ- ২/৩৩২.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান....। তাছাড়া হাদীসটি (ভিন্ন শব্দে- ..حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ) সহীহ্ মুসলিমে- ৭/৩/৫৭৭ (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ); আহমাদ- ২/৩৭২, ৪১২....।

٣٣٣- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَاللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

(الصحيحة: ١٠٣)

৩৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম বন্ধু; যে তার বন্ধুর নিকট শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর নিকট ঐ প্রতিবেশীই সর্বোত্তম; যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম। (আস্-সহীহাহ- ১০৩)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ১/৩৫৩৫; দারেমী- ২/২১৫; হাকিম- ৪/১৬৪; আহমাদ- ২/১৬৮।

ইবনে বুশরান (র) বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ এবং সানাদের সবাই সিক্বাহ। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলেছেন।

Contents

٣٣٤ـ عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أُوذِنَ أَبُو سَعِيْدٍ بِجَنَازَةٍ فِى قَوْمِهِ، فَكَأَنَّهُ تَخَلَّفَ حَتَّى أَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ، فَلَمَّا رَاهُ الْقَوْمُ تَسَرَّبُوا عَنْهُ، فَقَامَ بَعْضُهُمْ لِيَجْلِسَ فِى مَجْلِسِهِ، فَقَالَ: أَلاَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوسَعُهَا . (الصحيحة: ٨٣٢)

৩৩৪. আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ উমরাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আবূ সাঈদকে তার গোত্রের মধ্যে জানাযার জন্য অনুমতি দেয়া হল। অতঃপর তিনি পিছনে আসল এক পর্যায়ে লোকজন তাদের নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি আসলেন। যখন লোকজন তাকে দেখল তখন তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল করেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ঐ মাজলিসই সর্বোত্তম যা সবচেয়ে প্রশান্তি হয়। (আস্-সহীহাহ- ৮৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১১৩৬; আবূ দাউদ হা. ৪৮২০; হাকিম- ৪/২৬৯; আহমাদ- ৩/১৮/৬৯; আবদ বিন হুমায়িদ 'الْمُنْتَخَبُ مِنَ الْمُسْنَدِ' ১/১০৮....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। যেভাবে ইমাম হাকিম বলেছেন....। (অতঃপর শাইখ আলবানী এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস উপস্থাপন করেন)....।

٣٣٥ـ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ . (الصحيحة: ١١٧٤)

৩৩৫. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম; যে তার পরিবারের নিকট সবচেয়ে ভাল। আর যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, তার সমালোচনা করো না)। (আস্-সহীহাহ- ১১৭৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেমী তার مسند دارمى-এর (২/১৫৭) এ হাদীসটি تخريج করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। তাছাড়া হাদীসটি একাধিক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعْهُمْ (يَا عُمَرُ!)، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ . (الصحيحة: ٣١٢٨)

৩৩৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে হাবশীদের খেলাধুলারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদের ধমকি প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের ছেড়ে দাও হে ওমর! কারণ, তারা আরফাদাহর (ক্রীড়া-কৌতুকের) সন্তান। (আস্-সহীহাহ- ৩১২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে مَقْطُوعًا সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ী- ১/২৩৬; ইবনে হিব্বান- (৭/৫৪৭/৫৮৪৬); ইমাম আবু জাফর আত্-তহাবী তার شَرْحُ مُشْكِلِ الْأَثَارِ এবং شَرْحُ مَعَانِى الْأَثَارِ এর (১/১১৭) ইমাম আহমাদ (২/৫৪০) এ উল্লেখ করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত ও আদিল মুরশিদ তাদের تَحْقِيق عَلَى مُسْنَدِ أَحْمَدَ-এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

٣٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ فِى الدَّاخِلِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ دَخَلَتِ الدَّاخِلُ اغْتِمَامًا بِكَلَامِ النَّاسِ مِمَّا بِيْ مِنَ الْحُمّٰى، فَدَخَلَ عَلَى دَاخِلٍ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ بَعْدَكَ أَكْرَمَ مَجْلِسًا وَلَا أَحْسَنَ حَدِيْثًا مِنْهُ، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَرِجَالًا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ. (الصحيحة: ٣١٣٥)

৩৩৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারের এক ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য গেলেন। যখন তিনি তার বাড়ির নিকটবর্তী হলেন তিনি ভিতরে কথা-বার্তা শুনতে পেলেন। অতঃপর যখন তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং তার নিকট প্রবেশ করলেন তখন তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাকে কারো সাথে কথা বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনি আমার জ্বরের কারণে চিন্তাযুক্ত হয়ে আসেন তখন এক প্রবেশকারী আমার নিকট আসে আমি আপনার পর আর কোন ব্যক্তিকে মাজলিসের দিক দিয়ে তার চেয়ে মর্যাদাবান দেখিনি আর তার চেয়ে উত্তমভাষীকেও দেখিনি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তিনি হলেন, জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস সালাম। তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যদি তাদের কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। (আস্-সহীহাহ- ৩১৩৫)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে বায্‌যার- ৩/৩০৬-০৭; তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীর' (১২/১১-১২); তাঁরই 'আলআওসাত' (১/১৫৩/১/২৮৭৩); যিয়া আল-মাকদেসী 'আল-মুখতারা' (৫৯/২১২/১-২), বায়হাক্বীর 'দালায়েলুন নবুওয়াহ' ৭/৭৬।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

হায়সামী (র) 'আল-মুজমাউয যাওয়ায়েদে' (১০/৪১) বলেন: হাদীসটি তাবারানী তাঁর 'কাবীর' ও 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। আর দু'জনের সানাদ হাসান।

٣٣٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ذُبُّوا بِأَمْوَالِكُمْ عَنْ أَعْرَاضِكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَذُبُّ بِأَمْوَالِنَا عَنْ أَعْرَاضِنَا؟ قَالَ: يُعْطَى الشَّاعِرُ وَمَنْ تَخَافُونَ مِنْ لِسَانِهِ . (الصحيحة: ١٤٦١)

৩৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা তোমাদের সম্পদ দ্বারা তোমাদের সম্মানকে রক্ষা কর। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা আমাদের সম্মান রক্ষা করব? তিনি বললেন: কবিকে এবং যার জিহ্বাকে তোমরা ভয় কর তাকে প্রদান করার মাধ্যমে। (আস্-সহীহাহ- ১৪৬১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) মারফূয়াত সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম খাতীবে বাগদাদী তার تَارِيْخُ بَغْدَادَ-এর (৯/১০৭) এ ইমাম ইবনে عَسَاكِرُ তার تَارِيْخُ دِمَشْقَ-এ ইমাম সাহমী তাঁর 'তারীখে জারজান' পৃষ্ঠা ১৮২; দায়লামী- ২/১৫৪-এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٣٣٩ـ عَنِ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ . (الصحيحة: ٨٥٥)

৩৩৯. হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন; যে (কিছু) বলেছে অতঃপর সে (কোন বিনিময়) পেয়েছে কিংবা চুপ করেছে অতঃপর সে শান্তি পেয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৮৫৫)

হাদীসটি হাসান।

বাগাভী তাঁর 'حَدِيْثُ كَامِلِ بْنِ طَلْحَةَ' ৩/২; কুযায়ী তার 'মুসনাদে শিহাব' ২/৪৭ হাসান বসরী থেকে মারফূ-মুরসাল সূত্রে।

হাফিয ইরাক্বী (র) 'তাখরীজে ইহইয়াহ'-তে ৩/৯৫ বলেন: হাদীসটি ইবনে আবীদ দুনইয়া তাঁর اَلصَّمْتُ। ও বায়হাক্বী তার 'শুআবুল ঈমানে' আনাস (রা) যয়ীফ সানাদে বর্ণনা করেছেন। কেননা বর্ণনাটি হল– إسماعيل بن عياش عن الحجازيين। শাইখ আলবানী (র) বলেন: উক্ত সূত্রে সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে আমার কাছে হাদীসটি হাসান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

٣٤٠ـ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ فِيْ ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِإِمْرَأَتِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ، وَحَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. (الصحيحة: ٥٤٥)

৩৪০. উম্মু কুলসুম বিনতি উকবাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। (ক) যুদ্ধে; (খ) মানুষের মধ্যে মিমাংসার ক্ষেত্রে এবং (গ) স্বামীর জন্য স্ত্রীকে (খুশি করার জন্য) কিছু বলার ক্ষেত্রে। অপর বর্ণনায় স্বামীর বক্তব্যে তার স্ত্রীর প্রতি (মিথ্যার সুযোগ রয়েছে) এবং স্ত্রীর (জন্য) স্বামীকে কিছু বলার ক্ষেত্রে। (আস্-সহীহাহ- ৫৪৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা মাওকুফান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তার সুনানের (২/৩০৪) এবং ইমাম তাবারানী তার الْمُعْجَمُ الصَّغِيرُ। গ্রন্থে সহীহ্ সানাদে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে ভিন্ন সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) এই সানাদটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: সূত্রটি শায়খাইনের শর্তযুক্ত।

٣٤١ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: اَلرُّؤْيَا ثَلَاثٌ، فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ، وَحَدِيْثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي. (الصحيحة: ١٣٤١)

৩৪১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; স্বপ্ন তিন প্রকার– (ক) আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ; (খ) মনের কল্পনা; (গ) শাইত্বানের পক্ষ হতে ভীতি। যদি তোমাদের কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে তবে সে যদি চায় তাহলে তা বর্ণনা করতে পারে। যদি কোন অপ্রীতিকর কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো নিকট না বলে। বরং সে যেন সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যায়।
(আস্-সহীহাহ- ১৩৪১)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ২/৩৯৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ- ১২/১৯৩/২; ইবনে মাজাহ- ২/৪৪৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। হাওযাহ বিন খলীফাহ ছাড়া সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ এবং শায়খাইনের রাবী। সেও সত্যবাদী, সেভাবে 'আত্-তাক্বরীবে' বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخِطْمِيِّ وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى الْكُوفَةِ، قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، وَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّي بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُوْنِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُاللهِ ابْنُ حَنْظَلَةَ الْغَسِيْلَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ. فَقَالَ قَيْس بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذٰلِكَ: يَا فُلَانُ لِمَوْلَى لَهُ: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (الصحيحة: ١٥٩٥)

৩৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল খিতমি থেকে বর্ণিত; তিনি কুফার আমীর ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা কাইস ইবনু সাদ ইবনু উবাদাহ এর নিকট তার বাড়িতে গেলাম। অতঃপর মুয়াজ্জিন আজান দিল। আমরা কায়িসকে বললাম, এসো আমাদের সাথে সালাত আদায় কর (অর্থাৎ, সালাতের ইমামতি করান)। তিনি বললেন, ঐ গোত্রের ইমামতি করতে যোগ্য নয় যাদের আমি আমীর নই। অতঃপর অপর একজন ব্যক্তি বলে উঠল, যাকে আব্দুল্লাহ ইবনু হানজালা আল গাসীল বলা হয়। (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ বলেন ব্যক্তি তার বাহনের (কাফেলার) ব্যাপারে অধিক হাক্বদার এবং তার বাড়িতে অধিক হাকদ্বার এবং সে তার বাহনে ইমামতি করবে। অতঃপর কায়িস ইবনু সাআদ ঐ সময় তার গোলামকে বলল, হে ওমুক! তুমি দাঁড়াও এবং তাদের সালাত পড়াও। (আস্-সহীহাহ- ১৫৯৫)

হাদীসটি হাসান।

দারেমী- ২/২৮৫; বায্যার- ৫৫; তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরে' হা. ৯০০.... এর সানাদ যঈফ....। (এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীস:)

ولايؤم الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ـ

সহীহ্ মুসলিম– ২/১৩৩-৩৪ (باب من أحق بالإمامة) .....

এবং ইমাম তিরমিযী বর্ণিত (৪/৬) হাদীস: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه সটিকে সহীহ্ গরীব বলেছেন। আল-বানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। (ইরওয়াউল গালীল– ২/২৫৭-৫৮; হাদীস নং ৪৯৪)

٣٤٣ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى هَلَكَةٍ . (الصحيحة: ١٨٧٨)

৩৪৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মু'মিনকে গালি দেয়া ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির ন্যায়। (আস্-সহীহাহ- ১৮৭৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। বায্যার পৃষ্ঠা ১/২৪৬ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম مناوى তার فيض القدير -এও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও সহীহ্ বুখারীর রাবী।

٣٤٤ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِـ(أَيْمَنَ) وَفِئَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ. قَالَ عَبْدُاللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هٰؤُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ، وَكُنْتُ

وَرَاءَ الْحُجْرَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ! لَا مِنَ اللهِ اسْتَحْيَوا، وَلَا مِنْ رَسُولِ اللهِ اسْتَتَرُوا. وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ عَبْدُاللهِ: فَبِلَأْيٍ مَا اسْتَغْفَرَ لَهُمْ. (الصحيحة: ٢٩٩١)

৩৪৪. সুলাইম ইবনু যিয়াদ আল হাজরামী থেকে বর্ণিত; আব্দুল্লাহ ইবনু হারিছ ইবনু জুয আল-যুবাইদি তাঁকে বর্ণনা করেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু আয়মানে পথ অতিক্রম করছিল। কুরাইশের একদল ব্যক্তি তাঁদের পরিধেয় লুঙ্গি খুলে চোখ মুখে পেচিয়ে উলঙ্গ হয়েছিল। আব্দুল্লাহ বললেন, যখন আমরা তাদের পাশ দিয়ে গেলাম তারা বলল, এরা পাদ্রী। এদের ছেড়ে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে আসলেন এবং যখন তাদের দেখলেন তারা পৃথক হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে ফিরে আসলেন। আমি হুজরার পিছনে ছিলাম আমি তাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) 'সুবহানাল্লাহ' তারা আল্লাহর ব্যাপারে শরম করে না এবং আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারেও শরম করে না! উম্মু আইমান তাঁর নিকট অবস্থান করছিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা করুন। আব্দুল্লাহ বললেন, কষ্ট পাওয়ার দরুন তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। (আস্-সহীহাহ- ২৯৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি সুলাইমান ইবনু যিয়াদ আল-হাজরামী মাকতুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বাল হাদীসটি তার মুসনাদে ৪/১৯১; মুসনাদে আবূ ইয়ালা- (৩/১০৯-১১০); বায্যার- (২/৪২৯-৪৩০)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত এবং শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ ও বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

٣٤٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَقَالُوا: مَا نُسَمِّيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سَمُّوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ. (الصحيحة: ٢٨٧٨)

৩৪৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমাদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র-সন্তান হলে। তারা বলল, আমরা তার কী নাম রাখব? অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, আমার নিকট যে নাম সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঐনামে তার নাম রাখ। (তাহলো) হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব।[১]

(আস্-সহীহাহ- ২৮৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ৩/১৯৬....। তিনি বলেছেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। এটা খণ্ডনে যাহাবী বলেছেন: (এর সানাদে) ইয়াকুব যঈফ (বর্ণনাকারী)। ..... তিনি মুখতালিফ ফিহী (বিতর্কিত) বর্ণনাকারী। (তাহযীবুত তাহযীব)....।

শুআয়েব আল-আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আহমাদ- ১/৩৭৭/১৭৭৪৮)

٣٤٦- عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلسَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ (فَضْلُ دَرَجَةٍ)، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ.

(الصحيحة: ١٨٩٤)

৩৪৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন: সালাম আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন। তোমরা তোমাদের মধ্যে তা প্রচার কর। কারণ মুসলিম ব্যক্তি যখন কোন গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তাদের উপর সালাম দেয় এবং তারা তার জবাব প্রদান করে তখন তাদের উপর তার (সালামদাতার) (অধিক মর্যাদা) লাভ হয়। আর যদি তারা তার জবাব না দেয় তবে তাদের চেয়ে যে উত্তম তিনি তার জবাব দেন। (আস্-সহীহাহ- ১৮৯৪)

হাদীসটি হাসান।

---

১. শাইখ আলবানী (র) তাঁর সিলসিলা আয্‌যঈফাতেও এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন (যার হাদীস নং ৩৭০৭) –তাজরীদকারক।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মারফূআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসনাদে বায্যার– হাদীস নং ১৯৯৯-তে উল্লেখ করেছেন। তবে সানাদটিতে একাধিক দুর্বল রাবির কারণে সানাদটি যঈফ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তবে হাদীসটির মুতাবায়াত পাওয়াযায় যা ইমাম তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীরের' হা. ১০৩৯২ উল্লেখ করেছেন। আর এই সানাদটি জাইয়েদ। তবে ইমাম বুখারী (র) হাদীস সহীহ্ সানাদে তার 'আদাবুল মুফরাদে' এর হা. ৯৮৯-এ উল্লেখ করেছেন।

আরো দ্রষ্টব্য অত্র পুস্তকের ২৯১ ও ২৯২ নং হাদীস।

٣٤٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّوَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيْبُوهُ.

(الصحيحة: ٨١٦)

৩৪৭. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: জিজ্ঞাসার পূর্বে সালাম দিতে হবে। যে ব্যক্তি সালামের পূর্বে কিছু জিজ্ঞাসা দ্বারা আলোচনা শুরু করে তোমরা তার জবাব দিয়ো না।

(আস্-সহীহাহ– ৮১৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মারফূআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদীর 'আল-কামেল' ২/৩০৩। তিনি হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে বলেন– 'সানাদ লাইয়েন' এবং এ মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের সানাদ ও মতন উভয়টিই মুনকার। আর হাদীসটি সুয়ূতী তার اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ এবং ইমাম مُنَاوِىْ তার فَيْضُ الْقَدِيْرِ-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আদী বলেন: (এ মর্মে বর্ণিত) সমস্ত হাদীস সানাদ ও মতন মুনকার, এটা যঈফ হওয়ারই বেশি নিকটবর্তী।

শাইখ আলবানী (র) সহীহ্ জামেউস সগীরে (হা. ৩৬৯৯) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٣٤٨ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: اَلشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيْحُهُ كَقَبِيْحِ الْكَلَامِ. (الصحيحة: ٤٤٧)

৩৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; কবিতা কথাবার্তার সমপর্যায়ের। এর ভাল অংশ কথাবার্তার ভাল অংশের ন্যায়। আর কদার্যতা কথাবার্তার কদার্যতার ন্যায়। (অর্থাৎ, ভাল কবিতা গ্রহণযোগ্য আর মন্দ কবিতা বর্জনীয়।) (আস্-সহীহাহ- ৪৪৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১২৫; দারাকুতনী (৪৯০)..... এর সানাদ যঈফ।

হায়ছামী (র) বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এটা হাসান নয়। তবে হ্যাঁ, এর সাক্ষ্যমূলক .... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّعْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ

আলবানী (র) বলেন: যদি ইবনে সাওবান ছাড়া আর কারো প্রতি আপত্তি না থাকে তবে হাদীসটি হাসান। কেননা ইবনে সাওবান সত্যবাদী। তিনি ভুল করতেন। যেভাবে 'আত্-তাক্বরীবে' বর্ণিত হয়েছে......।

অন্যত্র 'আয়িশা (রা) থেকে দারাকুতনী হাদীসটিকে আলবানী হাসান বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত হা. ৩৮০৭) তিনি (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন- সহীহ্ জামেউস সগীর হা. ৬০৪৬)

٣٤٩ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا . (الصحيحة: ٢٣٦)

৩৪৯. আমির ইবনু সা'দ তাঁর পিতার বরাতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ। কারণ, ইয়াহূদীরা তাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখে না। (আস্-সহীহাহ- ২৩৬)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানীর 'আওসাত' (২/১১); তিনি বলেন: যুহরী থেকে ইব্‌রাহীম ছাড়া এবং তাঁর থেকে তায়ালিসী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করে নি, এখানে যায়েদ একক বর্ণনাকারী।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তিনি সিক্বাহ ও হাফেয। অন্যান্যরা সিক্বাহ বর্ণনাকারী এবং আলী বিন সাঈদ ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

Contents

٣٥٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . (الصحيحة: ٦٥٥)

৩৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কৃতজ্ঞ আহারকারী ব্যক্তি ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের মর্যাদা রাখে। (আস্-সহীহাহ- ৬৫৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী- ২/৭৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং নির্ভরযোগ্য আর শায়খাইনের রাবী।

٣٥١- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ . (الصحيحة: ٥٧٣)

৩৫১. আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকাহ্ আবশ্যক। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যদি সে সামর্থ্য না রাখে তবে কি হবে? তিনি বললেন, সে হাত দ্বারা উপার্জন করবে। অতঃপর সে নিজেকে উপকৃত করবে এবং সাদাকাহ্ করবে। তাঁকে বলা হল, যদি সে তাতেও সামর্থ্য না রাখে তবে? তিনি বললেন, চিন্তাগ্রস্থ অভাবীকে সাহায্য করবে। প্রশ্ন করা হলো যদি তাতেও সামর্থ্য না রাখে তবে কি বলেন? তিনি বললেন, সৎ অথবা মঙ্গল কাজের আদেশ করবে। তিনি বললেন, যদি তাও না করে? তিনি বললেন, মন্দ কর্ম হতে বাধা দান করবে। কারণ এটিও একটি সাদকাহ্। (আস্-সহীহাহ- ৫৭৩)

হাদীসটি সহীহ্।

بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) সহীহ্ বুখারী– ২/১২১ (
فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ এবং بَابُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) 'আদাবুল মুফরাদ' হা.
৩৫-৪৬; সহীহ্ মুসলিম– ৩/৮৩/২৩৮০ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ
عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ) প্রভৃতি। ....

٣٥٢ـ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ مَرْفُوعًا: عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيْرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَالْعَظْمَةَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِى الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ، الْمُسْتَغِيْثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيْفِ، كُلُّ ذٰلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِى جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرٌ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كَيْفَ يَكُونُ لِى أَجْرٌ فِى شَهْوَتِى؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ هَدَاهُ. قَالَ: فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ. قَالَ: كَذٰلِكَ فَضَعْهُ فِى حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ. (الصحيحة: ٥٧٥)

৩৫২. আবূ যর (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; প্রতিটি দিন যার মধ্যে সূর্য উদিত হয় প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সাদকাহ দেওয়া কর্তব্য। আমি বললাম,

হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমরা সাদকাহ দিব। আমাদের তো সম্পদ নেই? তিনি বললেন, সাদকার মধ্য হতে (কিছু সাদকাহ) হচ্ছে তাকবীর اَللّٰهُ اَكْبَرُ। (আল্লাহু আকবার) বলা, سُبْحَانَ اللّٰهِ। (সুবহানাল্লাহ) ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল-হামদুলিল্লাহ) وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ। (ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) বলা। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে। অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। মানুষের চলাচলের রাস্তা হতে কাঁটা, হাড্ডি ও পাথর সরিয়ে ফেলবে। অন্ধকে পথ দেখাবে, বধির ও বোবাকে শুনিয়ে দিবে যেন তারা বোঝে। কোন পথের অনুসন্ধানকারীকে তার পথ দেখাবে যার স্থান সম্পর্কে তুমি অবগত রয়েছ। কোন বিপদগামী সাহায্যপ্রার্থীর দিকে তোমার পায়ের গোছাকে দৃঢ়ভাবে চালাবে। দুর্বলের জন্য তোমার বাহুকে দৃঢ়ভাবে উঠাবে। এ সবই হলো সাদকাহ্ যা তোমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি। আর তোমার জন্য তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও পূণ্যের কর্ম।

আবূ যর বলেন, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে আমার পুণ্য আসল আবার কিভাবে? তিনি বললেন, যদি তোমার সন্তান থাকে আর সে বড় হয় আর তুমি তার মঙ্গলের ব্যাপারে আশাবাদী হও। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে তবে তুমি কি তার ব্যাপারে সওয়াবের আশা কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি কি তাকে সৃষ্টি করেছ? সে বলল, বরং আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে হিদায়াত দিয়েছ? সে বলল, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিদায়াত দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে খাবার দিয়ে থাক? সে বলল, বরং আল্লাহ্ তাকে খাবার দান করে থাকেন। তিনি বললেন, তবে এমনই। তুমি হারাম থেকে বিরত থাক এবং হালালের মধ্যে তা (শাহওয়াত বা প্রবৃত্তিকে) রাখ। আল্লাহ্ যদি চান তবে (সন্তান) জীবিত রাখবেন আর যদি তিনি চান তবে মৃত্যু দান করবেন। আর তোমার জন্য বিনিময় (পুণ্য) রয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৫৭৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ যার (রা) মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ– ৫/১৬৮। শুআয়িব আরনাউদ ও আদেল মুরশিদ এবং শাইখ আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

٣٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ. (الصحيحة: ١٤٤٦)

৩৫৩. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখ; যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। (আস্-সহীহাহ- ১৪৪৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবূ নুঈমা আল-আসবাহানী তার حُلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ فِي طَبَقَاتِ الأَصْفِيَاءِ কিতাবের (৭/৩৩২)-এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٣٥٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ. (الصحيحة: ١٤٤٧)

৩৫৪. ইবনু আব্বা[illegible] (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখ যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। কারণ এটা তাদের জন্য আদব তথা শিক্ষা। (আস্-সহীহাহ- ১৪৪৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) মারফূ'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানীর 'কাবীর' (৩/৯/২) একই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান। তাছাড়া হাদীসটি ভিন্ন শব্দে حُلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ فِي طَبَقَاتِ الأَصْفِيَاءِ আবূ নুঈমা আসবাহানী উল্লেখ করেছেন।

٣٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَمْ يُغَطَّ وَلاَ سِقَاءٍ لَمْ يُوكَ، إِلاَّ وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (الصحيحة: ٣٠٧٦)

৩৫৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা পাত্র ঢেকে রাখ, মশক বেঁধে রাখ। কারণ, পুরো বছরে একটি রাত্র রয়েছে যার মধ্যে মহামারি এসে থাকে। আর যে সকল পাত্র ও মশক খোলা থাকে সেখানে ঐ মহামারিটি পতিত হয়। **(আস্-সহীহাহ- ৩০৭৬)**

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৩/৩৫৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

٣٥٦ـ عَنْ وَحْشِيٍّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ؟ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ، اِجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ.

(الصحيحة: ٦٦٤)

৩৫৬. ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বলেন; হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার গ্রহণ করি তবে পরিতৃপ্ত হই না! তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খাবার গ্রহণ করে থাক। তোমরা তোমাদের খাবারের প্রতি সমবেত হও (অর্থাৎ একত্রে আহার কর) এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তবে তোমাদের (খাবারে) বারাকাত লাভ হবে।

(আস্-সহীহাহ- ৬৬৪)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

আবূ দাঊদ- ২/১৩৯; ইবনে মাজাহ- ২/৩০৭; ইবনে হিব্বান হা. ১৩৪৫; হাকিম- ২/১০৩; আহমাদ- ৩/৫০১।

হাফেয ইরাক্বী 'তাখরীজে ইহইয়াহ'-তে (২৪) বলেন: এর সানাদ হাসান...

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এটি হাসান নয়....। (পরিশেষে বলেন) তবে হাদীসটি হাসান লি-গায়রিহী। কেননা, এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

٣٥٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا: فِيْ ابْنِ آدَمَ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُ مِئَةِ سُلاَمَى أَوْ عَظْمٍ أَوْ مَفْصِلٍ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، كُلُّ

كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ، وَالشُّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ تَسْقِيْهَا صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ . (الصحيحة: ٥٧٦)

৩৫৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; বানী আদাম তথা আদম সন্তানের মধ্যে তিনশত ষাটটি হাড় অথবা জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে। এগুলোর প্রতিটির জন্য প্রত্যেক দিন সাদাকাহ রয়েছে। প্রতিটি উত্তম কথাই সাদাকাহ। এক ভাইয়ের পক্ষে অন্য ভাইয়ের সাহায্যও সাদাকাহ। পানি পান করানোও সাদাকাহ। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সাদাকাহ। (আস্-সহীহাহ- ৫৭৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মারফূ'য়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৬২-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান- ইন্‌শাআল্লাহ।

٣٥٨- عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، قَالَ: أَنْ لَّا تَجُوْرُوْا . (الصحيحة: ٣٢٢٢)

৩৫৮. 'আয়িশা (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের ব্যাপারে ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا তিনি বলেন, أَنْ لَّا تَجُوْرُوْا অর্থাৎ, তোমরা যেন অত্যাচার না কর। (আস্-সহীহাহ- ৩২২২)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৭৩০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম- ২/১০৪/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও আব্দুর রহমান বিন ইব্‌রাহীম ছাড়া সবাই শায়খাইনের রাবী। .... সে সিক্বাহ হাফেয।.....

٣٥٩- عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا، فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ

Contents

يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . (الصحيحة: ٣١٠٤)

৩৫৯. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ যখন প্রত্যেক রাতে বিছানায় আসতেন তখন তিনি উভয় তালু মিলাতেন এবং ফুঁ দিতেন। অতঃপর পাঠ করতেন, قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস), قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (সূরা ফালাক) এবং قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (সূরা নাস)। অতঃপর তিনি যতটুকু সম্ভব মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে– চেহারা মুছে নিতেন এবং শরীরের যতটুকু সম্ভব হাত ফেরাতেন। আর তিনি তিনবার এমন করতেন। (আস্-সহীহাহ– ৩১০৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি 'আয়িশা (রা) মারফূ'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হাদীসটি সহীহ্ বুখারী হা. (৫০১৭) (بَابُ فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ) ও (৬৩১৯); আবূ দাঊদ হা. ৫০৫৬; তিরমিযী হা. ৩৩৯৯; ইবনে মাজাহ হা. ৩৮৭৫; ইমাম নাববী তার 'আযকার'-এ এবং আহমাদ তার 'মুসনাদে' (৬/১১৬ ও ১৫৪) হা. (২৪৯০৭ ও ২৫২৬৩)। ইমাম ইবনে কাইয়্যুম তার اَلْوَابِلُ الصَّيِّبُ مِنَ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ।-এর পৃষ্ঠা ১২৭-এ উল্লেখ করেন।

٣٦٠ـ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا. (الصحيحة: ٩٩٢)

৩৬০. আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন তিনি (নাবী ﷺ) কাউকে কোথাও প্রশাসনের কাজে পাঠাতেন তখন তিনি বলতেন, মানুষদের সুসংবাদ প্রদান কর। তাদের মন্দ কিছু শুনাবে না। তাদের সাথে সহজ-সুলভ আচরণ করবে কঠোরতা প্রদর্শন করবে না। (আস্-সহীহাহ– ৯৯২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) مَوْقُوفًا সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ্ মুসলিম– (৫/১৪১/৪২৬৬) (بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ

(التَّنْفِيْرِ)। রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ তার 'সুনানের' (২/২৯৩)-তে উল্লেখ করেন। আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্।

٣٦١ـ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا . (الصحيحة: ٣٤٧٣)

৩৬১. আনাস (রা) নাবী ﷺ থেকে বলেন: তিনি (নাবী ﷺ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার উল্লেখ করতেন; যেন তা বুঝা সহজ হয়। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট যেতেন তখন তিনবার সালাম দিতেন। (আস্-সহীহাহ্- ৩৪৭৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) মারফূ'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ্ বুখারী- (৯৪, ৯৫, ৬২৪৪) (بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ); তিরমিযী হা. ২৭২৩, ৩৬৪০; তাঁরই 'আশ্-শামায়েলে' ১২০/১৯২; আবূশ শায়েখ 'আখলাকুন নাবী' (৮৩)-তে।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٣٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا، أَوْ صَلَّى صَلاةً تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . (الصحيحة: ٣١٦٤)

৩৬২. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন তিনি (ﷺ) কোন মাজলিসে বসতেন কিংবা সালাত আদায় করতেন তখন তিনি কিছু বাক্য পাঠ করতেন। 'আয়িশা (রা) তাকে ঐ বাক্যসমূহের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন? তিনি বললেন, যদি উত্তম কথা বলা হয় তবে তা কিয়ামাত পর্যন্ত অভ্যাস হয়ে যায়

আর অন্য কথা বলা হয় তবে তা কাফ্ফারা হয়ে যায়– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ "হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটই তাওবাহ্ করছি। (আস্-সহীহাহ- ৩১৬৪)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ' ৩০৯/৪০০; বায়হাক্বীর 'শু'আবুল ঈমান' ১/৪৪৩৫/২৬৯; আহমাদ– ৬/৭৭; তাবারানীর 'আদ-দুআ' ৩/১৬৫৬-৫৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। যেভাবে হাফেয ইবনে হাজার (র) তাঁর 'النكت على ابن الصلاح' (২/৭৩২-৩৩)-এ বলেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং সহীহ্ মুসলিমের রাবী....।

٣٦٣ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُبِكَ أَنْ نَزِلَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ... بِالْإِفْرَادِ فِي الْافْعَالِ كُلِّهَا)، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا .
(الصحيحة: ٣١٦٣)

৩৬৩. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: তিনি (নাবী ﷺ) যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন– اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُبِكَ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا হে আল্লাহ! তোমার নামে বের হচ্ছি ও তোমার উপরই ভরসা রাখি। হে আল্লাহ! পথচ্যুত হওয়া থেকে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি। (অপর বর্ণনায় ازل আছে আবার ازل-ও আছে। সকাল কাজে পৃথক পৃথকভাবে) কিংবা আমরা পথভ্রষ্ট হব, বা অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব কিংবা আমরা অপরাধ করব বা আমাদের প্রতি অপরাধ-অন্যায় করা হতে। এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (আস্-সহীহাহ- ৩১৬৩)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী তার (৯/১২৬/৩৪২৩); সুনানে নাসায়ী– ২/৩২২ এবং তাঁরই 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' ১৭৬/৮৭; ইবনুস সুন্নী (১৭২); হাকিম– ১/৫১৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ– (১০/২১১/৯২৫০); আহমাদ– ৬/৩০৬; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' (২৩/৩২০/৭২৭); তাঁরই 'আদ্-দুআ' (২/৯৮৬/৪১১)।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাকিম বলেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ্......।

٣٦٤ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ ﷺ إِذَا صَافَحَ رَجُلاً لَمْ يَتْرُكْ يَدَهُ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكُ لِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (الصحيحة: ٢٤٨٥)

৩৬৪. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করতেন তখন ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছাড়তেন না। (আস্-সহীহাহ– ২৪৮৫)

হাদীসটি হাসান।

খতীব তাঁর 'الموضح' ২/২২৫...... যঈফ।...... তিরমিযী– ২/৮০; ইবনে মাজাহ হা. ৩৭১৬; তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ– ১/৩৭৮; বাগভী 'শরহে সুন্নাহ' ১৩/২৩৫/৩৪৮০..... যঈফ।

আবূশ শায়েখ 'আখলাকুন নাবী' পৃষ্ঠা ২৫..... যঈফ....। সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২১৩২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। যদিও মুবারক বিন ফাযালাহ মুদাল্লিস ও এক্ষেত্রে 'আন'আনাহ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য বাক্যের এই সূত্রের হাদীসটি সহীহ্। কেননা এর অনেক সাক্ষ্য রয়েছে।.... (অতঃপর শায়েখ আলবানী সাক্ষ্যমূলক দু'টি হাদীস উল্লেখ করেন.....) দ্বিতীয় হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। হায়ছামী (র) ৯/১৫ বলেন: বায্যার এবং তাবারানী তাঁর 'আল-আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। তাবারানীর সানাদটি হাসান

٣٦٥ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ذِى الْجَنَاحَيْنِ: كَانَ ﷺ إِذَا عَطِسَ حَمِدَ اللهَ، فَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. (الصحيحة: ٢٣٨٧)

৩৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর যুল জানাহাইন (দু'পাখাওয়ালা)-এর সূত্রে বর্ণিত; নাবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলতেন) করতেন। অতঃপর তাঁর জবাবে বলা হত, يَرْحَمُكَ اللهُ (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।) তখন তিনি বলতেন, يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (তিনি তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন)। (আস্-সহীহাহ- ২৩৮৭)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে তায়ালিসী হাদীস নং ২৬৫৯.... এর সানাদ যঈফ.....; হাকিম- ৪/১৭৯..... তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

যাহাবী খণ্ডন করে যঈফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক রয়েছে..... আহমাদ- ৫/৪৫৫; উক্ত ধারাবাহিকতায় হাকিম পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন।

٣٦٦ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا ... (الصحيحة: ٢٦٤٧)

৩৬৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-এর সাথীগণ যখন পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করত তখন তারা মুসাফাহা (করমর্দন) করত। আর যখন সফর থেকে আগমন করত তখন মুয়ানাকা করত।

(আস্-সহীহাহ- ২৬৪৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) مَوْقُوفًا সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানীর 'আওসাত' (১/৮/১/৯৯)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ জাইয়্যেদ।

٣٦٧ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهُ يَمْشُونَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ، وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ . (الصحيحة: ٤٣٦)

৩৬৭. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তাঁর (নাবী ﷺ-এর) সাথীগণ তাঁর সামনে চলত যখন তিনি (কোথাও যাওয়ার জন্য) বের হতেন। আর পিছনের দিকটি ফেরেশতাদের জন্য খালি রাখা হত। (আস্-সহীহাহ- ৪৩৬)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৩/৩০২; ইবনে মাজাহ- ১/১০৮.....। তাছাড়া আহমাদ- ৩/৩৩২; হাকিম- ৪/২৮১ দু'টি সানাদে।

শেষেরটি সুফিয়ান থেকে যার শব্দগুলো হলো, (كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَشَيْنَا قُدَّامَهُ، وَتَرَكْنَا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ)। হাকিম চুপ থেকেছেন। এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ্.....।

٣٦٨- عَنْ أَبِى مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ﴾، ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ (الصحيحة: ٢٦٤٨)

৩৬৮. আবূ মদীনাহ আদ্-দারামী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী এমন ছিলেন যে, যখন তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটত তখন একে অপরের নিকট (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ) অর্থাৎ সূরা আসার পাঠ করা ব্যতীত পৃথক হত না। অতঃপর একে অন্যের প্রতি সালাম বিনিময় করতেন। (আস্-সহীহাহ- ২৬৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ মাদীনা আদ-দারেমী مَقْطُوعًا সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানীর 'আওসাত' (২/১১/২/৫২৫৬) এবং الْمُعْجَمُ الصَّغِيْرُ-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٣٦٩- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاطَّلَعَ فِى بَيْتِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَسَدَّدَهُ نَحْوَ عَيْنَيْهِ حَتَّى انْصَرَفَ . (الصحيحة: ٦١٢)

৩৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে ঘরে উঁকি দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঝুড়ি হতে তীর বের করলেন এবং তার চোখ বরাবর (মারার জন্য) তাক করলেন। অতঃপর সে ফিরে গেল। (আস্-সহীহাহ- ৬১২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) মাওকুফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ১০৬৯; আহমাদ– ৩/১৯১-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ্।

٣٧٠ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى . (الصحيحة: ٢٠٢١)

৩৭০. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; জাহেলী যুগের লোকজন প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা করত। যখন নাবী ﷺ মাদীনায় আসলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য দুটি দিন ছিল যার মধ্যে তোমরা খেলাধুলা করতে। আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'টি দিনের পরিবর্তে উত্তম দিন তোমাদের দান করেছে (তা হলো) ফিতরের দিন ও কুরবানীর তথা আযহার দিন। (আস্-সহীহাহ- ২০২১)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী– ১/২৩১; তাহাবীর 'শরহু মুশকিলিল আসার' ২/২১১; আহমাদ– ৩/১০৩, ১৭৮, ২৩৫, ২৫০.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্....।

ইমাম হাকিম বলেছেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٣٧١ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ نَاسٌ يأتون رسول الله ﷺ مِنَ الْيَهُودِ، فيقولون: السَّام عليك! فيقول: وعليكم. ففطنت بهم عَائِشَةُ فسبتهم، (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْ يَا عَائِشَةُ! (لَا تَكُونِي فَاحِشَةً) فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: أَلَيس قد رددت عليهم؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (الصحيحة: ٢٧٢١)

৩৭১. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ইয়াহুদীদের অনেক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আসত এবং বলত, اَلسَّامُ عَلَيْكَ (আপনার মৃত্যু হোক) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলতেন, وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের উপর তাই হোক)। অতঃপর 'আয়িশা (রা) তা বুঝতে পারেন এবং তাদের বকাবকি করেন। (অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'আয়িশা (রা) বলেন, বরং তোমাদের মৃত্যু হোক ও অমঙ্গল হোক)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে 'আয়িশা! তুমি থেমে যাও। (তুমি কর্কশভাষী হয়ো না) কারণ, আল্লাহ তা'আলা কঠোরতা পছন্দ করেন না। আবার কঠোর হওয়াও পছন্দ করেন না। তিনি ('আয়িশা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো এমন এমন কথা বলেছে! অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, আমি কি তাদের উপর তা ফিরিয়ে দেইনি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ (যখন তারা আপনার নিকট আসে তখন তারা এমন শব্দে সালাম বলে; যে শব্দে আল্লাহ সালাম বলেন না।) আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। (আস্-সহীহাহ- ২৭২১)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে ইবনে রাহুয়াহ- ৪/১৬৮/১....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: শায়খাইনের শর্তে হাদীসটি সহীহ্। (মূল মর্মে) সহীহ্ মুসলিমেও– ৭/৪ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِبْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে.....।

٣٧٢ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: كَانَ ﷺ يُسَمِّى الْأُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا . (الصحيحة: ٢١٣١)

৩৭২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর মাদী ঘোড়ার নাম فَرَسٌ ঘোড়া রাখত। (আস্-সহীহাহ- ২১৩১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম– ২/১৪৪.....। তিনি বলেন: হাদীসটি শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা মুসা বিন সাহলকে শায়খাইন উল্লেখ করেন নি।.... (অতঃপর শায়েখ আলবানী এই নামে চার জনের কথা উল্লেখ করেন। যাদের একজন ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ীর শায়েখ, তিনি সিক্বাহ। দ্বিতীয় ব্যক্তি যঈফ। তৃতীয় ব্যক্তি যঈফুন জিদ্দান। চতুর্থ ব্যক্তি অজ্ঞাত....। অতঃপর তাঁর পর্যালোচনার শেষে আলবানী বলেন)... হাদীসটি সহীহ্ বা হাসান।.....

শাইখ আলবানী (র) অন্যত্র হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। (সহীহ্ আবূ দাঊদ হাদীস নং ২৫৪৬; সহীহ্ জামেউস সগীর হাদীস নং ৪৯৫৪৪)

٣٧٣ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى، قَالَتْ: كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ . (الصحيحة: ٣١٢٥)

৩৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনু আবু রাফে' তাঁর দাদা সুলামী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারের মাঝখান থেকে খাওয়া পছন্দ করতেন না। (আস্-সহীহাহ- ৩১২৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' ২৪/২৯৭/৭৫৪.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং ফাইদ ছাড়া সবাই সহীহ্ বুখারীর রাবী। আর সেও সিক্বাহ। ইবনে মাঈন প্রমুখ তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার (র) 'আত্-তাক্বরীবে' বলেছেন; সে সত্যবাদী।.....

٣٧٤ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ أَحدٌ عَقِبَهُ، وَلَكِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ . (الصحيحة: ١٢٣٩)

৩৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে কারো চলা অপছন্দ করতেন। তবে ডানে ও বামে চলা পছন্দ করতেন। (আস্-সহীহাহ- ১২৩৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) موقوفًا সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। المستدرك على تار ابويسع ابوعبد الله الى كم النيسابورى الصحيحين-এর (৪/২৭৯) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। আর ইমাম আয্যাহাবী এতে চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তবে শু'আয়িব বিন মুহাম্মাদ সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারী নয়।

٣٧٥ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُرُّ بِالْغِلْمَانِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ. (الصحيحة: ١٢٧٨)

৩৭৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোটদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন এবং তাদের বরকতের জন্য দু'আ করতেন। (আস্-সহীহাহ- ১২৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে আসাকির- ১৭/৪৪৫/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (এর সানাদে) মুহাম্মাদ আল-মাক্কারী মাতরুক- যেভাবে হাফিয ইবনে হাজার বলেছেন। অবশ্য সহীহ্ বুখারী (১১/২৭ ফাতহ সহ, অনুচ্ছেদ- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ সহীহ্ মুসলিম- ৭/৫-৬/৫৭৯৩ (بَابُ اِسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ) দারেমী- ২/২৭৬ প্রমুখ সাবিত বুনানী, আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِم .... ।

٣٧٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ . (الصحيحة: ١٦٩)

৩৭৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; ঐ বক্তব্য যেখানে তাশাহ্হুদ (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য) নেই তা অচল হাতের ন্যায়। (আস্-সহীহাহ- ১৬৯)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) মারফু'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ হা. ৪৮৪১; ইবনে হিব্বান হা. ১৯৯৪; বায়হাক্বী- ৩/২০৯; আহমাদ- ২/৩০২, ৩৪৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) পর্যালোচনা শেষে বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্।

٣٧٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا. (الصحيحة: ٢٠٤١)

৩৭৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: বনী আদামের সবাই নেতা। ব্যক্তি তার পরিবারের নেতা আর স্ত্রী তার গৃহের নেত্রী। (আস্-সহীহাহ- ২০৪১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে সুন্নীর 'আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ' (৩৮২); আবূ বকর ইস্পাহানীর 'আল-ফাওয়ায়েদ' ১৩/১৯০/১....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٣٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ . (الصحيحة: ٢٦٩١)

৩৭৮. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা একত্রে খাবার গ্রহণ কর। পৃথক হয়ে যেও না। কারণ, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। (আস্-সহীহাহ- ২৬৯১)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তার 'আল-আওসাত' ২/৭৫৯৭।

শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কীত হাদীসগুলোর বিভিন্ন সানাদের বিশ্লেষণের শেষে বলেন: সম্মিলিতি বর্ণনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি কমপক্ষে হাসান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

٣٧٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. (الصحيحة: ٣٣٠)

৩৭৯. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা যখন নাবী ﷺ-এর খিদমাতে যেতাম তখন যে যেখানে যেত সেখানেই সে বসত। (আস্-সহীহাহ- ৩৩০)

হাদীসটি হাসান।

যুহাইর বিন হারব তার 'আল-ইলম' হা. ১০০; ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১১৪১; আবূ দাঊদ হা. ৪৮২৫; তিরমিযী- ২/১২১; আহমাদ- ৫/৯১, ৯৮, ১০৭-০৮....।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্ গরীব।....

শুআয়িব আল-আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ- ৫/৯১/২০৮৮৭।

٣٨٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا قُلْنَا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ، وَمَغْفِرَتُهُ (الصحيحة: ١٤٤٩)

৩৮০. যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ যখন আমাদের সালাম দিতেন তখন আমরা বলতাম- وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ، وَمَغْفِرَتُهُ। (আস্-সহীহাহ- ১৪৪৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মাওকুফান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর 'আত্-তারীখে কাবীর'-এ বারীদের মান নির্ণয় করতে গিয়ে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি اَلتَّارِيْخُ الصَّغِيْرُ-এও উল্লেখ রয়েছে।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং এর সকল রাবী সিক্বাহ বলে উল্লেখ করেছেন।

٣٨١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِيْ، عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (الصحيحة: ٣١٧٨)

৩৮১. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দাঁড়িয়ে পান করতাম এবং হেঁটে আহার গ্রহণ করতাম।[১] (আস্-সহীহাহ্- ৩১৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ- ৮/২০৫/৪১৭০; আহমাদ- ২/১০৮; সুনানে দারেমী- ২/১২০; তিরমিযী- ৬/১৪৮/১৮৮০; তাহাবীর 'শরহু মা'আনিল আসার' ২/৩৫৮।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ গরীব।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবী। তবে হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তের উপর রয়েছে....।

٣٨٢ـ قَالَ ﷺ: لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتّٰى يُرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا. وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُاللهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَأَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ، وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمْ. (الصحيحة: ٣٣٦)

৩৮২. নাবী ﷺ বলেন: তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা তা পূর্ণ করার চেয়ে বমি দ্বারা পূর্ণ করা উত্তম হবে। (অর্থাৎ, অনর্থক কবিতার পেছনে পড়া খুবই খারাপ কাজ।)

---

১. বিশেষ কোন প্রয়োজনে কখনও কখনও হেঁটে কিংবা দাঁড়িয়ে পান করা যেতে পারে। —অনুবাদক।

এ হাদীসটি অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজন হলেন, আবূ হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, সাআদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবূ সাঈদ আল খুদরী ও উমার (রা) প্রমুখ। (আস্-সহীহাহ- ২৩৬)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম- ৭/৫০/৬০৩২; কিতাবুশ শির (১ :بـاب) আবূ দাউদ হা. ৫০০৯; তিরমিযী- ২/১৩৯; ইবনে মাজাহ হা. ৩৭৫৯; তাহাভী তার 'শরহু মাআনিল আসার' ২/৩৮০; আহমাদ- ২/২৮৮, ৩৫৫, ৩৯১, ৩৭৮, ৪৮০।

٣٨٣- عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ. (الصحيحة: ٢١٥٤)

৩৮৩. আবূ মাসউদ (রা) নাবী থেকে বর্ণনা করেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি অধিকার আছে। যখন সে হাঁচি দিবে তখন সে তার জবাব দিবে। দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে। মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় শরীক হবে। অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করবে। (আস্-সহীহাহ- ২১৫৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি সাহাবায়ে কিরামদের এক জামাত রিওয়ায়াত করেছেন তন্মধ্যে আবূ হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবূ সাঈদ আল-খুদরী, উমার এবং অন্যান্যগণ। ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৯২৩; ইবনে মাজাহ- ১/৪৩৮; ইবনে হিব্বান হা. ২০৬৪; হাকিম- ১/৩৪৯, ৪/২৬৪; আহমাদ- ৫/২৭৩।

হাকিম বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

٣٨٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَمَّا عَرَجَ بِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ، وَيَقَعُوْنَ فِى أَعْرَاضِهِمْ. (الصحيحة: ٥٣٣)

৩৮৪. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন আমার প্রভু আমাকে উপরে নিয়ে যান (অর্থাৎ আমার মিরাজ হয়) আমি এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের তামার নখ ছিল। তারা তাদের বক্ষ ও চেহারা চিরতে ছিল। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐসকল ব্যক্তি; যারা মানুষের গোশত খায় এবং তাদের মান সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে (অর্থাৎ, গীবাত ও ছিদ্রান্বেষণে তারা ব্যস্ত থাকত।)। (আস্-সহীহাহ- ৫৩৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৩/২২৪; ..... আবূ দাঊদ হা. ৪৮৭৮.....। ইমাম মুনযিরী তার 'আত্-তারগীবে' ৩/৩০০ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন....।

শুআয়িব আরনাউত বলেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ্। এটি আব্দুর রহমান বিন জুবায়ের সূত্রে বর্ণিত। যার পরিপূরক হলেন, রশিদ বিন সাদ। তিনি সুনান চতুষ্টয়ের বর্ণনাকারী এবং সিক্বাহ। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ- ৩/২২৪/১৩৩৬৪)

٣٨٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِطَّلَعَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَ: هٰذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو إِلَى اللهِ اللِّسَانَ عَلَى حِدَّتِهِ. (الصحيحة: ٥٣٥)

৩৮৫. যায়িদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ বাকার (রা)-এর দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি জিহ্বা টানছেন। তিনি বললেন, ওহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খালীফা! আপনি কী করছেন? তিনি বললেন: এটি আমাকে ধ্বংসের নিকট এনেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পুরো দেহের মধ্যে শুধু জিহ্বাই পৃথকভাবে আল্লাহর নিকট তার পরিচালনার ব্যাপারে নালিশ করবে।(আস্-সহীহাহ- ৫৩৫)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে আবূ ইয়ালা– ১/৪; ইবনে সুন্নীর 'আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ' (৭)....। বায়হাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' ৯/৬৫/২....।

শাইখ আলবানী (র) (পর্যালোচনার পর) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্।....

٣٨٦ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيقِ. (الصحيحة: ٨٥٦)

৩৮৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মহিলাদের জন্য রাস্তার মধ্যভাগ (ব্যবহার উচিত) নয়। (আস্-সহীহাহ- ৮৫৬)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

'আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাক্বাহ' ৯/৫/২; সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ১৯৬৯; ইবনে আদী তার 'আল-কামেলের' ১/১৯২; বায়হাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' ২/৪৭৫/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান....।

শুআয়িব আরনাউত বলেন: হাদীসটি হাসান লি-গায়রিহী। (তাহক্বীক্বকৃত সহীহ্ ইবনে হিব্বান– ১২/৪১৫/৫৬০১)

٣٨٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. (الصحيحة: ١٤٩)

৩৮৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মু'মিন নয়; যে পরিতৃপ্ত থাকে আর পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (আস্-সহীহাহ- ১৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১১২); তাবারানীর 'আল-কাবীর' ৩/১৭৫; হাকিম– ৪/১৬৭; ইবনে আবী শায়বা'র 'কিতাবুল ঈমান' ২/১৮৯; খাতীব তার 'তারীখে বাগদাদ' ১০/৩৯২; ইবনে আসাকির– ৯/১৩৬/২; যিয়া আল-মাকদেসী 'আল-মুখতারা' ১/২৯২/৬২.....।

হায়সামী (র) তাঁর 'আল-মুজমাউয যাওয়ায়েদে' ৮/১৬৭ বলেন: "তাবারানী ও আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।"

হাকিম বলেন: সানাদটি সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তারা উভয়ে যা বলেছেন সেটা সঠিক। কেননা এর সাক্ষ্য রয়েছে.....।

٣٨٨- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِالْبَذِيِّ . (الصحيحة: ٣٢٠)

৩৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মুমিন ব্যক্তি (কখনো) খোঁটাদানকারী, লানাতকারী, অশ্লীলভাষী ও কর্কশভাষী হতে পারে না। (আস্-সহীহাহ- ৩২০)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ১/৪০৪-০৫; ইবনে আবী শায়বা'র 'কিতাবুল ঈমান' হা. ৮০; ..... ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩৩২; তিরমিযী- ১/৩৫৭; হাকিম- ১/১২; আবূ নুঈম 'আল-হিলইয়াহ' ৪/২৩৫, ৫/৫৮; খাতীব- ৫/৩৩৯....।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম হাকিম বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তারা উভয়ে যা বলেছেন।....

٣٨٩- عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلِيُسَلِّمُ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلِيُسَلِّمُ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ. (الصحيحة: ٢١٩٩)

৩৮৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: আরোহী চলন্ত ব্যক্তিকে সালাম দিবে। চলন্ত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর অল্পসংখ্যক অধিকসংখ্যককে সালাম দিবে। যে সালামের জবাব দেবে তা তার জন্য হবে (অর্থাৎ, শান্তি ও সওয়াব) আর যে ব্যক্তি জবাব দেবে না তার জন্য কিছুই মিলবে না। (আস্-সহীহাহ- ২১৯৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৯৯২; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদীস নং ১৯৪৪৪; আহমাদ– ৩/৪৪৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। আবূ রশীদ আল-হিবরানী ছাড়া সবাই সহীহ্ মুসলিমের রাবী। আর তিনিও সিক্বাহ।.....

٣٩٠- عَنْ أَبِىْ كَرِيْمَةَ الشَّامِيِّ مَرْفُوْعًا: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ اقْتَضٰى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (الصحيحة: ٢٢٠٤)

৩৯০. আবূ কারীমাহ আশ-শামী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; প্রতিটি মুসলমানের উপর মেহমানের রাত্রির অধিকার রয়েছে (অর্থাৎ, মেহমানের জন্য রাতের বসবাসের অধিকার রয়েছে) যে ব্যক্তি তার আঙ্গিনায় রাত্রি যাপন করবে তা তার ঋণ হয়ে যাবে; যদি চায় তবে সে তা আদায় করবে নতুবা তা পরিত্যাগ করবে। (অর্থাৎ, মেহমানদারী করা মেজবানের দায়িত্ব যদি সে যথাযথভাবে পালন না করে তবে মেহমান ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে)। (আস্-সহীহাহ্- ২২০৪)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৭৪৪; আবূ দাঊদ– ২/১৩৭; ইবনে মাজাহ– ২/৩৯২; তাহাবী তার 'শরহু মুশকিলিল আসার' ৪/৩৯; আহমাদ– ৪/১৩০, ১৩২, ১৩৩; তাম্মাম– ২/২৫০; ইবনে আসাকির– ২/৭৭/১৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।.....

٣٩١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَهَبْتُ أَحْكِيْ اِمْرَأَةً وَرَجُلًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا . (الصحيحة: ٩٠١)

৩৯১. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক পুরুষ ও এক মহিলার কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারো কিছু বলব অথচ আমার এত এত (দোষ রয়েছে)। (আস্-সহীহাহ- ৯০১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি 'আয়িশা (রা) مَوْقُوفًا সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে মুবারক 'আয্-যুহ্দ' ৫/১৮৯ হা. ৭৪২; ইমাম তিরমিযী তার 'اَلسُّنَن'-এর ২/৮২ বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্। আর আবূ নুঈম তাঁর 'আখবারে ইস্পাহানে' ২/২৭৮ বর্ণনা তিরমিযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٣٩٢ـ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ إِلَّا أَكْرَمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة: ١٢٥٦)

৩৯২. আবূ উমামা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। (আস্-সহীহাহ- ১২৫৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আবূ উমামা (রা) মারফুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল তার 'মুসনাদে আহমাদ'– ৯/২৫৯; ইবনুল কুদামাহ তাঁর 'اَلْمُتَحَابِّيْنَ فِى اللّٰهِ' ১/১০৭-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদটি শামী জাইয়েদ।

٣٩٣ـ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِى اللّٰهِ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ. (الصحيحة: ٤٥٠)

৩৯৩. আনাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; দু'জনের মধ্যে যে অন্যকে অধিক ভালবাসে সে আল্লাহর নিকট তার বন্ধুর জন্য অধিক ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। (আস্-সহীহাহ- ৪৫০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ৭৯; সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ২৫০৯; হাকিম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকে' ৪/১৭১; খাতীব তাঁর 'তারীখে' ১১/৩৪১।

হাকিম বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন। ....(হাদীসটিতে তাদলিসের দোষ আছে)....। (পরিশেষে) শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস– "مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا...."

ইমাম মুনযিরী বলেন: তাবারানী শক্তিশালী জাইয়্যেদ সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী তা সহীহ্ বলেছেন। (সহীহ্ আত্-তারগীব হা. ৩০১৬)

Contents

٣٩٤ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَا رُئِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِأً قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ . (الصحيحة: ٢١٠٤)

৩৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি। আর তাঁর গোড়ালিকে পা দুটি মাড়াত না (অর্থাৎ, চারজানু হয়ে তিনি বসতেন না)। (আস্-সহীহাহ্- ২১০৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) মাওকুফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাউদ- ২/১৪০; আহমাদ- ২/১৬৫, ১৬৭, ইবনে সাদ- ১/৩৮০; আবূশ শায়েখ তার 'আখলাকুন নাবী' হা. ২১৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শুআয়িব আরনাউত ও শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ।

٣٩٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ . (الصحيحة: ٤٤٨)

৩৯৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; ধৈর্য হতে অধিক প্রশস্ত ও উত্তম কোন রিযিক বান্দাকে দেয়া হয়নি। (আস্-সহীহাহ্- ১৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ২/৪১৪। তিনি বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন (অতঃপর আলবানী সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন)....।

٣٩٦ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ، لَمْ يَقُومُوا لَهُ، لِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ. (الصحيحة: ٣٥٨)

৩৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; পৃথিবীতে দেখতে প্রিয় (অর্থাৎ, চক্ষুকে আনন্দদানকারী) কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা আর কেউ ছিল না। যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য কেউ

দাঁড়াতেন না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপছন্দনীয়তা জানতেন। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ৯৪৬; তিরমিযী- ২/১২৫; তাহাবীর 'শরহু মুশকিলাল আসার' ২/৩৯; আহমাদ- ৩/১৩২; মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ২/১৮৩।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্ গরীব....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٣٩٧- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ مَرْفُوعًا: مَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَلاَ تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ. (الصحيحة: ١٠٥٥)

৩৯৭. উসামাহ ইবনু শারীক থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত এমন কাজ; যা তুমি অপছন্দ কর যে, মানুষ তা দেখবে; তবে তা তুমি গোপনেও করবে না। (আস্-সহীহাহ- ১০৫৫)

হাদীসটি হাসান।

ইবনে হিব্বানের 'رَوْضَةُ الْعُقَلاَءِ' পৃষ্ঠা ১২-১৩; আবূ আব্দুল্লাহ আল-ফালাক্বীর 'আল-ফাওয়ায়েদ' ১/৯০.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: .... হাদীসটি যঈফ। সম্ভবত এটি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। তাবারানী বর্ণনা করেছেন 'আব্দুর রহমান বিন আবযী থেকে .... দু'টি সানাদে। এর একটি সহীহ্, যেভাবে হায়ছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে ১০/২৩৪ বর্ণনা করেছেন। ..... (অন্যান্য বর্ণনায় ভিত্তিতে) হাদীসটি হাসান ইনঁশাআল্লাহ।

٣٩٨- عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ: أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ زَارَ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّي شَعِيْرًا لِفَرَسِهِ، قَالَ: وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ، فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ: أَمَا كَانَ فِي هٰؤُلاَءِ مَنْ يَكْفِيْكَ؟ قَالَ تَمِيْمٌ: بَلٰى، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُنَقِّي لِفَرَسِهِ شَعِيْرًا، ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ. (الصحيحة: ٢٢٦٩)

Contents

৩৯৮. শারাহ্‌বিল ইবনু মুসলিম আল-খাওলানী থেকে বর্ণিত; রূহ ইবনু যানবাহ্ তামীম আদ্‌দারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি তাকে তার ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করতে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর রূহ তাঁকে বললেন। তাঁদের মধ্যে কি কেউ নেই যে, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে? তামীম বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি তার ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করবে। অতঃপর তা দিয়ে তার খাবার দিবে তবে তার জন্য প্রতিটি দানার বিনিময়ে পুণ্য লাভ হবে। (আস্-সহীহাহ- ২২৬৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি শুরাহ্‌বীল ইবনে মুসলিম আল-খাওলানী (র) মাকতুয়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল তার 'اَلْمُسْنَدُ' ৪/১০৩; তাবারানীর 'مُسْنَدُ الشَّامِيِّيْنَ' পৃষ্ঠা ১০৩ এ রিওয়ায়াত করেছেন। শামী হিসেবে সানাদটি জাইয়্যেদ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শামী জাইয়েদ এবং বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিক্বাহ।

٣٩٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا.

(الصحيحة: ٥٢٥)

৩৯৯. বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে দু' মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর সাক্ষাৎ করবে এবং মুসাফাহা করবে তাদের (উভয়ের) পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হবে।

(আস্-সহীহাহ- ৫২৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ হাদীস নং ৫২১২, তিরমিযী- ২/১২১; ইবনে মাজাহ হা. ৩৭০৩; আহমাদ- ৪/২৮৯/৩০৩; ইবনে আদী- ১/৩১।

শাইখ আলবানী (র) (এ সম্পর্কীত সানাদগুলো পর্যালোচনার পর) বলেন: উক্ত বাক্যে সম্মিলিতভাবে হাদীসগুলোর সূত্র বিচারে ও সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে এটি সহীহ্ বা কমপক্ষে হাসান, যেভাবে তিরমিযী (র) বলেছেন।

Contents

٤٠٠ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى . (الصحيحة: ١٠٨٣)

৪০০. নুমান ইবনু বশীর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মুমিনদের মধ্যে ভালবাসা, হৃদ্যতা ও অনুকম্পার দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মত; যখন তার কোন অঙ্গ ব্যথাযুক্ত হয় তখন পুরো দেহ জাগ্রত হওয়ার দিক দিয়ে ও গরম হওয়ার দিক দিয়ে তার সাথে একাত্মতা করে।[১] (আস্-সহীহাহ- ১০৮৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা) মারফু'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সহীহ্। সহীহ্ মুসলিম (৮/২০/৬৭৫১) (بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ)। আহমাদ- ৪/৭০; আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী তার 'মুসনাদের' হা. ৭৯০-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٤٠١ـ قَالَ ﷺ: مَنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ. يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ. (الصحيحة: ٢٢٩٤)

৪০১. নাবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি মুসলিমদের রাস্তায় কষ্ট দেয় তার উপর তাদের অভিশাপ আবশ্যক হয়ে যায়। মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়্যাহ, হুজাইফাহ ইবনু উসাইদ ও আবূ যার থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ২২৯৪)

হাদীসটি হাসান।

আবূ বকর আশ-শাফেয়ী তাঁর 'মুসনাদে মূসা বিন জাফার বিন মুহাম্মাদ আল-হাশেমী' ২/৭১ এ মূসা ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন হাদীসটির অনেক তুরুক রয়েছে যা তাবারানী (১/৩১২/১ এবং হা. ৩০৫০)।

---

১. অর্থাৎ, দেহের কোন অঙ্গ জখম হলে যেমন সকল অঙ্গে ব্যথা অনুভত হয়। তেমনি এক মুসলিমের দুর্দশায় সকল মু'মিন দুর্দশাগ্রস্থ হয়। –অনুবাদক।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (সানাদটির) মূসা বিন ইব্রাহীম মাতরুক। কিন্তু ভিন্ন একটি সূত্রে তাবারানী– ১/৩১২/১ ও হা. ৩০৫০ শুআয়েব বিন বায়ান থেকে বর্ণিত; আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমরান আল-কাত্তান, তিনি ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি আবীত তাফীল থেকে, তিনি হুযায়ফা বিন উসাইদ থেকে মারফূ সূত্রে।

আমি বলছি: এই শুআয়িব যঈফ। 'তাক্বরীবে' উল্লেখ আছে: তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন। আর মুনযিরী তাঁর 'আত্-তারগীবে' ১/৮৩ বলেন: "তাবারানী 'কাবীরে' বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ হাসান।" আবূ নুয়াইম 'আখবারে আসবাহানের (২/১২৯) ইবনে আদি তার 'আল-কামেলের' (১/৪৮) এ উল্লেখ করেছেন।

শায়েখ আলবানী (র) অন্যত্র হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহ্ আত্-তারগীবে– ১/৩৫/১৪৮; সহীহ্ জামেউস সগীর হা. ৫৯২৩)

٤٠٢ـ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. (الصحيحة: ٦١٨)

৪০২. জাবির (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং তা উল্লেখ করে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি তা গোপন করল সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

(আস্-সহীহাহ– ৬১৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাউদ হা. ৪৮১৪; আবূ নুঈম 'আখবারে ইস্পাহান' ১/২৫৯। জারিরে তরিকে জাবের (রা)-এর সানাদে মারফুয়াতে রিওয়ায়াত করেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। হাদীসটির আরো শাহেদ রয়েছে যা ইবনে উমার থেকে মারফুয়ান বর্ণিত হয়েছে ইবনে আসাকির তার তারিখের (১/৩০২/১৬) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তবে সানাদটিতে উসমান ইবনে যায়েদ নামক একজন রাবি আছেন যিনি যঈফ।

٤٠٣ـ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ بَيْتًا فِيهِ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَثَبَتَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ

أَدْرِيهِمَا[১]، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اِجْلِسْ يَا ابْنَ عَامِرٍ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (الصحيحة: ٣٥٧)

৪০৩. আবূ মিজলায থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; মুয়াবিয়া ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমির ছিলেন। অতঃপর ইবনু আমির দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইবনু যুবাইর স্থির থাকলেন। আর তিনি (মুয়াবিয়া) তাদের চেয়ে অধিক সম্মানী ছিলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া বললেন: হে আমির! তুমি বসে যাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, মানুষ তার জন্য দাঁড়াবে তবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৭)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৯৭৭; আবূ দাউদ হা. ৫২২৯; তিরমিযী- ২/১২৫; তাহাবী তার 'শরহু মুশকিলুল আসার' ২/৪০; আহমাদ- (৪/৯৩, ১০০); দুলাবী তার আল-আসমা ওয়াল কুনার (১/৯৫); আল ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত (২/১৯৬); আবদ ইবনে আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদের (২/৫১) বাগাভী তার حديث علي بن جعد-এর (২/৬৯/৭) এ এবং আবু নুযাইম তার 'আখবারে আসবাহানের (১/২১৯) এ অনেক তুরুকে حبيب بن الشهيد عن أبي مجاز থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বরং হাদীসটি সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবী।

٤٠٤ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَانِي عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ

---

১. বুখারীর রিওয়ায়াতে ارزنهما। শব্দ এসেছে। সম্ভবত এটিই সঠিক/বিশুদ্ধ।
–তাজরীদকারক।

أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي: عُمَرَ، وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فأحببت أن أصل ذلك. (الصحيحة: ١٤٣٢)

৪০৪. আবূ বুরদাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি মাদীনায় আসলাম তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, তুমি কি জান আমি কেন তোমার নিকট এসেছি? তিনি বলেন, আমি বললাম না। তিনি (ইবনু উমার) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছা করে তবে সে যেন তার পরে তার বাবার ভাইদের (বন্ধুদের) সাথে সদ্ব্যবহার করে। আমার বাবা উমার ও তোমার বাবার মধ্য ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব ছিল। (আস্-সহীহাহ- ১৪৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে আবী ইয়ালা- ৩/১৩৬১; ইবনে হিব্বান তার সহীহ্র হা. ২/২০৩১; হুদকা ইবনে খালেদ এর তরিকে আবু যারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। হাদীসটি মুসলিম তাখরীজ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এর তরিকে যা মারফু'।

٤٠٥- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ. (الصحيحة: ٣٨٠)

৪০৫. আবূ উমামাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসে এবং (কারো প্রতি) রাগ করে, (কাউকে কিছু) দান করে এবং (দান করা হতে) বিরত থাকে। তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। (আস্-সহীহাহ- ৩৮০)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ হা. ৪৬৮১; ইবনে আসাকির 'তারীখে দামেস্ক' (২/৩৯৬, ৯, ২, ১৬/৬) এ ইয়াহইয়া ইবনুল হাকিমের তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা তিরমিযী তার সুনানের (২/৮৫); আহমাদ তার মুসনাদের (৩/৪৪০) এ উল্লেখ করেছেন তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন- "هذاحديث حسن"

٤٠٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أُعْطِي عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطِهِ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُورٍ. (الصحيحة: ٦١٧)

৪০৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যাকে (কারো পক্ষ হতে) কিছু দেওয়া হয়। সে যদি সুযোগ (ক্ষমতা) পায় তবে সে যেন তাকে বিনিময় (অর্থাৎ, সেও তাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন) দেয়। আর যে (কিছু দিতে) সামর্থ্য রাখে না সে যেন (তার) প্রশংসা করে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রশংসা করে (মূলত) সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে, (প্রশংসা) গোপন করল সে (মূলত) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি তাকে যা দেয়া হয়নি তা প্রকাশ করে (অর্থাৎ, বড়লোকিভাব প্রকাশ করল) সে মিথ্যার দু' পোষাক পরিধানকারীর ন্যায়। (অর্থাৎ, যে দরিদ্র হয়েও ধনাঢ্যতার ভাব দেখায় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় মিথ্যায় দু'পোষাক পরে তা হলো এমন যে, এক কাপড়ের মাথায় ছোট করে দু' আস্তিন বানানো কিংবা দু'হাতা বানানো যেন মানুষ মনে করে যে, লোকটি দুটি কাপড় পরেছে। অথচ কাপড় একটিই। **(আস্-সহীহাহ- ৬১৭)**

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৮১৩ এ বিশর এর তরিকে হযরত জাবির (রা) থেকে মারফুয়ান উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটিকে ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে'র হা. ২১৫ মাওছুলান উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবি হাতেম তার 'আল-ইলালের' (২/৩১৮) এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৬৫) এ হাদীসটিকে উল্লেখ করে বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরিব। ইবনে হিব্বান হাদীসটিকে তার সহীহার হা. (২০৭৩) এবং কুজায়ী তার 'মুসনাদুশ শিহাব'-এ (৪১/২)-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান লি-গায়রিহী বলেছেন। (সহীহ্ আত-তারগীব ১/২২৪/৯৬৮)

٤٠٧ـ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أُكْلَةً، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ اكْتَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ثَوْبًا، فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصحيحة: ٩٣٤)

৪০৭. মুসতাওরিদ থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির আহারের অবস্থা নিয়ে গীবত করবে; আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জাহান্নাম হতে ঐরূপ ভক্ষণ করাবে (যে কদার্যতা সে বর্ণনা করেছিল)। আর যে কোন মুসলিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে গীবত করবে তাকে জাহান্নামে ঐরূপ পোষাক পরিধান করানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির নামে অপবাদ ছড়াবে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামাতের দিন তাকে অপরাধের স্থলে দাঁড় করাবে। (অর্থাৎ তাকে সবার সম্মুখে লাঞ্ছিত করবেন।) (আস্-সহীহাহ্- ৯৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- (৪/১২৭-২৮); ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে হা. ২২৯; তাবারানী তার 'আল-আওসাতের' হাদীস নং ২৮০৩; আদ্-দিনুরী তার "الْمُنْتَقَى مِنَ الْمَجَالِسَةِ"-এর (১/১৬২)-এ ইবনে জুরাইজের তুরিকে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আসাকির তার তারিখে দিমাশকের (১৭/৩৯১-৩৯২)।..... তিনি হাদীসটির সানাদ সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: কিভাবে (তা হতে পারে?), এখানে ইবনে জুরায়েজ 'আন'আনাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁকে অনুসরণ করেছেন যিহাক্ব বিন মুখাল্লিদ মুসনাদে আবী ইয়া'লাতে। তিনি সিক্বাহ ও শায়খাইনের বর্ণনাকারী। তাছাড়া এর সমর্থনে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে, যা ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ২৪০; আবূ দাউদ হা. ৪৮৮১; তাবারানী তার 'আল-আওসাতের' (৬৭৭ ও ৩৭১৫) এ বর্ণনা করেছেন।

সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে উক্ত বাক্যে হাদীসটির সূত্র সহীহ্। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

٤٠٨ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُمُوهُمَا طَبْخًا.

(الصحيحة: ٣١٠٦)

৪০৮. মুয়াবিয়া ইবনু কুর্‌রাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে এ দু' নিকৃষ্ট গাছ থেকে ভক্ষণ করে সে যেন আমাদের মাসজিদে না আসে। যদি তুমি একান্ত এ দু'টি খাও তবে পাকানোর দ্বারা তাদের (দুর্গন্ধ) মেরে ফেল। (অর্থাৎ, রান্নার মাধ্যমে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দাও।)

(আস্-সহীহাহ~ ৩১০৬)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

আবূ দাঊদ হা. ৩৮২৭; নাসাঈ 'আস-সুনানুল কুবরা' (৪/১৫৮/৬৬৮১); তাহাবী 'শরহু মা'আনিল আসার' ৪/৩৩৮; সুনানে বায়হাক্বী– ৩/৭৮; শুআবুল ঈমান (৫/১০৫/৫৯২৬); ইবনে আদীর 'আল-কামেল' ৩/২০-২১; আহমাদ– ৪/১৯; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' ৩/২০-২১।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটি সহীহ্ লি-গায়রিহী এবং এই (মুসনাদে আহমাদের) সানাদটি খালিদ বিন মায়সারার জন্য হাসান। (তাহক্বীকৃকৃত মুসনাদে আহমাদ– ৪/১৯/১৬২৯২)

٤٠٩ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا فُلَانُ! فَقَالَ لَهُ: اعْضَضْ بِهَنِ أَبِيكَ، وَلَمْ يُكَنِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! مَا كُنْتَ فَحَّاشًا! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا. (الصحيحة: ٢٦٩)

৪০৯. উবাই বনু কাব থেকে বর্ণিত; তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন: হে ওমুক! তিনি তাকে বললেন, তোমার পিতার উপনাম (পিতৃপদবী যুক্তনাম) দ্বারা আহ্বান কর। সে উপনাম (কুনিয়াত) দ্বারা ডাকেনি। তিনি তাকে বললেন, হে আবুল মুনজির! তুমি কর্কশভাষী হয়ো না। সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জাহেলী

যুগের সম্বোধন দ্বারা সম্বোধিত করে তাকে তার বাবার সাথে সম্পর্কিত করে ডাক (আহ্বান কর) আর তাকে মন্দ নামে (উপনামে) ডাকবে না।

(আস্-সহীহাহ- ২৬৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' ৯৬৩-৬৪; নাসায়ীর 'আস্-সুনানুল কুবরার السير।' ১/৩৬/১-২; আহমাদ- ৫/১৩৬; আবূ উবায়েদ 'গরীবুল হাদীস' ২/২২, ১/৫৩; ইবনে মাখলাদ তার 'আল-ফাওয়ায়েদের' ৩/১; হায়সাম কুলাইব তার 'মুসনাদের' ১/১৮৬; তাবারানী তার 'মুজামুল কাবীর' ২/২৭; বাগাভী তার 'শরহে সুন্নাহ' ৪/৯৯/২; যিয়া আল-মাকদেসি তার 'আল-আহাদিসুল মুখতাবাহ্' এর (১/৪০৭) হাসানের তুরুককে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সকল রাবিই সিক্বাহ। সুতরাং তা সহীহ্, যদিও হাসান শুনেছেন 'আতা বিন যামরাহ থেকে। আর তিনি মুদাল্লিস এবং এখানে 'আন'আনাহ বর্ণনা করেছেন....।

(অপর একটি সূত্র) যিয়া মুক্বাদ্দিসী তাঁর 'আল-মুখতারাতে' ১/৪০৫ বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। মুহাম্মাদ বিন আমর ছাড়া সবই শায়খাইনের রাবী, আর তিনিও সিক্বাহ।

٤١٠- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا: مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (الصحيحة: ٢٢٢)

৪১০. হুজাইফাহ ইবনু ইয়ামান থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু ফেলবে কিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার চোখের সামনে (চেহারায়) থুথু ফেলা হবে। (আস্-সহীহাহ- ২২২)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ (৩/৪২৫-আউনসহ); সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ৩২২; ইবনে খুযাইমাহর তরিকে উল্লেখ করেছেন। ইবনে খুযাইমাহ তার সহীহার হা. ১৩১৪; জারিরের তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবি।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: সহীহ্ বুখারীর শর্তে হাদীসটি সহীহ্। (তাহক্বীক্বকৃত সহীহ্ ইবনে হিব্বান- ৪/৫১৮/১৬৩৯)

মুহাম্মাদ মুস্তাফা 'আল-আযমী বলেন: এর সানাদ সহীহ্। (তাহক্বীক্বকৃত সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ– ২/৬২/৯২৫ ও ২/২৭৮/১৩১৪)

٤١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا بِمَا فِيْهِ فَقَدِ اغْتَابَهُ، وَمَنْ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ مَا فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَهُ. (الصحيحة: ١٤١٩)

৪১১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মধ্যে যা (দোষের কিছু) রয়েছে তা উল্লেখ করল। তবে সে গীবত করল। আর যে এমন কিছু উল্লেখ করল যা তার মধ্যে নেই তবে সে তাকে অপবাদ দিল। (আস্-সহীহাহ– ১৪১৯)

হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

আবূ শায়েখ 'আত্-তাবাক্বত' (পৃষ্ঠা ৩৪) এ আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্র তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ দুর্বল। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মারয়াম রাবি রয়েছেন যিনি মাজহুল। তবে হাদীসটি আলা ইবনে আব্দুর রহমানের তরিকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(সহীহ্ বর্ণনাটি হল) আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ. قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

সহীহ্ মুসলিম– ৮/২১/৬৭৫৮ (بَابُ تَحْرِيْمِ الْغِيْبَةِ); তিরমিযী– ১/৩৫১-৫২ তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন: দারেমী– ২/২৯৯; আহমাদ– ২/২৩০, ৩৮৪, ৩৮৬, ৪৫৮ এ উল্লেখ করেছেন।

٤١٢- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ مَرْفُوْعًا: مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيْحَةَ عُصْفُوْرٍ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصحيحة: ٢٧)

৪১২. আবূ উমামা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি দয়া দেখাবে যদি তা জবেহকৃত চড়ুই পাখির প্রতিও হয় তবেও। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দয়া দেখাবেন। (আস্-সহীহাহ– ২৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩৭১; তামামের 'আল-ফাওয়ায়েদ' ১/১৯৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান। হায়ছামী বলেন (৪/৩৩): তাবারানী তাঁর 'কাবীরে' বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

٤١٣ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَمَتَ نَجَا. (الصحيحة: ٥٣٦)

৪১৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে চুপ করল সে মুক্তি পেল। (আস্-সহীহাহ- ৫৩৬)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী- ২/৮২; দারেমী- ২/২৯৯; আহমাদ- (২/১৫৯ ও ১৭৭); ইবনে আবিদ্ দুনিয়া- ১০/৩৮ এবং তার থেকে আসবাহানী (২/৬৯৭/১৬৮৩); কুযায়ী তার মুসনাদে- ২/২৬; ইবনে আবি লাহিয়্যার তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি যঈফ –ইবনে আবি লাহিয়্যার স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার কারণে। বাস্তবে ইবনে লাহিয়্যা এমন নয় যেমনটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুনযিরী (র) বলেন: "হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গারীব। তাবারানীও বর্ণনা করেছেন এর রাবীগণ সিক্বাহ।"

মুনাভী (র) যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তিরমিযীর সানাদটি যঈফ, আর তাবারানীর সানাদটি জাইয়েদ।

٤١٤ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ: اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاِسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللُّحَى، فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا، وَتُحْفِي لُحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ: خُذُوا شَوَارِبَكُمْ، وَأَعْفُوا لُحَاكُمْ. (الصحيحة: ٣١٢٣)

৪১৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: ইসলামের ফিত্‌রাত তথা স্বভাবজাতের মধ্য হতে (কয়েকটি হলো) শুক্রবারে গোসল করা, কুলি করা, গোঁফ ছাঁটা, দাঁড়ি ছেড়ে দেওয়া। কারণ, অগ্নিপূজকরা

তাদের গোঁফ ছেড়ে দেয় এবং দাড়ি ছাঁটে। তোমরা তাদের বিরোধিতা কর। তোমরা তোমাদের গোঁফ ছাঁটো[১] এবং দাঁড়ি ছেড়ে দাও। (আস্-সহীহাহ- ৩১২৩)

হাদীসটি হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্ হা. ৫৬ ও ২৬১; আবূ দাউদ তার সুনানের হা. ৫৩; তিরমিযী তার সুনানের হা. ৫৪৭; আবু যা'লা তার মুসনাদের হা. ৪৫১৭; ইবনে খুযাইমা তার সহীহার হা. ৮৮; দারাকুতনী তার সুনানে ওয়াল আসারের ১/৪৪২; বাগাভী তার শরহুস সুন্নাহর হা. ২০৫; আবূ আওয়ানা– (১/১৯০-১৯১); ওকাইলী তার আদ-দুয়াফার ৪/১৯; নাসায়ী তার কুবরার হা. ৯২৮৬ এবং সুনানের ৮/১২৬; সহীহ্ ইবনে হিব্বান ৫৬০।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ

٤١٥ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِىْ إِلٰى فِرَاشِهِ: لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ أَوْ قَالَ: خَطَايَاهُ، شَكَّ مِسْعَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
(الصحيحة: ٣٤١٤)

৪১৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি (রাত্রে) বিছানায় (ঘুমাতে) যাওয়ার সময়, لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ। পাঠ করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। অথবা তিনি

---

১. যেমনটি الصحيحة-তে এসেছে موارد الظمان-এর বরাতে (৫৯০) শাইখ صحيح فحفوا شواربكم-এ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (১/২৬৭ ও ৪৬৬ পৃষ্ঠা)। الموارد টীকাতে তিনি এ ব্যাক্যাংশ রেখেছেন যেমনটি মূল গ্রন্থে এসেছে। আমাদের সংস্করণে এসেছে الاحسان : خذوا-এ শব্দটি গারীব تاريخ البخارى-তে এসেছে فجزوا সম্ভবত এটিই সহীহ্।

বলেন, خَطَايَاهُ অর্থাৎ তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হবে। (বর্ণনাকারী মিসআর ذُنُوبٌ/خَطَايَا শব্দের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। যদিও তা (গুনাহ) সাগরের ফেনা পরিমাণ হয়। (আস্-সহীহাহ- ৩৪১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম মুনজিরি তার 'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহী'বে (১/৪১৬); ফাতহুল বারির (১১/১২৭); বাগাভি তার শরহুস সুন্নাহর (৫/১০৬); মেশকাত হা. ২৪০৪; কানজুল উম্মাল হাদীস নং ৪১২৭৫; বায়হাকী তার 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' ১১৩।

সহীহ্ ইবনে হিব্বান (৫৮৭/২৩৬৫); ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওা ওয়াল লাইলাহ' ২২৯/৭১৬; আবূ নুঈম 'আখবারে ইস্পাহান' ১/২৬৭.... (হাদীসটিতে তাদলিস করা হয়েছে)।

আলবানী সহীহ্ আত্-তারগীবে (১/১৪৮/৬০৭) এবং 'আত্-তালিক্বাতুল হিসান আলা সহীহ্ ইবনুল হিব্বানে' হা. ৫৫০১ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٤١٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ قَطَعَ رِحْمًا، أَوْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. (الصحيحة: ١١٢١)

৪১৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে কিংবা মিথ্যা শপথের উপর শপথ করে; সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার (মন্দ) পরিণাম দেখতে পাবে। (আস্-সহীহাহ- ১১২১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখে' (৩/২/২০৭) তা'লীকান হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকী তার 'সুনানে' ৩৫/১০।

শায়েখ আলবানী (এ সম্পর্কীত তিনটি সানাদ উল্লেখ করার পর) বলেন: সম্মিলিত বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি সহীহ্।

٤١٧- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، فَلَا يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلَا ذَهَبًا. (الصحيحة: ٣٣٧)

৪১৭. আবূ উমামা আল বাহেলী থেকে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন রেশম ও স্বর্ণ না পরে।

(আস্-সহীহাহ- ৩৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম তার মুসতাদরাকের (৪/১৯১) এ আমর ইবনুল হারেছের তরিকে হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে মারফূ'য়ান হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি "صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ" ইমাম যাহাবী এক্ষেত্রে হাকিমের মুয়াফাকাত করেছেন।

শায়েখ আলবানী (র) বলেন: বরং হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। ইমাম মুনযিরি আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবের (৩/১০৩) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: হাদীসটি ইমাম আহমাদ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ।

٤١٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوْعًا: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ. (الصحيحة: ٢٣٦٠)

৪১৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে দমিত রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আযাব দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর উযর পেশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উযর কবূল করবেন। (আস্-সহীহাহ- ২৩৬০)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবূ ইয়ালা- ৩/১০৭১; যিয়া মাকদেসি 'আল-মুখতারা' ২/২৪৯ এবং দুলাবী তার "اَلْأَسْمَاءُ وَالْكُنٰى"-এর (১/১৯৪, ১৯৫, ২/৪৪); আবূ উসমান আর আল-ফাওয়ায়েদের (২/৪৪) রবি' ইবনে সুলাইমান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ দুর্বল তবে হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা আদ্-দিনুরী তার 'আল-মুনতাকা মিনাল মুজালাসাহর (২/২৯৬) এ মুগিরাহ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার (র) বলেন: তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার (রা) থেকে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবীদ

দুনইয়া। [বুলুগুল মারাম (বঙ্গানুবাদ: খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান) হা. ১৫০৭-০৮]

٤١٩ـ عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ، وَمَنْ لَا يَغْفِرُ لَا يُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ لَا يَتُبْ لَا يَتُبْ عَلَيْهِ. (الصحيحة: ٤٨٣)

৪১৯. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি দয়া দেখাবে না তার প্রতি দয়া দেখানো হবে না। আর যে ব্যক্তি (অন্যকে) ক্ষমা করবে না তাকেও ক্ষমা করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করবে না তার তাওবাহ্ কবূল করা হবে না। (আস্-সহীহাহ- ৪৮৩)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' (১/১৮০/১); আবূল হাসান আল-হারাবী 'আল-ফাওয়াইদুল মুনতাক্বাহ' (৩/১৫৫/১) হারুন ইবনে যায়েদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: মুফায্যাল ইবনু সাদাক্বাহ ছাড়া হাদীসটির সানাদের বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। সে মুখতালিফ ফিহী (বিতর্কীত রাবী)।

হাদীসটির প্রথমাংশ সহীহ্ বুখারী (بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ) ও (باب بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ) এবং সহীহ্ মুসলিমে (رَحْمَتُهُ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلُ ذٰلِكَ) বর্ণিত হয়েছে......।

٤٢٠ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ فَبِيعُوا، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة: ٧٣٩)

৪২০. আবূ যার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের খাদেমগণ হতে কাজ নিয়ে থাক তোমরা তাদের তা-ই খাওয়াবে যা তোমরা খাও। আর তাদের তা-ই পরাও যা তোমরা পর। আর যারা তাদের খাদেমগণ হতে কাজ নেয় না তারা তাদের বিক্রি করে দেবে। আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দেবে না। (আস্-সহীহাহ- ৭৩৯)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ (৫/১৬৭, ১৭৩); আবূ দাঊদ– ২/৩৩৭ এ মানসুর আন মুজাহিদ 'আন'আন মুরিক আন আবু যার (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। আর হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায়।

٤٢١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (الصحيحة: ٥١٠)

৪২১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যাকে আল্লাহ তা'আলা উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান ও দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা রয়েছে তা (-র গুনাহ) হতে রক্ষা করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস্-সহীহাহ- ৫১০)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী– ২/৬৬; ইবনে হিব্বান তার সহীহ্র হা. ২৫৪৬; ইবনে আজলানের তরিকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান ও গরীব।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান যা ইবনে আবিদ্ দুনিয়া 'আবূ সমত' ৪২/২০ এ সহীহ্ সানাদে উল্লেখ করেছেন।

٤٢٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ مَرْفُوعًا: مَنْ يَكُنْ فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ، يَكُنِ اللهُ فِى حَاجَتِهِ. (الصحيحة: ٢٣٦٢)

৪২২. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টায় থাকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করে। (আস্-সহীহাহ- ২৩৬২)

হাদীসটি হাসান।

আবীদ দুনইয়া 'কাযাউল হাওয়ায়িজ' ৬৮ পৃষ্ঠা হা. ৪৭ এ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে যুবালাহ থেকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সানাদটিতে দু'বার দুর্বলতা এসেছে। বর্ণনাকারী ইবনে যাবালাহ, হাফিয ইবনে হাজার বলেন, সে মিথ্যাবাদী। তার শায়েখ আল-মুনকাদির লাইয়েন হাদীস।

আলবানী (র) আরো বলেন: কিন্তু হাদীসটি সহীহ্। কেননা হাদীসটির পক্ষে সহীহ্ বুখারী (بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ) ও সহীহ্ মুসলিম (باب تحريم الظلم) থেকে সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে–

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

٤٢٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ. (الصحيحة: ٩٣٩)

৪২৩. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে মু'মিন ব্যক্তি মানুষের সাথে উঠাবসা করে এবং তাদের কষ্ট সহ্য করে সে ঐ মু'মিন থেকে উত্তম যে মানুষের সাথে উঠাবসা করে না এবং তাদের কষ্টও সহ্য করে না। (আস্-সহীহাহ- ৯৩৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে মাজাহ্ হাসান সানাদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ তিরমিযী; তবে তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। এভাবে বুলুগুল মারামে (৪/৩১৪–ব্যাখ্যাসহ) বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারী (১০/৫১২)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির বাক্যগুলো ইবনে মাজাহ্ নয়; এমনকি তিরমিযীও নয়। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (৫/৩৬৫); ইবনুল জাওযী তার জামে'য়ুল মাসানিদের (১/৬৫) ইবনে আবি শায়বা তার আল মুসান্নাফে (৮/৭৫২/৬২৭১); আবু নুয়াইম তার আল-হিলয়াতে (৭/৩৬৫); বায়হাকী তার সুনানের (১০/৮৯) এবং শু'যাবির (৬/২৬৬, ৮১০২) আর একাধিক তরিকে আ'মাশ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে মাজাহ্র (হা. ৪০৩২) শব্দগুলো হলো: المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم وأعظم أجرا من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم; এবং তিরমিযীর (হা. ২৫০৭) শব্দগুলো হলো:

المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ـ

শাইখ আলবানী তাঁর তাহক্বীক্বকৃত সুনানে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীতে হাদীসগুলোকে সহীহ্ বলেছেন।

٤٢٤ـ عن سهل بن سعد مرفوعا: المؤمن مألفة، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. (الصحيحة: ٤٢٥)

৪২৪. সাহল ইবনু সাদ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মু'মিন হৃদ্যতার পাত্র। ঐ ব্যক্তির মাঝে কোন মঙ্গল নেই যে কাউকে ভালবাসে না এবং তাকেও ভালবাসা হয় না। (আস্-সহীহাহ্– ৪২৫)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদের' (৫/৩৩৫); আবুশ শায়খ তার 'আল-আমছালের' হা. ১৭৯; তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীরের (৬/১৬১/৫৭৪৪); খাতীবে বাগদাদী তার 'তারিখে' (১/৩৭৬); ঈসা ইবনে ইউনুস এর তারিখে রিওয়ায়াত করেছেন।

হায়সামী (র) 'মুজামউয যাওয়ায়েদে' (৮/৭৮ ও ১০/২৭৩) বলেন: আহমাদ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সমস্ত বর্ণনাকারী সহীহ্ মুসলিমের রিজাল এবং তাঁরই শর্তে সহীহ্।

٤٢٥ـ عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. (الصحيحة: ٤٢٦)

৪২৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মুমিন (অন্যকে) ভালবাসে এবং (অন্যদের পক্ষ হতে) তাকেও ভালবাসা হয়। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনিই যে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপকারী হয়ে থাকে। (আস্-সহীহাহ্– ৪২৬)

হাদীসটি হাসান।

দারাকুতনী 'আল-আফরাদ' যিয়া আল-মাকদেসির 'আল-মুখতারাহ'-এ জাবির (রা) থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বাজ্জার তার মুসনাদের হা. ৩৫৯১ এ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হায়ছামী তার 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-এ (১০/২৭৩-৭৪) শেষোক্ত বাক্য ছাড়া।

তিনি বলেন: আহমাদ, তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ জাইয়েদ। আর তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। এতে আলী বিন বাহরাম আছেন, তিনি অপরিচিত। অন্যান্যরা সিক্বাহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের 'জাবির (রা)'-এর হাদীসে নেই। তবে নিশ্চয় এতে সাহল বিন সাদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র আলবানী (র) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। (সহীহ্ জামেউস সগীর হাদীস নং ৬৬৬২)

٤٢٦ـ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! دُلَّنِى عَلٰى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهٖ، قَالَ: نَحِّ الْأَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ. (الصحيحة: ٢٣٧٣)

৪২৬. আবূ বাযরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমালের কথা বলুন (অর্থাৎ, আমাকে এমন আমালের দিকে পথনির্দেশ করুন) যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন, মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।

(আস্-সহীহাহ– ২৩৭৩)

হাদীসটি হাসান।

আবূ বাকর ইবনে আবী শায়বাহ 'আল-আদাব' (১/১৪৯/১) এর অকী' এর তরিকে আবূ বারজাহ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ ইয়ালা তার মুসনাদে আবূ ইয়ালা– ২/৩৪৩; যিয়া আল-মাকদেসি 'الْمُنْتَقٰى مِنَ الْأَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ والحسان' ১/২৮; হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: ইমাম মুসলিম হাদীসটির (মা'না) অর্থ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তা হলো সহীহ্ মুসলিমের (৮/৩৪-৩৫/৬৮৩৯)। তাতে বাক্যটি এভাবে আছে–

(بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ) اعْزِلِ الْأَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ

٤٢٧ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ، فَآذَاهُ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ. (الصحيحة: ٢٣٧٦)

৪২৭. সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সাথীগণও ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আবূ বাকার (রা)-এর সাথে ঝগড়া জড়িয়ে পড়ল। অতঃপর সে তাকে (আবূ বাকারকে) গালি দিল। (জবাবে) আবূ বাকার (রা) চুপ থাকলেন। অতঃপর সে আবার তাকে গালি দিল আবার আবূ বাকার (রা) চুপ থাকলেন। তৃতীয়বারে পুনরায় সে গালি দিল। অতঃপর আবূ বাকার (রা) তার জবাব দিলেন। যখন আবূ বাকার (রা) জবাব দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (চলে যাওয়ার জন্য) দাঁড়ালেন। অতঃপর আবূ বাকার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর কি রাগ করেছেন? তিনি বললেন, সে (ঝগড়াকারী) যা বলছিল তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর যখন তুমি জবাব দিলে তখন শাইত্বান এসে গেল। যখন শাইত্বান এসে পড়েছে তখন আমি বসব না। (আস্-সহীহাহ– ২৩৭৬)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ– (২/৩০০) বিশর ইবনে মুহাররার এর তরিকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মুরসাল যঈফ....। এর সমর্থিত বর্ণনা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইবনে আজলান হাদ্দাসানা সাঈদ বিন আবী সাঈদ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি শরহুস সুন্নাহর (১৩/১৬৩/৩৫৮৬)-তেও উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। হাদীসটি আহমাদ তার 'মুসনাদে' হা. ২২৩১ এবং আব্দুর রাজ্জাক তার আল-মুসান্নাফে (১১/১১৭/২০২২৫) এ উল্লেখ করেছেন।

Contents

٤٢٨ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا: نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا. (الصحيحة: ٢٣٨٥)

৪২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত; অনুমতি নেয়া ব্যতীত (আলাপরত) দু'ব্যক্তির মধ্যে (গিয়ে) বসতে তিনি (নাবী ﷺ) নিষেধ করেছেন। (আস্-সহীহাহ- ২৩৮৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূল হাসান হারাবী 'আল-ফাওয়ায়েদ' ২/১৫৯; বায়হাক্বীর 'সুনান' ৩/২৩২; আমির আল আহওয়াল থেকে রিওয়ায়াত করেন। এমনিভাবে হাদীসটি ইবনে মানদাহ্ তার আল-আমালির- ১/৪০ এবং আবুল কাসেম আল হালাবী তার "حَدِيْثُ ابْنُ السَّقَاءِ" গ্রন্থের (১/৭/৮২) এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান, 'আমর বিন শুআয়িব অপ্রসিদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে।

٤٢٩ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الضَّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ. (الصحيحة: ٨٣٨، ٣١١)

৪২৯. নাবী ﷺ-এর সাথীদের এক ব্যক্তি বলেন, নাবী ﷺ ছায়া ও রৌদ্রের মধ্যে (দেহের কিছু অংশ ছায়ায় ও কিছু অংশ রৌদ্রে দিয়ে) বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, (যে এটি হলো) শাইত্বানের মাজলিস। (আস্-সহীহাহ- ৩১১০, ৮৩৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ তার মুসনাদের (৩/৪১৩-১৪); হাকিম তার মুসতাদরাকের (৪/২৭১) এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর সহীহুল ইসনাদে বলেছেন, আলবানী বলেন, হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ এবং ইবনে রাহুয়াহও সহীহ বলেছেন; হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা এই হাদীসটির চেয়েও অনেক উত্তম যা ইবনে মাজাহ তার সুনানের ৩৭২২ নং হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। ইবনু কাসীর ছাড়া সবাই শায়খাইনের রাবী। তিনি হলেন ইবনে কাসীর আল-বসরী, মাওলানা আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ। তাঁকে ইবনে হিব্বান (৫/৩৩২) ও 'ইজলী সিক্বাহ বলেছেন।

٤٣٠ـ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهٰى أَنْ يَضَعَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ: يَرْفَعُ) الرَّجُلَ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى زَادَ فِى الرِّوَايَةِ الْأُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهِ . (الصحيحة: ٣٥٦٧)

৪৩০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: তিনি (নাবী ﷺ) কোন ব্যক্তির জন্য এক পায়ের উপর অপর পা রাখতে (অপর বর্ণনানুযায়ী উঠাতে) নিষেধ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে। (তা হলো) সে তার পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। (অর্থাৎ, চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অন্য পা উঠিয়ে দেয়া নিষেধ)। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৬৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত জাবির (রা) মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাঊদ হা. ৪৮৬৫; খাতিবে বাগদাদি তার 'তারিখে বাগদাদে'র (২/৩৯১) ইমাম ইবনে আব্দুল বার তামহীদের (৯/২০৪) এ হাদীস্বটি উল্লেখ করেছেন।..... (কিছুটা ভিন্ন শব্দে) লাইসের বর্ণনা সহীহ্ মুসলিম (৬/১৫৪/৫৬২৩) :

(بَابٌ فِىْ مَنْعِ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرٰى)

٤٣١ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، يَزْعَمُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ: نَهٰى عَنِ الصُّوَرِ فِى الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذٰلِكَ. (الصحيحة: ٤٢٤)

৪৩১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঘরে ছবি রাখতে ও তা বানাতে নিষেধ করেছেন। (আস্-সহীহাহ- ৪২৪)

হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

তিরমিযী– ১/৩২৫; আহমাদ (৩/৩৩৫, ৩৮৪); ইবনে জুবাইজ এর তরিকে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: যেভাবে তিনি বলেছেন, এটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ এবং হাদীসটি ইবনে হিব্বান তার সহীহার হাদীস নং ১৪৮ এ উল্লেখ করেছেন।

٤٣٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى ﷺ عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ. (الصحيحة: ٦٠)

৪৩২. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ একাকীত্ব থেকে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ একাকী রাত্রিযাপন করতে কিংবা একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন। (আস্-সহীহাহ- ৬০)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ তার মুসনাদের (২/৯১); আসিম ইবনে মুহাম্মাদ এর তারিকে ইবনে উমার থেকে মারফূ'য়ান রিয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সহীহ্ বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ। আর এর সকল রাবি শায়খাইনের রাবি। ইবনে আবি শায়বা হাদীসটি তার আল-মুসান্নাফে (৯/৩৮/৬৪৩৯) এ উল্লেখ করেছেন।

٤٣٣ـ عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ، لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ، فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ، فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَّالِ، فَرَهَنَهَا، فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ، فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا. فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَّالِ. (الصحيحة: ٢٣٩٢)

৪৩৩. শাকীক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি ও আমার এক বন্ধু সালমান (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের নিকট (আহারের জন্য) রুটি ও লবণ দিলেন এবং বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের লৌকিকতা করা থেকে নিষেধ না করতেন তবে তোমাদের জন্য আমি লৌকিকতা প্রদর্শন করতাম। আমার সাথী বলল, যদি লবণের সাথে সা'তার (سعتر এক প্রকার পাহাড়ী দানা যা খাদ্য বিশেষ) থাকত! তখন তিনি সব্জি বিক্রেতার নিকট লোটা পাঠিয়ে দিলেন এবং তা তার নিকট বন্ধক রাখলেন। অতঃপর

তিনি সা'তার আনলেন এবং তার সাথে মিশিয়ে দিলেন। যখন আমরা খাবার শেষ করলাম তখন আমার বন্ধুটি বলল, ঐ আল্লাহর শুকরিয়া (প্রশংসা)! যিনি আমাদের যা রিযিক দিয়েছেন তাতে আমরা সন্তুষ্টি লাভ করেছি। অতঃপর সালমান বললেন, আমি তোমাদের যা খেতে দিয়েছি তাতে যদি আমি পরিতৃপ্ত লাভ করতাম তবে আমার লোটা (পানির পাত্র) সব্জি বিক্রেতার নিকট বন্ধক থাকত না। (আস্-সহীহাহ- ২৩৯২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম তার মুসতাদরাকের (৪/১২৩); ইবনে আদী তার 'কামেলের পৃষ্ঠা (১৫৪-৫৫) সুলাইমান ইবনে ক্বরম এর তরিকে উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সম্ভবত হাদীসটি হাসান। তবে হাদীসটি শাওয়াহেদের কারণে সহীহ্।

٤٣٤- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا. قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ. (الصحيحة: ٢٦)

৪৩৪. মুয়াবিয়া ইবনু বারাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখন বকরী জবাই করি তখন তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি বললেন, যদি তুমি বকরীর প্রতি দয়া কর তবে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন। (আস্-সহীহাহ- ২৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩৭৩; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' পৃষ্ঠা ৬০; তাঁরই 'আল-আওসাত' (১/১২১/১); কাবীরের (১৯/২২)। এমনিভাবে আহমাদ তার মুসনাদের (৩/৪৩৬ এবং ৫/৩৪) এবং হাকিম তার মুসতাদরাকে (৩/৫৮৬) এবং ইবনে আদি তার কামেলে (২/২৫৯); আবূ নুয়াইম তার আল-হিলয়ার (২/৩০২ এবং ৬/৩৪৬) এ এবং ইবনে আসাকির তার তারিখে (১/৬/২৫৭) উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। হায়সামী (র) তাঁর 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদে' বর্ণনাকারীদেরকে সিক্বাহ বলেছেন।

Contents

٤٣٥ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَضَعُ اللهُ رَحْمَتَهُ إِلاَّ عَلَى رَحِيمٍ. قَالُوا: كُلُّنَا يَرْحَمُ. قَالَ: لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ، يَرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةً. (الصحيحة: ١٦٧)

৪৩৫. আনাস ইবনু মালিক থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আল্লাহ শুধু দয়ালুর প্রতিই দয়া করে থাকে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, আমাদের সকলেই (কোন না কোন ব্যক্তির প্রতি) দয়া করে থাকেন। তিনি বললেন, তোমাদের কারো জন্য তার বন্ধুর প্রতি দয়া করা নয় বরং সকল মানুষকে দয়া করবে। (আস্-সহীহাহ্- ১৬৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হান্নাদ ইবনুস সারী তার 'আয-যুহদ' এর হা. ১৩২৫; আবূ ইয়ালা তার মুসনাদের (৭/২৫০); ইমাম তাবারানী তার মাকারিমুল আখলাক-এর (৫১/৪০); হাফেয ইরাক্বী 'المجلس من الأمالي' ২/৭৭ মাজলিসে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের তরিকে হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাফেজ বলেছেন যে, হাদীসটিকে হাসান ও গারীব বলেছেন।

হুসাইন সালিম বিন আসাদ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ ইয়ালা- ৭/২৫০/৪২৫৮) হায়ছামী (র) 'মাজমাউয যাওয়ায়েদে' (৮/৩৪১/১৩৬৭৩) বলেন: আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক্ব ছাড়া সবাই সিক্বাহ, তিনি মুদাল্লিস।

অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা যা নিম্নরূপ:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَاحَمُوا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ كُلُّنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ وَلٰكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ ـ

হায়সামী (র) বলেন: তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্। (মুজমাউয যাওয়ায়েদ- ৮/৩৪০/১৩৬৭১)

٤٣٦ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿وَرَاءَكَ﴾ يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، فَلَا تَدْخُلْ عَلَيَّ إِلَّا بِإِذْنٍ. (الصحيحة: ٢٩٥٧)

৪৩৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত করলাম। তাঁর অনুমতি ছাড়াই (আমি) তাঁর নিকট যেতাম। একদিন আমি তাঁর নিকট যেতে লাগলাম তখন তিনি বললেন, (পিছনে যাও) হে বৎস! একটি ব্যাপার ঘটেছে অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট আর আসবে না। (আস্-সহীহাহ- ২৯৫৭).

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৮০৭; তাহাবী 'শরহু মাআনিল আসার' ২/৩৯৩; আহমাদ তার মুসনাদে (৩/১৯৯ ও ২০৯); মিয্‌যি তার তাহজিবুল কামালে (১১/২৩৯); বায়হাকী তার শুয়াবে (৬/২৬৪-২৬৫); জারির ইবনে হাজিমের তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (৬/১৭৭); আবূ দাউদ হা. ৪৯৬৪; তিরমিযী হা. ২৮৩৩; ইবনে আবি শায়বা তার আল-মুসান্নাফে (৯/৮৩/৬৬০৮); ইবনে সা'দ তার আত্-তাবাকাতের (৭/২০); বায়হাকী তার সুনানের (১০/২০০) এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٤٣٧ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئًا، وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تُصَلِّي إِلَّا فِيهِ، وَلَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَجْعَلَكَ اللهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصحيحة: ٣١٢٢)

৪৩৭. আবূ দারদা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হেলান (ঠেস) দিয়ে খাবার গ্রহণ করবে না এবং চালনিতেও খাবার গ্রহণ করবে না। মাসজিদের মধ্যে কোন স্থান নির্দিষ্ট করবে না যে সেখানে শুধু তুমিই সালাত আদায় করবে। জুমুআর দিন মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাবে

না। নতুবা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তাদের (গমনের জন্য) পুল বানিয়ে দেবেন। (আস্-সহীহাহ- ৩১২২)

হাদীসটি হাসান।

ইবনে আসাকির 'তারীখে দামেশক' (৪৫/৪০৮) হা. ৯৯২৬ ও ৯৯২৭ এ আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহর সানাদে আবু দারদা (রা) থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। অপর একটি রিওয়ায়াতে আবুল হাসান ইবনে যিরকাত্তিয়াহর সানাদে আবূ দারদা (রা) থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

(পর্যালোচনা শেষে) শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান, ইনঁশাআল্লাহ তা'আলা।

٤٣٨ـ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ .
(الصحيحة: ٨١٧)

৪৩৮. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি সালাম দ্বারা (প্রবেশ) শুরু করে না তাকে (প্রবেশ করার) অনুমতি দিবে না।
(আস্-সহীহাহ- ৮১৭)

হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

আবূ নুঈম 'আখবারে ইস্পাহান' (১/৩৫৭) এ আবু আহমাদ এর সানাদে যাবির থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী তার আল- মাজমাযুজ্জাওয়ায়েদের (৮/৩৩) হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা আব্দুল মালেক ইবনে আতা আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাইসামী বলেছেন: তাবারানী এ হাদীসটি তার আলমু জামুল আওসাত কিতাবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর সকল রাবিগণ সিক্বাহ। তবে আব্দুল মালিক আবূ হুরাইরা থেকে শুনেনি। তাছাড়া আমর ইবনে সুফিয়ানের সানাদে এর আরেকটি তরিক পাওয়া যায়।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটি সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা হাসান ও সহীহ্ মানে উত্তীর্ণ (দ্রষ্টব্য সহীহ্ আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৮২৯); তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা. ৮১৭। হুসাইন সালিম আল-আসাদ হাদীসটির সানাদকে যঈফ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ ইয়ালা- ৩/৩৪৪/১৮০৯)

٤٣٩ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيْقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ.
(الصحيحة: ٧٠٤)

৪৩৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সালাম দিবে না। যখন তাদের কারো সাথে পথে দেখা হবে তখন তাদের পথের সংকীর্ণ স্থানে যেতে বাধ্য করবে। (অর্থাৎ, এমনভাবে চলবে যেন তারা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য হয়)। (আস্-সহীহাহ- ৭০৪)

হাদীসটি সহীহ্।

বুখারী তার সহীহায় হা. ১১০৩; আহমাদ তার 'মুসনাদের' (২/২৬৬/৪৫৯) সহীহ্ মুসলিম- (৭/৫/৫৭৮৯) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِبْدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ) ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১১০৯; 'ইরওয়াউল গালীল হা. ১২৭১ ও ১২৭৩।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির চারটি তুরুক উল্লেখ করেছেন আর হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٤٤٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اِسْمِي وَكُنْيَتِي، ﴿أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللهُ يُعْطِي، وَأَنَا أَقْسِمُ﴾. (الصحيحة: ٢٩٤٦)

৪৪০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা আমার নাম ও কুনিয়াত তথা উপনাম একসাথে একত্রিত করবে না। (অর্থাৎ, নাম নিতে গিয়ে মূল নাম ও উপনাম এক সাথে উল্লেখ না করে যে কোন একটি উল্লেখ করবে) আমি আবুল কাসিম আল্লাহ (আমাকে) দান করেন আর আমি বণ্টন করি। (আস্-সহীহাহ- ২৯৪৬)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ', তিরমিযী হা. ২৮৪৩; ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৭৮৪; আহমাদ তার মুসনাদে- ২/৪৩৩; তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ- (১/১০৬ ও ১০৭); দুলাবী তার 'কুনা'য় (১/৫); আবূ নুয়াইম তার হিলয়াহর (৭/৯১); বায়হাকী তার দালায়েলে (১/১৬৩); সকলেই ইবনে আজলানের সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। মুসলিম (৬/১৭১); আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৯৬৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান এবং এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

٤٤١ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ إِسْمِ أُخْتٍ لَهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: إِسْمُهَا بَرَّةُ. قَالَتْ: غَيِّرْ إِسْمَهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَغَيَّرَ إِسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِيْنَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمِي بَرَّةُ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي بَرَّةُ، قَالَ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةُ، سَمِّيْهَا زَيْنَبَ. فَقَالَتْ (أُمُّ سَلَمَةَ): فَهِيَ زَيْنَبُ. فَقُلْتُ لَهَا: إِسْمِيْ؟ فَقَالَتْ: غَيِّرْ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، سَمِّهَا زَيْنَبَ. (الصحيحة: ٢١٠)

৪৪১. মুহাম্মাদ ইবনু আম্র ইবনু আতা (র) থেকে বর্ণিত; তিনি যাইনাব বিনতি আবি সালামার নিকট গেলেন। তখন তিনি (যায়নাব) তাঁকে তাঁর নিকট তার যে বোন ছিল তার নাম জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বললেন, আমি বললাম, তাঁর নাম বাররাহ। তিনি (যায়নাব) বললেন, তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখ। কারন, নাবী ﷺ যখন যাইনাব বিনতু জাহাশকে বিবাহ করেন তখন তাঁর নাম ছিল, বার্রাহ। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) তার নাম পরিবর্তন করে যাইনাব রাখেন। যখন তিনি (নাবী ﷺ) উম্মে সালামাহকে বিবাহ করেন এবং তাঁর নিকট যান তখন আমার নাম বার্রাহ ছিল। তিনি শুনতে পেলেন সে (উম্মে সালামাহ) আমাকে বার্রাহ বলে ডাকছেন। (তখন) তিনি (নাবী ﷺ) বললেন: তোমরা তোমাদের পবিত্র-পরিশুদ্ধ আখ্যায়িত করো না। কারণ, আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের কে সৎ আর কে অসৎ। তার নাম যাইনাব রাখ। তখন সে (উম্মু সালামাহ) বললেন, সে যাইনাব। আমি তাকে বললাম, (এটা কি) আমার নাম? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল যে (নাম) পরিবর্তন করেছেন সেদিকেই তুমি (তোমার নাম) পরিবর্তন কর। তাকে যাইনাব বলে ডাক। (আস্-সহীহাহ- ২১০)

হাদীসটি হাসান।

Contents

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৮২১; আবূ দাউদ হা. ৪৯৫৩ এ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সানাদে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান। ইমাম মুসলিম তার সহীহাতে (৬/১৭৩-১৭৪) এ উল্লেখ করেছেন। كان اسم زينب برة শব্দে এর সহীহ্ শাহেদ পাওয়া যায়।

٤٤٢ـ عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُولُ شَيْئًا. إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَرَّتَيْنِ، قَالَ: لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ. قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ وَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. قُلْتُ: اِعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا: قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً. (الصحيحة: ١١٠٩)

৪৪২. আবূ জুরাই জাবির ইবনু সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, লোকজন তাঁর রায় অনুযায়ী কাজ করছে। আর তিনি যা-ই বলেন, তারা তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। আমি বললাম, ইনি

Contents

কে? তারা বলল, (ইনি) আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমি বললাম, عليك السلام يا رسول الله। (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। দু'বার বললাম। তিনি বললেন, عليك السلام (আলাইকাস সালাম) বলো না। কারণ, عليك السلام (আলাইকাস সালাম) মৃত ব্যক্তির অভিবাদন। السلام عليكم (আস্‌সালামু আলাইকুম) বলবে।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, আমি ঐ আল্লাহর রাসূল যখন তোমার উপর কোন বিপদ নেমে আসে আর তুমি তাঁর নিকট দু'আ কর তখন তিনি তোমার থেকে তা দূর করে দেন। আর যখন তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে আর তুমি তাঁর নিকট দু'আ কর তখন তিনি তোমার জন্য শস্য উৎপাদন করেন। আর যখন তুমি কোন অপরিচিত স্থানে কিংবা ময়দানে থাক। আর তোমার বাহন হারিয়ে যায় তখন তুমি তার নিকট দু'আ কর। অতঃপর তিনি তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দেয়। আমি বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, কাউকে গালি দিবে না এবং কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না। যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বল তবে এটিও ভাল কাজের মধ্য হতে একটি ভাল কাজ। তোমার লুঙ্গি (বা জামা) পায়ের গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত উঠিয়ে রাখবে। যদি তা না হয় তবে টাখনু পর্যন্ত উঠাবে। লুঙ্গি পায়ের টাখনুর নিচে পরা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তা হচ্ছে অহংকার (অর্থাৎ অহংকারের পরিচায়ক)। আর আল্লাহ তা'আলা অহংকারকে ভালোবাসেন না। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার মধ্যে (দোষের) যা রয়েছে তা নিয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করে। তবে তুমি তার মধ্যে (দোষের) যা রয়েছে সে ব্যাপারে তোমার জানা আছে তা নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করবে না। কারণ এর (গালমন্দের) পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। কাউকে গালি দিবে না এর পরে অতিরিক্ত (বর্ণনা) রয়েছে। তিনি (লোকটি) বললেন, এরপর আমি স্বাধীন, গোলাম, উট (কিংবা) বকরী কাউকে গালি দেইনি। (আস্-সহীহাহ- ১১০৯)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাউদ- ২/১৭৯; তিরমিযী- ২/১২০; দুলাবী তার 'কুনা ওয়াল আসমা' (পৃষ্ঠা ৬৬)-তে আবূ গিফার এর সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ তার মুসনাদে- ৪/৬৪; হাকিম তার 'আল মুসতাদরাকের' ৪/১৮৬।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: আবূ গাফ্ফার ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বুখারীর রাবী। তাঁর নাম আল-মুসান্না বিন সাঈদ, তিনিও সিক্বাহ।

٤٤٣ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَقُصُّوا الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ. (الصحيحة: ١١٩)

৪৪৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নাবী ﷺ) বলেন: তোমরা আলেম ও হিতাকাঙ্খী ব্যতীত কারো নিকট স্বপ্নের কথা বলবে না। (আস্-সহীহাহ- ১১৯)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ২/৪৫; দারেমী- ২/১২৬ এ ইয়াযিদ ইবনে যুরাইয এর সানাদে আবূ হুরাইরা'র সানাদে মারফূয়ান বর্ণনা করেন। তাবারানী তার 'আস্-সগীর' এর পৃষ্ঠা ১৮৭; আবুশ শায়খ তার আত্-তাবাক্বাত এর (২৮১) ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

٤٤٤ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ. وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. (الصحيحة: ٣٥٧٢)

৪৪৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: গিরগিটি দুষ্ট অসৎ প্রাণী। 'আয়িশা (রা) ও সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৩৫৭২)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী হা. (১৮৩১, ৩৩০৬) (بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ); সহীহ্ মুসলিম- (৭/৪২/৫৯৮২) (بَابُ اِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ); নাসাঈ তার 'আল-মুজতবার' ৫/২০৯ এর আল কুবরার হা. ৩৮৬৯; ইবনে মাজাহ্ হা. ৩২৩০; ইবনে হিব্বান হা. ৩৯৬৩; আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব এর তরিকে ইউনুস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন হাদীসটি সহীহ্। এ আমের ইবনে সালেহের মুতাবায়াত পাওয়া যায় এবং বাকি সকলেই সিক্বাহ। বায়হাক্বী- (৫/২১০-১১)

Contents

٤٤٥- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرفُوعًا: لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدُنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدُكُم، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة: ٣٧١)

৪৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর বাবার বরাতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন। মুনাফিককে سيدنا অর্থাৎ, আমাদের নেতা-মান্য ব্যক্তি বলো না। কারণ, সে যদি তোমাদের নেতা হয় তবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে। (আস্-সহীহাহ- ৩৭১)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ- ২/৩১১; ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১১২); আহমাদ- (৫/৩৬৬-৬৭); ইবনুস সুন্নী তার আমালুল য়াওমি ওয়াল লাইলাহর হা. ৩৮৫; বাইহাকী তার শুয়াবের (২/২/৫৮); নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ তার (زوائد الزهد)-এর হা. ১৮৬ এ নু'যাজ ইবনে হিশামের সানাদে রিওয়ায়াত করেন।

এর সানাদ শায়খানের শর্তে সহীহ্।

٤٤٦- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلاَ بِغَضَبِهِ، وَلاَ بِالنَّارِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بِجَهَنَّمَ. (الصحيحة: ٨٩٣)

৪৪৬. সামুরাহ ইবনু জুন্দুব নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: তোমরা আল্লাহর লানাতের দ্বারা কাউকে লা'নাত তথা অভিশাপ দিয়ো না এবং তাঁর ক্রোধের দ্বারাও কাউকে অভিশাপ দিয়ো না। জাহান্নামের অভিশাপও দিয়ো না। (কোন বর্ণনায় جهنم আবার কোন বর্ণনায় نار আছে)। (আস্-সহীহাহ- ৮৯৩)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ হা. ৪৯০৬; তিরমিযী- ১/৩৫৭; হাকিম- ১/৪৮; আহমাদ- ৫/১৫; বাইহাকী তার শুয়াবের (৪/২৯৫/৫১৬০); হিশাম এর সানাদে সামুরাতুবনু জুনদুব (রা) থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেন।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্। হাকিম বলেছেন: সহীহুল ইসনাদ। যাহাবী (র) চুপ থেকেছেন।

Contents

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন। যদিও হাসান বসরী 'আন'আনাহ্ ভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সম্ভবত হাদীসটি হাসান।

٤٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَعَنَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

(الصحيحة: ٥٢٨)

৪৪৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তির চাদর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেলে সে বাতাসকে অভিশাপ দিল। নাবী ﷺ বললেন, বাতাসকে অভিশাপ দিয়ো না। কারণ, তা আদেশপ্রাপ্ত। যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তুকে অভিশাপ দেয় যা অভিশাপের পাত্র নয় তবে অভিশাপ তার দিকেই ফিরে আসে। **(আস্-সহীহাহ- ৫২৮)**

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ হা. ৪৭০৮; মুসলিম ইবনে ইব্রাহীমের সানাদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী- ১/৩৫৭; তাবারানীর 'কাবীর' (৩/১৭৫-৭৬); ভিন্ন তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ১৯৮৮; বায়হাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' (২/১০২/১) এ আবু কুদামার সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব, বিশর বিন উমারের সানাদটি ছাড়া অন্য কোন সানাদ আমাদের জানা নেই। মুনযিরী (র) তাঁর 'তারগীবে' (৩/২৮৮-৮৯) বলেন: বিশর সিক্বাহ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ তার থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাঁর ব্যাপারে কোন সমালোচনা আমার জানা নেই। দিয়া তার আল-আহাদিসুল মুখতারাহ এর (১/৫৯/২০০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٤٤٨- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِ الطُّرُقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ. (الصحيحة: ٢٤٣٣)

৪৪৮. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা রাস্তার মধ্যভাগে অবতরণ করবে না এবং সেখানে (প্রস্রাব-পায়খানার) প্রয়োজনও সারবে না। **(আস্-সহীহাহ- ২৪৩৩)**

হাদীসটি সহীহ্।

Contents

আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ 'আল-আদাব'– (১/১৫০/১); হিশামের সানাদে যাবির (রা) থেকে মারফূ'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন ইবনে মাজাহ হা. ৩৭৭২; আবূ বকর ইবনে আবি শায়বার তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ– ৩/৩০৫; ভিন্ন তরিকে হাকিম থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছ ইবনে আবূ ইয়ালা– ২/৫৯৪; ভিন্ন তরিকে ইয়াজিদ ইবনে হারুন থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। মুসলিম হা. ৬/৫৪।

হাদীসটির সমর্থনে অপর একটি হাদীস হল:

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي..... وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

সহীহ্ মুসলিম (بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ)। এর আরো অনেক সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

٤٤٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: وَفُلَانَةُ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ ﴿مِنَ الْأَقِطِ﴾ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(الصحيحة: ١٩٠)

৪৪৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-কে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! ওমুক মহিলা রাত্রে সালাত আদায় করে (অর্থাৎ, নফল সালাত আদায় করে) এবং দিনে (নফল) সিয়াম (রোজা) পালন করে, সাদাকাহ্ দেয়। আর সে তার জিহ্বা দ্বারা (অর্থাৎ, গালমন্দ করার দ্বারা) তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। সে জাহান্নামী। তিনি বললেন, ওমুক মহিলা ফরজ সালাত আদায় করেন এবং পনির (তরকারী) দ্বারা সাদাকাহ করে। সে কাউকে কষ্ট দেয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতী। (আস্-সহীহাহ– ১৯০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১১৯; সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ২০৫৪; হাকিম– ৪/১৬৬; আহমাদ– ২/৪৪০; ইসহাক ইবনে রাহউয়া (২/৪/৩৬); বায্যার তার মুসনাদের হা. ১৯০২; মুহাম্মাদ ইবনুল মুয়াদ্দিল তার আল-আমালির (৬/১-২); খারায়েতী তার (مَسَاوِئُ الْاَخْلَاقِ)-এর (১৭৭-৩৭৯) এ আমাশের তরিকে আবূ হুরাইরা থেকে উল্লেখ করেছেন। –এর সানাদ সহীহ্।

٤٥٠ـ عَنْ عَبْدِاللهِ مَرْفُوعًا: لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ. (الصحيحة: ٢٤٣٥)

৪৫০. আব্দুল্লাহ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; মুসাফির ও (রাত্রে) সালাত আদায়কারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য রাত্রে গল্প করার অনুমতি নেই। (আস্-সহীহাহ্– ২৪৩৫)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালিসী তার মুসনাদের (১/৭৩/২৯৪); এ শু'বার সানাদে মারফূ'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (১/৪১২ ও ৪৬৩) এ মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আল-আত্তার এর اَلْمُنْتَقَى مِنْ حَدِيْثٍ-এর (২/২/৪); হারিস তার মুসনাদের ১/১০৫-এ ভিন্ন তুরুকে শুবার সানাদে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদের সবাই সিক্বাহ এবং শায়খাইনের রাবী। কিন্তু এর পরেও হাদীসটি মা'লুল আসাদ ইবনে মুসা হাদীসটির বিরোধিতা করেছেন। ইবনে মাজাহ– ১/২৩৮; ইবনে হিব্বান– ২৭৭; আহমাদ– ১/৩৮৯, ৪১০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। 'আতা বিন সায়েব ছাড়া সবাই সহীহ্ বুখারীর রাবী। তিনি এলোমেলো করতেন।

শুআয়িব আল-আরনাউত হাদীসটির একটি সানাদকে হাসান লি-গায়রিহী বলেছেন।

٤٥١ـ عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. (الصحيحة: ٢٤٤٠)

৪৫১. সালমান (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কোন ব্যক্তির জন্য তার সাধ্যের ঊর্ধ্বে মেহমানের মেহমানদারী করানোর জন্য তাকে বাধ্য করা হয়নি। (আস্-সহীহাহ্– ২৪৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ নুঈম 'আখবারে ইস্পাহান' ১/৫৬; খাতীব তাঁর 'আত্-তারীখে' ১০/২০৫; দায়লামী (৪/২/১৯৭) এ ইবনে লাল এ থেকে এবং উভয়েই মুহাম্মাদ ইবনুল ফরজ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসতাদরাক– ৪/১২৩।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ যঈফ ও অপরিচিত। তবে হাদীসটির অন্য একটি তরিক রয়েছে যা হাকিম তার মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন যা সহীহুন ইসনাদ বলে হাকিম মন্তব্য করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (বিভিন্ন হাদীসের) সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি শক্তিশালী। এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ বুখারীর 'কিতাবুল ইতিসাম' (بَابُ مَا نُهِيْنَا :হাদীস يَكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ) عَنِ التَّكَلُّفِ

٤٥٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ فِى الْمَجْلِس. (الصحيحة: ٣٥٥٦)

৪৫২. সাহল ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন ব্যক্তি যেন তার ছেলেকে মাজলিসে রেখে লোকজনের সামনে গিয়ে না বসে। (আস্-সহীহাহ– ৩৫৫৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি সাহল ইবনে সা'দের মারফূয়ান বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১৯০; আবূ দাঊদ তার সুনানের 'আল-আদাব' অধ্যায়ে ১-২৪ এ মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী 'আল-মুজামুল আওসাত' (৪/৩৫৮-৫৯)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

٤٥٣ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَلَى الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى حَرَامِهِمَا[1] ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا، سَبَقَهُ

১. সহীহ্হাতে এমনই এসেছে صرامهما সঠিক শব্দ।
যেমনটি এসেছে مصادر التخريج-এ।

بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ، فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. (الصحيحة: ١٢٤٦)

৪৫৩. হিশাম ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন; কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে অপর মুসলিমের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বলা ত্যাগ করবে। কারণ, তারা যতদিন তাদের অবৈধ কাজে থাকবে ততদিন তারা সত্য হতে বিচ্যুত থাকবে। তাদের মধ্যে প্রথম গানীমাত অর্জনকারী হলো। হৃদ্যতার জন্য যে অগ্রসর হয়। তা তার (গুনাহের) কাফ্ফারা স্বরূপ। যদি সে সালাম দেয় এবং (অপরজন) তার সালামের জবাব না দেয় তবে ফেরেশতারা তার জবাব দেয় এবং অপরজনের উপর শাইত্বান অবতরণ করে। যদি তারা তাদের সম্পর্কহীনতার মধ্যে মারা যায় তবে তারা কখনও জান্নাতে একত্রিত হবে না। (আস্-সহীহাহ- ১২৪৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৪০২; আহমাদ- ৪/২০; বায়হাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' (২/২৮৭/২) ইয়াযিদ আর্ রিশক এর সানাদে হিশাম ইবনে আমির থেকে মারফূ'য়ান বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্।

٤٥٤- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. (الصحيحة: ١٠٣٤)

৪৫৪. হুজাইফাহ ইবনু ইয়ামান (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আস্-সহীহাহ- ১০৩৪)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- ৭/৮৬ (باب ما يكره من النميمة); সহীহ্ মুসলিম- ১/৭১ (باب بيان تحريم النميمة); আবূ দাঊদ- ২/২৯৭; তিরমিযী- ১/৩৬৪; তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন। তায়ালিসী পৃষ্ঠা ৫৬; হা. ৪২১; আহমাদ- (৫/৩৮২, ৩৮৯, ৩৯২, ৪০২, ৪০৪) এ হাম্মাম ইবনে হারিস এর সানাদে হুজাইফা (রা) থেকে মারফূ'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٥٥ـ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا: لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ. (الصحيحة: ٤١٦)

৪৫৫. আশআস্ ইবনু কায়িস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
(আস্-সহীহাহ- ৪১৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৫/২১১-১২); যিয়াদ ইবনে কুলাইব থেকে দুই তরিকে উল্লেখ করেছেন। মুনজিরি তার আত্-তারগিব ওয়াত্-তারহিব কিতাবের (২/৫৬) এ এবং হাইসামী তার কিতাবের (৮/১৮০); এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এর সকল রিজাল সিক্বাহ।

এর সাহেদ রয়েছে যা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (৩৩); আবূ দাঊদ- ২/২৯০; ইবনু হিব্বান হা. ২০৭০; তায়ালিসী পৃষ্ঠা ৩২৬, হা. ২৪৯১; আহমাদ- (২/২৯৫, ৩০২, ৩৮৮, ৪৯২) -রুবাঈ বিন মুসলিম বিন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ শুনেছেন আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। এর সানাদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٤٥٦ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا: لَا يَعْضَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. (الصحيحة: ٢٤٤٣)

৪৫৬. উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরকে অপবাদ না দেয়। (আস্-সহীহাহ- ২৪৪৩)

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ তায়ালিসী তার মুসনাদের (২/৬৬/২২১৬); আহমাদ তার মুসনাদের (৫/৩১৩/৩২০); মুসলিম তার সহীহার (৫/১২৭) এ আবু কিলাবাহর তরিকে উবাদাতু ইবনুস্ সামিত (রা) থেকে মারফূ'য়ান উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মূলত হাদিসুল মুবায়া'ত এর একটা অংশ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (বিভিন্ন সানাদ ও মতনের পর্যালোচনায়) হাদীসটি হাসান।

٤٥٧ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلٰى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ .

(الصحيحة: ٢٨٠١)

৪৫৭. মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন আমি উৎপন্ন করেছি (زَرَعْتُ) না বলে। বরং আমি চাষাবাদ (حَرَثْتُ) করেছি বলবে। মুহাম্মাদ (ইবনু সীরিন) বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রা) বললেন, তোমরা আল্লাহর এ বাণী শুননি? যে, أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ। অর্থাৎ, "তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, তোমরা যা চাষাবাদ কর তা তোমরা উৎপন্ন কর না আমি তা উৎপন্ন করে থাকি।" (আস্-সহীহাহ- ২৮০১)

হাদীসটি হাসান।

ইবনে জারীর তবারী তার 'তাফসীরে তাবারী' (২৭/১১৪); বায্যার হা. ১২৮৯; ইবনে হিব্বান হা. ৫৬৯৩; তাবারানীর 'আল-আওসাত' (১/১৪৯/১); আবূ নুঈমের 'আল-হিলইয়াহ' ৮/২৬৭; আস্-সাহমী তাঁর 'তারীখে জুরজান' হা. ৩৬৯; সুনানে বায়হাক্বী- ৬/১৩৮ এবং শুআয়িব (৪/২৮০১); সকলেই মুসলিম ইবনে আবূ মুসলিমের তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ।

٤٥٨ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِى، فَكُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: فَتَاتِى، وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّى، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِى. (الصحيحة: ٨٠٣)

৪৫৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের কেউ যেন (তার চাকরকে) عبدى আমার গোলাম না বলে। তোমরা সকলেই

আল্লাহর গোলাম। বরং فَتَاىَ আমার চাকর (যুবক) বলবে। আর চাকররা (মনিবকে) رَبِّى (আমার প্রভু) বলবে না। বরং سَيِّدِى আমার নেতা বলবে। (আস্-সহীহাহ- ৮০৩)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম (৭/৪৬-৪৭/৬০১২) (بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ); জারীর থেকে আহমাদ তার মুসনাদে (২/৪৯৬) ও ইবনে নুমাইর, আ'মাশ ও য়া'লার সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৯০; সুনানে আবূ দাঊদ হা. ৪৯৭৫; আব্দুর রাজ্জাক তার আল-মুসান্নাফের হা. ১৯৮৬৮; এ হাদীসটি মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: মারফুয়ান রিওয়ায়াত আসল। আর হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٤٥٩ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ. (الصحيحة: ٢٢٨)

৪৫৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; কোন ব্যক্তির জন্য কেউ যেন বসা থেকে না দাঁড়ায়। বরং তোমরা (অন্যের বসার জন্য স্থান) প্রশস্ত কর। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন।[১] (আস্-সহীহাহ- ২২৮)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদে আহমাদ' (২/৪৮৩); সুরাইজ এর সানাদে রিওয়ায়াত করেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান, বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ্।

ইমাম বুখারী হাদীসটি তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' وكان ابن عمر اذا قام عن مجلسه لم يجلس শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর এমন শব্দেই মুসলিম তার সহীহাতে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাঊদ তার সুনানে আবূ খাছিব এর তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

১. পরবর্তীকালে শাইখ (র) তাঁর মত পরিবর্তন করে একে যঈফ বলেছেন। দেখুন "সিলসিলাতুয য'ঈফা ওয়াল মাওযূয়াহ্" হা. ২৬৯২।

٤٦٠۔ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفَ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا.

(الصحيحة: ١٣٠٢)

৪৬০. জাবির (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জুমু'আর দিন তার (অপর মুসল্লী) ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় না বসে। বরং বলবে, তোমরা প্রশস্ত কর। (আস্-সহীহাহ- ১৩০২)

হাদীসটি সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি জাবির (রা) থেকে সহীহ্। তার থেকে মারফূ'য়ান বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির তিনটি তুরুক পাওয়া যায়। প্রথমটি সহীহ্ মুসলিম তার সহীহাতে (৭/১০/৫৮১৭) (بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ); এবং আহমাদ তার মুসনাদে (৩/৩৪২); দ্বিতীয়টি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৩/২৯৫)।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। এর সকল রাবি সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবি।

٤٦١۔ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ، وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ (ثَلَاثًا). فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (الصحيحة: ٥٦٩)

৪৬১. যুরারাহ ইবনু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন,) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম আমাকে বলেন, যখন নাবী ﷺ মাদীনায় আগমন করেন তখন মানুষ তাঁর দিকে ভিড় করে এবং বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন

করেছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন (তিনবার)! মানুষের সাথে আমিও দেখার জন্য গেলাম। যখন তাঁর চেহারা প্রকাশ পেল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি সর্বপ্রথম তাঁর যে কথা শুনেছি তা হলো, হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা সালামের প্রচলন কর। (অনাহারী মানুষদের) খাবার খাওয়াও। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখ। রাত্রে সালাত আদায় কর- যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। (তাহলে) তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(আস্-সহীহাহ- ৫৬৯)**

হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

তিরমিযী- ২/৭৯; দারেমী- ১/৩৪০; ইবনে মাজাহ হা. ১৩৩৫, ৩২৫১; ইবনে নাসর তার 'ক্বিয়ামুল লাইল' পৃষ্ঠা ১৭; হাকিম- (৩/১৩ ও ৪/১৬০); আহমাদ- ৫/৪৫১; তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ- ১/২৩৫; ইবনে আবি শায়বা তার আল-মুসান্নাফের (৮/৫৩৬ ও ৬২৪, ১৪/৯৫); যিয়া আল-মাকদ্দেসী 'আল-মুখতারা' (৫৮/১৭৬/১-২); আউফ এর তুরুকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্। হাকিম (র) বলেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: যাহাবী চুপ থেকেছেন, (হাদীসটির মান হল,) তারা উভয়ে যেভাবে বলেছেন।

٤٦٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ تَطْرِقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً، وَلاَ تَغْتَرُّوهُنَّ. (الصحيحة: ٣٠٨٥)

৪৬২. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ থেকে আসলেন তখন বললেন: হে মানুষেরা! (পূর্ব অবহিত করা ব্যতীত) তোমরা রাতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যাবে না এবং তাদের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়বে না। **(আস্-সহীহাহ- ৩০৮৫)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনে উমারের সানাদে বর্ণিত। তবে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. (১৪১৩২ ও ১৪৮৯৬) (৩৩/১৭২) এ জাবির (রা) এর সানাদে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিক্বাহ।

[মুসনাদে বায্যার (২/১৮৬/১৪৮৫-কাশফুল আশতার)....। (প্রথমাংশ) সহীহ্ আবূ আওয়ানাহ ৫/১১৭; সহীহ্ ইবনে খুযায়মাহ ৯/৩৪০; বায়হাক্বী- ৯/১৭৪; ইবনে ওয়াহহাবের সূত্রে উমার বিন মুহাম্মাদ থেকে।]

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

٤٦٣ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اِسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيْرَةِ. ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ، مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ. (الصحيحة: ١٠٤٩)

৪৬৩. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। (তখন) আমি তাঁর নিকট ছিলাম। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন: (এ লোকটি) কতইনা নিকৃষ্ট বংশের ছেলে কিংবা ভাই। অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর যখন সে বের হয়ে চলে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার ব্যাপারে যা (মন্দ কিছু) বলার বললেন, আবার তার সাথে নম্র কথা বললেন? অতঃপর তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! ঐ ব্যক্তিই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্লীলতা-কর্কশতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে ত্যাগ করেছে; তাকে বর্জন করেছে।

(আস্-সহীহাহ্- ১০৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- (৪/১২৫-২৬, ১৪২) (অন্যতম অনুচ্ছেদ: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب এবং باب المدارة مع الناس); সহীহ্ মুসলিম- (৮/২১/৬৭৬১) (باب مدارة من يتقى فحشه) তিরমিযী- ১/৩৬০; আহমাদ- ৬/৩৮; সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ এর সানাদে হযরত আয়িশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (৩৩৮); ইবনে ওয়াহাব তার আল-জামের (৬৯-৭০)।

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসানুন সহীহুন বলেছেন।

٤٦٤ـ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكَ وَالْفُحْشَ! إِيَّاكَ وَالْفُحْشَ! فَإِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلَ سُوْءٍ. (الصحيحة: ٥٣٧)

৪৬৪. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; হে 'আয়িশা! তুমি কর্কশভাষী হওয়া থেকে দূরে থাক। তুমি কর্কশভাষী হওয়া থেকে দূরে থাক। কারণ, কর্কশভাষী যদিও মানুষ তবে সে মন্দ-খারাপ মানুষ।

(আস্-সহীহাহ- ৫৩৭)

হাদীসটি হাসান।

উক্বায়লী 'আয্-যুয়াফা' (২৫৯) এ আব্দুল জাব্বার এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী তার সহীহ্বাতে হা. ৬০৩০ এ উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের নিকট এর অন্য এটি তরিক রয়েছে যা ইবনে আবিদ দুনিয়া তার আস্-সমত কিতাবের (১৮১/৩৩১) এ উল্লেখ করেছেন এবং এর রাবিগণ সকলেই সিক্বাহ। তাছাড়া তায়ালিসীও তার সুনানে হাদীস নং ১৪৯৫ এ তার আরেকটি তরিক উল্লেখ করেছেন।

(সার্বিক বিবেচনায়) হাদীসটি হাসান হওয়ার সিদ্ধান্তটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

٤٦٥ـ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ: يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِيْ: يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ! اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ. ثُمَّ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ: يَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ! أَلاَ أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الزَّبُوْرِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيْلِ، وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ لاَ يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلاَّ قَرَأْتَهُنَّ فِيْهَا: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. قَالَ عُقْبَةُ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلاَّ قَرَأْتُهُنَّ فِيْهَا، وَحَقٌّ لِيْ أَنْ لاَ

Contents

أَدْعُهُنَّ وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَكَانَ فَرْوَةُ بْنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ: أَلاَ فَرُبَّ مَنْ لاَ يَمْلِكُ لِسَانَهُ، أَوْ لاَ يَبْكِي عَلٰى خَطِيْئَتِهِ، وَلاَ يَسَعُهُ بَيْتُهُ. (الصحيحة: ٨٩١)

৪৬৫. ফারওয়া ইবনু মুজাহিদ আল লাখমী উকবাহ্ ইবনু আমির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উকবাহ ইবনু আমির! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দান কর। যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা কর। তিনি বলেন, পুনরায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে উকবাহ ইবনু আমির! তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ কর। তুমি তোমার ঘরে আবদ্ধ থাক। তোমার গুনাহের দরুন কান্না কর। অতঃপর পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উকবাহ ইবনু আমির! আমি কি এমন সূরা শিক্ষা দেব না যে সূরাগুলোর মত কোন সূরা তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও ফুরকানে নাযিল হয়নি? তুমি প্রতি রাতে সেগুলো পাঠ করবে (আর এই সূরাগুলো হলো) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (সূরা ফালাক) এবং قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ। (সূরা নাস)। উকবাহ বললেন, আমি প্রতি রাতেই এগুলো পাঠ করি। আমার দায়িত্ব হলো, আমি এগুলো কখনো ছাড়বো না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এগুলো পাঠ করার আদেশ দেন। ফারওয়া ইবনু মুজাহিদ যখন এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন, অনেকেই তার জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে না, তার গুনাহের দরুন কান্না করে না এবং বাড়িতে আবদ্ধ থাকে না (অর্থাৎ, দুনিয়ার অহেতুক গুনাহের কর্মে লিপ্ত না হয়ে ঘরেই অধিক থাকা কর্তব্য)।[১] (আস্-সহীহাহ- ৮৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনুল মুবারক তার আয্‌যুহ্দ এর হা. ১৩৪ এবং তার থেকে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৫/২৫৯) এমনিভাবে ইমাম তিরমিযী তার সুনানের

১. ২৯৯৮ নং হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হবে। -ইনশাআল্লাহ।

(২/৬৫); ইবনে আবিদ দুনিয়া তার আস্-সমত কিতাবের (২/৩৫) এ উবাইদুল্লাহ ইবনে সোহর এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম সুয়ূতী 'الْجَامِعُ الصَّغِيْرُ' (৩৭/৩০৮/৪০৬২৬) ইবনে আসাকিরের সূত্রে, বায়হাক্বীর 'শুআবুল ঈমান' (৬/২৬০/৮০৭৯)। শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: এর সানাদ হাসান। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ– ৪/১৫৮/১৭৪৮৮)

٤٦٦ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا: يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِىْ عَيْنِ أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ أَوِ الْجَذَلَ فِىْ عَيْنِهِ مُعْتَرِضًا. (الصحيحة: ٣٣)

৪৬৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মাওকুফ সূত্রে[১] বর্ণিত; তোমাদের প্রত্যেকে তার (অপর) ভাইয়ের চোখের ময়লার দিকে দেখে থাকে আর অস্বীকৃতিভাব দেখিয়ে (উদাসীন হয়ে) নিজের চোখের ময়লা কিংবা ধুলাবালির দিকে তাকায় না। (আস্-সহীহাহ– ৩৩)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনে ছায়েদ তার زَوَائِدُ الزُّهْدِلِابْنِ الْمُبَارَكِ (১/১৬৫) এ আল কাত্তাকির কিতাবের (হা. ২২২, ৫৭৫) উল্লেখ করেছেন। সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ১৮৪৮; আবুস শায়খ আল-আমসাল হা. ২১৭; আবূ নুঈমের 'আল-হিলইয়াহ' ৪/৯৯ এবং তার থেকে দাইলামী তার মুসনাদে (৪/৩৩৩) এবং আল-কুযায়ী তার মুসনাদুশ শিহাব কিতাবের (১/৫১) এ মুহাম্মাদ ইবনে সিময়ার এর তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ্।

٤٦٧ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُوْلُ: إِنِّىْ وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ. (الصحيحة: ٥١٢)

---

১. আলবানী (র) হাদীসের তাখরিজ সমাপনান্তে বলেন যে, হাদীসটি মাওকূফ। আর এটিই অধিক সংগত। –তাজরীদকারক।

৪৬৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে দু'টি গর্দান বের হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে। দু'টি কান থাকবে যা দ্বারা সে শুনবে এবং মুখ থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমি (শাস্তি দেয়ার জন্য) তিন শ্রেনীর ব্যক্তির প্রতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। (তারা হলো,) (ক) প্রত্যেক অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী; (খ) যারা আল্লাহর সাথে অপরকে প্রভু হিসেবে ডেকেছে (গ) এবং চিত্রকর। **(আস্-সহীহাহ- ৫১২)**

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ২/৯৫; আহমাদ- ২/৩৩৬ এ আব্দুল আযিয ইবনে মুসলিমের তরিকে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে মারফূ'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ্। বায্যার হা. ৩৪০০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

٤٦٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ. (الصحيحة: ١١٤٨)

৪৬৮. যায়িদ ইবনু আসলাম[১] (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আরোহী পথিককে সালাম দিবে। যখন কোন দলের এক সদস্য সালাম দেয় তখন তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হয়।

(আস্-সহীহাহ- ১১৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

মুয়াত্তা মালিক- ৩/১৩২; যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে হাদীসটি মারফু'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন। দুর্বল তরিকে হাদীসটি শাহেদ পাওয়া যায়। ইমাম হাইছামী তার আল-মাজমাযুজ্জাওয়ায়েদ কিতাবের (৮/৩৫) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: তবরানী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে ইবনে কাছির নামক একজন রাবি রয়েছে যিনি যঈফ। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে- ইরওয়া (৭০৭)।

হাদীসটির প্রথমাংশ সহীহ্ বুখারী (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ) ও সহীহ্ মুসলিমে (بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ) বর্ণিত হয়েছে।

---

১. তিনি মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। এটি তার মুরসালসমূহের একটি।

٤٦٩- عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ. (الصحيحة: ١١٤٧)

৪৬৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আরোহী পথিককে আর পথিক উপবিষ্টকে উপর এবং অল্পসংখ্যক দল অধিক সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। যে সালামের জবাব দিবে তা (শান্তি-ছওয়াব) তার জন্য মিলবে। আর যে জবাব দিবে না তার জন্য কিছুই থাকবে না। (আস্-সহীহাহ- ১১৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' পৃষ্ঠা ১৪৪; আহমাদ- ৩/৪৪৪; ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছির এর সানাদে আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণনা মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেন (১১/১৩): এর সানাদ সহীহ্ (ফাতহুল বারী)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ। আবু রাশিদ আল-হিবরানী ছাড়া সবাই সহীহ্ মুসলিমের রাবী। আর তিনিও সিক্বাহ, যেভাবে 'আত-তাক্বরীবে' বলা হয়েছে।

٤٧٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (الصحيحة: ١١٤٥)

৪৭০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আরোহী পথিককে আর পথিক উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক দল অধিক সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। (আস্-সহীহাহ- ১১৪৫)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- (৭/১২৭) (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي) ও সহীহ্ মুসলিমে (৭/২/৫৭৭২) (بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) ; আবূ দাউদ তার সুনানে (২/৩৪৩) এবং আহমাদ তার মুসনাদের

(২/৩২৫ ও ৫১০) সকলেই ইবনে জুরাইজের সানাদে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু হিব্বান তার সহীহ্ হা. (১৯৩৬) দারেমী তার সুনানের (৬/২০) উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٤٧١ـ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ. (الصحيحة: ١١٤٦)

৪৭১. জাবির (রা) থেকে মাওকূফ[১] সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আরোহী পথিককে এবং পথিক উপবিষ্টকে সালাম দিবে। আর দু' পথিকের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দিবে সে-ই উত্তম। (আস্-সহীহাহ- ১১৪৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১৪৩, ১৪৪, ১৪৫); ইবনে হিব্বান- ১৯৩৫; ইবনে জুরাইজের তরিকে হযরত জাবির (রা) থেকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি মারফুর হুকুমে। ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারীর (১৩/১১) এ সহীহ্ সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আবূ আওয়ানা এবং ইবনে হিব্বান এ বাজ্জার তার মুসনাদে অন্য তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

٤٧٢ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ. (الصحيحة: ١١٤٩)

৪৭২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ছোট বড়দের সালাম দিবে; আরোহী পথিককে; পথিক উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক দল অধিক সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। (আস্-সহীহাহ- ১১৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

---

১. আলবানী (র) এ হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সুনিশ্চিতভাবে এ হাদীসটি মারফূ'র মর্যাদা রাখে। উপরন্তু এটি মারফূ'র ভঙ্গিতেই বর্ণিত হয়েছে। -তাজরীদকারক।

সহীহ্ বুখারী ৭/২২৭ (بَابُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ); আবূ দাউদ (২/৩৪২ ও ৩৪৩); তিরমিযী– ২/১১৮ এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন; আহমাদ– ২/৩১৪ এ হাম্মাম ইবনে মুনাববেহর তরিকে আবূ হুরাইরা থেকে মারফুয়ান বর্ণনা করেন। আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ১৪৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ এবং এর সকল রাবী বুখারীর রাবী।

٤٧٣ـ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوعًا: يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِى، وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

(الصحيحة: ١١٥٠)

৪৭৩. ফুজাইলাহ্ ইবনু উবাইদ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আরোহী পথিককে পথিক উপবিষ্টকে এবং অল্পসংখ্যক ছোট দল বড়সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। (আস্-সহীহাহ– ১১৫০)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১৪৫); তিরমিযী– ২/১১৮; আহমাদ– ৬/১৯; আবূ হানিব তরিখে মারফুয়ান উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাদীসটিকে নাসাঈ তার সুনানে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ্হাতে উল্লেখ করেছেন।

٤٧٤ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا فِى الْجَنَّةِ، يُقَاتِلُ هٰذَا فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَشْهِدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَشْهِدُ. (الصحيحة: ١٠٧٤)

৪৭৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা'আলা দু' ব্যক্তির ব্যাপারে হাসবেন। একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ

করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তাওবাহ্ কবূল করেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় (ফলে উভয়েয় শেষ পর্যন্ত জান্নাতী হন)। (আস্-সহীহাহ- ১০৭৪)

হাদীসটি সহীহ্।

মুয়াত্তা মালিক- ২/১৭; সহীহ্ বুখারী- ৩/২১০ (بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ)। নাসায়ী- ২/৬৩; ইমাম বায়হাকী তার আল-আসমা ওয়াস্ সিফাত এর পৃষ্ঠা ৪৬৭-এর সানাদে ইমাম মুসলিম তার সহীহার (৬/৪০) (بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ); ইবনে খুযাইমাহ তার সহীহ্র পৃষ্ঠা ১৫২ ইমাম আহমাদ আবূ হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তৃতীয় অধ্যায়

الأذان والصلاة

আযান ও সালাত (নামায)

٤٧٥- عَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اُبْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ. (الصحيحة: ٦٣٦)

৪৭৫. জারির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম তিনি বাইয়াত দান করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত (আমার দিকে) প্রসারিত করুন। আমি আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করব। আমার উপর শর্তারোপ করুন (অর্থাৎ আমাকে নসীহত করুন) আপনি (এ ব্যাপারে) অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এর উপর বাইয়াত দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করবে এবং মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। (আস্-সহীহাহ- ৬৩৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তার সুনানের (২/১৮৩); বায়হাক্বী তার সুনানের (৯/১৩); ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/৩৬৫); তাবারানী তার আল-মু'জামুল কাবীরের (২/৩৫৯/২৩১৮) এ আবু ওয়েল এর তরিকে হযরত জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৬৪); হাকিম তার মুসতাদরাকের (৩/৫০৫); ইরওয়াউল গালীল (৫/৩২); আব্দুর রাজ্জাক তার আল-মুসান্নাফের (৪/৩০০) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٦ـ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْطَبَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لاَ أُقْسِمُ، لاَ أُقْسِمُ. لاَ أُقْسِمُ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوْا، إِنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. قَالَ الْمُطَّلِبُ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ. وَأَكْلُ الرِّبَا. (الصحيحة: ٣٤٥١)

৪৭৬. মুত্তালিব ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হানতাব থেকে বর্ণিত; তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি শপথ করছি! শপথ করছি! আমি শপথ করছি (আল্লাহ কবুল করুন) এরপর তিনি অবতরণ করলেন। অতঃপর বললেন: তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাম আদায় করে, কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে দূরে থাকে; সে ইচ্ছা করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। মুত্তালিব বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, (তিনি বলেন,) আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (কাবীরা গুনাহ) উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তা হলো), পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, আল্লাহর সাথে শরীক করা, কাউকে হত্যা করা, সতী স্ত্রীলোককে অপবাদ দেয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং সুদ খাওয়া। (আস্-সহীহাহ- ৩৪৫১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ২২০৮৭ (৩৬/৪০৬); দারেমী তার আর্‌রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ কিতাবের পৃষ্ঠা (১৫); তিরমিযী তার সুনানের হা. (২৫৩০); তাবারী তার তাফসীরের (১৬/৩৬ ও ৩৭); তাবারানী তার মু'জামুল কাবীরের (২০/৩২৮) ও (৩২৯) আবূ নুয়াইম তার 'সিফাতুল জান্নাত'-এর হা. (২২৭) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

٤٧٧ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقِبَ مَنْ عَقِبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: أَبْشِرُوا، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى. (الصحيحة: ٦٦١)

৪৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। যাঁদের ফিরে যাওয়ার তাঁরা ফিরে গেলন এবং যাঁরা থেকে যাওয়ার তাঁরা থেকে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত আসলেন মনে হয় তাকে ঠেলে নেয়া হচ্ছে এবং তিনি হাঁটু থেকে কাপড় উঠালেন (অতঃপর বসলেন) এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রভু আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন ফেরেশতাদের নিকট তিনি তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন। তিনি (ফেরেশতাদের) বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি তাকাও, তারা ফরজ (সালাত) আদায় করেছে এবং অপরটির জন্য (অপর এক ফরজ সালাতের জন্য) অপেক্ষা করছে। (আস্-সহীহাহ- ৬৬১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে মাজাহ হা. ৮০১; আহমাদ- ২/১৮২; হাম্মাদ ইবনে সালামাহর সানাদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

আল-বুছিরী তার আয্‌যাওয়ায়েদ কিতাবে (১/৫৪) হাদীসটির সকল রাবীকে সিক্বাহ বলেছেন। হাদীসটির আরো তুরুক রয়েছে যা ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (২/১৯৭) উল্লেখ করেছেন।

٤٧٨ـ قَالَ ﷺ: اِبْنُوْهُ عَرِيْشًا كَعَرِيْشِ مُوسَى. يَعْنِيْ: مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ. رُوِيَ مُرْسَلاً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَالِمِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ. وَمَوْصُوْلاً عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. (الصحيحة: ٦١٦)

৪৭৮. নাবী ﷺ বলেছেন: তোমরা তা (অর্থাৎ মাদীনার মাসজিদ তথা মাসজিদে নাববীতে) মূসার কুঁড়ে ঘরের আকারে তৈরি কর। হাসান বাসরী সালিম বিন আতিয়্যাহ, যুহরী রাশিদ ইবনু সা'দ থেকে মুরসাল সূত্রে এবং আবু দারদা উবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে মাওসুল সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৬১৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাসান বাসরী (র) থেকে মুরসাল সানাদে বর্ণিত তবে আবূ দাউদ ও উবাদাহ ইবনু সামিত (রা)-এর সানাদে মাওছুলানভাবে বর্ণিত। ইবনে আবিদ দুনিয়া তার কাছরুল আমল এর (৩/২৫/২)।

১. ইবনে কাসিরের 'আল-বিদায়া' ৩/২১৫ এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১/১০০/২; ইবনে আসাকির তার 'তারিখে' (১২/৩১৭/২) ..... হাসান থেকে মুরসাল সহীহ্।

২. সালিম ইবনু 'আতিয়াহ– সুনানে বায়হাক্বী– ২/৪৩৯.... যঈফ....।

৩. যুহরী থেকে– তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ– (১/২৩৯-৪০); খুবই দুর্বল সানাদ। মুহাম্মাদ বিন উমার, সে হল ওয়াক্বিদি– মাতরুক।

৪. রশীদ বিন সা'দ– কিতাবু ফাযলুল মাদীনাহ (হা. ৪৭)।

আলবানী বলেন: এর সানাদ মুরসাল সহীহ্ এবং এর সকল রাবীই সিক্বাহ।

শাইখ আলবানী (র) অন্যত্র হাদীসটিকে 'হাসান লি-গায়রিহী' বলেছেন। (সহীহ্ আত্-তারগীব হাদীস নং ১৮৭৬)

٤٧٩ـ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَذَكَرُوا الْوِتْرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاجِبٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُنَّةٌ. فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَكَ: إِنِّى قَدْ فَرَضْتُ عَلٰى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، مَنْ وَافَاهُنَّ عَلٰى وُضُوئِهِنَّ، وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَسُجُودِهِنَّ، فَإِنَّهُ لَهُ عِنْدِى بِهِنَّ عَهْدًا أَنْ أُدْخِلَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَنِى قَدْ أَنْقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ـ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ـ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِى عَهْدٌ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. (الصحيحة: ٨٤٢)

৪৭৯. আবূ ইদ্‌রীস আল খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কিছু সাথীদের সাথে ছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন উবাদাহ ইবনুস সামিত। তাঁরা বিতির সালাতের আলোচনা করছিলেন। তাদের কেউ বললেন, (বিতির) ওয়াজিব। আর কেউ বলছিলেন, সুন্নাত। অতঃপর উবাদাহ ইবনুস সামিত বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহর পক্ষ হতে আমার নিকট জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছি। যে ব্যক্তি উযূ, সময়মত ও উত্তমরূপে সিজদাহ করাসহ (ইত্যাদিসহ) আদায় করবে। তার জন্য আমার নিকট যিম্মাদারী হলো আমি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি আমার নিকট এগুলোর মধ্যে ত্রুটি নিয়ে উপস্থিত হবে (কিংবা তিনি এ পর্যায়ের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন) তার জন্য আমার নিকট কোন যিম্মাদারী নেই। যদি আমি চাই তবে তাকে আজাব দিব আর চাইলে তার প্রতি অনুগ্রহ করব। (আস্-সহীহাহ- ৮৪২)

হাদীসটি সহীহ্।

তায়ালিসী তার মুসনাদে (১/৬৬/২৫১); যুহরীর সানাদে হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ তার মুসনাদের (৪/২৪৪) এ উল্লেখ করেছেন এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ। আবূ নুয়াইম তার আল-হিলয়াহ্ এর (৫/১২৬-১২৭)।

শাইখ আলবানী (র) (বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনার পর) বলেন: সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ্, ইনশাআল্লাহ।

٤٨٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، ﴿فَصَلَّى﴾، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. هُوَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمْعٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْهُمُ الْمُطَوَّلُ، وَمِنْهُمُ الْمُخْتَصَرُ، وَهٰذَا لَفْظُ أَبِى الزُّبَيْرِ، يَرْوِيهِ عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. (الصحيحة: ٣١٧١)

৪৮০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: মুয়াজ ইবনু জাবাল তাঁর সাথীদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। তিনি লম্বা কিরায়াত পাঠ করলেন। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি ফিরে গেল (এবং পৃথকভাবে সালাত আদায় করল)। অতঃপর মুয়াজ (রা)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, সে মুনাফিক। যখন ঐ ব্যক্তির নিকট সংবাদ পৌঁছল তখন সে নাবী ﷺ-এর নিকট গেল এবং তাঁকে মুয়াজ যা বলেছেন, তার ব্যাপারে সংবাদ দিল। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে (মুয়াজকে) বললেন, হে মুয়াজ! তুমি কি ফিতনাকারী হতে চাও? যখন মানুষের ইমামতি

করবে তখন– ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. এবং ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (জাতীয় সূরা) পাঠ করবে। এটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা)-এর হাদীস থেকে নেয়া। আরো অনেকে অন্য শব্দের দ্বারা এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার কোনটি লম্বা এবং কোনটি সংক্ষিপ্ত। এটি আবূ যুবাইরের শব্দ। লাইছ ইবনু সা'দ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। (আস্-সহীহাহ– ৩১৭১)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম– (২/৪২/১০৬৯) (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ); নাসায়ী– ১/১৫৫; বায়হাকী তার সুনানে (২/৩৯৩) ইবনে মাজাহ (১/৩১৫/৯৮৬); ইমাম জাইলায়ী তার নসবুর রায়াহ ফি তাখরিজে আহাদিসিল হিদায়াহ এর (২/৩০) হিন্দি কানজুল উম্মালের হাদীস নং (১৯৬৭০); ইরওয়াউল গালিল (১/৩৩০); হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্। আবূ 'আওয়ানাহ– ২/১৭৩।

٤٨١ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. (الصحيحة: ٨٦٧)

৪৮১. আবূ উমামা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হাজ্জে বক্তব্য দিতে শুনেছি। তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর। সিয়ামের মাসে সিয়াম পালন কর। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের আদেশদাতার (শাসকের) আনুগত্য প্রকাশ কর। (তাহলে) তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস্-সহীহাহ–৮৬৭)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী– ২/৫১৬); ইবনে হিব্বান (৭৯৫); হাকিম তার মুস্তাদরাকে (১/৯, ৩৮৯); আহমাদ– (৫/২৫১, ২৬২); মুয়াবিয়া ইবনে সালিহের তরিকে আবু উমামা (রা) থেকে মারফূয়ান বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাকিম বলেছেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٤٨٢- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ (وَفِي رِوَايَةٍ: اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا) ﴿وَتَرَاصُّوا﴾، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ ﴿كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ﴾. (الصحيحة: ٣٩٥٥)

৪৮২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: তাকবীর দেওয়ার পূর্বে যখন তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ালেন তখন তিনি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা কাতার পূর্ণ কর (অপর বর্ণনায় استووا। পূর্ণ কর, সোজা কর শব্দ এসেছে) এবং সোজা হও। কারণ, আমি যেমন সামনে থেকে তোমাদের দেখি; তেমনি পিছন দিক থেকেও তোমাদের দেখে থাকি। **(আস্-সহীহাহ- ৩৯৫৫)**

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ মুসলিম- (২/৩০-৩১) (بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا...); আবূ 'আওয়ানাহ- ২/৪৩; ইবনে হিব্বান হা. ২১৭০; আহমাদ- ৩/১৮৩, ২৬৩; বায়হাকী তার দালায়েলুন নুবুওয়াতের হা. ১৫৭ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম যাবিদী তার 'ইতহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকিন' (২/১১৫) নং এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٤٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: اِثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبِقَ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ. (الصحيحة: ٢٨٨)

৪৮৩. ইবনু উমার থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; দু'ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার উপরে অতিক্রম করে না (অর্থাৎ, কবূল হয় না)। (ক) ঐ গোলাম; যে তার মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করে যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট

ফিরে আসে। (খ) ঐ মহিলা যে তার স্বামীর অবাধ্যতা করে; যতক্ষণ না সে (অবাধ্যতা হতে) ফিরে আসে। (আস্-সহীহাহ- ২৮৮)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তার 'আল-মুজামুস সগীর' পৃষ্ঠা ৯৭; তাঁরই 'আল-আওসাত' (১/১৬৯/২); মুহাম্মাদ ইবনে আবু সফওয়ান এর সানাদে ইবনে উমার থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (র) 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদে' ৪/৩১৩ বলেন: তাবারানী তাঁর আস্-সগীর ও আল-আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। হাকিম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকে' (৪/১৭৩)।

মুনযিরি তার ফয়জুল কদীর কিতাবের (৩/৭৯) উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন: যঈফ সানাদে হযরত জাবির থেকে এর একটি শাহেদ পাওয়া যায়।

٤٨٤- قَالَ ﷺ: اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا، قَدْرَ مَا يَقْضِي الْمُعْتَصِرُ حَاجَتَهُ فِيْ مَهْلٍ، وَقَدْرَ مَا يَفْرَغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِيْ مَهْلٍ. رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ. (الصحيحة: ٨٨٧)

৪৮৪. নাবী ﷺ বলেন: তোমার আজান ও ইকামাতের মধ্যে এরূপ ব্যবধান রাখ, যার মধ্যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানকারী ভালোভাবে প্রয়োজন সারতে সক্ষম হয় এবং খাদ্য গ্রহণকারী ভালোভাবে খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। উবাই ইবনু কাব, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবূ হুরাইরাহ্ ও সালমান ফারসী (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (আস্-সহীহাহ- ৮৮৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব, জাবির, আবূ হুরাইরাহ এবং সালমান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী তার সুনানে (১/৩৭৩); উকাইলী তার 'আয্-যুয়াফা' হা. ২৬৬; ইবনে আদি আল-কামেলের (৭/১৯২) এবং তার থেকে বাইহাকী (১/৪৪২৮ ও ২/১৯); খাতিবে বাগদাদী তার 'তালখিসুল মুতাশাব্বিহা' এর (২৬ ও ২৭) যিয়া আল-মাকাদেসী তার (المنتقى من مسموعاته بمرو)-এর (২/১৪১); জাওয়ায়েদ মুসনাদে আহমাদ –৫/১৪৩)

[এ মর্মে শায়েখ আলবানী চারটি সানাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কেবল সর্বশেষ সানাদের (আবূশ শায়েখ এর 'আযান' গ্রন্থের) হাদীসটিকে তিনি হাসান বলেছেন।]

অনুরূপ মুসনাদে আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ সূত্রে জালালুদ্দিন সুয়ূতীর 'আল-জামেউস সগীরে' বর্ণিত হয়েছে। আলবানীর কাছে এই হাদীসটিও হাসান। (সহীহ্ জামেউস সগীর হা. ১৫০)

শুআয়িব আল-আরনাউত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৫/১৪৪৩/২১৩২৩)

٤٨٥ـ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا، كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيْ بُيُوتِهِمْ قُبُورًا، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيْهِ الْقُرَانُ، فَيَتَرَاءَى لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَتَرَاءَى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

(الصحيحة: ٣١١٢)

৪৮৫. 'আয়িশা (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: তোমরা তোমাদের গৃহে (নফল ও সুন্নাত) সালাত আদায় কর। তোমরা তোমাদের গৃহকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। যেমন ইয়াহুদীরা তাদের গৃহকে কবর বানিয়েছে। আর যে গৃহে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় ঐ গৃহ আসমানবাসীর জন্য এমনভাবে দৃশ্যমান হয় যেমন পৃথিবীবাসীর জন্য তারকারাজি দৃষ্টিগোচর হয়। (আস্-সহীহাহ- ৩১১২)

হাদীসটি সহীহ্ লি-গাইরিহী।

ইমাম বুখারী তার সসহীহায় (১/১৮৮) (৪৪১) ও (২/৭২); মুসলিম তার সালাতুল মুসাফিরিন এর হা. ৭৭৭; আবূ দাঊদ তার সুনানের হা. ১০৪৩; তিরমিযী তার সুনানের হা. ৪৫১; ইবনে মাজাহ তার সুনানের হা. ১৩৭৭; নাসাঈ তার সুনানের (৩/১৯৭); বাগাভী তার শরহুস সুন্নাহর (৪/১৩২); ইবনুস সুন্নি তার আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহর হা. ৪১১; মেশকাত (৭১৪); আহমাদ তার মুসনাদের (২/১৬, ১৬/৬৫); খুযাইমা তার সহীহায় হা. ১২০৫; মুয়াত্তা হা. ১৬৮; ইবনে আদি তার কামেলে (৩/৯২৬); ফাতহুল বারী (১/৫২৯); ইলালে ইবনে আবি হাতিম হাদীস নং ৩৭৩।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ জাইয়েদ।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ লি-গায়রিহী, এর সানাদটি ইবনে লাহিয়ার জন্য যঈফ। (তাহক্বীক্বকৃত মুস...দে আহমাদ- ৬/৬৫/২৪৪১১)

٤٨٦ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَرَآهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: اِجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ. (الصحيحة: ٢٥٤٩)

৪৮৬. নাবী ﷺ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। তখন উমার (রা) তাকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, বস। কারণ, আহলে কিতাবগণ এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সালাতের মধ্যে তারা ব্যবধান রাখত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনুল খাত্তাব ভাল কাজ করেছে। (আস্-সহীহাহ- ২৫৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৫/৩৬৮ এবং হাইসামী তার মাজমাযুজজাওয়ায়েদে (২/২৩৪০ এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাত এবং সহীহ্ বুখারীর রাবী।

মুহাক্বিক্ব হুসাইন সালিম আল-আসাদও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আবূ ইয়ালা ১৩/৮২/৭১৬৬)

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেছেন: (সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়া) এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩৬৭/২৩১৭০)

٤٨٧ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي {بَعْدَهَا} فَرَآهُ

Contents

عُمَرُ، ﴿فَأَخَذَ بِرِدَائِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ﴾، فَقَالَ لَهُ: اِجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحْسَنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَدَقَ) ابْنُ الْخَطَّابِ. (الصحيحة: ٣١٧٣)

৪৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনু রিবাহ নাবী ﷺ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন অতঃপর এক ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর উমার তাঁকে দেখতে পেলেন (এবং তাঁর চাদর কিংবা কাপড় ধরে) বললেন, বস। আহলে কিতাবগণ তাদের সালাতের মধ্যে ব্যবধান না করার দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনুল খাত্তাব ভাল (অপর বর্ণনায় সত্য) বলেছেন। (আস্-সহীহাহ- ৩১৭৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- (৫/৩৬৯) এ আব্দুল্লাহ ইবনে বাওয়াহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন হাইছামী তার মাজমায়ুজজাওয়ায়েদে (২/২৩৫) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আবূ ইয়ালা- (১৩/১০৭/৭১৬৬)

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ, কেবল সাহাবীর (রা) নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতে কোন ক্ষতি নেই; কেননা সমস্ত সাহাবীই 'আদল।

٤٨٨- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. (الصحيحة: ٣٦٥)

৪৮৮. সামুরাহ ইবনু জুন্দুব থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন, তোমরা সালাতের জামাতে হাজির থাক এবং ইমামের নিকটবর্তী দাঁড়াও। কারণ, সর্বদা যে ব্যক্তি দূরে থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও সে দূরবর্তী হিসেবে থাকবে। (আস্-সহীহাহ- ৩৬৫)

হাদীসটি সহীহ্।

আবূ দাঊদ হাদীস নং ১১৯৮; হাকিম- ১/২৮৯; বায়হাক্বী- ৩/২৩৮; আহমাদ- ৩/১১ এ মুয়া'জ ইবনে হিসাম এর সানাদে উল্লেখ করেছেন।

Contents

হাকিম বলেছেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। যাহাবী এতে চুপ থেকেছেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন।

٤٨٩ـ عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَسَأَلْنَا أُمَّ عَطِيَّةَ: هَلْ سَمِعْتِ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا وَكَانَتْ إِذَا حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ: بِأَبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَلْيَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ. (الصحيحة: ٦٠٠)

৪৮৯. হাফসা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা উম্মু আতিয়াকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার বাবা-মা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি (উম্মু আতিয়া) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বলতেন তখন তিনি বলতেন, আমার বাবা-মা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা স্বাধীন ও পর্দানশীন বালিকাদের (ঘর থেকে) বের করে দাও। তারা যেন ঈদ ও মুসলিমদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে এবং হায়েজগ্রস্তারা যেন মুসলিমদের ঈদগাহ থেকে দূরে থাকে। (আস্-সহীহাহ- ৬০০)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে হুমায়দী হাদীস নং ৩৬২; সুফইয়ানের সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাঈ তার সুনানে এবং ইবনে মাজাহ্ তার সুনানেও হাদীসটি এনেছেন। ইমাম মুসলিম তার সহীহাতে (أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ) শব্দে হাদীসটি এনেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। ইমাম বুখারী এর কাছাকাছি শব্দ দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٤٩٠ـ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا،

فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا، فَقَالَ: اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا. قَالُوا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ، وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالْمَاءَ يَنْشِفُ؟ فَقَالَ: مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيبًا. فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا، ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا، فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالأَذَانِ، قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّءٍ فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ قَالَ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِنْ تِلاَعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ. (الصحيحة: ٢٥٨٢)

৪৯০. ত্বালাক ইবনু আলি (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা একদল লোক নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, আমাদের ভূমিতে (এলাকায়) আমাদের একটি গির্জা রয়েছে। আমরা তাঁর নিকট তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি চাইলাম। অতঃপর তিনি পানি চাইলেন এবং উযূ করলেন ও কুলি করলেন এবং পাত্রে (কুলি) নিক্ষেপ করলেন আর আমাদের আদেশ করলেন, তোমরা যাও যখন তোমরা তোমাদের ভূমিতে যাবে তখন তোমাদের গির্জা ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঐ জায়গার মাটি এ পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিবে এবং সেখানে মাসজিদ নির্মাণ করবে। তারা বলল, শহরটি অনেক দূর আর অত্যাধিক গরম (ফলে) পানি শুকিয়ে যাবে? তিনি বললেন, তোমরা আরো পানি মিলিয়ে নাও। কারণ, তা শুধু পবিত্রতাই বৃদ্ধি করবে। আমরা বের হলাম। একপর্যায়ে আমাদের শহরে আসলাম এবং আমাদের গির্জা ভেঙ্গে ফেললাম। অতঃপর ঐ জায়গাটি ভিজিয়ে দিলাম। আর মাসজিদ নির্মাণ করলাম এবং সেখানে আজান দিলাম। তিনি বলেন, পাদ্রীটি তাই গোত্রের ছিল সে যখন আজান শুনল তখন বলল, সত্য আহ্বান।

Contents

আর সে আমাদের উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকার দিকে চলে যায়। এরপর আর আমরা তাঁকে দেখিনি। (আস্-সহীহাহ[১]– ২৫৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী (১/৮-এর ১১ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন) হা. ৭০১; ইবনে হিব্বান ৯৮/৩০৪ এ আব্দুল্লাহ ইবনে বদর এর সানাদে তালক ইবনে আলি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্। এবং হাদীসটিকে এভাবেই আহমাদ তার মুসনাদের (৪/২৩); আল-হারবী তার গারীবুল হাদিস (৫/১৪১/২ ও ১৫৬/২) এ উল্লেখ করেছেন।

٤٩١ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الصَّلَاةَ فَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا فَاتَكَ. (الصحيحة: ١١٩٨)

৪৯১. সাঈদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, যখন তুমি সালাতে (অর্থাৎ, জামাতে) আসবে তখন ধীরস্থিরভাবে আসবে এবং যা (যত রাকাত) পাও তা (একাকী) আদায় কর আর যা ছুটে গেছে তা (একাকী) আদায় কর। (আস্-সহীহাহ– ১১৯৮)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তার 'আল-আওসাত' (১/২৩/১ ও ২) এ মুকাদ্দাম ইবনে মুহাম্মাদ এর তরিকে সাদ ইবনে ওক্কাস (রা) থেকে মারফুয়ান বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হিশাম থেকে শুধু কাসেমই বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তিনি ছিকাহ্ ও বুখারির উস্তাদদের একজন আর হাদীসটি সহীহ্।

٤٩٢ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ ﴿أَوَّلَ﴾ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا

১. ১৪৩০ নং হাদীসে আলবানী (র)-এর বর্ণনাতে এমনই এসেছে। এ কিতাবের (২য় খণ্ড) ৫৩৪ নং হাদীসে এরূপ বর্ণনা আলোচিত হবে। –তাজরীদকারক।

أدرك ﴿أول﴾ سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته. (الصحيحة: ٦٦)

৪৯২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের প্রথম সিজদা (তথা রাকায়াত) পায়। সে যেন সালাত পূর্ণ করে আর যে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ফজরের প্রথম সিজদা (তথা রাকায়াত) পায় তবে সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে। (আস্-সহীহাহ- ৬৬)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী ১/১৪৮ (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب); আবূ নুয়াইম ফজল ইবনে দুকাইন এর সানাদে হযরত আবূ হুরাইরা থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। নাসায়ী- ১/৯০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্। কারণ, সানাদের আমর নামক রাবি সিক্বাহ আর বাকি সকলেই পরিচিত। বায়হাক্বী তার সুনানের (১/৩৬৮); হাদীসের মুতাবায়া'তও রয়েছে যা সিরাজ তার মুসনাদের (১/৯৫)-এ উল্লেখ করেছেন।

٤٩٣ـ عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، ﴿فطلعت﴾، فصل إليها أخرى. (الصحيحة: ٢٤٧٥)

৪৯৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তুমি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে সকালের (ফজরের) সালাতের এক রাকায়াত পাও (অতঃপর সূর্য উদিত হয়) তবে তুমি তার সাথে আরো রাকায়াত আদায় করবে। (আস্-সহীহাহ- ২৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তাহাভী তার 'শরহু মা'য়ানিল আছারের' (১/২৩২); বায়হাক্বী তার সুনানের (১/৩৭৯); (অতিরিক্ত শব্দগুলো তার) ইমাম আহমাদ তার সুসনাদের (২/২৩৬-৪৮৯); ইবনে আবি আরুযার সানাদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। তবে বাস্তবে হাদীসটি মা'লুল। দারাকুতনী হা. ১৭ এবং বায়হাক্বী তার সুনানে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٤٩٤- عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَذَّنْتَ الْمَغْرِبَ فَاحْدُرْهَا مَعَ الشَّمْسِ حَدْرًا. (الصحيحة: ٢٢٤٥)

৪৯৪. আবূ মাহযুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন: যখন তুমি মাগরিবের আযান দিবে তখন তুমি সূর্য নিচে নামার সাথে সাথে (অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে) মিলিয়ে দিবে। (অর্থাৎ, সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আজান দিবে)। (আস্-সহীহাহ- ২২৪৫)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' (৭/২১০/৬৭৪৪) এ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানির তরিকে হযরত আবু মাহযুরাহ (রা) থেকে মারফুয়ান হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ দুর্বল। হাদীসে উল্লেখিত ইব্‌রাহিম ইনি হলেন ইব্‌রাহিম ইবনে আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল মালিক। আর তিনি দুর্বল।

আর হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক হাদীস হলো:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةً تَغْرُبُ الشَّمْسُ، إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا -

শেষোক্ত হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন: শুআয়িব আল-আরনাউত (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ ৪/৫১/১৬৫৮০); হুসাইন সালিম আল-আসাদ (তাহক্বীক্বকৃত দারেমী- ১/২৯৭/১২০৯)

٤٩٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي، فَإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ. (الصحيحة: ٤٩٧)

৪৯৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন কোন ব্যক্তির সালাত আদায় করা অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনা করা হবে তখন তার অনুমতি দান হলো, তাসবীহ পাঠ করা। আর যখন কোন মহিলার নিকট তার সালাতরত অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনা করা হয় তখন তার অনুমতি দান হলো, তালি বাজানো। (আস্-সহীহাহ- ৪৯৭)

হাদীসটি সহীহ্।

আবুশ শায়েখ তার আল-আকরান এর (১/৪); বায়হাক্বীর 'আস্-সুনানুল কুবরা' ২/২৪৭; এ হাফস ইবনে আব্দুল্লাহর তুরুককে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে মারফূয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদটি সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ হা. ৮৬৭; মুসনাদে আহমাদ (২/২৯০); আলবানী হাদীসটির তিনটি সানাদ উল্লেখ করে বলেন: এর সবকটিই সহীহ্।

٤٩٦ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. (الصحيحة: ٣٩٦٤)

৪৯৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হয় আর তখন যদি কেউ সিয়াম পালনকারী থাকে তবে সে যেন মাগরিব সালাতের পূর্বে খাবার গ্রহণ করে। আর তোমরা তোমাদের খাবারের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না।(আস্-সহীহাহ্- ৩৯৬৪)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম তাহাভী তার শরহুমুশকিলিল আছার কিতাবের (২/৪০২) এবং সাআতি তার বাদায়েযুল মিনান কিতাবের হা. ৫৭২; আল্লামা যাইলামী তার নসবুর রায়াহ ফি তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়ার (৩/৪৩); ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারীর (২/২৫৩); হিন্দি তার কানযুল উম্মালের হা. ২০০৫৪; হাইসামী তার আল-মাজমায়ুজজাওয়ায়েদ এর (২/৪৬) এবং ইবনে হাজার আলখিসুল হাবীরের (২/৩২) এ উল্লেখ করেছেন। সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ২০৬৫; তাবারানী 'আল-মু'জামুল আওসাত' হা. ৫০৭৫।

শুআয়িব আল-আরনাউত হাদীসটির সানাদকে সহীহ্ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ৩৯৬৪। এর সমার্থক কয়েকটি হাদীস। আনাস (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ـ

"সন্ধ্যার খানা যদি আগে হাযির হয়ে যায় তবে মাগরিবের সালাত আদায় করার পূর্বেই তা খেয়ে নিবে। সন্ধ্যার খানা থেকে বিরত থেকে মাগরিবের সালাত আদায়ে তাড়াহুড়া করবে না।" (সহীহ্ বুখারী; সহীহ্ মুসলিম; তিরমিযী; নাসায়ী; তাজরীদুস সিহাহ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা) ২/৬৩০ নং)

ইবনে 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

كَانَ إِبْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَيُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّهُ، لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ -

"ইবনে 'উমার (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, যখন তাঁর জন্য খানা উপস্থিত হত, অপর দিকে তাকবীর বলা হত, তিনি সালাতে উপস্তিত হতেন না– যতক্ষণ না খাওয়া ঠিকভাবে সারতেন। অথচ তিনি ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পেতেন। [সহীহ্ বুখারী; সহীহ্ মুসলিম; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৩/৯৮৯]

নাফে' (র) বর্ণনা করেন:

كَانَ بْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يَقْدِمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِمَ إِلَيْكُمْ -

"কখনো কখনো ইবনে 'উমার (রা) সায়িম (রোযাদার) অবস্থায় সূর্য অস্তমিত এবং রাত সুস্পষ্ট হলে সন্ধ্যার খাবার গ্রহণ করতেন। মুয়ায্যিন আযান দিত অতঃপর সালাত দাঁড়াত (ইক্বামাত দেওয়া হতো) আর তিনি (রা) তা শুনতে পেতেন। কিন্তু সন্ধ্যার খাবার শেষ না করা পর্যন্ত তা ত্যাগ করতেন না এবং তাড়াহুড়াও করতেন না। অতঃপর বের হতেন এবং বলতেন– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের সামনে সন্ধ্যার খাবার উপস্থিত হয় তখন তোমরা তাড়াহুড়া করো না।" [ইবনে হিব্বান ৫/২০৬৭ নং; অনুরূপ 'ফাতহুল বারী' (ঐ)]

٤٩٧- عَنْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: اٰخِرُ مَا عَهِدَ بِهِ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا، فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ. (الصحيحة: ٣٩٦٥)

৪৯৭. উসমান ইবনু আবিল আস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ সর্বশেষ আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, যখন তুমি কওমের (জাতির) ইমামতি করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করবে। অর্থাৎ, দীর্ঘ কিরায়াত পাঠ করবে না। (আস্-সহীহাহ– ৩৯৬৫)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বায়হাক্বী তার দালায়েলুল নুবুওয়াহ এর (৫/৩০৬); সহীহ্ মুসলিম- ২/৪৪/১০৭৯ (بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ); ইবনে মাজাহ হা. ৯৮৮; ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/২২); বায়হাক্বী- ৩/১১৬; মেশকাত হা. ১১৩৪; ইমাম জাইলায়ী তার নসবুর রায়াহ এর (২/২৯); কানজুল উম্মাল হা ২০৪১৫); আবু নুয়াইম তার আল-হিলয়াহ এর (৫/১০০); মিনহা হা. ৬২৭ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্। আবূ আওয়ানা- ২/৯৬; তায়ালিসী- ১২৯/৯৪০

٤٩٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (الصحيحة: ١٢٦٣)

৪৯৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন ক্বারী (ইমাম) আমীন বলেন, তোমরাও আমীন বল। কারণ, ফেরেশতাগণও আমীন বলেন। যার আমীন ফেরেশতার আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করা হবে। (আস্-সহীহাহ- ১২৬৩)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- ৪/২০৭ (بَابُ التَّأْمِينِ); নাসায়ী- ১/১৪৭; ইবনে মাজাহ হা. ৮৫১; ইবনে জারুদ (১৯০); মুসনাদে আহমাদ- ২/২৩৮ আবূ হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

٤٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: إِذَا بَدَا (وَفِي لَفْظٍ: طَلَعَ) حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ. (الصحيحة: ٣٩٦٦)

৪৯৯. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; যখন সূর্যের ভ্রূ (রেখা) প্রকাশ পাবে (অপর বর্ণনায় উদিত হবে) তখন তোমরা তা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করবে। আর যখন সূর্যের ভ্রূ (রেখা) অস্ত যাবে তখন তোমরা সালাত বিলম্ব করবে। যেন সূর্য অস্ত যায়। (আস্-সহীহাহ- ৩৯৬৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম মালিক (র) হাদীসটি তার মুয়াত্তা মালিকের হা. ২২০ ও সহীহ্ বুখারী– ৫৮৩, ৩২৭২ (اب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس); সহীহ্ মুসলিম– ২/২০৭/১৯৬৩ (بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا); এবং হিন্দ তার কানযুল উম্মাল এ হা. ১৯৫৮৭ এ উল্লেখ করেছেন। আবূ 'আওয়ানাহ– ৩/৩৮৩; নাসায়ী– ১/৬৬; বায়হাক্বী– ২/৪৫৩; আহমাদ– (২/১৩, ১৯/১০৬)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٥٠٠ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْهَا، لاَ تُصِبْ جِلْدَةَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ. (الصحيحة: ١٢٦٥)

৫০০. সাদ' ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে থুতু ফেলে তখন সে যেন তা দূরে নিক্ষেপ করে। কোন মু'মিনের শরীরে বা কাপড়ে নিক্ষেপ করে তাকে কষ্ট দিবে না। (আস্-সহীহাহ– ১২৬৫)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ– ১/১৭৯; ইবনে আবী শায়বাহ– ২/৮০/২; ইবনে খুযাইমাহ– ১/১৪১/২; আবূ ইয়ালা পৃষ্ঠা ২৩০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেছেন: এর সানাদ হাসান। (তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ– ২/২৭৭/১৩১১)

কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হুসাইন সারিম বিন আসাদ বলেছেন: এর সানাদ সহীহ্। (তাহক্বীক্বকৃত আবূ ইয়ালা– ২/১৩১/৮০৮)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

❑❑❑

سلسلة الاحاديث الصحيحة

(باللغة البنغالية)

التأليف

للعلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى (رحمه الله)

اعتنى به

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الترجمة

الشيخ مبارك سلمان

ناشر

عاطفة ببليكيشنس، داكا، بنغلاديش